[প্রথম খণ্ড]

শ্রীঅমিয় কুমার সেন

দি নিউ বুক ষ্টল
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভূমিকা

বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি আমার মা শ্রীমত্যা রাধারাণী সেন বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ কথামৃত ইত্যাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করেন এবং পল্লীর প্রবীণারা শুনতে আসেন। এখন দেখছি আমার ভাই শ্রীঅশোক কুমার সেন (ভারত বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক শ্রীরথীন ঘোষের ছাত্র) এই আসরে কীর্ত্তন গান করছে ভাগবত পাঠের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আমি একাগ্র চিত্তে শুনে যাই আর মাঝে মাঝে ভজন গান করি। মা আমাকে একদিন বল্লেন—"তুই তো ছোটবেলা থেকেই তোর বাবুর কাছে গান শিখেছিস আবার সত্যেন ঘোষালের কাছেও গান শিখিয়েছি তোকে বহু বৎসর ধ'রে—তার ওপর তুই বহু গানও বেঁধেছিস—চেষ্টা ক'রে দেখ না তোদের ঐ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর কীর্ত্তনের ওপর কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা লিখতে পারিস কিনা"॥ মায়ের আদেশ মাথায় নিয়ে রাত্রি হ'লেই লীলাগীতি লিখি। আমার বাবা ৺বিভূতিভূষণ সেন আমাকে টপ্পা, কীর্ত্তন, নজরুলগীতি প্রভৃতি নিজে শিখিয়েছিলেন। তাই আমি রাগসঙ্গীত কীর্ত্তন একের পর এক মালার মত গেঁথে লিখে গেলাম। প্রথমে রামকৃষ্ণলীলা, পরে বিবেকানন্দলীলা ছাপালাম। সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা হ'লেও ভক্তজনের কাছে আদৃত হ'ল। এর পরে এক হাজার পাতার কৃষ্ণলীলা আর বার শ' পাতার উপর গৌরাঙ্গলীলার পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের সন্ধান করি। প্রথমেই গেলাম দি নিউ বুক ষ্টলের স্বত্বাধিকারীও প্রকাশক মহাশয় ভক্তপ্রবর শ্রীমহেন্দ্রনাথ পালের কাছে। তিনি উৎসাহের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার প্রথম খণ্ড প্রকাশ ক'রে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন এবং এই সাথে বিশেষভাবে সহযোগিতা করলেন শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায় বইটির আদ্যোপান্ত

প্রুফ সংশোধন ক'রে। বুঝলাম যাঁর কাজ তিনিই করান। আশা রাখি কৃষ্ণই ভক্তদের দৃষ্টি এ গ্রন্থটির উপর উপস্থাপিত করবেন। কারণ এতে আছে (১) কৃষ্ণনাম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্য (২) পাঠ ক'রে কৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপায় (৩) ছন্দের দোলায় দুলে আবৃত্তি করার উপকরণ (৪) নৃত্যনাট্যের উপযোগী সংলাপ (৫) লীলা গীতি পরিবেশনের সুষ্ঠু গতি (৬) বহুগান যা' যে কোন আসরের পরম বাঞ্ছিত নির্ব্বাচন। আমার বা আমার ভাই অশোকের কাছে এসব গান গাইবার রীতি-নীতি জেনে নেওয়া যেতে পারে। ভদ্রমহিলারা আমাদের দলের যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালিকা শ্রীমতি নমিতা সেনের নিকট ও এ বিষয়ে সাহার্য্য পেতে পারেন।

আমরা 'কালী কৃষ্ণ সঙ্গীত সমাজ' নাম দিয়ে একটি দল গ'ড়ে আমাদের দেশের নানাস্থানে এই সকল লীলাগীতি পরিবেশন করে চলেছি বহুদিন ধ'রে। কীর্ত্তন গুলিতে নানারূপ রাগ-রাগিণী ভাবের গম্ভীরতা অনুযায়ী আরোপ করা হয়। ভক্ত গায়কেরাও এরূপ করিতে পারেন এমনকি অন্যান্য গানে যে রাগ-রাগিণী চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলিরও পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে তাবে তালের কোন হেরফের করা যাবে না—কারণ মাত্রা গুণে গুণে তাল বসান হয়েছে। প্রতিটি পালায় মূল উদ্দেশ্যটি বজায় রেখে অংশ বিশেষ পরিবর্জ্জন করা যেতে পারে। লীলাগীতি এককভাবে গাহিবার উপযোগী ক'রে লেখা হয়েছে। দলগত ভাবে গাহিতে হ'লে একজন সূত্রধার এবং অন্যান্য চরিত্রের কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরা জুড়ি গানের মত যেখানে যেরূপ কথা আছে সেভাবে তাল বজায় রেখে শুরু ও শেষ করিবেন।

'নগেন্দ্র ভবন'
৫ শ্রীধর চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট
পোঃ—উত্তর পাড়া, জেলা—হুগলী

বিনীত
শ্রীঅমিয় কুমার সেন
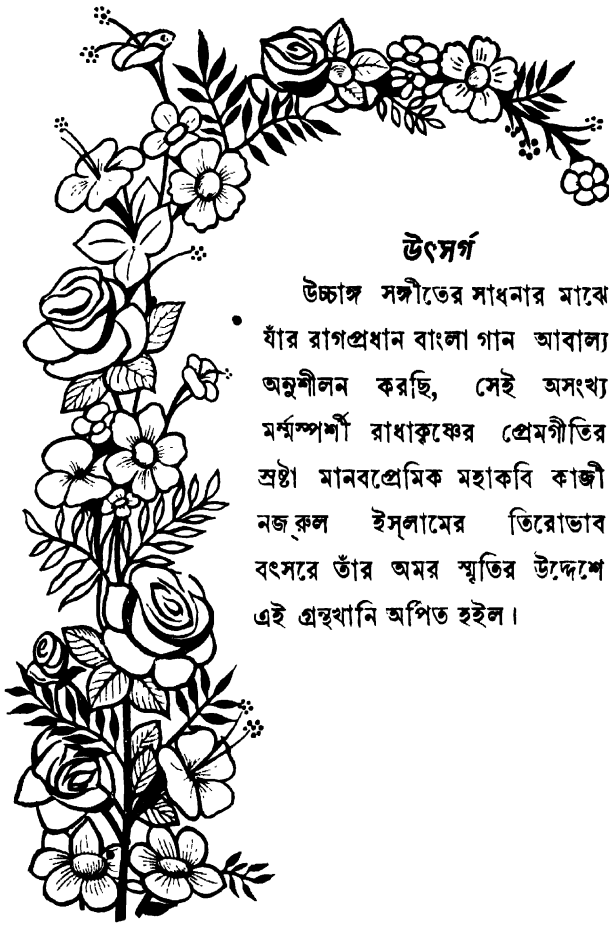
উৎসর্গ

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনার মাঝে যাঁর রাগপ্রধান বাংলা গান আবাল্য অনুশীলন করছি, সেই অসংখ্য মর্ম্মস্পর্শী রাধাকৃষ্ণের প্রেমগীতির স্রষ্টা মানবপ্রেমিক মহাকবি কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লামের তিরোভাব বৎসরে তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

সূচীপত্র

জন্মাষ্টমী	...	১
নন্দোৎসব	...	১৪
কংসের ক্ষমা ভিক্ষা ও দেবকী বসুদেবের কারামুক্তি লাভ	...	১৮
কৃষ্ণের শৈশবলীলা—পুতনা বধ	...	২৩
শকট ভঞ্জন	..	৩২
তৃণাবর্ত্তাসুর বধ	..	৩৩
যশোদার উৎকণ্ঠা নাশিতে গোপালের বিশ্বরূপ প্রদর্শন	...	৩৫
গোপালের হামা দিয়ে বিচরণ	...	৩৭
কৃষ্ণ বলরামের নামকরণ	...	৩৮
রামকৃষ্ণের দৌরাত্ম	...	৪৩
যশোমতির দ্বিতীয়বার কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন	...	৪৬
কৃষ্ণের ফলগ্রহণ	....	৪৮
কৃষ্ণের ননী চুরি	...	৫১
যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন	...	৫৬
নন্দরাজার পরিজন ও প্রজাসহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন	...	৬১
গোষ্ঠ	...	৭০
বৎসাসুর বধ	...	৮৬
বকাসুর বধ	...	৮৭
অঘাসুর বধ	...	৮৮
ব্রহ্মার সন্দেহ ভঞ্জন	...	৮৯
কালিয় দমন	...	৯৪
কৃষ্ণের দাবানল পান	...	৯৯
ধেনুকাসুর বধ	...	১০০

প্রলম্ব বধ	...	১০১
শ্রীরাধার পরিচয় ও পরিণয়	...	১০৪
শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শ্রীরাধা দর্শন	...	১১২
স্বয়ংদৌত্য	...	১২১
শ্রীকৃষ্ণের বেদিয়াবেশে শ্রীরাধার সহিত মিলন	...	১২২
শ্রীকৃষ্ণের গণকবেশে শ্রীরাধা দর্শন	...	১২৬
ফেরিওয়ালাবেশে শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমন	...	১৩০
শ্রীকৃষ্ণের মালিনীবেশে শ্রীরাধার সঙ্গলাভ	...	১৩৪
শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যবেশে শ্রীরাধার সান্নিধ্যলাভ	...	১৩৯
নাপিতানীবেশে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার পদসেবা	...	১৪৪
শ্রীকৃষ্ণের সারথি বেশে শ্রীরাধার সঙ্গ ভিক্ষা	...	১৫০
শ্রীকৃষ্ণের তাপসী বেশে শ্রীরাধার গুণ কীর্ত্তন	...	১৫৩
শ্রীমতির রাখাল বেশ	...	১৫৮
বস্ত্রহরণ	...	১৬৫
অন্নভিক্ষা	...	১৭৭
গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ	..	১৮৫
কৃষ্ণকালী	...	১৯৪
রাস	...	২০৯
সুদর্শন উদ্ধার	...	২৪৯
গোপী উদ্ধার	...	২৫৫
অরিষ্ট বধ	..	২৬১
কেশীবধ ও ব্যোম বধ	...	২৬২
মুক্তালতা	...	২৬৩
নরনারী কুঞ্জর	...	২৮৭
ঝুলন	...	২৯১
মান	...	৩০০

কলহান্তরিতা ... ৩২১
কলঙ্ক ভঞ্জন ... ৩৩১
বর্ষাভিসার ... ৩৪৪
দোল ... ৩৪৮
ভার খণ্ড ... ৩৫৮
দান খণ্ড ... ৩৬৬
নৌকা বিলাস ... ৩৭৫
কংসের ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান ... ৩৮৭
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ... ৩৯৪
মথুরা লীলা রজকাসুর বধ ও মালাকরকে কৃপা ... ৪০৭
কুব্জা মিলন ... ৪০৯
কংস বধ ... ৪১২
বসুদেব দেবকীর কারামুক্তি লাভ ... ৪১৫
কৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন দান ... ৪১৭
রামকৃষ্ণের উপনয়ন ... ৪১৯
নন্দ বিদায় ... ৪২১
রামকৃষ্ণের সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষা ... ৪২৭
জরাসন্ধের সৈন্য নাশ ... ৪৩৭
বলরামের শ্রীবৃন্দাবন পর্যটন ও কালিন্দী আকর্ষণ ... ৪৪৫
শ্রীরাধার অন্তর বেদনা ... ৪৫০
দূতী সংবাদ ... ৪৫৬
বিরহিণী রাইকিশোরী ... ৪৬৯
উদ্ধব সংবাদ ... ৪৯০

গৌরবন্দনা

রাগপ্রধান—বাগেশ্রী—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

কৃষ্ণনামের কি মহিমা জানায় তা' গৌরহরি।
শ্রীগৌরাঙ্গে তাই অষ্টাঙ্গে প্রথমে প্রণাম করি॥
শম্পা যেমন মেঘের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িতা
রাধাও তেমন কৃষ্ণের সাথে পরস্পরে সম্পূরিতা
রাধা কৃষ্ণের মিলন পূত গোরার মাঝে একীভূত
গৌর আমাদের প্রভু তো প্রভূত প্রেম দেয় ভরি'॥
প্রেমে ভরা হেমকান্তি গৌরাঙ্গ ক্ষমার অবতার
গৌরাঙ্গ নাম মুখে নিলে সকল পাপী পাবে নিস্তার
গোরা তুলে ভুজদণ্ড নৃত্য ক'রে যায় উদ্দণ্ড
পাষণ্ডকেও দেয় না দণ্ড বুকে টেনে নেয় ধরি'॥
কৃষ্ণপ্রেমে অন্ধ হ'য়ে বন্দিলে শচীনন্দনে
ঘুচে যাবে ভব জ্বালা গৌরাঙ্গের কৃপা চন্দনে
গৌরাঙ্গের প্রাণপ্রিয় ভাই প্রেম দাতা আমাদের নিতাই
ভ'জে গৌর নিতাই সদাই যাও ভব সাগর তরি'॥

জন্মাষ্টমী

কীর্ত্তন

যুগে যুগে ভারতবর্ষ ঈশ্বরের পায় চরণ স্পর্শ
এত প্রেম ভক্তির উৎকর্ষ এ দেশ বিশ্বে তাই দেখালো
নারায়ণ রূপ নেয় বামন রাম কভু নিল নৃসিংহ নাম
ধন্য করিল ধরা ধাম মানবে বাসিয়া ভালো ॥
দ্বাপর যুগের অন্ত ভাগে। ভারতে আর্ত্তনাদ জাগে ॥
অত্যাচার করে রাজারা ষড়রিপুর অনুরাগে ॥
সবল দুর্ব্বলের উপরে নানারূপ নিপীড়ন করে
সুকর্ম্মে অধর্ম্ম ধরে প্রেমে ভাঙনের ঢেউ লাগে ॥
সুজন শিলায় মাথা কোটে অশ্রুজলে ব্যথা ফোটে
নভ ভেদি' বাষ্প ওঠে কাতরে প্রতিকার মাগে—

ভজন—মিশ্রাকি : তোড়ি—তেওড়া

জাগো প্রভু নারায়ণ পরম ব্রহ্ম পরায়ণ
খোল কমল নয়ন হের আমাদের পানে।
দাও প্রভু কৃপাদৃষ্টি রক্ষিতে তব সৃষ্টি
কর করুণা বৃষ্টি দগ্ধ পীড়িত প্রাণে ॥
এখনও কি নারায়ণ তুমি রহিবে সুপ্ত
শাসকের অত্যাচারে ধর্ম্ম হতেছে লুপ্ত
অসুর বলে প্রদৃপ্ত ষড়রিপুতে ক্ষিপ্ত
আত্ম গরিমায় তৃপ্ত কেহ নাই বাধা দানে ॥
শ্রীরাম রূপ ধরে তুমি ধ্বংস কর রক্ষকুল
এখনও লক্ষ্য কর সত্য হতেছে নির্ম্মূল
তোমার উদয়ের আশায় সাধুগণ বক্ষ ভাসায়
চিরন্তন ভালবাসায়. এস এ ব্যথার টানে ॥

এস বিষ্ণু কলুষ উষ্ণ এ ধরা পরে
সেই শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম লয়ে শ্রীকরে
কর এ শঙ্কা হরণ পরশি অভয় চরণ
সুশীতল প্রেমের ক্ষরণ হোক মানবের কল্যাণে ॥

কীর্ত্তন

শুধু নয় প্রাণের ভয় ধর্ম্মনাশ প্রাপ্ত হয়
সাধুজনে না সয় রোদন করে সদাই।
চিত্ত কোরে শোধন জানাল আবেদন
এবার মধুসূদন জেগে উঠিল তাই ॥
অন্তরযামী লক্ষ্য কোরে যায় পরিষ্কার।
হেরে ভক্তের চক্ষে ঝোরে যায় অশ্রুধার ॥
প্রকাশ্যে যে সব জন বলেছে নারায়ণ
তারা সয় উৎপীড়ন অত্যাচারী রাজার ॥
বিষ্ণু পূজার তরে রাজাদের কোপ পড়ে
নেয় শিলার উপরে আছাড়ি প্রাণ সবার ॥
অত্যাচারে ভারত তাই হতেছে শ্মশান।
রাজ্য জয়ের লিপ্সায় রাজার হৃদয় পাষাণ ॥
রাজা ভোগ বিলাসী বলি হয় রূপসী
দণ্ড পায় নির্দ্দোষই নীতির হয় অবসান ॥
রাজার বিধান মতে বাধ্য কৃপাণ হাতে
অন্যায় রণ করিতে লাঙ্গল ছেড়ে কৃষাণ ॥
শাসকের প্রকৃতি হয়ে গেছে বন্য
শ্যামল ভারতের তাই দৃশ্য হল অন্য ॥
ভারত ভূমি উর্ব্বর কিন্তু শাসক বর্ব্বর
সবুজ ফসলের 'পর রথ চালায় অগণ্য ॥
যে কিছু বলে ন্যায় রাজা তারই প্রাণ নেয়
ব্রাহ্মণ দেয় তার কন্যায় রাজ বিলাসের জন্য ॥

করে জরাসন্ধ শিশুপাল অত্যাচার।
সবার চেয়ে বেশী কংসাসুর মথুরার॥

হেরে বিষ্ণু চক্ষে কংস কারা কক্ষে
মা দেবকীর বক্ষে মাতৃস্নেহ অপার॥
তারে পুত্ররূপে পেয়ে চুপে চুপে
বসুদেব ভূপে দিতে চায় উপহার॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

ফেলে আসা দিনের কথা বিষ্ণুর মনে হয় উদয়।
বৈকুণ্ঠে নিজে রয় নিদ্রায় দ্বারে রহে জয় বিজয়॥
হেনকালে গর্গমুনি দ্বারে এসে দেয় হানা
প্রভুর ঘুম ভাঙিবে দ্বারী প্রবেশিতে করে মানা
মুনি অভিশাপ দেয় চরম—"স্বর্গচ্যুত রও সাত জনম"
এ শাপ শুনে ভক্তি পরম দেখায়ে জয় বিজয় কয়—
"লঘু অপরাধে আমরা গুরুদণ্ড পেলাম প্রভু
মুনি বলে—"আমার বাক্য বিফলে যাবে না কভু
বিষ্ণু'পরে রইলে ভক্তি সাত জনমে পাবে মুক্তি
হরি বৈরী হলে পরে তিন জনমে মুক্তি রয়॥"
জয় বিজয় দ্রুত মুক্তি চায় হল তাই বিষ্ণুর রিপু
সত্যযুগে মল হয়ে হিরণ্যাক হিরণ্যকশিপু
হয়ে কুম্ভকর্ণ রাবণ ত্রেতা যুগে লভে মরণ
শেষে দ্বাপরে জয় বিজয় কংস আর শিশুপাল হয়।

কীর্ত্তন

নারায়ণ হল প্রসন্ন রূপ ধরে দুটি বিভিন্ন
বসুদেবে কোরে ধন্য জনমিল ধরা 'পরে।
বসুদেবের দুই গৃহিণী দেবকী এবং রোহিণী
রোহিণী হয় রাম জননী শ্রীরাম শুভ্রবরণ ধরে॥

শ্রীকৃষ্ণ এল এর পরে। কৃষ্ণ বরণ কলেবরে ॥
মাতা দেবকী জঠরে ধরে পরম স্নেহ ভরে ॥
কৃষ্ণাষ্টমী ভাদ্রমাসে রোহিণী নক্ষত্রাকাশে
ভূমিষ্ট হয় কারাবাসে রজনী মধ্যম প্রহরে ॥
'পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'
বিতরিতে সেই কৃষ্ণনাম যে নাম সর্ব্ব পাপ হরে ॥
হয় নি মঙ্গল শঙ্খধ্বনি। তবু ধন্যা হয় ধরণী ॥
শঙ্খ ধরিলেও নারায়ণ বাজায় নি শঙ্খ আপনি ॥
জানাজানির রয় আশঙ্কা বাজে নি তাই জয় ডঙ্কা
বসুদেব দেবকীর শঙ্কা নব জাতক গেল গণি' ॥
কারাগারের যত সৈন্য মায়া নিদ্রায় রয় আচ্ছন্ন
ওঠে প্রকৃতি এ জন্য প্রলয় যুদ্ধে রণরণি' ॥

রাগপ্রধান—মিঞাকি মল্লার—ত্রিতাল

নিরন্তর বরিষণ সারা নিশি ধরে চলে।
পথ প্রান্তর সরোবর থৈ থৈ হল জলে ॥
বজ্র নির্ঘোষে ধ্বনি ওঠে কড়্ কড়্
তরু উৎক্ষিপ্ত করে গমনে উন্মত্ত ঝড়
স্থলচর ফণাধর হয় যেন জলচর
সন্তরণে তর তর চলে সরে দলে দলে ॥
বিজলী ওঠে জ্বলি অতি ঘন কাল মেঘে
ভয়ঙ্করা প্রকৃতির রূপটি ওঠে জেগে
এ ঘোর দুর্যোগে নদী ধায় দ্রুত বেগে
মাটিতে যে পাপ লেগে ধুয়ে দেয় বন্যার ছলে ॥

কীর্ত্তন

পুত্র পেয়ে কোলে মাতা ব্যথা ভোলে
অশ্রু বিন্দু দোলে নয়নে আনন্দে।

দু'আঁখি বিস্ফারি' পুত্রমুখ হেরি
বোঝে এল হরি মনে মনে বন্দে ॥
মা দেবকীর মুখে কথা বাহির না হয়।
অপলক নয়নে তাই শুধুই চেয়ে রয় ॥

দেয় শিশুর গালে গাল দুটি মুখ লালে লাল
এ ভাবে কিছুকাল কাটে হয়ে তন্ময় ॥
কাটিলের পর এ ঘোর ঝোরে যায় অশ্রুলোর
ব্যথায় হয়ে কাতর বসুদেবেরে কয়—
"যেমন করে হোক এ পুত্রে তুমি বাঁচাও।
এ কারাগার হতে অন্যত্র নিয়ে যাও ॥

পুত্রের কৃষ্ণ বরণ এ নহে সাধারণ
এ শিশু নারায়ণ ভাল করে তাকাও ॥
হের রাঙা চরণ এমন পুত্রের কারণ
করব মরণ বরণ ভাল হবে যে তাও ॥

শোন প্রভু তবে দাসীর এই নিবেদন।
সাতাশ নাড়ী ছেঁড়া এ আমার পরম ধন ॥

পুত্র নিয়ে কোলে গোকুলে যাও চলে
আমি রব ভুলে করিব না ক্রন্দন ॥
সতীন গর্ভে সঞ্চার করে সপ্তম কুমার
রক্ষিলে ত প্রাণ তার একেও বাঁচাও এখন ॥"
বিষ্ণুর অনুকম্পা অতি ভাবে অন্তরে দম্পতি
অশ্রু কম্পে পুত্র প্রতি অপলক নয়নে চায়।
বসুদেবের ফেরে স্মৃতি জয় করে তাই কংস ভীতি
তুচ্ছ করে পুত্র প্রীতি বলে অতি সরল ভাষায়—
"আমি করি সত্য আশ্রয়। মিথ্যা আমার কভু না সয় ॥
পুত্রকে সরায়ে দিলে সেই সত্য যে লজ্জিত হয় ॥

আমি আছি সত্য বদ্ধ পুত্র যত সদ্য লব্ধ
কোরে আমার হৃদয় দগ্ধ কংসে দেব না মানি ভয় ॥
পুত্র পত্নী সকলই যাক্ ধর্ম্ম একমাত্র আমার থাক্”
এ শুনে নারায়ণে ডাক দিয়ে মাতা দেবকী কয়—

রাগপ্রধান-যোগিয়া—ত্রিতাল

এ পুত্রে এবারে তুমি বাঁচাও ভগবান।
কাড়িয়া নিও না প্রভু তোমার করুণার এ দান ॥
দয়া কর দয়াময় এ পুত্র যেন আমার রয়
পুত্রহারা ব্যথা না সয় রক্ষা কর শিশুর প্রাণ ॥
পুত্ররূপে তোমায় যে চাই পর পর ছ'টি পুত্র পাই
সবারে নিধন করে ভাই এ পুত্রে তুমি কর ত্রাণ ॥
কৃপা কর মধুসূদন শিশুর যেন না হয় নিধন
হে বিধির বিধি এ নিধি রক্ষা কর কৃপানিধান ॥

কীর্ত্তন

সহসা হয় দৈববাণী— “এ পুত্রে বুকে লও টানি ॥
নন্দালয়ে কর গমন মনের ভয় কিছু না মানি ॥
নন্দরাণী রয় ঘুমাইয়া একটি কন্যা প্রসবিয়া
এ পুত্রে সেথা রাখিয়া কন্যা হেথা রাখ আনি ॥
মহামায়ার মায়া ঘোরে সবাই এখন নিদ্রার ঘোরে
হবে না বাদল প্রহরে এ বদলে জানাজানি ॥”

রাগপ্রধান—মেঘ—তেওড়া

এ দৈববাণী শুনে বসুদেবও সেই ক্ষণে
কোলে শিশু যতনে নিল—আশায় বুক ভরে।
সবদিকে প্রহরীগণ ঘুমে সবাই অচেতন
কারা হতে নির্গমন তাই সে নির্ব্বিঘ্নে করে ॥
দুর্যোগ ভরা সে রাতে বসুদেব চলে পথে
সহসা দৃষ্টিপাতে সমুখে শিবা পড়ে ॥

বারে বার পিছু চেয়ে শিবা যায় পথ দেখায়ে
জল জানু যায় ছাড়িয়ে অবিরাম বারি ঝরে ॥
শিশু না ভেজে যাতে নাগরাজ তাই পিছু হ'তে
পথে যায় সাথে সাথে সাত ফণার ছাতা ধরে ॥

কীর্ত্তন

পুত্রের হবে ইষ্ট হয়ে দৈবাদিষ্ট
চলে ভাবাবিষ্ট বসুদেব গোকুলে।
সদাই মনে মনে ভজে নারায়ণে
রক্ষিবার কারণে এ আশার মুকুলে ॥
সুমুখে পড়িল যমুনা যে এবার।
বসুদেব ভেবে যায় কেমনে হবে পার ॥
চিন্তায় হল আকুল ওপারে যে গোকুল
তরীহীন নদীকুল জলে সব একাকার ॥
উত্তাল ঐ তরঙ্গ যেন কাল ভুজঙ্গ
হেরি কাঁপে অঙ্গ চরণ চলে না আর ॥
বসুদেব যমুনায় সকাতরে জানায়—
"দয়াময়ী মায়ের এ রূপ তো না মানায় ॥
সঙ্কট তারিণী বিপদ নিবারণী
আশঙ্কা হারিণী প্রণমি মা তোমায় ॥
তোমার দয়া অপার কর মা আমায় পার
কর আমায় উদ্ধার পড়েছি বিষম দায় ॥"
বসুদেবের রয় প্রেম ভক্তি বিষ্ণু 'পরে রয় আসক্তি
যমুনার তাই আর নেই শক্তি করিতে এ পথ হরণ।
যমুনার সাধ হল চিতে পরম প্রভুরে পূজিতে
ঢেউ হয়ে তাই আচম্বিতে পরশে শিশুর শ্রীচরণ ॥
দ্বিধাভক্ত যমুনা হয়। যাবার পথটি সমুখে রয়
বসুদেবের মনে এবার মহানন্দের হল উদয় ॥

শিশু নারায়ণে বুকে লয়ে রাজা পরম সুখে
চরণ বাড়াল সমুখে মনে না রাখিল সংশয় ॥
নারায়ণে ভজে যেবা তার বিপত্তি আছে কিবা
পথ দেখায়ে চলে শিবা শিরে নাগ ছত্র মণিময় ॥
জয় নারায়ণের জয় জয় বসুদেবের জয়
জয় মা দেবকীর জয় জয় মা যমুনার জয় ॥

রাগপ্রধান—জয়জয়ন্তী—ত্রিতাল

বসুদেব মনের উল্লাসে যমুনার মাঝে আসে।
বসুদেবের নন্দনে সহসা যমুনা গ্রাসে ॥
বিশাল ঢেউয়ের ঘূর্ণিবারি পুত্রে কোল হ'তে নেয় কাড়ি
কোল শূন্য রাজা নেহারি আবার অশ্রুজলে ভাসে ॥
খোঁজে রাজা উন্মত্তের প্রায় কিন্তু জল মধ্যে না পায়
করজোড়ে তাই যমুনায় বলে পুত্রে পাবার আশে—

রাগপ্রধান—শিবরঞ্জনী - একতাল

"মা যমুনা দাও আমার পুত্রে এনে।
তুমি দয়াবতী ত্রিজগৎ নেয় মেনে ॥
পুত্র স্নেহ কি যে তুমি নারী নিজে
বোঝ তা সহজে নিও না তাই টেনে ॥
আমার এ মুখ চাও কেন আমায় কাঁদাও
আনন্দ কি মা পাও পুত্রে ব্যথা হেনে ॥
দাঁড়াব কোন মুখে দেবকীর সম্মুখে
দয়া নেই মা'র বুকে এই কি যাব জেনে?"

কীর্ত্তন

শুনে পিতার কাতরোক্তি বোঝে রাজার শুদ্ধ ভক্তি
নারায়ণ তাই পেতে মুক্তি বলে যায় ডেকে যমুনায়—
"শোন ও যমুনা সখি বসুদেব রাজারে দেখি
স্নেহ কি দিচ্ছে না উঁকি তোমার ও হৃদয় আঙিনায় ॥

তোমায় বলি সঙ্গোপনে। এলাম ধরা উদ্ধারণে ॥
প্রেমই বিতরিব আমি বিশ্বের প্রতি জনে জনে ॥
তোমাকে আমি ভুলিনি তুমি মোর লীলা সঙ্গিনী
পরশ নিলে বুকে টানি' এবার রাজায় দাও যতনে।
তোমায় আমি দিলাম আশ্বাস তোমার বুকে নৌকা বিলাস
কোরে তোমার মেটাব আশ আমায় ছেড়ে দাও এক্ষণে ॥"
বিশ্ব নিয়ন্তার এ নির্দ্দেশ। যমুনার কাটে ভাবাবেশ ॥
উপেক্ষা করিতে নারে আক্ষেপের তাই কিছু নেই লেশ
পরম আকাঙ্ক্ষিত সময় আসিবে—তার প্রতীক্ষায় রয়
কৃষ্ণ প্রেম নিঙাড়ি হৃদয় উৎসর্গিবে করি নিঃশেষ ॥
প্রাণ ভোরে বারেক নেহারি প্রাণবল্লভে তাই দেয় ছাড়ি
আপনার আত্মজ বারি কৃষ্ণপানে চায় অনিমেষ ॥

রাগপ্রধান—বসন্ত—তেওড়া

নীল যমুনা হয় উজল অনিল দোলায় নীল উৎপল
তরঙ্গদল হয় উছল হাসে নৃত্যের ভঙ্গীতে।
শিশু কাঁদে মা'র তরে কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে
সেরূপ মাধুরী ঝরে যেমন রহে সঙ্গীতে ॥
শিশুর দিব্য আলোকে মশী নিশি ঝলকে
বসুদেব দেখে খুশী ছোটে আঁখির পলকে
চৌদ্দ ভুবন পালকে বুকে নিল পুলকে
এসে যেন জলেকে পার করে দেয় ইঙ্গিতে ॥

কীর্ত্তন

যমুনা নিদয়া নহে সেরূপ দ্বিধাভক্ত রহে
রাজার বিলম্ব না সহে দ্রুত চরণে তাই আগায়।
এপারে গোকুলে এসে দেখে নন্দরাজার দেশে
দুর্যোগ নেই তাই চিন্তার শেষে অন্তরে এক চমক জাগায় ॥

সমুখে দেখে নন্দগ্রাম। শিশু ঘুমায় পেয়ে আরাম॥
শিবা অন্তর্হিত হল শিশুকে জানায়ে প্রণাম॥
বিপদের নেই সম্ভাবনা নিয়ে চরণ ধূলির কণা
গুটিয়ে তার ছত্রফণা সরে সর্প অনন্ত নাম॥
বসুদেব আশু যেতে চায় শিশু কোলে তাই পথে ধায়
নিয়ে নিশুতি রাতের দায় করিতে পারে না বিশ্রাম॥

রাগপ্রধান—বাহার—একতাল

বসুদেব চলিল পথে ভালোয় ভালোয়।
গোকুল ভরা আছে চাঁদের আলোয় আলোয়॥
পথের ছ'টি পাশে বৃক্ষ সারি সারি
মণিমুক্তা কত ফলফুল রকমারি
নীলাকাশে শশি তারারাশির হাসি
মলয় যায় পরশি পেয়ে চিকন কালোয়।

কীর্ত্তন

বসুদেব পুত্রকে লয়ে প্রবেশিল নন্দালয়ে
হেরে নিদ্রামগ্ন হয়ে এখানেও রয়েছে সবাই।
নন্দরাণীর কক্ষে আসে হেরে যশোমতির পাশে
নীল বরণা কন্যা হাসে যার রূপের তুলনা নাই॥
সদ্যজাতা এক দুহিতা। নীলপদ্ম অপরাজিতা॥
নিরাভরণা তবুও সর্ব্বালঙ্কারে সজ্জিতা॥
নন্দরাজের দেবী কন্যা অঙ্গে বহে রূপের বন্যা
নন্দরাণী হয়ে ধন্যা ঘুমায়ে রয় শুচিস্মিতা॥
বসুদেবের বিস্ময় মনে লয়ে রূপ শিশু দু'জনে
জন্মিয়াছে একই ক্ষণে প্রকৃতিও কৃপান্বিতা॥
শিশু দেখাতে এত সুখ। বসুদেব হেরে দুই শ্রীমুখ॥
একটি রয় যশোদার শয্যায় আর একটি তার ভরে রয় বুক

বসুদেব দেখায় কাল হরে রাতিও যায় শেষ প্রহরে
শুকতারা হেরে শিহরে কয় যেন তারে দিয়ে দুখ—
'কেন রাজা ভাবো অন্য কার্য্য কর সুসম্পন্ন
কন্যা নিয়ে ফেরার জন্য মথুরায়-এবার হও উন্মুখ'।

রাজার চেতন ফিরে আসে। বোঝে এল. কিসের আশে
দেবকীরে বসুদেব যে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে॥
নিজেরে সংযত করি আর একবার পুত্রমুখ হেরি—
যতনে আত্মজে ধরি শোয়ায় নন্দরাণীর পাশে॥
অশ্রুঝরে আঁখিপাতে কন্যা তুলে নেয় দু'হাতে
ধেয়ে যায় নন্দালয় হতে ফেরে আবার কারাবাসে॥

এদিকে দেবকীর হৃদয়। আলোড়িত করে প্রলয়॥
পুত্রহারা হয়ে শুধু দু'টি নয়নে অশ্রু বয়॥
মণিহারা যেন ফণী চায় ফিরিবে নয়ন মণি
পেয়ে পতির পদধ্বনি তাই প্রবল আশান্বিতা হয়॥
হেরিল উষার আলোতে শিশু রয় পতির কোলেতে
ছুটে যায়.আপন ভুলেতে বসুদেবে কাতরে কয়—

"এনেছ এনেছ কি ? দাও দাও আমায় দেখি॥
দেখ দেখি বাছার রূপে কারাকক্ষ যায় আলোকি॥"
শিশু হেরে দুখ ভোলে বোঝে না তার পতির কোলে
যে শিশু তার জন্ম দিলে তারই যশোমতি সখী।
টলিতে টলিতে চলে পড়ে পতির পদতলে
বসুদেব সান্ত্বনায় বলে চোখে অশ্রু যায় ঝলকি—

"এতো আমাদের পুত্র নয়। নন্দরাজার কন্যা এ হয়॥
দৈব আদেশ মত রেখে এসেছি গোকুলে তনয়॥"
দীপ যেমন নিভিবার আগে দপ্ করে একটিবার জাগে
সেরূপ স্নেহ অনুরাগে মা শিশু বুকে টেনে লয়॥

কন্যার রূপে মুগ্ধা হ'ল মায়ের প্রাণ সান্ত্বনা পেল
কিন্তু মনে ভয় রহিল কংস একে বাঁচালে হয় ॥

(এদিকে দুরাচারি মথুরাপতি কংস মণিময় কক্ষে রত্নখচিত পালঙ্কে পাষাণ হৃদয় এবং কলঙ্কিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে নিদ্রাভিভূত। এ নিদ্রা সন্তাপহারিণী নিদ্রা নয়—তন্দ্রার গন্ধ মাত্র যার সুযোগ নিয়ে দুঃস্বপ্ন ঘিরে আসে কংসের কামনাতুর দুই ভ্রূকুটি বহুল চক্ষে)

রাগপ্রধান—বেহাগ—ত্রিতাল

কংসের অন্তরে জাগে প্রবল দুশ্চিন্তার আলোড়ন।
বাহিরে প্রকৃতির মত বারে বারে করে গর্জ্জন ॥
হেরিল গগন ছেড়ে ছুটে আসে ধূমকেতু
চারিধারে শবের গন্ধ বুঝিল এ সবের হেতু
'আজি, ভগ্নী দেবকী তার প্রসবিবে অষ্টম কুমার
তারই হাতে বিধি মতে হবে এই কংসের নিধন' ॥
কংস বৃষ্টির ধারা ধরে দেখে যেন তারই রক্ত
তোলে অতি কর্কশ ধ্বনি শকুনি রক্তেরই ভক্ত
কবন্ধ আনন্দে নাচে শৃগাল কুক্কুর কাছে কাছে
এবার স্বপ্ন টুটিয়াছে কংসরাজার হয় জাগরণ ॥

কীর্ত্তন

শয্যা থেকে কংসরাজা নামিল—সে দেবে সাজা
ভাগ্নেকে—মাখিবে তাজা রক্ত সদ্যজাত শিশুর।
দম্ভে ঘুরে বেড়ায় ঘরে আক্রোশে আস্ফালন করে
বাহিরে মানব রূপ ধরে নির্লজ্জ নিষ্ঠুর এই অসুর ॥
কংস দূতের প্রতীক্ষায় রয়। প্রতি শব্দে উৎকর্ণ হয় ॥
ভাবে ভগ্নীর অষ্টম কুমার আজ ভূমিষ্ট হবে নিশ্চয় ॥
ভাবে রাত্রির মন্থর গতি তাই বধিতে রাতের প্রতি
খড়্গ ওঠায় ক্রোধে অতি মথুরাপতি এক সময় ॥

এবার দ্বারে হয় করাঘাত   তাই চমকায় মথুরানাথ
দূত এসে কোরে প্রণিপাত   করজোড়ে সব সংবাদ কয় ॥
মনের মত সংবাদ আসে।   কংসের সকল উদ্বেগ নাশে।
দেবকী প্রসব করেছে   সন্তান একটি কারাবাসে ॥
কংস রাজার শিহরে প্রাণ   তাই করে উন্মুক্ত কৃপাণ
ছুটিল উন্মত্তের সমান   তার ভগ্নী দেবকীর পাশে ॥
হেরে ভগ্নী দাদার ছুটি   নয়নে বজ্রের ভ্রূকুটি
করজোড়ে বলে উঠি   কণ্ঠস্বর কাঁপিল ত্রাসে—
"দাদা আমাকে ভিক্ষা দাও।   আমি বোন ভুলেছ কি তাও?
তোমারই স্নেহের ভগ্নীরে   সন্তান শোক দিয়ে কি সুখ পাও?
আমায় বিধি দেয় পুত্র ছয়   কেউ নেই আমার কোল শূন্য রয়
দাদা এ কন্যা-পুত্র নয়   কাছ থেকে ভাল করে চাও ॥"
কংস ভগ্নীর কাছে আসি   বলে হেসে অট্টহাসি—
"আমি তোমায় ভালবাসি   ভিক্ষা নেবে? এই শিক্ষা নাও।"
কংস উগ্র মূর্তি ধরে।   দু'চোখে তার আগুন ঝরে ॥
পাষাণ কারা কেঁপে ওঠে   অসুরের সেই কণ্ঠস্বরে ॥
বীরত্বের সে ধার না ধারে   হিংসায় মত্ত বারে বারে
কচি শিশু বধিবারে   এগিয়ে যায় দর্প ভরে ॥
ভগ্নী দেবকীর কোল থেকে   ছিনিয়ে নিল কন্যাকে
ঘুরাইয়া পাকে পাকে   শিলাপীঠে নিক্ষেপ করে ॥

রাগপ্রধান মালকোষ—তেওড়া

তখন অঘটন ঘটে   সহসা আকাশ পটে
ঐ কন্যা গিয়ে ছুটে   মেঘ মাঝারে মেশে।
মেঘ কুণ্ডলীকৃত   গগন করে আবৃত
মেঘজটাজাল ধৃত   বিজলী চলে হেসে ॥
ক্ষুদ্র এ শিশু রুদ্র   মূরতি করে ধারণ
অতি ঘোর মেঘাবৃত   সন্ধ্যার মত তার বরণ

সুনিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল অগ্নি স্ফুলিঙ্গ কুণ্ডল
সুবিশাল ললাট মণ্ডল প্রজ্বলে রুদ্র রোষে ॥
জ্যোতির্ম্ময়ী মূরতি নরশিরোহারিণী
অষ্ট ভুজেতে অষ্ট প্রহরণ ধারিণী
অতি স্পষ্ট বাদিনী দুষ্ট পাপী দলনী
রমণী কণ্ঠের ধ্বনি যেন বজ্র নির্ঘোষে—
"নির্ব্বোধ দুরাচার কংস তুই ভেবেছিস কি মনে
ধরায় নিরাপদ হবি আমার নিষ্ঠুর নিধনে ?
ওরে তোর যে হবে কাল জনমিয়াছে সে কাল
তোরে বধ করিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ॥'

নন্দোৎসব

কীর্ত্তন

এদিকে যশোদার কক্ষে - নারায়ণ সবার অলক্ষ্যে
খেলে নন্দরাণীর বক্ষ পাশে।
পলাশ কমলাক্ষ খুলে কোমল কচি হাত পা তুলে
শূন্যে নিক্ষেপ কোরে মধুর হাসে ॥
টোল পড়েছে গণ্ডদেশে তাহে অলক গুচ্ছ মেশে
বিম্বাধরের দু'কোণ রেখাঙ্কিত।
তাহে কি অমৃত ঢালা সহসা করে দিয়ালা
ক্ষণে হাস্যময় ক্ষণে শঙ্কিত ॥
বাদ দিলে রূপ দিব্যপ্রভা ভগবান বলিবে কেবা
যেন পৃথিবীর মানবীর পুত্র।
তবে সাধারণ মণি নয় নীলকান্ত মণি জ্যোর্তিময়
যাকে গাঁথে ভক্তি প্রেমের সূত্র ॥
ত্রেতা যুগের কথা মত যদিও দুখ দেয় কত
কৈকেয়ী শ্রীরামে দৈববশে।

তবুও পায় নারায়ণে পুত্ররূপে সংরক্ষণে
ভাসায় আপনায় বাৎসল্য রসে ॥
যশোদার হল সুপ্রভাত দেখিবে এবার জগন্নাথ
দিব্যালোয় উষা মিশিতে চায়।
বৈদ্যনাথেশ্বর পাশে তাই প্রসূতির কোন ব্যথা নাই
যশোদা দু'নয়ন মেলে চায় ॥
চেতন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সদ্যজাত শিশুর অঙ্গে
অনবদ্য পদ্ম গন্ধ পায়।
শিশু কি নয়নাভিরাম গায়ের রঙ দূর্ব্বাদলশ্যাম
দৃষ্টি স্থির হয় শিশুর রাঙা পায় ॥
যশোদা মনের হরষে প্রথমেই চরণ পরশে
কোমল চরণ টেনে নিয়ে আসে।
আপন বুকে চেপে ধরে অধর দেয় শিশুর অধরে
গালে কপালে মিটায়ে আশে ॥
মনে আনন্দ না ধরে পুত্রে জড়ায়ে আদরে
কাঁদায়ে স্তন্য দান করে সুখে।
দেবী অনাদ্যায় প্রসবি' পায় অনাদ্য বিশ্বের সবই
তাই রোহিণীকে ডাকে উৎসুকে ॥
রোহিণীও এসে তৎপর দেখিল অনিন্দ্যসুন্দর
শ্যামশিশু নন্দরাণীর কোলে।
ঈশ্বরাংশ প্রসবিনী বলরাম মাতা রোহিণী
প্রথমেই শিশুকে বুকে তোলে ॥
বড়াই নামে এক ব্রাহ্মণী কাছে রয় তাই বিধি মানি
তাকে ডেকে আনায় নিজের কাছে।
তাকে দেয় ফল, ফুল, কণ্ঠহার কয় গিয়ে দিতে সমাচার
নন্দরাজায়—যে গোশালায় আছে ॥

সংবাদ শুনে উর্দ্ধশ্বাসে নন্দ রাজা ছুটে আসে
পুত্র দেখে আনন্দ পায় অতি।
বোঝে না তার প্রতি সদয় কত তাই তার গৃহে উদয়
হয় মধুসূদন ত্রিজগৎপতি॥
শত শত শঙ্খের নিনাদ ছড়ায়ে দেয় মঙ্গল সংবাদ
ছুটে আসে সবাই দলে দলে।
নন্দরাজ পুত্রে নেয় কোলে প্রজাগণ জয়রব তোলে
উলুধ্বনি দেয় গোপী সকলে॥
সবাই শিশুর একে একে নয়ন ভোলান রূপ দেখে
ভাবে মানব জন্ম সফল হয়।
প্রবল আনন্দের উচ্ছ্বাসে ব্রজের সবাই চারিপাশে
বলে—"ব্রজেন্দ্র নন্দনের জয়"॥

টপ্পা—আদ্ধা মিশ্র ভৈরবী

গোকুলে ফুটিল মুকুল মানব আশার।
এ মর্ত্তধাম পরশ পেল মূর্ত্তিমান ভালবাসার॥
অকুলে কুল পাবে সবাই তাই আনন্দ করে মূর্ত্ত
নৃত্যে বিহ্বলতার মাঝে দেখায় প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত
প্রেমাশ্রু পুলকাকুল ভরে দেয় নয়নের দুকুল
হয়ে তা অধর সঙ্কুল শান্তি দেয় ব্যাকুল পিপাসার॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

নন্দরাজার পুত্র হল এই মাত্র সূত্র ধরি।
ব্রজবাসী আসে সবাই মৃৎপাত্র সঙ্গে করি॥
তাতে রহে দুগ্ধ ননী কোনটায় বা মাখম দধি
হলুদ খই খুদ রহে তবে দধি দুগ্ধে বহে নদী
মাঙ্গলিক ধর্ম্মের বিধানে হলুদ জল ছিটায় অঙ্গনে
তার উপরে নাচে গানে সবাই দেয় গড়াগড়ি॥

আয়তী চিহ্নটি মাত্র অঙ্গে রেখে মা রোহিণী
নিরাভরণা হয়ে সব অলঙ্কার বিলায় আপনি
সবার তরে নন্দরাজার ভাণ্ডার আজ অবারিত দ্বার
দুটো হাতে মুঠো মুঠো দান করে রাজা কড়ি ॥
কাঁসর ঘণ্টা কাড়া নাকাড়া নানা বাদ্যের নানা রোল
গুম্ গুমা গুম্ ঢ্যাং কুরু কুর্ বাজে কত মৃদঙ্গ ঢোল
শিঙা বাঁশীর সাথে খোলে থিয়া তাতা থৈ বোল তোলে
'নন্দ নন্দনের জয়' বোলে সবাই দেয় গোকুল ভরি ॥

রাগপ্রধান—ললিত ত্রিতাল

রসময় এসেছে বলে লতা পবন হিল্লোলে
আশু কুসুমিত হয়ে সুসম ছন্দে দোলে ॥
নিরঞ্জনের মনোরঞ্জন করিতে তরু মঞ্জরে
অঞ্জন বরণা অলিকুল কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরে
নাচে বনে খঞ্জন পাখী দোয়েল কোয়েল যায় ডাকি
পাপিয়া সুরে প্রেম রাখি যায় পিয়া পিয়া বোলে ॥
শির সঞ্চালে গাভীদল হরিদ্রায় আদ্র সর্ব্বাঙ্গ
উৎলম্ফনে নেচে নেচে বৎসগণ নেয় মাতার সঙ্গ
উৎপল খণ্ড তুলে ধরে মরাল মরালীর অধরে
যমুনার দুটি তীর ভরে তরঙ্গ ভঙ্গ কল্লোলে ॥
হরিৎ ক্ষেত্রে তড়িৎ গতি হরিণ হরিণীর পিছে ধায়
তরুশাখে শিখী নেচে শিখিনীর পানে প্রেমে চায়
রাজপুত্র এতদিন পরে পায় তাই আনন্দ না ধরে
বিচিত্র পতাকা ঘরে ব্রজবাসীরা তোলে ॥

প্রভাতী সুর

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে নন্দ।
ব্রজের গোয়ালা নাচে পাইএ গোবিন্দ ॥

ইন্দ্র নাচে বরুণ নাচে আর নাচে নারদ ঋষি
দেবতারা সবাই নাচে গগন মণ্ডলে আসি
বন্দনা করে মুনিগণ নেচে নেচে আসে পবন
মন্দ গতি আজ অনুক্ষণ বিলায় কুসুম গন্ধ ॥
বৃদ্ধ সব গোপ পাকিয়ে গোঁফ নাচে লাঠি ধোরে
কোমর বেঁধে নাচে বৃদ্ধা উলুধ্বনি কোরে
প্রতিযোগিতা এক তুলে শঙ্খধ্বনি হয় গোকুলে
তাতে সব নারীর গাল ফোলে দম বুঝি হবে বন্ধ ॥
নাতি হয়েছে তাই নাচে কালা বুড়ি জটিলা
তাই দেখে ট্যারা চোখে চায় কোমর বাঁকায় কুটিলা
নাচে ব্রজের সব রমণী বলরাম মাতা রোহিণী
বলরাম নাচে আপনি কি অপরূপ ছন্দ ॥
ব্রজবালক বুঝিল এই শিশু আনন্দের উৎস
পাচন হাতে নাচে সবাই কাঁধে এক একটি গো-বৎস
গোপ যুবক নন্দরাজে কাঁধে নেয়—নাচে সহজে
যেন মন্দর গিরির সাজে নাচে নন্দ কি আনন্দ ॥

কংসের ক্ষমা ভিক্ষা ও দেবকী বসুদেবের কারামুক্তি লাভ

আধুনিক—দাদ্‌রা

এবার কংস রাজায় কে যেন নিয়ে যায়
ফেলে আসা দিনের মাঝে।
যখন কাছে থাকি ভগিনী দেবকী
সদা রহিত তার কাজে ॥
সে হয়ে তরুবর দেবকীরে আদর
করেছে তার ছায়ায় রেখে।
পারে নি গৃহেতে কিছুক্ষণ রহিতে
স্নেহের ভগ্নীরে না দেখে ॥

বসিলে আহারে খাওয়াত তাহারে
করিত তাকে পাখা যে।
ক্লান্ত হয়ে এলে কচি দু'হাত মেলে
দিত তার পা টিপে সাঁঝে ॥
বহুদিন কেটে যায় দেবকী যৌবন পায়
তাই বিবাহ দিতে হয়।
বসুদেব সুপাত্র মেলে খোঁজা মাত্র
ওদের হল পরিণয় ॥
দম্পতি এর পরে তুলে রথের 'পরে
সে রথ চালায় লোক সমাজে।
মথুরা নগরী বর বধূকে হেরি
আনন্দ উৎসবে সাজে ॥
সে রথ চালায় সুখে সহসা সম্মুখে
কে যেন কয় কোরে সাবধান—
"যারে নিয়ে পাশে টান দিস্ অশ্ব রাশে
তারই গর্ভের অষ্টম সন্তান
ঘটাবে তোর মরণ" এ শুনে তার তখন
ব্যথা বুকে শেল রূপ বাজে।
ভগ্নীরে তখনই বধিত—পারে নি
বসুদেব রথে বিরাজে ॥
বসুদেব হাত ধোরে কয় প্রতিজ্ঞা কোরে—
"দেবকীর সন্তান যা হবে
জন্মের সাথে সাথে দেব তোমার হাতে
যা হয় কোরো তুমি তবে ॥"
তবু ওদের লক্ষ্যে রাখার উপলক্ষে
কারায় রাখে সে নিলাজে।
দেবকীর সব সন্তান বসুদেব করে দান
সে তাদের বধেছে নিজে ॥

কীর্ত্তন

কন্যা হত্যা করার পরে কংস বসে আপন ঘরে
ভগ্নীর মুখটি চিন্তা করে তাই হল মন বিষাদ মাখা।
কি স্নেহ অপরিমেয় ঢেলেছে তা নয় অজ্ঞেয়
আজ সে তারে করে হেয় না শোনে 'দাদা' নাম ডাকা ॥
ভাবিতে পারে না আর। অনুতাপ হয় কংস রাজার
কংস ভাবে 'তারই তরে তার ভগ্নী পায় ব্যথা অপার' ॥
সদা অনুতাপানলে মথুরাপতি যে জ্বলে
দেবকীর মুখ মণ্ডলে হেরে যেন বয় অশ্রুধার ॥
অনুচরের মুখে শোনে কি দুখ ভগ্নীর জীবনে
সে সদাই মৃত্যুর দিন গোনে নয়নে নেমেছে আঁধার ॥
কংস আসে কারাগারে। দেবকীকে দেখিবারে ॥
ভগ্নীর চিন্তা কোরে কংস দূরে কি থাকিতে পারে ?
ভাই বোনের সম্বন্ধ ধরে পূর্ব্বের স্নেহ স্মরণ করে
আসে ক্ষমা ভিক্ষার তরে বিলম্ব সহিতে নারে ॥
কংস করুণ দৃশ্য হেরে বসুদেব দুটি হাত ধোরে
সান্ত্বনা দেয় দেবকীরে নিজেও ভাসে অশ্রুধারে ॥
দেবকী কয় কংসে হেরি— "দাদা তোমার পায়ে পড়ি
সইতে নারি দয়া করি' হত্যা করে যাও আমারে ॥
এই আমার ইষ্টদেব স্বামী এঁর পা ছুঁয়ে বলি আমি
নারী হত্যার তরে তুমি পাতক হবে না সংসারে ॥"
"অতটা শক্তি আমার নাই"— কংস কয় অনুশোক হয় তাই ॥
"ভুলে গেলি কিরে আমরা হই যে দুটি বোন আর ভাই ॥
অনুতাপ অনলে এ মন জ্বলে পুড়ে যায় অনুক্ষণ
তোর কাছে এলাম যে তাই বোন আমি তোর কাছে ক্ষমা চাই।"
বলে বসুদেবের রমা— "তোমাকে করেছি ক্ষমা
নইলে তোমার রাজ্য সীমা বিন্দুতে এসে নিত ঠাঁই ॥

কোরে যায় সতীর দীর্ঘশ্বাস তার পুত্রঘাতীকে যে গ্রাস
নিমেষে কোরে যায় বিনাশ এতে কোন সন্দেহ নাই ॥"
কংস বলে নেই তার দম্ভই— "তবে বোন আমি তোকে কই ॥
তোর সন্তানদের বধেছে যে সত্য বলি সে আমি নই ॥
জেনে রাখ আমি এতদিন ছিলাম পিশাচেরই অধীন
এবার তোর যত স্নেহের ঋণ শুধিতে আমি উদগ্রীব রই ॥
এখন তোকে অনুরোধ মোর মুছে ফেল যত অশ্রুলোর
ভুলে গেলি কি আমি তোর স্নেহেতে গড়া দাদা হই ॥"
"আমার অশ্রু কি মোছা যায়?" দেবকী কংসকে শুধায় ॥
"এ অশ্রু যে প্রবাহিত এ শরীরের প্রতি শিরায় ॥
পুত্রহারা মাতার বিলাপ এতো নয় শুধু জলের ছাপ
বর্ণহীন রক্ত চাপে চাপ ঝোরে চলে অশ্রুধারায় ॥
জননীর স্বাভাবিক ধর্ম্মে যন্ত্রণা পাই মর্ম্মে মর্ম্মে
গত জন্মের সে কোন কর্ম্মে জানি না মরি যন্ত্রণায় ॥"

কংস ভগ্নীর পানে গোপন দৃষ্টিহানে
গেঁথে যায় তার প্রাণে ব্যথা মূর্ত্তিমতী।
ভগ্নীর কণ্ঠস্বরে যত চরাচরে
দুখ রয় সব ঝরে কংস নেয় কান পাতি ॥

"অতীতের কথা সব যারে এখন ভুলে।"
কংস দেবকীকে কয় হাত ধোরে তুলে ॥

দেবকী বলে যায়— "ভুলিতে তো মন চায়।
'তারা' ঘিরে আমায় জুড়ে থাকে কোলে ॥
মৃত পুত্রগুলি রাতি দিন কেবলি
'মা' 'মা' বলি' ডাকে কর্ণ মূলে ॥

মা তুমি নহ যে বোঝাব কি তোমায়।
শূলে চড়ি আমি প্রতি সন্তান হত্যায় ॥

ভূমিষ্ঠ হয় সন্তান নাড়ীতে পড়ে টান
বত্রিশ নাড়ী খান্ খান্ হোয়ে যে ছিঁড়ে যায় ॥
এ নাড়ী ছেঁড়া ধন তুমি কোরে নিধন
জানাচ্ছ আবেদন ভুলে যেতে আমায় ?
কংস এরূপ কথার তরে দুশ্চিন্তায় বসিয়া পড়ে
নীরবতা বিরাজ করে সারা কারা কক্ষটিময় ॥
শুধু দীর্ঘশ্বাস সুগভীর অন্তর ভেদিয়া দেবকীর
এক রুদ্ধ পথে হোয়ে স্থির বারে বারে ধ্বনিত হয় ॥
বসুদেব এগিয়ে আসে। বোলে যায় দেবকীর পাশে—
"দেখ ভগ্নীদের ভ্রাতাগণ চিরদিনই ভালবাসে।
বেদ পুরাণে দেখিতে পাই ক্ষমার অযোগ্য দোষই নাই
দেখ এল তোমারই ভাই তোমার কাছে ক্ষমার আশে।
এই ক্ষমা যে জন করে যায় আবার সেই ক্ষমা যে বা পায়
তারা দু'জনই এ ধরায় একই মহত্ত্ব প্রকাশে ॥"

রাগপ্রধান—ভীমপলশ্রী ঝাঁপতাল

কংস রাজাকে বলে দেবকী অশ্রু ভরে যায় দু'নয়ন ঘিরে—
"দাদা তোমার কি মনে রয় আজও তোমারই গর্ভধারিণীরে ॥
যতই দুখ দাও আমায় বারে বার স্মরি আমি যে মাতাকে তোমার
ক্ষমা তুমি তাই পেয়ে যাও আমার আমি ভেসে যাই তাই অশ্রুনীরে।
এখন বুঝেছি আমি ভেবে তাই তোমার তো কিছু অপরাধই নাই
কর্ম্মফলেতে আমি দুখ পাই মেনে নিতে হয় তাই নিয়তিরে ॥"
কংস দেবকীর ক্ষমার আশ্বাস পায় তবুও অস্থির চিত্ত থেকে যায়
হরিষে বিষাদ কংসের চিন্তা ছায় নিজালয়ে যায় এবারে ফিরে ॥
এবার মথুরাপতির আদেশে দেবকী দেবী, বসুদেব শেষে
কারাগার মুক্ত হোয়ে যে আসে মথুরায় আপন লোকেদের ভিড়ে ॥

কৃষ্ণের শৈশব লীলা

পুতনা বধ

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন কংস কখন আবার কি যে হয়।
নিজে ভগ্নীর অষ্টম সন্তান বধিয়াও সে শান্ত নয় ॥
কংস রাজার পাত্র মিত্র সবাই অসুর—যায় কোয়ে—
"হে মহারাজ দেবতারা চতুর সবাই মোদের চেয়ে
আপনার এ রাজ্য বিশাল কোথাও জন্মায় আপনার কাল
যত শিশু জন্মায় আজকাল নিধন করুন কাটবে ভয় ॥"
পুতনা রাক্ষসী আসি সগর্ব্বে বোলে যায় হাসি—
"শিশু হ'তে মহারাজের কেন ভয় এ থাকতে দাসী?
আপনার অনুচারিণী বিষস্তনী মায়াবিনী
আমার স্তন শিশুরা টানি যমের ঘর যাবে নিশ্চয়।"
কংস কয়—"তা' পার যদি পুরস্কার দেব তোমায়"
পুতনা বলে—"মহারাজ পুরস্কারে কি আসে যায়
সত্য আমি করি স্বীকার শিশু হত্যায় আমোদ আমার
আজ্ঞা যদি পাই আপনার স্ফূর্ত্তি করি রাজ্যময়!"
কংস বলে—"দিলাম আদেশ কর তাই যা অভিরুচি"
পুতনা কয়—"কি আনন্দ মারতে শিশু কচি কচি
পাখী হয়ে আকাশ থেকে আঁতুড় গন্ধ নেব শুঁকে
নেমে আসব মনের সুখে ফুট্ ফুটে শিশু যেথা রয় ॥"

রাগপ্রধান—বাহার—ত্রিতাল

যদিও নন্দ ব্রজরাজ কিন্তু কংস রাজার অধীন।
করদ রাজার পুত্র হলে সংবাদ দেওয়ার আছে আইন।
মথুরায় এল নন্দরাজ বহু উপহার বহিয়া
মথুরাপতির সম্মুখে করজোড়ে যায় কহিয়া—

"মহারাজ করি নিবেদন জন্মেছে মোর পুত্র রতন
আমার রাজভেট করুন গ্রহণ আজ আমার বড় শুভদিন ॥"
কংস শুধায়—"নন্দ তোমার পুত্র জন্মিয়াছে কবে.?"
নন্দরাজ বলে—"সেই রাতে মহা দুর্যোগ ছিল যবে"
কংস শুনে হয় অধৈর্য্য মনে ভাবে 'কি আশ্চর্য্য'
ভাবিতে ভাবিতে কংস হয়ে যায় যেন উদাসীন ॥
সুচতুর মথুরাপতি কহে কুটিল হাসির সাথে—
"আমারও ভগ্নী দেবকী ঐ একই দুর্যোগের রাতে
প্রসবিয়া ছিল সন্তান সময়েরও নেই ব্যবধান"
কংসের দৃষ্টি ছেড়ে সে স্থান পুতনায় করে প্রদক্ষিণ ॥

কীর্ত্তন

নন্দরাজ এসে মথুরায় জেনে নিল কথায় কথায়
হয়েছে কংসেরই আজ্ঞায় বসুদেব দেবকী মুক্ত।
বসুদেব তার প্রিয় সখা আনন্দে নন্দরাজ একা
তাই করিতে এল দেখা বুঝে সময় উপযুক্ত ॥
বসুদেবের সর্ব্বগুণ রয়। রাজনীতিতে ও সুনিপুণ হয়।
তবুও বিধি করে না তার জীবন সুখ শান্তিময় ॥
দু'টি পত্নী বসুদেবের কিন্তু এমন কপালের ফের
এক রাণী রোহিণী নন্দের গৃহে থাকে লয়ে তনয় ॥
রাজা কংস হয় সম্বন্ধী বন্ধু তার তবুও বন্দী
না বুঝে ক্ষত্রিয়ের ফন্দী গোপরাজ মনে পেল ভয় ॥
বসুদেব রয় যে ভবনে সেথা নন্দ যায় গোপনে
বসুদেবে আলিঙ্গনে বেঁধে পরম আনন্দে কয়—

আধুনিক—কাহার্ফা

কতদিন দেখি নি তোমায়
কতদিন শুনি নি তোমার কণ্ঠস্বর।

আজ আমার হল সুপ্রভাত
তোমায় হেরি হে বন্ধুবর ॥
আমাদের বাঁধে বিধি কত যে সখ্যতা সূত্রে
তুমি তাই নিশ্চিন্ত আছ আমার কাছে রেখে পুত্রে
কিন্তু পুত্র রতন কি যে পিতা হয়েও তুমি নিজে
জানিতে পার নি বলে
তোমার দুখে আমি কাতর ॥

কীর্ত্তন

এর উত্তরে বসুদেব কয় —“আমার তো ভাগ্য ভাল নয়
কিন্তু আনন্দের হয় উদয় তুমি আর এক পুত্র পেলে।
বলাই এর হই জন্মদাতা কিন্তু তুমি পালক পিতা
তুমি ছিলে তাই তো মিতা এ ব্যথা সই অবহেলে ॥
কংসের অত্যাচার করার ভয়। তবু পুত্রে দিলে আশ্রয়।
এ জগতে নাহি মেলে তোমার মত মহৎ হৃদয় ॥
একটা কথা বলে রাখি বিষয় না কেউ দিয়ে ফাঁকি
সরায়—তাই সাবধানে থাকি রক্ষা কর তেমন বিষয়
হে বন্ধু তুমি বল নাই তোমার কাছে যায় কি বলাই ?
তুমি স্নেহ কর কি তাই আমায় কিছু দাও পরিচয় ॥”

রাগপ্রধান—মালকোষ—তেওড়া

নন্দরাজ কয় এ শুনি “বলাই মোর গুণমণি
আমার হয় চোখের মণি না দেখিলে সব আঁধার ॥
বলাই যে আমার আহ্লাদ প্রথম মিটায় মনের সাধ
পুত্র স্নেহের কি আস্বাদ প্রথম পায় হৃদয় আমার
বসুদেব শুধায়—“বলাই হামা দিতে কি পারে ?
আধো আধো কথা কি ফুটেছে তার অধরে ?
বড় হয়েছে কত দেখার ইচ্ছা সতত
কিন্তু সাহস নেই অত ভয় বিপদে পড়িবার ॥”

নন্দ আনন্দে বলে— "হামা কি বলছ তুমি
আছাড় খেয়ে পড়িলে কেঁপে ওঠে যে ভূমি
দামাল দুরন্ত অতি এঁটে ওঠে কার শক্তি ?
রমণীরা সাম্‌লাতে হিম্ সিম্ খায় তাই বারে বার ॥
তুষার শুভ্র সুকোমল বলাই এর তনুখানি
ক্রোধ উপজিলে কিন্তু বজ্র যাবে হার মানি
বলাই এর মাতা বলে 'এরূপ দুষ্টুমি করলে
ভীমের পিঠে তা হ'লে চড়িয়ে দেব এবার ॥'
ভীম আমাদেরই বৃষ তার অতি ভীষণ আকার
সর্ব্বদা ক্ষিপ্ত থাকে বিরাট দুই সিং আছে তার
বলাই দূর হ'তে হেরে কোল থেকে নেমে পড়ে
ভীমের পিঠেতে চড়ে চক্ষের নিমেষে সবার ॥
কেমনে জানাই তোমায় সে দৃশ্য কি মনোহর
দু'নয়নে দেখে যাই যেন বাল গঙ্গাধর
ভীমও রয় শান্ত হয়ে খানিক আনে ঘুরিয়ে
তারপরে আমি গিয়ে তুলে নিই কোলে আমার ॥

ঠুংরি—তিলক কামোদ—আদ্ধা

বলাই এর রূপটি ভাষায় কেমন কোরে প্রকাশি
বৃষ 'পরে বসে হাসে কি অপূর্ব্ব মধুর হাসি ॥
মদন মেদিনী 'পরে যেন শিশুর রূপ ধোরে
এক অঙ্গের অত রূপে নন্দীগ্রাম গেল ভোরে
ব্রজের সকল নরনারী ধন্য হল ও রূপ হেরি
যেন বলাই এর রূপ ধরি ধরায় নেমে এল শশি
চিকন কালো বাঁকা ভুরু দীঘল দু'নয়ন আকর্ণ
তিলফুল জিনিয়া নাসা অধর হয় গোধূলি বর্ণ
শিশুর করতল পদতল যেন লোহিত শতদল
শুভ্র মুখের দুটি পাশে কুঞ্চিত কেশরাশি ॥"

রাগপ্রধান-আহিরী ভাঁয়রো—একতাল

বসুদেব এ শুনে কয় অশ্রু নয়নে—
"এ সুন্দর ভুবনে আমিই ভাগ্যহীন।
তবু গেল শোনা নিজে তো জানি না
দেখতে পাব কি না জীবনে কোনদিন॥
ও দুটিকে শিশুকে রেখে পাশাপাশি
কেমন মানায় বল শুনিতে প্রত্যাশী
পেয়ে কি ছোট ভাই খুসী হ'ল বলাই ?
অথবা ও সদাই হিংসায় রয় উদাসীন।"

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

নন্দরাজা বলে হেসে—"এ কেমন তোমায় জিজ্ঞাসা ?
কত খুসী বলাই এখন বনিতে জানা নেই ভাষা॥
প্রথম থেকেই বলাই তোমার হ'ল যে ভাই অন্ত প্রাণ
গোপালকে যখনই দেখে আহ্লাদেতে হয় আটখান
কত কালের যেন চেনা ভাই নিয়ে মুরুব্বিয়ানা
গালে গাল ঠেকিয়ে বলাই জানায় ভাইকে ভালবাসা॥
কানাই বলাই এর দু'টি মুখ থাকে যখন পাশাপাশি
মনে হয় নীল'সাগর ঢেউ এ যেন শুভ্র ফেনা রাশি
ও দৃশ্য বিশ্ব নিখিলে আর যেন কোথাও না মেলে
যতই হেরি নাহি মেটে আমার সে দেখার পিপাষা॥
বলাই এর রূপ দেখি একাই ভাবি একবার তোমায় দেখাই"
বসুদেব শিহরি বলে—"না এনে ভাল কর ভাই
তোমার কাছে গচ্ছিত আছে আমার বলাই যারই কাছে
পিতৃপুরুষগণে করে এক গণ্ডুষ জলের আশা॥"

রাগপ্রধান ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

নয়নে বহে প্রেমের অশ্রুধার বিদায় মাগি নেয় বসুদেব এবার
শত্রু ঘুরিছে হেথায় চারিধার আর বেশী কথা কওয়া ভাল নয়॥

সুহৃদের সাথে সব কথা কয়ে আপন পুত্রদের বারতা পেয়ে
রাজার মন থেকে আগেকার চেয়ে কেটে গিয়েছে অনেকখানি ভয়।
সাবধানে থেকে বসুদেব শোনে লোকজনদের মুখে মথুরাপুরে
কংসে মন্ত্রণা দিচ্ছে সকলে শিশু নিধনের তার রাজ্য জুড়ে
তাই দিতে বিদায় প্রেমালিঙ্গনে বসুদেব জানায় বন্ধুর শ্রবণে
যেন নন্দরাজ প্রতিটি ক্ষণে পুত্রদের লয়ে সাবধানেতে রয়॥

কীর্ত্তন

পুতনার রাক্ষসী গোত্র পায় কংস রাজার ছাড় পত্র
যত পারে শিশু পুত্র সংহার করিবে ছলনায়।
পুতনা পাখীর রূপ ধরে আকাশে বিচরণ করে
এসে গোকুলের উপরে কচি শিশুরই গন্ধ পায়॥
তাই কিছুটা নেমে এসে। হেরিল সে নির্ণিমেষে
এক নধর কায় শ্যামল শিশু হাত পা ছোড়ে হেসে হেসে।
অঙ্গ হ'তে জ্যোতির প্রকাশ দেখেও যেন হয় না বিশ্বাস
এক টুকরো যেন নীলাকাশ কচি শিশুর অঙ্গে মেশে॥
যে মধুর হাসি অধরে তা শুধু শশধর ধরে
পদ্ম পলাশ নয়ন 'পরে বিজলী যেন যায় ভেসে॥
পুতনার হয় মহানন্দ। নাসিকা চক্ষের নেই দ্বন্দ্ব॥
নিজেরই অট্টহাসিতে দম বুঝি তার হবে বন্ধ॥
অন্তরে খুবই খুসী হয় শিশু মোটেই সাধারণ নয়
এতটা দূরে গগনময় ছড়ায় শিশু পদ্মগন্ধ॥
হিসাব করে দু'চোখ খুলি শিশু তার কনিষ্ঠাঙ্গুলি
নাকের গর্ত্তে যারে চলি আঘ্রাণ নিলে হয়ে অন্ধ॥
তাই আর দেরী সওয়া না যায়। পক্ষীরূপ ত্যজিল সেথায়॥
মানবীর রূপ ধরিল সে ভালে সিন্দুর লাল আলতা পায়॥

সুবেশা রমণী হোয়ে নন্দালয়ে প্রবেশিয়ে
সুমধুর স্বরে যায় কোয়ে— "কই গো আমার বোন পো কোথায় ?"
পুতনায় কে নেবে চিনি বলিবে শিশুঘাতিনী
যেন সতী সীমন্তিনী ভরা মন মায়া মমতায় ॥

পুতনা তাই যেচে যায় যশোদার কাছে
দেখে বলাই নেচে হাত তালি দিয়ে যায়।
পুতনা এ দেখি ভাবে কোনটা রাখি
এক ঢিলে দুই পাখী তাই বলে যশোদায়—
"দেখতে এলাম দিদি তোমার কেমন গোপাল
বোন পো হল আমার শুনিতে পেলাম কাল ॥
চিনিবে না আমায় আমি রই মথুরায়
ব্রজপতি সেথায় জেন পৌঁছেছে কাল ॥
শোনা তারই মুখে পুত্র পেলে বুকে
হাত পা সব টুক্‌টুকে পদ্মেরই মত লাল ॥
নন্দরাজের মুখে আমার হ'ল শোনা।
বোনপোর রূপটি যেমন তেমন লক্ষ্মী সোনা ॥
কোলে নিলে পরে বুক্‌টা নাকি ভরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে তাই দেখার বাসনা ॥
অনেক ধরি পেটে তাতে সাধ না মেটে
ব্রজে এলাম ছুটে লাল ঝরায় রসনা ॥"

যশোমতি আনন্দে কয়— -"গোপাল তোমারও ছেলে হয়
তোমার আশীর্ব্বাদ যেন রয় আমার গোপালের উপরে।
অনেক অশ্রু গেছে ঝোরে হবে না হবে না কোরে
দেয় বিধি আমার কোল ভোরে এ নীলমণি দুখের পরে।"
পুতনা কয়—"আমি মাসী। আশীষ জানাই দিবানিশি ॥
বল ছেলে কোন ঘরে রয় আর পারছিনা দেখে আসি ॥"

এরূপ কথায় হয়ে সুখী যশোদা কয়—"দেখবে বৈকি"
পুতনা আঙিনায় থাকি দেখে কাছে নেই দাস দাসী ॥
নন্দ দুলাল আছে দোলায় মত্ত হাত পা ছুড়ে খেলায়
পুতনার জল ঝরে নোলায় বুকে পড়ে রাশি রাশি ॥

বাউল-মিশ্র ভৈরবী

শিশুঘাতিনী পুতনা এবার দোলার পাশে যায়।
পুতনারে দেখে গোপাল অদ্ভুত হাসিয়া চায় ॥
গোপালেরে তুলে কোলে পুতনা করে সম্বোধন
"ওরে আমার নয়ন মণি ওরে আমার সাত রাজার ধন
গোপাল আমার ননীর পুতুল যেন একটি নীল পদ্ম ফুল
বুকে নিলে সুখ দেয় অতুল সমস্ত জ্বালা জুড়ায়।
আমার বোনপোর একি হাসি দেখে যাও দিদি আসি"
যশোদা বলে—"হাসবে না তুমি যে গোপালের মাসী
পুতনা কয়—"ভালবাসি আমি মিনি দন্তের হাসি
আমার গোপাল হয়ে খুসী হাসে তাই দেখে আমায় ॥
আয়রে আমার প্রাণের গোপাল তোকে বুকের দুধ খাওয়াই"
গোপাল কিন্তু দেয় এমন টান পুতনা কয়—"ছাড় মরে যাই"
এ টান হবে না সাধারণ এ টানেতেই চৌদ্দ ভুবন
যুগ যুগ ধোরে নারায়ণ দিন রাতি সদাই ঘোরায় ॥

রাগপ্রধান—গুর্জ্জরী তোড়ি—তেওড়া

অন্তহীন এক যন্ত্রণায় পুতনা সান্ত্বনা চায়
দন্তহীন গোপাল ক্ষুধায় স্তন্য টানে—ক্ষান্ত নয়।
এমন শিশু জানত না পুতনা এ মন্ত্রণা
কংসে তবে দিত না এখন তার মৃত্যু নিশ্চয় ॥
কপটভাব দূরে গেল বিকট চিৎকারে বলে—
"ওরে আর কত খাবি তুই সর্ব্বনেশে ছেলে
আমার বুক করে ধড়্ফড়্ পাঁজর সব করে চড়্ চড়্
ওরে গোপাল দয়া কর ছেড়ে দে ব্যথা না সয় ॥"

পুতনা টোলে টোলে	এবার উঠানে আসি
আপন আকৃতি ধোরে	হয় ভীষনা রাক্ষসী
দাঁতগুলো যেন মূলো	কান দুটো যেন কুলো
অগ্নির গোলা চোখ ফুলো	দেখে সবাই পেল ভয় ॥
গোপাল বিরাট শিশু হয়	সেই ক্ষুদ্র কলেবরে
মুখ গহ্বরে স্তন্য	আরও টানিয়া ধরে
পুতনা ভূমে পড়ে	প্রাণ বায়ু গেল উড়ে
পুতনার আর্ত্তস্বরে	দুই মাতা মূর্চ্ছিতা হয় ॥

প্রভাতী সুর

এ বিকট আর্ত্তনাদ শুনি আসিল ব্রজবাসীগণ।
দেখে এক বিরাট রাক্ষসী পড়ে আছে জুড়ে অঙ্গন ॥
কিছুদূরে রয় মূর্চ্ছিতা নন্দরাণী আর রোহিণী
বলাই দু'হাত তুলে নাচে মুখে বোবোম্ বোবোম্ ধ্বনি
রাক্ষসীটার বক্ষোপরে খেলে গোপাল হাত পা ছুড়ে
তাই প্রথমেই নীলমণিরে নামিয়ে আনে দু'চারজন।
যশোদা রোহিণীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গালো সব পুরনারী
উঠে বসে যশোমতি চোখে মুখে পেয়ে বারি
অক্ষত গোপালকে দেখে টেনে নিল বুকে সুখে
কি এক অজানা পুলকে ব্রজের সবাই হ'ল মগন ॥
নন্দরাজ এখন মথুরায় ফেরার দেরী হ'তে পারে
তাই পুতনার দেহ সবাই টেনে আনে মাঠের ধারে
বন উজারি কাট আনিল রেখে বুকে আগুন দিল
আগুন ও দাউ দাউ জ্বলিল ধোঁয়ায় অন্ধকার হয় গগন।

রাগপ্রধান—জৌনপুরী—ত্রিতাল

গৃহে ফিরে নন্দরাজা এ ঘটনা সবই শোনে।
কৃতজ্ঞতা জানায় সে ইষ্টদেব নারায়ণে ॥

বোঝে প্রাণের গোপালের এক মস্ত ফাঁড়া গেছে কেটে
গোপালকে কেবলি দেখে তবু না আর আশা মেটে
পণ করিল প্রাণের গোপাল আর রবে না চোখের আড়াল
চোখের উপরে রেখে কাল কাটাবে রাজা ভবনে ॥

ঠুংরি—পাহাড়ি—কার্ফা

পুতনা ধন্যা কতনা পায় গোপীদের মান মর্য্যাদা।
স্তন্যদান করিল কৃষ্ণে—গোপাল বলে হয় তার কাঁদা
ধরা যায় না যাকে ধ্যানে কোটি জন্মে ধরাতলে
সে দিল অধরামৃত পুতনায় তৃষিতের ছলে
পুতনা পায় ধাত্রীগোত্র কৃষ্ণ হয়ে যায় তার পুত্র
তাকে গাঁথে একই সূত্র যাতে দেবকী যশোদা ॥
পুতনা যায় বাসুকীর পাশ কৃষ্ণ বধে বিষের তরে
বাসুকী না দেয়—পুতনা অন্যত্র সংগ্রহ করে
কৃষ্ণের মত দয়াল বিরল শ্রীমুখে যে দিল গরল
সে পায় বৈকুণ্ঠের পথ সরল কোথাও না পেয়ে বাধা

শকট ভঞ্জন

বাউল মিশ্র-ভৈরবী

দিনে দিনে বাড়ে গোপাল চাঁদের কলারই মত।
যশোদা নন্দরাজ হেরি তাই আনন্দ পায় কত ॥
তিন মাসেরটি গোপাল যখন নিজেই প্রথম পাশ ফেরে
আহ্লাদে গড়িয়ে পড়ে যশোদা নন্দরাজ হেরে
করে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দরিদ্র জনে করে দান
ব্রজরাজের প্রজা সন্তান ভোজে এক আসে যত ॥
বিরাট এক শকটের তলায় গোপালকে শুইয়ে দোলায়
রাজা রাণী ব্যস্ত আছে অতিথিদের অভ্যর্থনায়
বোসে ঐ শকটের তলায় কিছু বালক রহে খেলায়
গোপালকেও লক্ষ্য করে যায় পাশে থেকে সতত ॥

খেলিতে খেলিতে গোপাল শিশু সুলভ কান্নার সুরে
এমন হাত পা ছুড়ে দিল শকট উল্টে পড়ে দূরে
এই শকটের বিশাল আকার তার উপরে রয় গুরুভার
এর নীচেতে ব্রজের কুমার খেলিছে শত শত ॥
কর্ণ বিদারক ধ্বনিতে সচকিতা ব্রজরাণী
ভীতা হয়ে ছুটে এসে গোপালকে বুকে লয় টানি
গোপাল আঘাত পায় নি জেনে প্রণাম জানায় নারায়ণে
নন্দালয় আনন্দ গানে পুনরায় হ'ল রত ॥

তৃণাবর্ত্তাসুর বধ

রাগমালা তালমালা

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

কোন এক দিবস প্রভাতের বেলায় যশোদা বোসে মুক্ত আঙিনায়
গোপালকে আপন দুগ্ধ পান করায় যতনে কোলে শোয়ায়ে রেখে।
তাপহীন তপনের হেম কিরণ ঝরে আঙিনা দিব্য জ্যোতিতে ভরে
প্রাণের গোপালের কপোল উপরে যশোদা চুম্বন যায় কেবল এঁকে ॥
নন্দরাজ নিত্য প্রথানুযায়ী গোধনের সেবায় রহে বাথানে
রোহিণীও রয় কোন কারণে বলরাম নিয়ে অপর এক স্থানে
কুসুমের গন্ধে মৃদু পবন বয় ময়ুর ময়ুরী দূরে দূরে রয়
অন্যদিন হলে এ রকম সময় আসে গোপীর দল হেথায় অনেকে ॥

ললিত—একতাল

যশোদার আদরে বাদ সাধিল বিধি
বোঝে মাতা ভারি হয় নয়ননিধি
দেবতার একি ছল মাতার আঁখিতে জল
শুধু মাত্র সম্বল বিষ্ণুরে যায় ডেকে ॥

কোল হতে গোপালকে কোনরূপে নামায়
তুলসী তলায় ধায় আরোগ্য কামনায়
কণ্ঠে আঁচল ঘিরে ভেসে অশ্রুনীরে
বৈকুণ্ঠ পতিরে বলে অন্তর থেকে—

তিলং—ত্রিতাল

"হে করুণাময় নারায়ণ এ অরুণ আলোকের মত
আশীর্ব্বাদ ছড়ায়ে শিশুর এ গুরুভার সরাও যত
হে প্রভু অগতির গতি দয়া কর আমার প্রতি
তোমায় জানায়ে প্রণতি রেখে যাই আমার ছেলেকে ॥"
সে তুলসী মঞ্চতলে রেখে মাতা নয়ন মণি
ধর্ম্ম নীতি মেনে নিয়ে দূরে দাঁড়াল আপনি
গোপালের মুখে নেই ধ্বনি নিশ্চল যেন তনুখানি
মাতা ভাবে প্রমাদ গণি 'এ কি তার কপালে লেখে' ॥

বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া

একাকী পেয়ে শিশু দুর্বৃত্ত তৃণাবর্ত্ত
ঘুর্ণিবাত্যা রূপ নিয়ে নিজেরে করে মূর্ত্ত
না রহি এক মুহূর্ত্ত গোপালকে লয়ে ধূর্ত্ত
উঠে যায় ছাড়ি মর্ত্ত ধূলায় যায় চারদিক ঢেকে ॥
ঘূর্ণিবায়ু গর্জ্জনে পিছনে ফেরে মাতা
ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে তার গোপাল গেল কোথা
যশোদা যায় নেহারি সুবিশাল তরুর সারি
কে যেন নেয় উপাড়ি ঘোরায় তা ঘূর্ণিপাকে ॥
গোপালের কণ্ঠ হতে নাহি বাহিরায় ক্রন্দন
অসুরের কণ্ঠ জড়ায় রজ্জুর যেন উদ্বন্ধন
শিশুর দু'হাতের চাপে বিরাটকায় অসুর কাঁপে
শ্বাস বন্ধে ধাপে ধাপে ঝোলে—তার মুখ যায় বেঁকে ॥

ঠুংরি—মিশ্র পাহাড়ী—আদ্ধা

চৌদ্দ ভুবনের সব শক্তি শিশুর মধ্যে রয় নিহিত
তাই তো বিরাট শিশু নামে নারায়ণ হয় অভিহিত
শিশু গোপালের হ'ল জয় এ তৃণাবর্ত্তের মৃত্যু হয়
দেহ মৃত্তিকায় পড়ে রয় লাল রক্ত আর ধূলা মেখে ॥
ধরাশায়ী তৃণাবর্ত্তের হোয়ে বক্ষ-কণ্ঠাগত
গোপাল খেলিতেছে সুখে শ্রীতনু রহে অক্ষত
গোপিকারা টেনে তোলে দিল যশোমতির কোলে
নন্দরাণী তাই প্রাণ পেলে প্রাণেরই গোপালকে দেখে ॥

যশোদার উৎকণ্ঠা নাশিতে গোপালের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

কীর্ত্তন

মাতা যশোমতি চিন্তাকুলা অতি
শত্রু পুত্রের ক্ষতি করিতে যে আসে।
নানারূপ কোরে ছল আসে অসুরের দল
যাই হোক আছে সম্বল বিষ্ণু তাদের নাশে ॥

মা যশোদার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।
গোপালকে রাখিবে কোথায়—চিন্তা করে ॥

অসুরের দৌরাত্ম্য হ'তেছে নিয়ত
সাবধান আর তাই কত হবে নিজের ঘরে ॥
চোখে'চোখে রাখে তবু কোন ফাঁকে
অসুর আসে দেখে পুত্র হত্যার তরে ॥

যশোদার দিন কাটে তাই বিষণ্ণ চিতে।
ইষ্টদেবে বলে কাঁদিতে কাঁদিতে—

"বলে দাও নারায়ণ অসুর নাহি এমন
বাসস্থান আছে কোন তোমার পৃথিবীতে ॥

হে দয়াল ভগবান রাখিতে তব দান
নিরাপদ কোন স্থান পার নাকি দিতে?

হে হরি তুমি তো সবার অন্তরযামী।
তুমি সবই জান কি ব্যথা পাই আমি॥

পুত্রে রক্ষার জন্যে দরকারে অরণ্যে
যাব লয়ে দৈন্যে শোন জগতস্বামী॥
পুত্রে রক্ষার তরে উঠিব পাহাড়ে
পাতালের গহ্বরে তাও যাব নামি॥"

হরিষে বিষাদ রয় ঘিরে মাতা ভাসে আঁখিনীরে
চুম্বিয়া গোপালের শিরে পুত্রমুখ হেরে নয়নে।
এবারে শিশু নারায়ণ প্রবোধিতে যশোদার মন
যেন এক নিদ্রার আকর্ষণ হাই তোলে কপট শয়নে॥
গোপালের মুখে ব্রহ্মাণ্ড। দোলে দেওয়াল ননীভাণ্ড॥
এ দেখে যশোদা নারে বিচারিতে কাণ্ডাকাণ্ড॥
মুখ গহ্বরে নীলাকাশ তাহে গ্রহ তারার প্রকাশ
যশোমতির মেটে না আশ দেখে বিশ্ব কি প্রকাণ্ড॥
'গোপাল ভাবে দুধের ছেলে এ মুখ তার কি করে মেলে
এসব বুঝেছি তা'হলে অপদেবতাদের কাণ্ড॥
গোপাল মুখে বিশ্ব ধরে! সব কিছু মুখ গহ্বরে॥
পরিষ্কার হেরে যশোদা কেউ তার অস্তিত্ব না হরে॥
এ পৃথিবীটারই মত আরও ভুবন আছে কত
সূর্য্যকে সবাই নিয়ত নিয়মে প্রদক্ষিণ করে॥
একই প্রকার নহে সবই দেখে চিনে নেয় পৃথিবী
যেন একের পর এক ছবি হেরে রাণী কৌতুক ভরে॥
কত পর্ব্বত কত নির্ঝর। কত হ্রদ নদনদী সাগর।
মাঠে কত প্রাণী চরে কত অরণ্য গ্রাম নগর॥

হেরে রাণী নয়ন আকুল নিজেরই গ্রাম এই তো গোকুল
নন্দরাজেও চিনিতে ভুল করে না যশোদার নজর ॥
দেখে তার গোয়াল ঘর বাড়ী রয় ব্রজের সব নরনারী
চক্ষু বোজে তাড়াতাড়ি— কথা নেই—কম্পিত অধর ॥

রাগপ্রধান—আড়ানা—তেওড়া

কে কারে রক্ষা করে অক্ষয় নারায়ণ ছাড়া।
চক্ষের জল দেখে বক্ষে তবে অক্ষর দেয় সাড়া ॥
চৌদ্দ ভুবন যাতে রয় রক্ষ যক্ষ সব প্রাণী
দক্ষতায় মুখকক্ষে বিষ্ণু রাখে সব টানি
মানুষে করে লক্ষ্য যে চাঁদ আনে দুই পক্ষ
তার চেয়েও কত লক্ষ কোটি গুণ বড় তারা ॥
মানব সুক্ষ্ম জ্ঞান না পায় শুধু তার হাসা কাঁদা
অক্ষি বাঁধা বলদ প্রায় নানা বৃক্ষে রয় বাঁধা
প্রতি প্রাণী যার ভোক্ষ তার পদে রেখে লক্ষ্য
তিতিক্ষায় চেয়ে মোক্ষ তাই ঝরাও অশ্রুধারা ॥
রন্ধনালয়ে থেকে ছড়ান তার সংসারে
গৃহিণী যেমন সবই খুঁজে ঠিক নিতে পারে
তেমনই গোলকপতি বিশ্ব তার খেলাপাতি
সদাই পুলকে মাতি করে সব নাড়াচাড়া ॥

গোপালের হামা দিয়ে বিচরণ

প্রভাতী

প্রাণের গোপালে যশোদা সর্ব্বদাই সাবধানে রাখে।
উতলা মায়ের প্রাণ জুড়ায় এবার গোপালের 'মা' ডাকে ॥
গোপালের অঙ্গে রয় জ্যোতি যদি শত্রুর লক্ষ্য পড়ে
মাতা কোল থেকে নামায় না পুত্রে বুকে চেপে ধরে
কিন্তু বড় হল গোপাল হল আবার চঞ্চল দামাল
মার কোল থেকে পিছলায় আজকাল বেশীক্ষণ কোলে না থাকে ॥

কি যে শোভা হয় প্রাঙ্গনে গোপাল হামা দিয়ে চলে
অমৃত ঝরে যখনই আধো আধো 'মা' বলে
পড়ে গিয়ে যদি লাগে যশোদা তাই চলে আগে
কিন্তু গোপাল পুরোভাগে মায়ের দুটি পায়ের ফাঁকে ॥
'আয়রে গোপাল আয়রে কোলে' মাতা অনুনয়ে বলে
পিছু চেয়ে মিষ্টি হেসে গোপাল আরও ধেয়ে চলে
রুনু ঝুনু ছন্দে নূপুর বেজে ওঠে কি সুমধুর
গড়িয়ে আবার যায় কিছুদূর আনন্দেতে ধূলি মাখে ॥
গোপালকে তুলে নেয় মাতা তারও অঙ্গে লাগে ধূলি
মায়ের মুখে আদর জানায় গোপাল দু'টি অধর খুলি
উপরে রয় দন্ত দুটি নীচেও দুটি গেছে উঠি
হাসে যখন মিটিমিটি সেথায় চাঁদ লুকিয়ে থাকে ॥

ঠুংরি—মিশ্র ভৈরবী-আদ্ধা

কি সুধা যশোদাদুলাল ছড়ায় বসুধায়।
পদ্ম পলাশ লোচন দুটি উন্মোচন কোরে যখন চায় ॥
'সাগর নদীর জল যদি সিঞ্চন করি শেষ অবধি
মিলায়ে দেবে কি তারে বিধি এমন আর এক নিধি'?
এ কথাটাই নিরবধি যশোদার মন শুধায় ॥

গর্গমুনি কর্তৃক বসুদেবের দুই পুত্রের কৃষ্ণ বলরাম নামকরণ

রাগমালা তালমালা

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

দিনগুলো কেমন কোরে কেটে যায় যশোদা নন্দ কিছু টের না পায়
ভেসে চলেছে আনন্দ বন্যায় গোপালের বয়স এদিকে মাস ছয়।
সে দিবস নন্দালয়ের আঙ্গিনায় নীলমণি হামা টেনে বেগে ধায়
টলমান হয়ে বলাই পিছে যায় গর্গমুনিও এল এসময় ॥

গোপালের মুখে সুন্দর অলকা তিলকা আঁকা রহে চন্দনে
অলক কেশাগ্র কৌশলে কেমন মোহন চূড়াতে রহে বন্ধনে
সে চূড়ায় শোভে ময়ূরের পাখা সীমন্ত অর্দ্ধ চন্দ্রেতে ঢাকা
পদ্ম পলাশ দুই নয়নে আঁকা কৃষ্ণাঞ্জন অতি সামঞ্জস্যময়।
শ্রাবণের নব জলধরের ন্যায় শ্রীঅঙ্গের বর্ণ নয়ন রসাল
শ্রীচরণতলে বজ্রাঙ্কুশ শঙ্খের চিহ্ন আর মৃগ কর্ণের মত লাল
যে রঙ্‌ ফুটিতে পায় রক্ত মৃণাল সে রঙের অধর তাহে ঝরে লাল
পীতাম্বর কৌপীণ পরে নন্দলাল মধুর হাস্যে দেয় প্রেমেরপরিচয়॥

ভৈরবী—একতাল

দুটি শিশুর পানে চেয়ে বলে গর্গ
"এই তো হেথায় হেরি নামিয়াছে স্বর্গ
গোলক বিষ্ণু শূন্য নন্দ তোমরা ধন্য
কোরে মহাপূণ্য পাও এমন পুত্রদ্বয় ॥
করিতে না পারি আমি লোভ সম্বরণ
আজই এদের আমি করিব নাম করণ
করে মন মথিত অক্ষর হয় গ্রন্থিত
ত্রেতা যুগ অতীত মোর প্রতীয়মান হয় ॥
শোন নন্দ এ কাজ আমার করা উচিত
কারণ যদু কুলের আমি হই পুরোহিত
নামকরণ অনুষ্ঠান করার নেই যোগ্য স্থান
কংস হ'তে সাবধান না হ'লে ক্ষতির ভয় ॥

মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

নন্দ তোমার এ নন্দন হেরিলাম নীরোদ বরণ
তাই বিষ্ণু স্মরণ করি করি 'কৃষ্ণ' নাম করণ
রূপ দেয় সবারে হর্ষ গুণ হবে সর্ব্বোৎকর্ষ
কৃষ্ণনাম অশেষ বর্ষ কর্ষণ করিবে হৃদয় ॥

বসুদেবের যে পুত্র তার আমি রাখিনু নাম
অমৃতরসে ভরা যুগান্তরকারী সেই 'রাম'
সফল হবে নাম ডাকা নামে অমিয় মাখা
নামের নেই লেখা জোখা দুই নামে হয় পাপক্ষয় ॥"

আশাবরী-ত্রিতাল

ব্রজপতি যশোমতি নাম করণে সুখী অতি
পরম ভক্তিভরে করে গর্গমুণিরে প্রণতি
মহামুণির পরম আহ্লাদ রামকৃষ্ণে করে আশীর্ব্বাদ
কিন্তু বিধি সাধিল বাদ ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা না সয়।
পশ্চাতে ফিরে চায় শুধু নয়ন ঘিরে অশ্রু আসে
মন হরণ করা রামকৃষ্ণে এতই কি সে ভালবাসে ?
অন্তরে রাম কৃষ্ণে তাঁকে প্রেমার্ত্তি জড়িয়ে রাখে
ধ্যান সাধনার কোন ফাঁকে মূর্ত্তি যাতে না গুপ্ত রয় ॥
(অন্তরে কয় গর্গমুনি—"জয় কৃষ্ণ বলরামের জয় ॥")

ঠুংরি মিশ্র তিলং—আদ্ধা

কৃষ্ণনাম গর্গমুণির মুখ নিঃসৃত।
কৃষ্ণ নামে আছে অভয় শান্তি মিশ্রিত ॥
ওরে মন কৃষ্ণ নামে রেখে দাও, ধ্রুব বিশ্বাস
ভুল না কৃষ্ণ নাম উঠিলেও নাভিশ্বাস
'ক' বর্ণের আদি অক্ষর কৃষ্ণ হয় আদি অক্ষর
কর কৃষ্ণ ধ্যান নিরন্তর এ নাম না হও বিস্মৃত ॥

বাউল

কৃষ্ণচিন্তায় মহানন্দ নন্দ পেয়ে যায় মনে।
কৃষ্ণ কথা কয় যশোদা নন্দ একচিত্তে শোনে ॥
নামেতেই ঘুম পাড়ায় রাণী শয্যাতে বলাই গোপালে
'ছেলেরা ঠকাবে' এটা জানে না লেখা কপালে
যশোমতি যখন সরে রাম আর কৃষ্ণ উঠে পড়ে
তখন পরিবেশন করে রাণী রাজার ভোজনে ॥

কৃষ্ণের মত সুযোগ নিতে আর কে আছে এই ধরায়
বলরামকে সঙ্গে নিয়ে যায় ননীর সন্ধানে পাড়ায়
রোহিনী নন্দ যশোদায় ভোলাইয়ে স্নেহ মায়ায়
বলাই গোপাল এ সুযোগ পায় গোপীর ননী হরনে ॥
গোপালের দুষ্টুমির কথা বলে গরবিনী মাতা
ফুটন্ত ডালের মাঝারে খসে পড়ে ডালের হাতা
ডালের ফোঁটা ছিট্‌কে লাগে রাজার গায়ে নাকের আগে
কিন্তু কৃষ্ণের অনুরাগে হুস্ থাকে না সেই ক্ষণে ॥
রাণীরও হুস্ নেই কো তখন পা জ্বলে যায় ডালের রসে
সংসার ছেড়ে শুধু কৃষ্ণ হেরে বাৎসল্যেরই বশে
রাজা শুধু কয় 'তারপর' রাণী বলে যায় গড় গড়
স্নেহ বিহ্বলে কণ্ঠের স্বর ভারী লাগে শ্রবণে ॥
গোপরাজ হোয়ে উৎকর্ণ গেলে কথার প্রতি বর্ণ
ওঠে না বদনে তার আর হাতেই রয় তণ্ডুলের চূর্ণ
গোপালের কথায় মুখ খুলে থামিতে রাণী যায় ভুলে
নন্দরাজ শোনে মুখ তুলে আনন্দাশ্রু নয়নে ॥
বেলা যখন গড়িয়ে যায় রাজা রাণী দু'জনাতে
চেতন ফিরে পেয়ে তখন হেসে ওঠে একই সাথে
পতি পরায়না সতী বলে নন্দরাজার প্রতি—
"তোমার খাওয়ার হল ক্ষতি মাছি পড়েছে ব্যঞ্জনে ॥"
উচ্চহাস্যে রাজা বলে "তোমার কথাই অমৃতময়
প্রাণ গোপালের কথা শুনে উদরে আর ক্ষুধা না রয়
আমিও দেখি তুমি রোজ আমার পরে লহ না ভোজ
অন্যের বেলায় বলা সহজ মন নেই উদর পূরণে ॥'

ঠুংরি – কাফি – আদ্ধা

কৃষ্ণ চিন্তা বিনা কি আর আছে আনন্দ।
এ আনন্দের প্রথমে পথ দেখায় যশোদা নন্দ ॥

যশোদা গুপ্তা যোগিনী নন্দ হয় যোগী গুপ্ত
কৃষ্ণ চিন্তায় তৃপ্ত রহে চেতনা রহে লুপ্ত
কৃষ্ণ কথামৃত দোহন করিলে যায় জ্বালা দহন
হেরে কৃষ্ণ মদন মোহন আঁখি কোরে বন্ধ ॥

কীর্ত্তন

এমন প্রতিদিন হয় রাজার খাওয়ার সময়
বলরাম গোপাল রয় মা রোহিনীর কাছে।
রোহিনী তার ঘরে শুয়ে গল্প করে
দুভাই শয্যা 'পরে পাশাপাশি আছে ॥
বলাইকে দেখায়ে রোহিনী জিজ্ঞাসে—
"বল দেখি রে গোপাল কে আছে তোর পাশে ?"
তখনই গোপাল কয় "ও আমার দাদা হয়"
এ প্রাচীন পরিচয় তাই এক মিষ্টি হাসে ॥
এবার জ্যেষ্ঠের আসন ছেড়ে দেয় নারায়ণ
বলরাম হয় লক্ষণ বোঝায় অনায়াসে ॥
কৃষ্ণ রামকে ছেড়ে থাকিতে না পারে।
কৃষ্ণ রয় যে ধারে রাম ও যায় সে ধারে ॥
হাসে যদি গোপাল বলাই হেসে হয় লাল
কে কাকে দেয় সামাল হৈ হৈ নন্দাগারে ॥
ভাই এর আঁখি ছল্ ছল্ বলাই এর চোখে জল
দুটি মুখ মণ্ডল ভাসে অশ্রুধারে ॥
আবার কভু বলাই ভাই গোপালকে ভোলায় ॥
দুটি হাত তুলে কেমন সুন্দর দোলায় ॥
বুকে ধোরে রেখে ব্যগ্র হোয়ে দেখে
যাতে কোন ফাঁকে গোপাল না ঠোঁট ফোলায় ॥
গোপালের গালরাঙায় বলাই চুমায় চুমায়
রামের ছোট্ট হিয়ায় কৃষ্ণপ্রেম না কুলায় ॥

ঠুংরি-মিশ্র ভৈরবী-আদ্ধা

নারায়ণ অবতার হোয়ে আসে বারে বার।
ভ্রাতা স্বজন কোরে নিয়ে কেমন করে সংসার ॥
যুগে যুগে জগন্নাথ দেখায় লীলা বিচিত্র
বুঝায়ে দেয় সবারে ভাই এর চেয়ে নেই আর মিত্র
ভাই এ ভাই এ হলে বিচ্ছেদ পরিণামে শুধু রয় খেদ
উপদেশ দিয়ে যায় তাই বেদ ভ্রাতৃপ্রেম সংসারে সার।

রামকৃষ্ণের দৌরাত্ম্য

কীর্ত্তন

রামকৃষ্ণকে যশোমতি শয্যাতে মধ্যাহ্নে নিতি
শোয়ায়ে যতনে অতি ঘুম পাড়ায় সুমধুর স্বরে।
ননী কোমল দু' শিশুর গায় যশোদা করতল বুলায়
নীচু কণ্ঠে গান গেয়ে যায় যাতে শিশুদের ঘুম ধরে॥
দু'ভাই চক্ষু বোজে তখন দুষ্টুমিতে ভরা রয় মন
চিন্তা করে মাতা কখন চলে যাবে অন্য ঘরে॥
ওরা ঘুমায় মনে করি যশোমতি তাড়াতাড়ি
ছেলেদের কপোল উপরি চুম্বিয়া যায় কার্য্যান্তরে॥
আর নয় চোখের পাতা টানা। রামকৃষ্ণ ও অতি সেয়ানা॥
মাতা চলে গেছে এবার ননীর ঘরে দেবে হানা॥
বলাই ডাকে—"ওরে কানাই ছোট মা এখন ঘরে নাই
চল এবার গোয়াল ঘরে যাই বেড়ালে পেড়েছে ছানা॥"
সেথায় গিয়ে দেখে নেই কেউ বিড়াল ছানা করে মিউমিউ
গোপাল যেন বলাই এর ফেউ বলে যেন কত জানা
"বিড়ালের পেয়েছে খিদে। তাইতো মিউ মিউ কোরে কাঁদে
ওকে দুধ খাওয়াতে হবে তুলে নিয়ে যাই চল কাঁধে॥"
ভাঁড়ার ঘরের দরজা ঠেলে ঢোকে দুটি ভাই এ মিলে
বেড়ালটাকে ছেড়ে দিলে ছানা খায় ছানা অবাধে॥

গোপালের আনন্দের শেষ নেই দু'হাত তুলে নাচে ধেই ধেই
হাঁড়ির সারে হাত লাগে যেই তখনই গোলমালটা বাঁধে ॥
শব্দ ওঠে হুড়্মুড়্ হুড়্মুড়্। যশোদার বুক কাঁপে দুর্ দুর্ ॥
তাড়াতাড়ি আসে মাতা সৌভাগ্যে যায় নি বেশী দূর ॥
ননী ক্ষীরে ভরা হাঁড়ি সাজান রয় সারি সারি
নিগূঢ় রস না বুঝে নারী দেখে ভেঙ্গে হয় ননীগুড় ॥
ক্রোধ ভরে দেখে যশোদা মেঝেয় খোলাম কুচির গাদা
ননী গুড় ক্ষীর যেন কাদা পিছলে পড়ার ভয় রয় প্রচুর ॥
ঠিক হল মায়ের ধারণা। বলে তাই কোরে তাড়না—
"বেড়াল ছানা ঘরে ঢোকে তাড়াতেও তোমরা পার না?"
গোপাল বলে সোজাসুজি— "ওদের খিদে পায় না বুঝি
আমি বেড়াল আনলাম খুঁজি বকছ কেন কান ছাড় না ॥"
গোপাল কাঁদে ফুলে ফুলে যশোদা নেয় কোলে তুলে
গোপালের দোষ সব যায় ভুলে আদর না কোরে পারে না ॥

প্রভাতী সুর

নন্দমন্দিরে আনন্দে রামকৃষ্ণ বিরাজ করে।
সকল প্রাণী সৃজন করে তাই দয়া রয় সবার 'পরে ॥
মানবেতর প্রাণীরা কারা এল হয়ত জানে
অরণ্য অন্যস্থান ছেড়ে সবাই ভীড় করে এখানে
পেয়ে এ সকল অতিথি রামকৃষ্ণ জানায়ে প্রীতি
তণ্ডুল কণা ছড়ায় নিতি সকলের আহারের তরে ॥
এরূপ দান ছত্রের কথা না জানে যশোদা রোহিনী
অক্ষয় ভাণ্ডার তাই কোনটাই ফুরায় না আর কোনদিনই
আসে সব রকম বিহঙ্গ রামকৃষ্ণ পায় তাদের সঙ্গ
তাদের জুড়িয়ে যায় অঙ্গ দু' ভাই যখন বুকে ধরে ॥

ময়ূর ময়ূরী শুক সারী সারি দিয়ে নাচে গায় গান
চির বসন্ত তাই কোকিল কোকিলা ধরে কুহু তান
রাম আর কৃষ্ণের পদ্মগন্ধে ভ্রমরের দল মহানন্দে
গুন্ গুনিয়ে ছন্দে ছন্দে নন্দের আলয় সুরে ভরে ।।

কীর্ত্তন

এসেছে রাম লক্ষণ তাই বুঝে শুভক্ষণ
বানরগণ দেখিতে আসে ।
দুভাই বোঝে লক্ষণ জানে ওরা ভক্ষণ
কি করিতে ভালবাসে ।।
তাই ঘরে ছুটে যায় যতটা ননী পায়
দুভাই মিলে সবই আনে ।
বানরের দল গাছে না রয় আসে কাছে
যেন কত স্নেহের টানে ।।
কোরে নানারূপ ছল রামকৃষ্ণের চরণতল
পরশ কোরে দাঁড়ায় ঘিরে ।
ননী দিয়ে দুভাই আশীর্ব্বাদ করে তাই
শ্রীকর রেখে ওদের শিরে ।।
বানরদের লোমশ গায় রামকৃষ্ণ হাত বুলায়
ওদের নিয়ে খেলায় মাতে ।
পেয়ে কৃপাসিন্ধু প্রেমের অশ্রু বিন্দু
জাগে বানর আঁখিপাতে ।।
রামের পরম প্রীতি ত্রেতা যুগের স্মৃতি
ধরে জন্ম জন্মান্তরে ।
কৃষ্ণরূপী সেই রাম পেয়ে করে প্রণাম
আবার জন্ম সফল করে ।।
যশোদা সে সময় সেথা উপস্থিত হয়
সে দৃশ্য দেখিতে পায় ।

ভাবে নূপুর খোলে চিৎকারে যায় বোলে
"ও দিদি তুমি কোথায় ?"
রোহিনীও আসে দু'জনে সাহসে
এগিয়ে চলে সম্মুখে।
বানরেরা সরে দুই মাতা এরপরে
দুই পুত্রে তুলে নেয় বুকে ॥
বানর দল দূরে যায় তবু ও ফিরে চায়
হাতে আপন মাথা ধরে।

বোঝেনা মাতারা অমন কোরে তারা
মাতাদেরই প্রণাম করে ॥
দু'ভাই তা' দেখে যায় মাতৃ কণ্ঠ জড়ায়
শক্ত কোরে ধোরে ঝোলে।
চরণ রক্ত পদ্ম যেন ফুটে সদ্য
দুই জননীর বুকে দোলে ॥
পুত্ররা পায় মুক্তি দুই মা লয়ে ভক্তি
নারায়ণে প্রণাম করে।
মাতাদের যুক্ত কর দেখে ভূমির উপর
রাম কৃষ্ণ তাই নেমে পড়ে ॥

যশোমতির দ্বিতীয়বার কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন

রাগমালা তালমালা

ভূপালি—ত্রিতাল

কৃষ্ণ নন্দালয় অঙ্গনে খেলা করে মোহন বেশে।
শিখি পাখা শোভে সুন্দর সুকুঞ্চিত চিকন কেশে ॥

প্রতিদিন গোপবালকগণ খেলা করে এ আঙিনায়
ওদের সাথে খেলা কোরে রামকৃষ্ণ ও মহানন্দ পায়
কিন্তু তবুও ঝগড়া হয় তাইতো একদিন বলরাম কয়—
"মাটি খেয়ে ফেল্ল কানাই দেখে যাও ছোট মা এসে ॥"
যশোদা ছুটে গিয়ে তাই গোপালকে কাছে টেনে কয়—
"চোখের আড়াল করলেই তোকে দেখি এক অনাছিষ্টি হয়
মুখে মাটি দিলি পুরে ? বল বাবা সত্যি কোরে"
কৃষ্ণ কয় ভয়ার্ত্ত স্বরে যশোমতির কোল ঘেঁষে—

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

"মা তোমায় বলি ঐ সব ছেলেরা নিজেদের বাড়ী থেকে ঐ খাবার
এনেছে চুরি কোরে এখানে আমাকে কানে বোলে দেয় আবার
'কানাই তুই ননী চুরি করবি না ? না করিস্ যদি খেল্‌তে পাবিনা'
মা আমি চুরি করা জানি না মিথ্যা বলি না তোমার আদেশে ॥
আমি তাই বল্লাম 'আমি পারব না' ওরা একসঙ্গে কোরে দেয় আড়ি
ওরা এক যুক্তি করে তখুনি দাদা ডাক দিল তুমি তা শুনি
এসে আমাকেই দিচ্ছ বকুনি আমায় একটুও না ভালবেসে ॥"
এ কথায় মাতা কোমল স্বরে কয়—"বেশ মাটি যদি তুই থাকিস্ খেয়ে
দুই চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিবে হাঁ করনা দেখি এদিকে চেয়ে"
কৃষ্ণ দাঁড়াল যেন ভয় পেয়ে যশোদা তখন দুটি হাত দিয়ে
চিবুক ধোরে নেয় শ্রীমুখ খুলিয়ে কৃষ্ণ মুখ খুলে যায় মধুর হেসে ॥

বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া

মাতার আশ ছেলের মুখে দেখিবে মাটির খণ্ড
কিন্তু একি ! দেখে সে মুখে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড
সব গ্রহ ঘুর্ণিয়মান সাগর ঢেউ পাহাড় সমান
নদ নদী ছেড়ে পাষাণ বেগে সাগরে মেশে ॥

কৃষ্ণের মুখে যশোদা দেখে নিজের গ্রাম গোকুল
ঐ তো তাদের রাজ বাড়ী এতে আর নেই কোন ভুল
গোধন নিয়ে যায় রাখাল যশোদার কোলে গোপাল
ইন্দ্র ব্রহ্মা মহাকাল স্তুতি গায় দ্বারদেশে।

জৌনপুরী—একতাল

যশোদা হারাবে এবারে তার চেতন
বুঝে কৃষ্ণ করে বিশ্বরূপ সম্বরণ
ভাবে মাতা এরপর পুত্র তার যাদুকর
কম্পিত কণ্ঠস্বর কয় বিষ্ণুর উদ্দেশে—
"হে প্রভু নারায়ণ কর আমায় দয়া
গোপালের মাঝে না রয় যেন এ মায়া
বহু পুণ্যফলে পেলাম এমন ছেলে
যেন আমায় ফেলে গোপাল না যায় শেষে"॥

ঠুংরি—খাম্বাজ—আদ্ধা

মাতা প্রবৃত্তি পায় পুত্র খেল মৃত্তিকা।
কৃষ্ণ প্রীতি যশোদাকে করে অত্তিকা॥
ধরিত্রীর পবিত্রম বস্তু বুঝে শ্রীভগবান
শ্রীমুখে দেয় মাতৃস্নেহ করে তাতে বাধা দান
এ মৃত্তিকা উপলক্ষে যশোমতি পেঁছায় লক্ষ্যে
তাই যশোদা সবার চক্ষে আলোক বর্ত্তিকা॥

কৃষ্ণের ফলগ্রহণ

পরোজ—একতাল

ফলওয়ালী এক আসে নন্দালয়ের দ্বারে।
'পাকা ফল নেবে গো' বলে সে চীৎকারে॥

কৃষ্ণ হেরে মাতা না রয় কাছাকাছি
শয্যা হ'তে উঠে আনন্দে যায় নাচি
ফল কিনিবে বলি ভরিয়া অঞ্জলি
ধান্য নিল তুলি যতগুলি পারে ।।
কৃষ্ণ ছোটে ধান্য অঞ্জলিতে ভোরে
অঙ্গুলির ফাঁকে যায় কিন্তু সবই পোড়ে
ফলওয়ালী যায় হেরে সুন্দর গোপালেরে
কম্প দেহ ঘেরে ভাসে অশ্রুধারে ।।
"এই নাও গো ফলের দাম"—কৃষ্ণ মুখে বলে
অঞ্জলি ঢালিল ঐ নারীর অঞ্চলে
কিন্তু না রয় ধান্য রয় রূপের প্রাধান্য
ফলওয়ালী তাই অন্য লোভ করে এবারে ।।
ভাবের ঘোরে বলে—"মূল্য চাই না তবে
তোমায় বাবা একবার কোলে আসতে হবে"
কৃষ্ণ এল কোলে নারী দুঃখ ভোলে
নামায় আশীষ ঢেলে আদর কোরে ছাড়ে ।।
কিছু ফলে ভোরে তার এক ছোট ডালি
বসায় শিশুর মাথায় হেসে ফলওয়ালী
কেমন টোলে টোলে কৃষ্ণ আসে চোলে
"ওমা দেখ" বোলে যায় যশোদাগারে ।।

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ দাঁড়াল নিঃশঙ্কে ঝুড়ি দেখে মা আতঙ্কে
গোপালকে টেনে নেয় অঙ্কে বলে মুখে চুম্বন করি—
"এত রেখে যাই সাবধানে বল তবু তুই কিসের টানে
পালাস্ যেখানে সেখানে আমি যাতে ভয়ে মরি ।।
একটু হলেই চোখের আড়াল। পালাবার কেন করিস্ তাল ।।
বাড়ী থেকে বাহির হোয়ে এমন কি স্নেহ পাস্ গোপাল ?

বুঝিতে পারিস্ না কিছু শত্রু সদা নেয় তোর পিছু
আসে সবাই হোয়ে নীচু ছড়ায়ে নানা মায়াজাল ॥
বুঝিতে পারি পরিষ্কার তুই কাছে থাকিলে আমার
রাক্ষসী হোক হোক জানোয়ার পেতে পারে না তোর নাগাল ॥

তোর চিন্তায় হই সারা ঝরে অশ্রুধারা
তবু এমন ধারা কেন তুই যাস কোরে।
শোন্ গোপাল তোরে কই আমার তো আর তুই বই
কেউ নেই তাই আমি রই তোর ভরসায় প্রাণ ধোরে ॥
শোন গোপাল তোর কাছে আমার চাওয়ার আছে।
বল তুই গোপাল সদাই রইবি আমার কাছে ?
আমার সঙ্গ ছেড়ে বল যাবি না বাইরে
বলি তোর হাত ধোরে ভুল কোরে যাস পাছে ॥”
কথা শোনে কে কার যশোদার চারিধার
নীলমণি বারে বার ঘুরে যায় আর নাচে।
এ অনুনয় বৃথা বোঝে নন্দরাণী
চঞ্চল বালকের জ্ঞান এখন একটুখানি ॥
মা তবু যায় বোলে “যদি যার তার কোলে
উঠে যাস্ তা হলে খাবি মোর বকুনি ॥
তুই আমার বুকে থাক্ শত্রু থাক্ লাখে লাখ্
সাবধানে জেনে রাখ্ হবে না তোর হানি।”
গোপাল কয়—“কেন মা থাকবো এই সাবধানে।”
মাতা কয়—“কার মনে কি আছে কে জানে ॥”
অতি বিজ্ঞভরে গোপাল উত্তর করে—
“জানি চরাচরে কার ইচ্ছা কি প্রাণে ॥
ভাবে একরূপ প্রাণী কিন্তু আমি জানি
অন্যরূপ দিই আনি তাদের ভাগ্যের টানে ॥”

টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ—আদ্ধা

পক্ক ফল নিল কৃষ্ণ সুদক্ষ জানাতে ছল।
ঐ হাতে নেয় সকল প্রাণীর সূক্ষ্ম হলেও সব কর্ম্মফল ॥
যতই ভারী হোক কর্ম্মফল সহিতে পারে জগন্নাথ
তারই সাক্ষী বক্ষ মাঝে ভৃগু মুনির চরণাঘাত
কে জানে কৃষ্ণের মহিমা ও মহিমার নাহি সীমা
স্নেহ প্রেমে কিছু জেনে নিল গোপগোপীর দল ॥

কৃষ্ণের ননী চুরি

বাউল

যশোমতি খুশী অতি দুগ্ধ আজ বেশী ঘরে।
বাসি ননী ফেলে দিয়ে টাট্‌কা সব তৈরী করে ॥
পরিশ্রমে কি যায় আসে গোপাল ননী ভালবাসে
প্রতিদিনই বায়না ধরে মিষ্টি গন্ধ ননীর আশে
কিন্তু এ পরিশ্রমের ফল কৃষ্ণের সুখই নয়তো কেবল
ননী খাওয়ানোর কোরে ছল রাখিবে কোলের 'পরে ॥
ননী তৈরী করা হলে যশোদা রয় আর এক চিন্তায়
গোপালের জন্য এ ননী অন্য আর কেউ যেন না পায়
ছোট করে শিকের দড়ি রাখে ননী ভাণ্ডে ভরি
উদুখলের উপর চড়ি বালক যাতে না ধরে ॥
ব্যবস্থা কোরে দুপুরে ছেলেদের ঘুম পাড়ায় মাতা
কিন্তু পরিশ্রমে জুড়ে ধরে নিজের চোখের পাতা
রামকৃষ্ণ রয় মাতার পাশে ওদের চোখে ঘুম না আসে
ননী চুরি করা আশে চিন্তা করে অন্তরে ॥
মায়ের নিঃশ্বাস পড়ে জোরে রামকৃষ্ণ তাই করে লক্ষ্য
মায়ের দু'চোখ বন্ধ আছে ওঠা নামা করে বক্ষ
মায়ের গায়ে ঠেলা দিয়ে বোঝে মা আছে ঘুমিয়ে
কৃষ্ণ রামকে সঙ্গে নিয়ে শয়ন ঘর থেকে সরে ॥

কীর্ত্তন

দখিন দিক্ দেখে রাম কৃষ্ণ দেখে যায় বাম
এ দেখার নেই বিরাম দু'ভাইএর চোখ জ্বলে।
অধর দুটি মেশায় তর্জনী ঘষে তায়
কথা চোখ ইশারায় চুরির নেশায় চলে॥
পায়ের আঙ্গুল টিপে দু'ভাই ফেলে চরণ।
যাতে পায়ে নূপুর না বেজে যায় ঝন্ ঝন্॥
সে ভরা দুপুরে দেখে ঘুরে ঘুরে
সবাই অন্তঃপুরে নিদ্রায় আছে মগন॥
ভাঁড়ার ঘরের দ্বারে 'এসে গোপাল চড়ে
বলাই দাদার ঘাড়ে শিকলের হয় পতন॥
কিন্তু এত শ্রমেও সব বুঝি বৃথা যায়।
ননীর হাঁড়ি আছে টঙে শিকের মাথায়॥
কৃষ্ণ দেওয়াল ধরে রামের কাঁধে চড়ে।
বহু চেষ্টা করে কিন্তু হাত না পোঁছায়॥
তখন সেই রোদ্দুরে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে
পায় অনেক বন্ধুরে আবার আসে হেথায়॥

ননীর শিকের নীচেয় এসে বলরাম প্রথমে বসে
সুদাম উঠে যায় সাহসে মাথা ধোরে রামের কাঁধে।
দাম ওঠে সুদাম উপরে বসুদাম তার কাঁধে চড়ে
কৃষ্ণ তার উপর এবারে দু'হাত ঠেকে গেছে ছাদে॥
দুটি হাতে তোলে ননী অন্যেরে দেয় খায় আপনি
কেউ মুখে তোলে না ধ্বনি কেউ আচলে ছাঁদা বাঁধে॥
ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয় রামকৃষ্ণ দেয় তার পরিচয়
বিধাতাও যেন প্রীত রয় প্রথমে না তাই বাদ সাধে॥
পরে বাদ সাধে বিধাতা। হল না আর সুযোগ দাতা॥
ভাঁড়ার ঘরের সামনে এসে আড়াল থেকে দেখে মাতা॥

দূরে শব্দ শুনে ফিস্‌ফাশ্‌ যশোদা যখন ফেরে পাশ
দেখে কেউ নেই হয় নিদ্রা নাশ এল মুছে চোখের পাতা ॥
দেখে কাণ্ড ভাঁড়ার ঘরে উঁকি দিয়ে শেষে সরে
ঘরেতে না ছায়া পড়ে যশোদার মন নয়কো তাতা ॥

গোপাল করে বণ্টন কুণ্ঠাহীন সবার মন
কণ্টক কেউ নেই তেমন আকণ্ঠ ননী খায়।
মা'র মন করে টন্ টন্ না রয় অবগুণ্ঠন
বার ভূতে লুণ্ঠন করে যা দেব না পায় ॥

এ দেখে যশোদার ছ'চোখ ছানাবড়া।
একের উপরে এক সাজে যেন ঘড়া ॥

মাতা চুপ্ চাপ্ দাঁড়ায় ছেলেরা না টের পায়
বিপন্ন হবে তায় সবাই কাঁধে চড়া ॥
নেমে আসুক্ খেয়ে তার পর কাছে গিয়ে
সকলকে জড়িয়ে হাতে যাবে ধরা ॥

এ দৃশ্য দেখেছে কেবা কোথায় কবে ?
একতাতেই শক্তি কৃষ্ণ শেখায় সবে ॥

এবার আর নেই ননী হাত চাটে নীলমণি
দেখে নন্দরাণী আড়ালে নীরবে ॥
সবাই নেমে পড়ে এ দৃশ্য অন্তরে
গেঁথে রাণী সরে শাসনে কি হবে ॥

ঠুংরি—মিশ্র ভৈরবী - আদ্ধা

একে অন্যের পিঠে উঠে রামকৃষ্ণ শেখায়।
রামকৃষ্ণ নামেরই সোপান লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপায় ॥
ধরনীর অমৃত দুগ্ধ তারই সার অংশ ননী
সংসারে সারে মন দিতে শেখায় রামকৃষ্ণ আপনি
রামকৃষ্ণ নাম যে করে সার সে জন অনায়াসে হয় পার
অশান্তির ভব পারাবার অন্তিমে বৈকুণ্ঠে যায় ॥

ননীচোরা কৃষ্ণের বিরুদ্ধে গোপিনীদের অভিযোগ

রাগমালা—তালমালা

ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল

আঙ্গিনায় বোসে নন্দরাণীর চুল বেঁধে দেয় অপরাহ্নে রোহিণী।
এদিকে যশোমতির কোল ঘেঁষে বোসে রয়েছে সুবোধ নীলমণি ॥
ব্রজের গোপীরা প্রায় প্রতিদিনই জড় হয় হেথায় এমন সময়ে
তাদের রাণীমার নিকটে এসে সংসারের কথা সবে যায় কয়ে
আজকাল আর অন্য কোন কথা নেই আলোচনা হয় গোপালকে ঘিরেই
অভিযুক্ত যে রয় মায়ের কোলেই নালিশ কোরে যায় সকল গোপিনী॥
সেদিন গোপালকে দেখায়ে বলে রাণীকে একটি প্রবীণা বধূ—
"মা তোমার কোলের এই যে ছেলেটি বোসে রয় যেন কত সে সাধু
দু'চোখ বুজেছি যেই মা দুপুরে গোপাল ঢুকেছে সেই গোয়াল ঘরে
বাছুরগুলোকে দিয়েছে ছেড়ে বিকালে মোটেই দুধ আমি পাইনি ॥"

শঙ্করা—একতাল

এক বৃদ্ধা কয়—"তোমার করলে এমন আর কি
আমার সঙ্গে গোপাল করছে ইয়ারকি
উঠে উদুখলে হাঁড়ির ননী খেলে
শেষে ভেঙে দিলে দরজাটার ছিটকিনি ॥"
এক গোপী কয়—"আমার হাঁড়ি ছিল নতুন
ননী ভরা ছিল গোপালের এমন গুণ
খেলে যেতাম বাঁচি হাঁড়ি খোলাম কুচি
কোরে গেছে এখন হাঁড়ি কোথায় কিনি ॥"

সোহিনী—তেওড়া

এক প্রৌঢ়া কয়—"গোপালকে ধরিলাম হাতে নাতে
কাল যখন ননী চুরি করছিল সবার সাথে
আজ বানরদল সঙ্গে রয় বানর মল ত্যজে ঘরময়
ঘোচাতে কি কষ্ট হয় আমার বল দিকিনি ৷৷"
এক অতিবৃদ্ধা বলে —"মোদ্দা কথা এটা হয়
এ ননীচোরা গোপাল সবারই চিন্তার বিষয়
চুরি কোরে খায় বোলে দিয়েছিলাম কান মোলে
কেমনে তার শোধ নিলে মন দিয়ে শোন রাণী ৷৷
দই বেচিব সাত ভাঁড়ে কাল্‌কে দুধ রাখি ঢেলে
সকালে দেখি কে দুধ মেঝেয় দিয়েছে ফেলে
ঘরের চাবি ঠিক আছে কে যাবে ভাঁড়ের কাছে
ভাবলাম বয়েস হয়েছে ভাঁড়ে দুধ ঠিক ঢালিনি ৷৷
নাতবৌকে সঙ্গে নিয়ে আজকে যখন দুধ ঢালি
মেঝেয় দুধ গড়িয়ে যায় ভাঁড়গুলো দেখি খালি
নাতবৌ আমার নয় ছোট বলে 'সব ভাঁড়ে ফুটো
তাই ছিদ্র করার বিদ্যা গোপাল নিয়েছে চিনি ৷৷"

ভুপালি—ত্রিতাল

এ সব শুনে রাণীর হ'ল চোখে মুখে রাগের উদয়
বলাই দূরে দাঁড়িয়ে চায় বোঝে গতিক সুবিধার নয়
ইশারা করিল চোখে যশোদার চক্ষের পলকে
উধাও গোপাল হয় কোলথেকে হতভম্ব সব গৃহিণী ৷৷
নন্দরাণী বলে—"গোপাল ফিরলে তাকে করব শাসন
তোমাদেরও বলি বাছা সাবধান থাক না কি কারণ"
সবাই বলে হেসে আটখান "আর কত মা হব সাবধান
সেদিন তুমি পাবে প্রমাণ তোমার ঘরেও হবে এমনি ৷৷"

যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন

রাগমালা—ঝাঁপতাল

প্রথম আট পংক্তি ভাঁয়রো। দ্বিতীয় বার পংক্তি তোড়ি।
তৃতীয় বার পংক্তি ভৈরবী।

একদিন কেটে যায় এ ঘটনার পর যশোদা বোসে গোপাল কোলের'পর
সে দাওয়ার কাছে গোপী নেই অপর সবে কাজে রয় সে দ্বিপ্রহরে।
গোপালের মাতৃ দুগ্ধের তিয়াসা সে সময় জাগে মনে সহসা
অসময়ে মা পূরায় না আশা গোপাল কোল ছেড়ে তাই বায়না করে।
উনানে দুগ্ধ চড়ান আছে বায়না এড়ান তবুও না যায়
স্তন্যদান কোরে যায় যশোমতি এমন সময়ে দুগ্ধ উথলায়
মাতা দেখে না অন্য আর উপায় কাজেই গোপালকে কোল থেকে নামায়
যশোদা ছুটে যায় রন্ধনশালায় দুগ্ধ নামালো যাতে না পড়ে॥
মাতার এ নির্দ্দয় ব্যবহার দেখে গোপালের মনে জাগে অতি কোপ
না বোঝে গৃহ কর্ম্মেরই মর্ম্ম মাতার উপর দোষ করিল আরোপ
এ সময়ে নেই বাধা দিতে গোপ তাই যা কিছু পায় কোরে যায় বিলোপ
মৃৎভাণ্ডে মারে লাঠি দিয়ে কোপ ননী গড়ায় তাই মাটির উপরে॥
অনেক উঁচুতে দড়ির শিকেতে নাগালের বাইরে রয় যে সব হাঁড়ি
উদুখল উল্টে তার উপর উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণ খুব তাড়াতাড়ি
একটানা দিয়ে যায় লাঠির বাড়ি যে হাঁড়িগুলি রয় সারি সারি
ভেঙ্গে পড়ে সব তাই রকমারি ননী গোপালের শ্রীঅঙ্গে ঝরে॥
গাছের উপরে রয় বানরের দল তাদের ডাক দিল হাতছানি দিয়ে
ক্ষীর ননী কৃষ্ণ ভোজন কোরে যায় বানরগুলিকে একত্রে নিয়ে
সহসা ভাঁড়ার ঘরেতে ঢুকে যশোদা অবাক বিস্ময়ে দেখে
ভাল ননী সব গড়ায় যা রাখে যতনে শিকায় গোপালের তরে॥

কৃষ্ণকে দণ্ড দিতে যশোদা পা টিপে চলে যতটা পারে
বুঝিতে পেরে উদুখল থেকে লাফিয়ে গোপাল এক দৌড় মারে
যশোদাও ছোটে পিছনে পিছন গোপালকে সাজা দেওয়া প্রয়োজন
নন্দ ভবনের সারাটি প্রাঙ্গণ একটিবার ঘুরে মাতার হাঁফ ধরে ॥
অত্যন্ত ক্লান্ত যশোদা ধূলায় বসে দু'হাতে স্ববক্ষ ধরি
এ দেখে কৃষ্ণ নিজেই ধরা দেয় সহসা তখন কি মনে করি
যশোদা পুত্রের হাত ধরে এবার কৃষ্ণ বুঝে কয় চোখে অশ্রুধার—
"মাগো আমাকে মেরো নাক আর কক্ষনো করব না মা এর পরে ॥"
যশোদা অতি ক্রোধে কহিল—"তোকে আমি আজ রাখিব বেঁধে"
এবারে গোপাল রোহিণীকে আর বলাইকে ডেকে কয় কেঁদে কেঁদে—
"বড় মা তুমি এস এক্ষুনি দাদা এক ছুটে এস ডাক শুনি
তোমরা নেই আমায় দিয়ে বকুনি মা বেঁধে রাখে ভাঁড়ারের ঘরে।"

টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

কৃষ্ণের শ্রীমুখ মণ্ডলে কি শোভা করেছে ধারণ।
অধর হোয়ে ধরার মাতায় বাঁধিতে করিছে বারণ ॥
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন ঘষায় অঞ্জন ভরা দুই করতল
বিপদ ভঞ্জন সেই নিরঞ্জন বিপদে ফেলে আঁখিজল
রঞ্জিত গণ্ড হয় দণ্ড পাবে ভাণ্ড ভাঙ্গার কারণ ॥

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ চীৎকারে কয় নয়নে অশ্রু বয়
আসে না সে সময় রোহিণী আর বলাই।
মাতা যশোমতি ক্রুদ্ধা হয় আজ অতি
যেন পুত্রের প্রতি একটু ও স্নেহ নাই ॥
গোপালের শ্রীমুখের শোভা দেখে মাতা।
বন্ধ হোতে না চায় দু'নয়নের পাতা ॥

অপলক নয়নে দেখে যায় এক মনে
তার হৃদয় অঙ্গনে এ দৃশ্য হয় গাঁথা ॥
মুখে প্রেম ছড়ান কি মায়া জড়ান
অশ্রুতে ঝরান মধুর পেলবতা ॥'

তবু এ শাসনের রয়েছে প্রয়োজন।
মাতা যশোমতি ভেবে যায় মনে মন ॥

'এ দুরন্তপনায় অঘটন ঘটে যায়
কে জানে কে কোথায় কি ভাবে রয় কখন ॥
বাঁধিলে একটি বার ভয় থাকিবে বাঁধার
করিবে না তাই আর কখনও কাজ এমন ॥'

পুত্রে বুকে চেপে ধরি ননী মন্থন করার দড়ি
তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি যশোমতি যায় বলিয়া—
"রাজার ছেলে ভুলে গেলি বানরের সঙ্গে মিতালি
বানরের মত তোর কোমর বেঁধে দেব ডুরি দিয়া ॥"
'সবই যেন রহস্যময়' —যশোদা মনে মনে কয় ॥
বাঁধিতে পারে না মাতা কেটে গেল বহু সময় ॥
পুত্র তো শিশু বয়সে মন্থন রজ্জুও রয় পাশে
বাঁধা উচিত অনায়াসে তবুও বাঁধা নাহি হয় ॥
মাতার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত পরিশ্রমে মুখ আরক্ত
অঙ্গুলি রহে না শক্ত অবশ হয়ে যায় বাহুদ্বয় ॥
যে কটিদেশ ছোট্ট ঘেরে। বাঁধিতে গেলেই যায় বেড়ে ॥
রজ্জু কুলায় না লজ্জা হয় মাতা পড়ে বিষম ফেরে ॥
বাঁধিতে এ শিশুর কটি গ্রহতারা কোটি কোটি
একত্রে শক্তি প্রকটি পরাজয় মানে না পেরে ॥
ভাবে মাতা 'একি কাণ্ড ছেলের কোমর কি প্রকাণ্ড
সেদিন কি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মুখের মধ্যে গেছি হেরে ॥'

কৃষ্ণ ধরা দিল এবার। বাঁধিতে দিল অধিকার ॥
অশেষ পুণ্যে মা যশোদা পেল এ বিশেষ পুরস্কার ॥
স্তব স্তুতি না করিয়া সুপ্রশস্তি না গাহিয়া
বাৎসল্য স্নেহ ঢালিয়া পায় শক্তি এই শাস্তি দেবার ॥
মা উদুখল কাছে পেয়ে তার সাথে রাখে বাঁধিয়ে ॥
রহে রন্ধনশালায় গিয়ে শিশুর বল নেই বন্ধন ছেঁড়ার ॥

টপ্পা—ভৈরবী—যৎ

তৎ সৎ এ বাঁধে সতী বাৎসল্য রসোদগারে।
সাধন মার্গের এ সন্ধান অন্য কে জানিতে পারে ?
স্তন্যক্ষীর পান করায়ে বেঁধে রাখে অক্ষরে
সূর্য্য সাক্ষী যশোমতি ভেদিল আপন লক্ষ্যরে
স্নেহে ভাসাইল বক্ষ লভিল আপনার মোক্ষ
গোপীর মন প্রেম দক্ষ শিক্ষা দিয়ে যায় সবারে ॥

যমলার্জ্জুন উদ্ধার

মিঞাকি তোড়ি-তেওড়া

বেঁধে রেখে গোপালে যশোদা যায় আড়ালে
কৃষ্ণ তখন সবলে উদুখল সমেত টানে।
উদখলটি শকট হয় বাহক রূপে কৃষ্ণ বয়
বল প্রকট হয় বনময় ছোটে বাধা না মানে ॥
যমলার্জ্জুন নামে রয় সুবিশাল বৃক্ষ দুটি
সূক্ষ্ম পথ তাদের মাঝে কৃষ্ণ সেথায় যায় ছুটি
এবার দুই বৃক্ষের ফাঁকে উদুখল রয় আটকে
'বৃক্ষ পথ না দেয় দেখে কৃষ্ণ করাঘাত হানে ॥

প্রাচীন মহীরুহদ্বয় তাই মড়্‌মড়্‌ শব্দ করে
কৃষ্ণের চরণের কাছে লুটিয়ে ভেঙ্গে পড়ে
ঐ বনপথে তখন ছিল ব্রজের বালকগণ
সুবল তাদেরই একজন দেখে ভয় পেল প্রাণে ॥
ভগ্ন দুই কাণ্ড হ'তে বাহিরায় দুটি জ্যোতি
কৃষ্ণের নিকটে এসে ধরে দেবের মূরতি
কৃষ্ণে জানায় প্রণতি হোয়ে সন্তুষ্ট মতি
চোলে যায় দ্রুতগতি মহাশূন্যেরই পানে ॥

বসন্ত—একতাল

বৃক্ষ পতন ধ্বনি দূরে নন্দ শুনি
ছুটে যায় তখনই প্রাণ গোপালের কাছে
দুই বিরাট তরুবর লুটায় মাটির উপর
অক্ষত তার ভিতর কৃষ্ণ রহিয়াছে ॥
পুত্রের কোমর বাঁধা দেখে বলে রাজা—
"বল গোপাল এভাবে কে দিয়েছে সাজা"
কৃষ্ণ বলে কান্নায়— "বেঁধেছে মা আমায়"
পিতা বন্ধন ঘোচায় পুত্র কোলে নাচে ॥
শব্দ শুনে মাতা দেখে ছুটে এসে
গোপালের কি বিপদ গেল তারই দোষে
প্রণমিল মনে ইষ্ট—নারায়ণে
গোপালের কারণে সর্ব্বমঙ্গল য়াচে ॥
গোপালের এ কান্না রাজারাণী ভোলায়
নন্দ বুকের কাছে প্রাণ গোপালে দোলায়
কাঁধে নিয়ে গোপাল গৃহে যায় ব্রজপাল
নাচিয়া সব রাখাল চলে পাছে পাছে ॥

নন্দরাজার পরিজন ও প্রজাসহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন

রাগমালা—তালমালা

গুর্জ্জরী—তোড়ি—ঝাঁপতাল

শ্বাপদ সঙ্কুল হয় এবারে গোকুল নন্দরাজা হয় কুচিন্তায় আকুল
ব্যাঘ্রগণ ধ্বংস কোরে যায় গো-কুল গোকুল ছাড়া তাই হল
প্রয়োজন ॥
রাজা নিজের আর প্রজাদের জন্য অন্বেষণ করে বাসস্থান অন্য
নিরাপদ হেরে শ্রীবৃন্দারণ্য ফলে ফুলে রয় ভরা এ কানন ॥
প্রথমে কিছু গোপেরা গিয়ে স্থাপন করিল সবার বসতি
এরপরে চলে গোকুল ত্যাজিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাবার প্রস্তুতি
শুভ দিবসে শুভ লগনে আপনার সাথে নিয়ে গোধনে
গোপকুল সাথে শ্রীবৃন্দাবনে গোপাধিপতি করিল গমন ॥
প্রথমে চলে গোপ সৈন্যরা ঘিরে নয় লক্ষ সম্পদ ধেনুদল
তার পশ্চাতে রাজ পরিবার চলে তারপরে গোপ গোপিনী সকল
কানাই বলাইও দুই মাতার সাথে আরোহণ করে অপর এক রথে
আনন্দে চলে বৃন্দাবন পথে সকল বালকের স্বভাবই এমন॥

ভূপালি—একতাল

গোপ গোপীগণ যায় ভেসে জন স্রোতে
যার যা কিছু আছে নিয়ে গোকুল হ'তে
নেই অন্য সম্পদ বল মাথায় ভাণ্ড কেবল
তবে দীনের সম্বল সঙ্গে রয় নিরঞ্জন ॥
রথোপর রামকৃষ্ণের পড়ে দৃষ্টিপাতে
এত লোক ধেনুদল চলে সব এক সাথে
কৃষ্ণের কি মহিমা কয় সুখের নেই সীমা—
"কোথায় চলেছি মা।" যশোদা কয় তখন—

"চলেছি বৃন্দাবন বাস করিবার তরে"
এ নাম শুনে কৃষ্ণের আনন্দ না ধরে
নাম ভরা মমতায় নেচে তাই রথ মাতায়
তারপর শুধায় মাতায়— "কোথায় মা বৃন্দাবন ?"

বৃন্দাবনী সারং ত্রিতাল

যশোদা আর বকন দিতে না পারে তাই রোহিণী কয়—
"জেনে নাও গোপাল যমুনার ঠিক ওপারে বৃন্দাবন হয়"
চোখ দুটো খুব বড় কোরে বলাই কয় মাতার ভুল ধোরে—
"তা কেমনে হ'তে পারে যমুনা পিছনে এখন ॥"
এবার বলে মা যশোদা—"তোমরা দেখছি বড্ড হাঁদা
এক যমুনাই শতেক যোজন ব্রজ সব যমুনায় বাঁধা"
দু'ভাই চোখের ইশারায় কয়—"দুই মায়ের কথা ভুল না হয়
যমুনা খুব বড় নিশ্চয় এক যমুনা শতেক যোজন ॥"

ভাঁয়রো—তেওড়া

এবারে কৃষ্ণ শুধায় হেরি প্রাচীন অটবী
"বল মা কে ঐ দূরে ঝাঁকড়া বুড়ো মায়াবী"
মাতা কয় স্নেহভরে— "প্রণাম কর জোড় করে
ও অশ্বত্থ নাম ধরে বৃক্ষের মধ্যে নারায়ণ ॥"
হেরিয়া দূরে গিরি কি নাম শুধায় বলরাম
রোহিণী বলে এবার— "গোবর্দ্ধন ও গিরির নাম
কৃপা করে অবিরাম পূরায় সবার মনস্কাম
হাত তুলে কর প্রণাম নারায়ণ হয় গোবর্দ্ধন ॥"
কৌতুহল রহে তবু শুধালো তাঁই হলধর—
"সবার মাঝেই নারায়ণ ? রয় কি মানুষের ভিতর ?"
মাতা কয় কাজে কাজেই —"নারায়ণ সবার মাঝেই"
কৃষ্ণ কয়—"আমার মাঝে তবে আছে নারায়ণ ॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

উন্মনা রামকৃষ্ণের চোখে যমুনা ভাসে এবার।
শক্তির নমুনা দেখায়ে যমুনা হ'তে হয় পার ॥
ব্রজের রাখাল বালক সাথে ধেনু চলে সন্তরণে
দেবাসুর যমুনায় যেন এসেছে সাগর মন্থনে
দেখে সবার জল কেলি রামকৃষ্ণ দেয় করতালি
যমুনার জল হয়ে ফালি দুটি পারে খায় আছাড় ॥
যশোদা কয়—"ও ঢেউ যদি আমাদের ওপরে পড়ে
হাড় গোড় সবই ভেঙে যাবে বড় বড় ঢেউএর ভারে"
বাড়ায়ে ছোট্ট বাহুদ্বয় রাম এবারে দাঁড়ায়ে কয়—
"ভয় কি মা আমি আট্‌কাব এমন শক্তি রয় আমার ॥"
যমুনার বুকের ওপরে নৌকা রহে সারি সারি
তার ওপরে চলিল রথ রামকৃষ্ণ রয় রথোপরি
নৌকা আর রথের চার চাকায় রামকৃষ্ণ প্রেম পরশ মাখায়
যমুনা ঢেউ তুলে তাকায় প্রেমানন্দ পায় অপার ॥

কীর্ত্তন

রথ হতে পথ উপরে — কৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করে
নন্দন কাননের শ্রী ধরে — সারা বৃন্দাবনের ভূমি।
এরূপ ভূমি কোরে নির্ভর — রাম ও কৃষ্ণ দাঁড়ালে পর
পুলকে কাঁপে থর থর্ — বৃন্দাবন শ্রীচরণ চুমি।
এ ভূমি প্রেমে গড়ান। — তায় আনন্দ হয় ছড়ান ॥
নন্দনন্দন চরণ ছোঁয়ায় — যে চরণ পাপী তরান ॥
বৃন্দাবন মহাপ্রেম মাগে — তাই রামকৃষ্ণের চরণ লাগে
নব দূর্ব্বাদলও জাগে — রোমাঞ্চ যেন ভরান ॥
শ্যামল বনের একি শোভা — কোমল শয্যায় যেন সভা
অমল কিরণ মন লোভা — ভাল হবে গো-চরান ॥

ফুল রেণুতে জড়ান। অলিকে যায় না সরান
যে সুর অলির গুঞ্জরণে তা সবারই মন হরান ॥
মঞ্জুরিত হয় ফুলবন সঞ্জীবিত তায় কুঞ্জবন
দৃশ্য হেরে নয়নরঞ্জন গলে অসুরদের পরাণও ॥
স্বচ্ছ মসৃণ সরোবরে মৃণালিনী শোভা করে
মরালীর মরাল অধরে চলে পদ্ম-নাল ধরান ॥
শস্যের শির চলে নড়ান। সোনায় যেন সব মোড়ান ॥
কৃষ্ণের কোকনদ চরণে ভাল হবে শির রগড়ান ॥
দিকে দিকে খণ্ড গিরি ঝরণা প্রতি দণ্ডে ঘিরি
বয়ে চলে ঝিরি ঝিরি কি মধুর হাসি ঝরান ॥
সে ঝর্ণার জল পানের তরে হরিণীকে প্রেমভরে
হরিণ কেমন ঠেশে ধরে নামিবার পথ যে গড়ান ॥
রবিকর নহে খরান। চন্দ্রিমাও নয়ন জুড়ান ॥
সুমন্দ গতি মলয় বায় সুগন্ধ পাগল করান ॥
চকাচকি দিকে দিকে 'চিকন কালা' বোলে ডাকে
শাখায় শিখী পাখায় দেখে নীলমণিরই চোখ পরান ॥
'তুঁহু পদ পাব' বলি কুহু কুহু এক কাকলি
তুলে কোকিল সুরাঞ্জলি দেয় যেন সুধা ক্ষরাণ ॥

রাগপ্রধান—বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া

এ হেন বৃন্দাবনে আনন্দের আন্দোলনে
রামকৃষ্ণ ঘরের কোণে বন্দী রহিতে নারে।
ব্রজাধিপতির সাথে যাওয়া চাই প্রতি প্রাতে
মুক্ত মন্দ হাওয়াতে অরণ্যের চারিধারে।
দুরন্ত শিশু দু'টি তাই রাজার ভয় অতিশয়
নজর রেখে যায় যাতে দুচোখের আড়াল না হয়
কিন্তু তেমন হবার নয় পলক ফেলায় বালকদ্বয়
গভীর বনে উধাও হয় খেলার স্থান আবিষ্কারে ॥

জটাজূটধারী এক বিরাট বটের কোটরে
'কাঠের কেমন ঘর' বোলে ছু'টি ভাই ঢুকে পড়ে
বলরাম বলে হেসে— "রাত হলে থাকবো এসে'
ভাই কৃষ্ণ বোলে বসে "কিন্তু মা বকবে যেরে ॥"
বট গাছের ছু'টি ঝুরি নেমেছে পাশাপাশি
দোলনা সৃজিল ছু'ভাই কৃষ্ণ উঠিল বসি
বলরাম দিল দোলা কিছুক্ষণ হ'ল খেলা
বেড়ে চলেছে বেলা খুঁজে চলে পিতারে ॥
এদিকে নন্দরাজা দেখিলে পরে ঝোপঝাপ
ভাবে ছেলেরা বোসে ওদের ভিতরে চুপচাপ
ভেতরে ঢুকে পড়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরে
সাজা দেয় এমনি কোরে কাঁটাগুলো রাজারে ॥
লতাপাতা ঘিরেছে ঝাঁকড়া এক খেজুর গাছে
রাজা ভাবে ছেলেরা সেথা লুকিয়ে আছে
সাহসে গাছে চড়ে বক্ষ ছু'বাহু ছড়ে
হতাশায় নেমে পড়ে ভেসে যায় অশ্রুধারে ॥
আর চলিতে না পারে চরণ করে টলমল
মনে ভাবে নন্দরাজ 'বিধাতার এ কেমন ছল'
ডেকে কয় নারায়ণে— "পাইয়ে দাও পুত্রগণে"
আসে পুত্র ছু'জনে ফেরে আপন আগারে ॥

কীর্ত্তন

এদিকে মা যশোমতি চিন্তায় রয় কাতরা অতি
রামকৃষ্ণ বাহির হলে ঘর থেকে।
যদিও যায় রাজার সাথে তবু অশ্রু আঁখিপাতে
দ্বারে রহে পথে দৃষ্টি রেখে ॥

কুচিন্তা কোরে আসে ভীড় 'এখানেও অরণ্য গভীর
নানা হিংস্র জন্তুরা বাস করে।
'গোপাল আমার দুধের ছেলে কোনভাবে ছাড়া পেলে
যদি সে অরণ্যে ঢুকে পড়ে ॥

অতি চঞ্চল ছোটে সদাই এতটুকু মনে ভয় নাই
যে কোন পশুকে ভালবাসে।
বন্যপশু এগুণ স্বীকার করে না—তারা চায় শিকার
সে উদ্দেশে যদি কাছে আসে ॥

কেউ করিবে না বাধা দান বন্য জন্তু মুখ ব্যাদান
কোরে নিদান যদি চরণ ধরে।
গোপাল যে তার নয়ন নিধান সদাই হোয়ে রয় অসাবধান
যদি সে জন্তুর মুখে হাত ভরে ॥

তা ছাড়া অরণ্যের ভিতর বৃক্ষ ছড়ায় মোটা শিকড়
ছুটে যেতে গোপাল আছাড় খাবে।
কাঁকর পাথর সেথা রবে কোমল অঙ্গে গোপাল তবে
তাতে পড়ে হয়ত ব্যথা পাবে ॥

হয়ত যেথায় রয় বিছুটি সেথায় গোপাল যাবে ছুটি
সে লতাদল অঙ্গে যাবে বুলে।
তখন জ্বালাকর যন্ত্রণায় ভেসে যাবে অশ্রুধারায়
চুলকানিতে অঙ্গ যাবে ফুলে ॥

বনপথে কাঁটা থাকে যদি যেতে চরণ রাখে
ফুটে যাবে কোমল চরণ তলে।
গোপাল আমার আপন ভোলা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা
এখনও জানে না কাকে বলে ॥

ঝোলা লতার অগ্রভাগে যেতে গিয়ে যদি লাগে
গোপালের পদ্ম পলাশ নয়ন।
ভেসে যাবে অশ্রুধারে কানাও হয়ে যেতে পারে'
কুচিন্তাটাই করে মায়ের মন ॥
'শিশুদের একটা অভ্যাস রয় ফল কোন কিছু পেলে হয়
মুখে সেটা দেবে নির্ব্বিচারে।
বিষফল রহে বনের ভিতর গোপাল ক্ষুধায় হ'য়ে কাতর
সহজেই তার মুখে দিতে পারে ॥
তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে যদি দেখিতে পায় কোন নদী
ছুটিবে করিতে জলপান।
যদি নদীর জলে পড়ে?' মাতা বলে করুণস্বরে—
"পুত্রে রক্ষা কর ভগবান॥"
দুই পুত্র দুই করে প্রখর রবি করে
প্রত্যাবর্ত্তন করে ব্রজের রাজা গৃহে।
যেন লব কুশ পাশে ভ্রমণের পর আসে
বাল্মিকী আবাসে যেথায় সীতা রহে ॥
এদিকে যশোদা বর্হিদ্বারে থেকে।
ব্যথাকুল নয়নে আসা পথ যায় দেখে ॥
নদীকূলে যেমন বক তুলে এক চরণ
মৎস্য ধরার কারণ স্থির দৃষ্টি যায় রেখে ॥
প্রথমে গোপালে দেখে মা কপালে
তার দু'হাত ঠেকালে কুলদেবে ডেকে ॥
মাতা পথে নেমে অধীর ব্যাকুলতায়
প্রাণ গোপালে জড়ায় কাঁপা বাহুলতায় ॥
মনের আশা মেটে বিপদ গেছে কেটে
যায় নি কারো পেটে আঘাত দেয় নি লতায় ॥
বিষ্ণু শোনে কথা জানায় কৃতজ্ঞতা
প্রণাম করে মাতা মা মনসা লতায় ॥

যশোদা ভাবে তাই 'বিধি সাধে নি বাদ'।
তবু পতিরে দেয় আপন মনের সংবাদ ॥

'গোপাল কাজের সময় থাকে তাই কাজ না হয়'
রাজাও তাই রেগে কয় হয় তাই বাদ প্রতিবাদ ॥
মা এবার সব ভোলে গোপালকে নেয় কোলে
চুমিয়া তাপ তোলে এক অঙ্গও যায় না বাদ ॥

গ্রাম্য ছড়া বোলে রাজা এবার কহে—
"গোপালকে সামলানো মুখের কথা নহে ॥"

আমার বুকে পায়ে দেখ দৃষ্টি দিয়ে
ছড়া-কাঁটার ঘায়ে তাতে রক্ত বহে ॥"
যশোদা তাই ত্বরা রাজায় হলুদ ছড়া
দেয় খুলে হার ছড়া রাজার বুক না দহে ॥

বাউল

নন্দের সাথে যুক্তি করে যশোদা সুযোগ মিলায়।
নন্দরাজ লুকিয়ে যাবে বনে কাল সকাল বেলায় ॥
বলাই গোপালে যশোদা কথায় ভুলিয়ে রেখে
ওদের নিয়ে খেলা করবে ফল ফুল নিয়ে ঘরে থেকে
নন্দরাজ যে গেছে বনে সে কথা পড়বে না মনে
বাপ মা সুখ পাবে দু'জনে ছেলেও সুখ পাবে খেলায় ॥
পরের দিন কাজ হল ঠিকই কিন্তু বুঝে কয় নীলমণি—
"মা গো তুমি খেলছ কেন রান্না কর ভাল ননী"
মা ভাবে সরল অন্তরে ছেলের মন না বনে পড়ে
যশোদা যায় রান্নাঘরে এ কাজটা ফেলে হেলায় ॥
রামকৃষ্ণ আঙ্গিনা দিয়ে এল সদর দরজার কাছে
দেখে দরজা উপর থেকে শিকলে আটকান আছে
দু'ভাই তখন বুদ্ধির বলে উঁচু প্রাচীর টপ্‌কে চলে
বুঝবে না কেউ তাই শিকলে হাত না দেয় তবু পলায় ॥

প্রভাতী সুর

গোপাল ননী ভালবাসে তাই এক মনে যশোমতি।
ভাল ননী তৈরী করে সাবধানে যতনে অতি ॥

পরিশ্রমে কাতরা নয় কেটে গেল অনেক সময়
রামকৃষ্ণ কি করে এবার দেখিতে মনে ইচ্ছা হয়
ননী নিয়ে ওদের তরে যেথায় ওরা খেলা করে
প্রবেশ করিল সেই ঘরে মা যশোদা দ্রুতগতি ॥

কিন্তু একি ঘরে কেঁউ নেই যশোদার বুক কেঁপে ওঠে
নানা ঘরে গিয়ে দেখে এমনকি উঠানে ছোটে
নন্দরাণী যায় এবারে দ্বার খোলা কি দেখিবারে
কিন্তু শিকল রহে দ্বারে কেঁদে মূর্চ্ছিতা হয় সতী ॥

এভাবে কাটে বহুক্ষণ নন্দরাজাও এবার আসে
রোহিণী দ্বার খুলে দিল রাজা যায় যশোদার পাশে
রাজার অশ্রু নয়ন ঘেরে এরপরে রামকৃষ্ণ ফেরে
সমুখে পুত্রদের হেরে বাহ্য চেতন পায় দম্পতি ॥

রামকৃষ্ণের ভোজন হলে পর নন্দরাজ বসে ভোজনে
রোহিণী পুত্রদের কাছে রাণী রয় পরিবেশনে
রাজারাণী করে যুক্তি চিন্তা থেকে পেতে মুক্তি
গোপশাস্ত্রের যেমন উক্তি তেমন করিবে সম্প্রতি ॥

গোপেদের কুলাচার মত পুত্র পাঁচ বৎসর হলে পার
গো-চারণে গিয়ে সুযোগ গ্রহণ করিবে গো-সেবার
এল তাই গোপেদের ব্রাহ্মণ হল ধার্য্য দিন শুভক্ষণ
বলাই গোপাল সুখী এখন গোচারণেই তাদের মতি ॥

—গোষ্ঠ—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

গোচারণে যাবে গোপাল তাই সাজায় নন্দরাণী।
অলকা তিলকা আঁকে সুগন্ধ চন্দন আনি ॥
শিরে বাঁধে মোহন চূড়া তাহে জড়ায় মুক্তার মালা
শিখিপাখা উর্দ্ধে লাগায় পরায় স্বর্ণ কর্ণ বালা
নীলমণি নীল বরণ ধরায় পীত ধড়া তাই তো পরায়
খঞ্জন গঞ্জন নয়ন ভরায় যশোদা অঞ্জন টানি ॥
কণ্ঠে পরায় বনমালা আজানু হ'য়ে যায় ঝুলে
বাজু বন্ধ বেঁধে দিল বনে যাতে না যায় খুলে
পাকায়ে গোলাপী বসন কটিদেশ কোরে যায় বন্ধন
পীত ধড়াটি আর এখন খুলে যাবে না জানি ॥
শ্রীচরণে সোনার নূপুর বেঁধে দেয় নন্দের রমণী
নীলমণি চলিলে ওঠে রুনু ঝুনু মধুর ধ্বনি
সোনার বাঁশী দেয় গড়াতে এসেছে আজদেয় তাই হাতে
ধেনুগুলি আসে যাতে বাজাবে বাঁশীখানি ॥

কীর্ত্তন

আজি শুভদিনের প্রাতে গোপবালকগণের সাথে
গোপাল বলাই পাচন হাতে যাবে প্রথম গোচারণে।
গোপাল প্রথম যাবে গোঠে যশোদার সময় নেই মোটে
কৃষ্ণে সাজায় মন না ওঠে অশ্রুঝরায় অকারণে ॥
সহসা হয় শিঙার ধ্বনি। চমকি' ওঠে রোহিণী ॥
চারিদিকে ঘোরে ভীতা মাতার দুই চোখের চাহনি।
কৃষ্ণ বলে মা যশোদায়— "এবার ছেড়ে দাও মা আমায়
ঐ যে দাদা ডাকে শিঙায় যেতে হবে তাই এখনি ॥
কালকে সাজাইবে আবার এখন হাত ছেড়ে দাও আমার"

এই বোলে তীব্র এক ফুৎকার বাঁশীতে দিল নীলমণি ॥
মাতা তবুও না সরে। পুত্রের শ্রীমুখ তুলে ধরে।
কোথায় যেন দুখ রহে দু'নয়নে অশ্রু ঝরে ॥
মা যশোদা যায় না ভুলি গোপালের কনিষ্ঠাঙ্গুলি
মৃদু দংশন করে তুলি যাতে না কুনজর পড়ে ॥
গোপাল বলাই প্রণমিলে যশোদা রোহিনী মিলে
দুটি পুত্রে বুকে তুলে বিদায় মুখ-চুম্বন করে ॥
দাঁড়াল আসি দোয়ারে। রামকৃষ্ণের পিছন নেহারে ॥
মেলে ধরে চোখের দৃষ্টি যতটা দূরেতে পারে ॥
গোপাল মিলায় পথের বাঁকে রাখা যায় না যশোদাকে
'গোপাল' 'গোপাল' বলে ডাকে চেতনা হারায় এবারে ॥
রোহিনী জল ঢেলে মাথায় বাতাস কোরে চেতন ফেরায়
রাণী তবু ঘরে না যায় প্রতীক্ষায় রয় পথের ধারে ॥

ঠুংরি—ভৈরবী মিশ্র—আদ্ধা

বৃন্দাবনের মাঠে এল নন্দ কিশোর।
রাখাল বালকগণের সাথে খেলায় হল বিভোর ॥
পঞ্চমুখে নাম গান গায় তবু মহাদেব পায় না
কোটি জনমের সাধনায় যে দেবতায় ধরা যায় না
সে 'চোর' 'চোর' খেলা করে গোপবালকেরা ধরে
বোঝে না নারায়ণ কৃষ্ণ চোখে মায়া ঘোর ॥

রাগমালা তালমালা

জৌনপুরী—ত্রিতাল

গোচারণের মাঠে গিয়ে বিচরণ করে ধেনুদল।
বালক সুলভ সব আচরণ করে ব্রজের রাখাল সকল ॥

কানাই বলাই হল এবার ব্রজের রাখালেরই সামিল
কৃষ্ণের সাথে বিশেষ কোরে হল সকলের মনের মিল
বাঁশী বাজায় বুদ্ধি জোগায় ওঠে গাছের আগায় আগায়
যমুনায় তরঙ্গ জাগায় আরও কত কি জানে ছল ॥
ধেনুগুলি ছুটে আসে কানুর বেণুর মধুর সুরে
খুঁজিয়া বেড়াতে হয় না বনে বনে ঘুরে ঘুরে
কৃষ্ণ যে গাছটিকে ধরে সে গাছের ফল পেকে পড়ে
বনফুল গন্ধদান করে কৃষ্ণ রাখালদের হয় সম্বল ॥

বৃন্দাবনী সারং—একতাল

সুদাম বলে—"চোর চোর খেলিব আজ সবাই"
"এটা ভালযুক্তি" —উত্তর দিল কানাই
বসুদাম কয় তবে "কিন্তু চোর কে হবে ?"
"কানুই চোর হোক তবে" উত্তর দিল সুবল ॥
কৃষ্ণ বলে—"তোরা দাঁড়া দু'চোখ বুজে
আমি লুকোই তখন তোরা যাবি খুঁজে"
কৃষ্ণের কথায় সবাই চোখে হাত চাপে তাই
সে সুযোগে কানাই লুকায় হ'য়ে সফল ॥

মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

ডান দিকে বাঁশী শুনে সবাই ছুটিল ডানে
কিন্তু কৃষ্ণকে খুঁজে পেল না কোনখানে
বাম দিকে শুনে বাঁশী খোঁজে সকলে আসি
শোনে ঝোপেতে হাসি বোঝে না কৃষ্ণের কৌশল ॥
মধ্যাহ্ন এসে গেল কৃষ্ণকে পাওয়া না যায়
বলাই অস্থির হয় অতি কৃষ্ণের তরে ভাবনায়
কয় ব্যথা পেয়ে বুকে— "কেন ছাড়লি কানুকে
ঘরে গিয়ে কোন মুখে ছোট মাকে বলব বল ?

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

কানুকে কেন চোর কোরে তোরা এভাবে তাকে লুকোতে দিলি
এখন যে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না যদিও খুঁজি সকলে মিলি
আমিও তবে বনে থেকে যাই যদি কোনদিন ভাইকে খুঁজে পাই
তবেই ফিরিব আমরা দুটি ভাই তোরা ঘরে এই খবর দে কেবল।।"
রাখালগণ সারি সারি বোসে রয় সকলে নিজের মাথায় দিয়ে হাত
সকলে ফুলে ফুলে কেঁদে যায় কেউ আবার মাথায় করে করাঘাত
শক্তিশেল বুকে লক্ষ্মণ পড়িলে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে কোলেতে নিলে
বানরদল ঘিরে সকলে মিলে এভাবে ফেলেছিল অশ্রুজল ।।
বালকগণ আবার শেষ চেষ্টা করে কেউ গাছে ওঠে ঝোপে খোঁজে কেউ
কেউ মাঠের ফাটল দেখে খুঁজে যায় কানু নীল বোলে নীল যমুনার ঢেউ
বংশীরব কোরে এবারে কানাই নিজেই দেখা দেয় ছুটে যায় সবাই
মুহুর্ত্তের মধ্যে কারো দুখ নাই সকলে নাচে আনন্দ বিহ্বল ।।

কীর্ত্তন

বালকগণ সবাই পায় হর্ষ — এবার কোরে পরামর্শ
স্থির হল কৃষ্ণকে স্পর্শ — কোরে খেলাই ভাল হবে।
কৃষ্ণ বাধা নাহি মানে — ভয় কাকে বলে না জানে
লুকোচুরির খেলার টানে — হয়ত গভীর বনে রবে ।।
সেধে খেলা ভাল নয়। — সে দেখে লাভ কিছু না হয়।।
তা ছাড়া এ খেলায় বিপদ — আছে—কৃষ্ণে হারাবার ভয় ।।
আবার এক অভিজ্ঞতা পায় — প্রাণের কানাই যদি লুকায়
কৃষ্ণে চোখে দেখা না যায় — মনও হয় নিরানন্দময় ।।
প্রাণ কানাইকে দেখে যতই — দেখার ইচ্ছা বাড়ে ততই
কৃষ্ণের মুখের প্রীতি থৈ থৈ — করে যেন সকল সময় ।।
"ভাল খেলা কানামাছি"— — সুবল বলে নিজেই যাচি ।।

"এ খেলায় থাকিতে হবে সব বালকেই কাছাকাছি ॥
একজনের চোখ বাঁধা হবে তাকে ছুঁয়ে যাবে সবে
ঠিক নাম বলতে পারবে যবে সে চোখ খুলে যাবে বাঁচি ॥"
সবাই ভাবে ভাল খেলা আজ খেলিবে আছে বেলা
বোসে যায় আনন্দের মেলা সবাই হাত তুলে যায় নাচি ॥

আর এক হয় সমস্যা চক্ষে অমাবস্যা
নামায় তাই প্রশংসা এ খেলার না জানায়
এ উদ্যম অমিত চিন্তায় হয় দমিত
করে প্রশমিত খেলার উন্মাদনায় ॥
দুটি চোখ বাঁধিতে কেউ আর রাজী না হয়।
প্রাণের কৃষ্ণ দেখা যাবে না সে সময় ॥
চাহে সব বালকে সদাই চোখে চোখে
প্রাণ কানাইকে রেখে যেন সব খেলা হয় ॥
একে অন্যে সাধে কেউ না চক্ষু বাঁধে
কেউ বা আবার কাঁদে কেউ ক্ষুণ্ণ মনে রয় ॥
"আমারই দুটি চোখ বেঁধে দে তা হ'লে"—
দয়াময় কৃষ্ণ কয় ওদের কলরোলে ॥
"তোরা অতি চেনা ছুঁলে যাবে জানা
যতই হই না কানা নামটি দেব বোলে ॥
আর সবাইকে খোঁজা আমার কাছে সোজা
যেখানেই তোরা যা যতদূরে চোলে ॥"

এ কথায় কেউ দেয় না বাধা কৃষ্ণের দু'নয়ন হয় বাঁধা
নিয়ম বলা হয় সমাধা শুনে কৃষ্ণ মধুর হাসে।
"কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ"
এই বোলে সকল গোপের পো ছোটে কৃষ্ণের চারিপাশে ॥

কৃষ্ণকে ছুঁয়ে যায় সুদাম — কৃষ্ণ বলে সুবলের নাম
ক্ষুণ্ণ মনে রয় বলরাম — এ খেলা না ভালবাসে ।।
কৃষ্ণের পদ্ম পলাশ লোচন — দেখা যাচ্ছে না অনেকক্ষণ
তাই বিষাদে ভরেছে মন — চোখে অশ্রুবিন্দু ভাসে ।।

কৃষ্ণ কয় আনন্দে বিহ্বল— "আমাকে ছুঁলো সুমঙ্গল ।।
এই তোরা ভাল করে দেখ — ঠিক হল কিনা আমায় বল ।।"
ঠিক হয়েছে সে সময়ে — সুমঙ্গলই গেছে ছুঁয়ে
ছোট সে সকলের চেয়ে — এবার কৃষ্ণ হ'ল সফল ।।

সকল বালকেরা বল্লে— "এতক্ষণে গেছে মিলে"
সবাই কৃষ্ণের দু'চোখ খুলে — দেখে মোছা চোখের কাজল ।।
শক্ত কোরে বাঁধার দোষে — বস্ত্রখণ্ড গেছে বোসে
কোমল দুই নয়নের পাশে — নয়ন যেন রক্ত কমল ।।

দুই গণ্ডদেশ আর কর্ণমূল — রেঙেছে যেন শিমূল ফুল
কাটা দাগেরই সমতুল — লম্বা রেখা অতি উজ্জ্বল ।।
কলঙ্কবিহীন নয় চাঁদও। — কৃষ্ণচন্দ্র যায় নি বাদও ।।
কৃষ্ণ দু'চোখ রগড়ে বলে— "এবার সুমঙ্গলকে বাঁধো ।।"

সুমঙ্গলকে বাঁধার সময় — কৃষ্ণের কানে কানে সে কয়—
"দেখো বাঁধা জোরে না হয়" —তার কথা সব আধো আধো ।।
বাঁধন যায় কাণের ওপরে — সুমঙ্গল কয় কৃষ্ণে ধোরে—
'শুনব বল কেমন কোরে — তুমি তো ভাই বাঁশী সাধো ।।

তোমার মুখের মধুর হাসি — দেখতে আমি ভালবাসি
ওরা আমায় বাঁধছে আসি — ঠেকছে কেমন বাধো বাধো ।।
তোরা আমায় ছেড়ে দে ভাই — কানুকে যে দেখতে না পাই
কানু দেখা খেলা কি নাই ?" — কথা সব তার কাঁদো কাঁদো ।।
এসব কথা শোনে কে কার। — খেলা শুরু হ'ল আবার ।।
রাখাল বালকেরা ঘোরে — সুমঙ্গলেরই চারিধার ।।

বালকদের কোলাহল মাঝে কৃষ্ণ তার সব কথা বোঝে
নিজেই ধরা দেয় সহজে কৃষ্ণের যে করুণা অপার ॥
সুমঙ্গলকে ভালবেসে কৃষ্ণ বলে কাছে এসে—
"ছুঁয়ে তোকে যাব শেষে তুই নাম কোরে দিবি আমার ॥
কৃষ্ণের সুকোমল অঙ্গুলি অপরাজিতারই কলি
পরশে ব্যথা যায় ভুলি বলে তাই সুমঙ্গল এবার—
"কানু ছুঁয়েছে আমারে বুঝতে পেরেছি যে তারে
এবার আমায় ছেড়ে দেরে এ বাঁধন খুলে দে আমার ॥"
বেলা আসিল শেষ হ'য়ে কৃষ্ণই চোর তাই গেল র'য়ে
গোপ বালক ধেনু ল'য়ে ফিরে গেল যে যার আগার ॥

টপ্পা—জয়জয়ন্তী—যৎ

রিপু হরণ কর বোলে তাই তোমার নাম হরি।
তবে কেন আমার চোখে রাখ মায়া আবরি ॥
কানামাছি খেল আমার চোখে বেঁধে সংসার ঠুলি
অন্ধ হয়ে হাতড়ে বেড়াই জীবনের আসলটি ভুলি
দয়া করে আমায় বাঁচাও শুধু একবার আমায় খোঁচাও
গুরুদেব হয়ে মন্ত্র দাও কৃষ্ণনাম জপ করি ॥

শিররঞ্জনী—ঝাঁপতাল

প্রাণের গোপালকে পাঠিয়ে গোঠে দ্বারে বাহ্যজ্ঞান হারায়ে লোটে
মাতা যশোদা আর নাহি ওঠে প্রবোধ দিয়ে যায় তারে রোহিনী।
একবার দু'নয়ন মেলে যদি চায় কিন্তু গোপালকে দেখিতে না পায়
জগৎ সংসার সব আঁধারে লুকায় না হেরি চোখে প্রাণের নীলমণি ॥
উদ্‌ভ্রান্ত দুটি নয়নের দৃষ্টি কখনও ঝোরে যায় অশ্রুধারা
যদি কেউ আসে কথা বলিতে ক্ষুণ্ণ মন ল'য়ে ফিরে যায় তারা
যশোদা ছাড়ে দিনের স্নান আহার অন্তঃপুর ত্যজি আশ্রয় করে দ্বার
যে বাঁকে পুত্র অদৃশ্য হয় তার সে সরণী হয় মনমোহিনী ॥

পতির প্রতি আর কিছু নেই লক্ষ্য যশোমতি পাক কক্ষে আর না যায়
গোপাল বিপদে কেমনে রক্ষা পাবে সেই চিন্তায় তার বক্ষ ভাসায়
পুত্রের দিকে যে শক্রর চক্ষু রয় গোঠে গোপালের ক্ষতি করার ভয়
ভুলিয়ে নিয়ে হয়ত এক সময় যাবে রাক্ষসী মায়াবিনী ॥
মধ্যাহ্নের প্রখর রবির কিরণে হয়ত বা কাতর হবে পিপাসায়
দক্ষ নয় বন পথে চলিতে চরণ ক্ষত না কাঁটায় হ'য়ে যায়
ক্ষুধায় যদি বিষ ফল মুখে তোলে গভীর অরণ্যে যদি যায় চলে
বন্য পশুরা যদি যায় দলে ভাবিতে ভয় পায় কৃষ্ণভাবিনী ॥
হৃদয়ের মাঝে প্রেম ভক্তি-যত মন্থন কোরে মা যশোমতি কয়—
"হে হরি আমার প্রাণের গোপালকে গোঠে পাঠাতে আর যেন না হয়
গোপাল যেন আর বনে না বেড়ায় আমার নয়নের আড়ালে না যায়
তুলসী তলায় কাঁদিয়া গড়ায় বাৎসল্য স্নেহের কাঙ্গালিনী ॥

কীর্ত্তন

দিবাকর ঢলে পশ্চিমে রৌদ্র তাপও আসে কমে
মা যশোদা ক্রমে ক্রমে ধৈর্য্যহীনা হ'য়ে ওঠে।
এতক্ষণে তো গতকাল এসে পড়েছিল গোপাল
তাহলে কি কোন গোলমাল হয়েছে আজিকে গোঠে।
দূরে হ'ল বংশীধ্বনি। এবার আসিবে নীলমণি ॥
আনন্দে বিহ্বলা হ'য়ে বুঝে নিল নন্দরাণী ॥
আলু থালু বসন অঙ্গে তাই সামালি সঙ্গে সঙ্গে
ধেয়ে যায় যেন বাঁধ ভঙ্গে ছুটে চলে স্রোতস্বিনী ॥
পথের বাঁকের ধুলিপঙ্কে নির্নিমেষে দৃষ্টি ধরে
এবার বুঝি ছিটকে পড়ে যশোদার দুই চোখের মণি
উদ্বেলিত হল হৃদয়। সারা অঙ্গে রোমাঞ্চ হয় ॥
অগ্রসর হ'তে পারে না শিথিল হ'য়ে যায় চরণদ্বয়

মাতা পথে বোসে পড়ে চোখে আনন্দাশ্রু ঝরে
দুটি বাহু মেলে ধরে কিন্তু বাহু কম্পিত রয় ॥
রোহিণী আসে এবারে বসে যশোদার এক ধারে
ধোরে রাখিতে না পারে এত উতলা সে সময় ॥

যশোদার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণলাভ

রাগমালা তালমালা

মেঘ—ত্রিতাল

যশোমতি ভালবাসে কৃষ্ণে বাঁধিতে নয়নে।
কত রাতি তাই কেটে যায় কৃষ্ণে দেখিতে শয়নে ॥
জন্মাষ্টমীর ভোরে প্রথম কৃষ্ণে দেখেছিল মাতা
সেই থেকে কৃষ্ণ নয়নে চিরতরে আছে গাঁথা
কৃষ্ণকে দেখেছে সদ্য ফোটা যেন এক নীলপদ্ম
কোল সাজিতে সে অনাদ্য শিশুকে নিল চয়নে ॥
রাঙাপদতল হেরে ডুব দেয় স্নেহের অতল গভীরে
এত দেখে তবু দেখার ইচ্ছা বাড়ে ধীরে ধীরে
শ্রীমুখ না দেখিলে আঁধার নামে চোখে বয় অশ্রুধার
কারও কথার ধারে না ধার বাহির্ হ'য়ে যায় অয়নে ॥

মিঞাকি মল্লার—ঝাঁপতাল

জন্মাষ্টমীর সেই শেষ রাতের বাতাস কৃষ্ণে পরশি যা করে প্রকাশ
চেতনা ফেরার প্রথম লগনে বোঝে যশোদা নিয়ে তা প্রশ্বাস
তার পাশে রহে যে পুত্র নিধি তারে গড়েছে এমনই বিধি
মাথা থেকে তার নখ অবধি পদ্মসুরভি ছড়ায় পবনে ॥
দেখে পরিচয় তাই পাবার আগে আঘ্রাণে পুত্রের উপলব্ধি পায়
নাসিকা ঘসে রসিকা মাতা বিভীষিকা না পেয়ে পুত্রের গায়
পরাণ ভ'রে নেয় সে পদ্মগন্ধ বাৎসল্য স্নেহে হ'য়ে যায় অন্ধ
তারপর থেকেই তার শ্বাস নেওয়া বন্ধ হ'তে চায় কৃষ্ণের দূরে গমনে।

দুর্গা—একতাল

দর্শন আর ঘ্রাণের পর রয় শ্রবণ ইন্দ্রিয়
মাতার কাছে পুত্রের কণ্ঠস্বর হয় প্রিয়
মাতা রয় উৎকর্ণা শোনে পুত্রের কান্না
সে সুরের মূর্চ্ছনা রয় বীণা বাদনে ॥
পুত্র যখনই তার শ্রীমুখে মা বলে
মাতা ভাবে সুধা ঝরে ধরাতলে
আকণ্ঠ পান করে প্রাণ ও অন্তর ভরে
এ ডাক শোনার তরে সদা রয় চেতনে ॥

জয়জয়ন্তী—তেওড়া

নব জীবনের ঊষায় কৃষ্ণ কাঁদিল তৃষ্ণায়
মাতে শ্রীমুখ চুম্বনে মাতা ভোলাবার আশায়
যশোদা জানায় আদর জিহ্বায় লাগে শ্রীঅধর
কম্পিত হয় কলেবর কি সুধা আস্বাদনে।
বসুধার সুধা দুগ্ধ ক্ষীর তার শ্রেষ্ঠ পদার্থ
তার মধুর গন্ধে মানব তৃপ্তিতে হয় কৃতার্থ
ক্ষীরের চেয়েও উৎকৃষ্ট গন্ধ পেয়ে সব কষ্ট
ভোলে যশোদা ইষ্ট— বস্তু পায় তার জীবনে ॥

ঠুংরি—পাহাড়ী—আদ্ধা

বসুদেব পুত্রকে রাখে যশোদার কোলে যে ক্ষণে।
সে ক্ষণে কন্যা প্রসবি' মাতা রয় মায়া বন্ধনে ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ রয় পরশি মা যশোদার গাত্র চর্ম্ম
চেতন ফেরার সাথে বোঝে কৃষ্ণ গাত্রের কিবা মর্ম্ম
সব জ্বালা জুড়ান পরশ শান্তি ঢালা স্বর্গের হরষ
এ লভিতে বহু বরষ যশোদা রয় যোগ সাধনে ॥

কীর্ত্তন

যশোদা দূর হতে দেখে গোপাল এল পথের বাঁকে
মাতাকে তখন কে রাখে পথে এবার নেমে পড়ে।
নেচে নেচে গোপাল ছোটে ছন্দে নূপুর ধ্বনি ওঠে
অতি মধুর কথা ফোটে 'মা' 'মা' কৃষ্ণাধরে ॥
কৃষ্ণে মাতা বুকে চাপে। বাধা পায় কথা আলাপে ॥
গোপালকে বুকে জড়ায়ে যশোদা আনন্দে কাঁপে ॥
প্রথমে হয় কৃষ্ণ দর্শন পরে পুত্রের 'মা' ডাক শ্রবণ
এরপরে অঙ্গ পরশন আঘ্রাণ নেয় চতুর্থ ধাপে
চুম্বিয়া যশোদা পায় সুখ অশ্রুতে ভরায় নিজের বুক
শীতল করে পুত্রের শ্রীমুখ উষ্ণ ছিল রৌদ্র তাপে ॥
প্রাণ গোপালে কোলে তোলে। যশোদা দুশ্চিন্তা ভোলে ॥
কৃষ্ণ কোলে মা যশোদা অন্তঃপুরে আসে চোলে ॥
কক্ষ হতে আনে ননী - খাইয়ে দেয় মাতা আপনি
মা'র কণ্ঠ ধোরে নীলমণি খেতে খেতে কেমন দোলে ॥
নন্দরাজা দাঁড়ায় এসে পুত্র কোলে রাণীর পাশে
বাহু বাড়ায় পাবার আশে "আমার কোলে আয়" বোলে
রাজায় দিয়ে নন্দনন্দন। রাণী আনে তৈল চন্দন ॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে যতনে করে গন্ধ তৈল মর্দ্দন ॥
মৃদু উষ্ণ জলে প্রচুর মেশায় মাতা আতর কর্পূর
সে জলে স্নান করায়ে দূর করে ক্লান্তি পুত্রের তখন ॥
কোমল গাত্র মার্জ্জনীতে শ্রীঅঙ্গ মুছায়ে দিতে
চারিদিক ভরে জ্যোতিতে দম্পতি পায় পুলক স্পন্দন ॥
শুষ্ক বসন পরানো হয়। যেমনটি মানায় সে সময় ॥
কঙ্কতিকায় কেশ আঁচড়ালে হয় অকলঙ্ক চন্দ্রোদয় ॥
কুঞ্চিত কেশদাম ধরি মোহন চূড়া দিল গড়ি
শিখিপাখা তার উপরি বসায় মাতা সৌন্দর্য্যময় ॥

চন্দন মাখায় পুত্রের অঙ্গে রাজরাণী নানা রঙ্গে
নিজেরাও মাখে সেই সঙ্গে দেয় মহাবৈষ্ণব পরিচয় ॥
জয় নন্দনন্দনের জয় জয় যশোমতি নন্দের জয় ॥

ঠুংরি-ভৈরবী—যৎ

জাগো জাগো আনন্দময় নন্দদুলাল ।
রবির কিরণে হ'ল পূরব গগন লাল ॥
গোচারণে নিয়ে যেতে দাঁড়ায়েছে দোয়ারেতে
কত না আনন্দেতে ব্রজের রাখাল ॥

রাখালগনের গান—বাউল—মিশ্র ভৈরবী

উঠে পড় ওরে গোপাল গোঠে কি যাবি না আজ ?
ঐ দ্যাখ্ ডুব দিয়েছে চাঁদ তোকে দেখে পেয়ে লাজ ॥
তবু তোর এখন আর মুখে নেই সে চন্দনের ফোঁটা
শুধু রয় তোর স্বভাব গুণে মধুর হাসি ঠোঁটে ফোটা
যখন মুখ ধোয়াবে মা তোর জলেতে মিশিয়ে আতর
অলকা তিলকা আঁকবে কি রূপ হবে হয় আন্দাজ ॥
যখন পদ্ম পলাশ চোখে কাজল রেখা হবে আঁকা
মোহন চূড়া বেঁধে দিয়ে মা ধরাবে শিখি পাখা
যখন রে তোর হবে পরা কৃষ্ণ অঙ্গে পীত ধড়া
কন্দর্পকে ছেড়ে তোকে সুন্দর বলবে দেব সমাজ ॥
যখন এক্ হাতে মুরলী আর হাতে নিয়ে পাচন
নূপুর পীরে দেখাবি তোর ত্রিভুবন ভোলান নাচন
ভুবনে ভাগ্যবানের দল তোর রূপ দেখে হবে বিহ্বল
তার ওপর তোর অঙ্গে থাকবে বনমালা ফুলের সাজ ।

যশোদার গান—রাগপ্রধান—ললিত—ত্রিতাল

উঠ গোপাল গোঠে যাবে ঘুমায়ো না আর
ঊষার রঙে রাঙা হল অঙ্গ তোমার ॥

ফুটেছে কত ফুল জুটেছে কত অলি
গেঁথেছি মালা কত মুঠি মুঠি তুলি
ধুইয়ে দিয়ে শ্রীমুখখানি খাইয়ে দিয়ে তোমায় ননী
রাখাল বেশে রে নীলমণি সাজাব চমৎকার ॥

কীর্ত্তন

রাখালের দল এল দ্বারে যশোদা ডাকে এধারে
আর কি নিদ্রা যেতে পারে কৃষ্ণের তনু হ'ল চঞ্চল।
চরণ দুটি দেয় ছড়ায়ে কোমল বাহু দেয় বাড়ায়ে
অধরে হাসি ভরায়ে দশদিশি করে উজল ॥
পদ্ম পলাশ আঁখি খোলে। পিকের পুলক কলরোলে ॥
যশোদার ডাকে নীলমণি ওঠে প্রথম 'মা' বোলে ॥
শ্রীঅঙ্গের ঢাকা দেয় ফেলি দু'পাশের দুই বালিশ ঠেলি
মায়ের দিকে বাহু মেলি ঝাঁপিয়ে পড়িল কোলে ॥
মুষ্টি বদ্ধ করে দু'হাত ঘর্ষণ করে নেয় আঁখিপাত
মধুর ক্ষীর গন্ধে করে মাত তারপরে যখন হাই তোলে ॥
কৃষ্ণ ধরে মাতার স্কন্ধ। মা যশোদার কি আনন্দ ॥
পুলকাশ্রু যশোমতির আঁখি দুটি করে বন্ধ ॥
দন্ত ঘ'ষে দেয় কর্পূরে শ্রীমুখ ধোয়ায় অন্তঃপুরে
শান্ত রাখালেরা দূরে পায় ফুটন্ত দুগ্ধের গন্ধ ॥
ননী নীলমণির অধরে যশোদা আদরে ধরে
দামোদর ধরণীধরে খাওয়াল দেখে যায় নন্দ ॥
এবার যশোদা নেয় সময়। প্রাণ গোপালে সাজান হয় ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুলে মা ছোঁয়ায় পুত্রের ভালে মঙ্গল গোময় ॥
অপলক চোখে অবিরাম চেয়ে মা আঁচড়ায় অলকদাম
বাঁধে কেশ মোহন চূড়া নাম তার উপর শিখিপাখা রয় ॥

নীলমণির শ্রীমুখ ঝলকা চন্দন বিন্দু হয় তায় আঁকা
যার নাম অলকা তিলকা চন্দ্রে যেন তারার উদয় ॥
বনমালা দোলায় গলে। দুই কর্ণ সাজায় কুণ্ডলে ॥
একই সঙ্গে সূর্য্য ওঠায় যেন চাঁদ তারা উজলে ॥
অঙ্গে পরায় পীত বসন পশ্চাতে ধড়া নীল বরণ
নূপুরে সাজায় শ্রীচরণ রুম্ ঝুম্ বাজে যখন চলে ॥
মাতা পুত্রের ডান হাত ধরে কনিষ্ঠাঙ্গুল দংশন করে
দ্বারে এসে করুণ স্বরে রাখাল বালকগণে বলে—
"তোরা এসে শোন্ এখানে। গোপালকে রাখ্‌বি সাবধানে ॥
তোরা সদাই ঘিরে চল্‌বি আমার গোপাল পথ না জানে ॥
আমার দেওয়া ননী বিনা অন্য কিছু খাওয়াবি না,
কখনও ছেড়ে দিবি না একা গভীর বনের পানে ॥"
ব্রজের রাখাল বালক দলে মিশে গোপাল বলাই চলে
মাতা ভাসে আঁখি জলে বাৎসল্য স্নেহেরই টানে ॥

রাগমালা—তালমালা

বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল

আজিকার খেলায় রয় অনেক মজা এ খেলাটির নাম দেয় রাখাল রাজা
রাজার সাজে রয় কানাই তো সাজা কানাইকে রাজা তাই সবাই বলে।
এ শুনে কিন্তু কৃষ্ণ প্রথমে বলে শ্রীমুখটি কোরে থম্‌থমে
"দাদা রয়েছে তাই কোন ক্রমে ভাইএর রাজা তো হওয়া না চলে।"
বলরাম তখন কৃষ্ণকে বলে ভুলায়ে দিয়ে ভাইএর এই বায়না
"সকলে যখন তোকে ধরেছে তুই সিংহাসনে বসবি রে আয় না

এই হল আসল গণতন্ত্র ভাই যে কথা বলে বেশীর ভাগ সবাই
সে কথাই মেনে নিতে হবে তাই এ নিয়ম চলে এ ভূমণ্ডলে ॥"
আর আপত্তি তাই করে না কৃষ্ণ দাদার এ আদেশ নেয় মাথা পাতি
মনের বাসনা পূরণ হওয়াতে রাখালগণ ওঠে আনন্দে মাতি
'জয় রাখাল রাজা'-কয় উচ্চস্বরে আনে পাতা ফুল হাতে যা ধরে
অনিন্দ্যসুন্দর সিংহাসন গড়ে বংশদণ্ডেতে এক তমাল তলে ॥

বাহার—একতাল

সভাসদ হয়ে সব বসে রাখাল বালক
মাঝ পথ ধরে আসে ত্রিজগতের পালক
কোটাল হয়েছে তাই শিঙা বাজায় বলাই
উঠে দাঁড়ায় সবাই দিয়ে আঁচল গলে ॥
কৃষ্ণ সিংহাসনে বসিলে রাখালগণ
কর জোড়ে করে রাজার চরণ বন্দন
নর্ত্তক হয়ে নাচে কেউ বা রাজার কাছে
রাজার কৃপা যাচে গানে চারণ-দলে ॥
তালপাতার রাজছত্র রাজার মাথায় ধরে
চামর রূপ ঝাউপাতায় কেউ বা বাতাস করে
কৃষ্ণ আর বালক নয় নয় রাজার অভিনয়
প্রকৃত হয় অন্বয় তাই রাজকার্য্য চলে ॥

মালকোষ—তেওড়া

রাজ সভার মধ্য পর্ব্ব বাদী বিবাদী আসে
করজোড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপে কোটালের পাশে
রাজাকে অভিবাদন করে কয় বাদী বাচন—

"হে রাজা আমার পাচন বাড়ি ও নিল ছলে ॥"
রাজ আদেশে দণ্ড হয় 'ওঠ্ বোস্ করা বার কুড়ি
"আর করিব না" বোলে ফিরে দেয় পাচন বাড়ি
নালিশ জানায় কেউ আবার— "ও কেড়ে নেয় জল খাবার"
শাস্তি হ'ল—খাবার যার সে দোষীর দু'কান মলে ॥
কেউ বলে—"আমার গোরু ওর গোরুকে গুঁতালো
আমার গোরুকে ও তাই রেগে লাঠি পেটালো"
এ দোষের দণ্ড কঠিন 'সভা ছাড়িবে সেদিন'
রাজ দর্শন হয়না মলিন মুখে সে রয় বিরলে ॥

শঙ্করা—ত্রিতাল

রাজাকে তুষ্ট করিতে প্রজারা বন কোরে উজার
বনফল বনফুল এনে রাজাকে দিল উপহার
সে সবই রাজা করে দান প্রজাগণ পায় সমান সমান
গায় রাখাল রাজার জয়গান মিলিত কণ্ঠে সকলে ॥
রাখালগণ নৃত্য গান করে প্রাণের রাজা কৃষ্ণে ঘেরে
সিংহাসনে বসা রাখাল রাজ থেকে না দৃষ্টি ফেরে
মধ্যাহ্ন সময় যায় এসে রাজসভা রাজার আদেশে
ভাঙে রাজা প্রজা শেষে বোঝে উদর ক্ষুধায় জ্বলে ॥
মা যশোমতির পাঠানো রয়েছে অনেক মিষ্টান্ন
রাজাকে খাওয়ায়ে সবাই প্রসাদ পেয়ে হ'ল ধন্য
বেলা এবার অপরাহ্ন সবার মন হ'ল বিষণ্ণ
মিলনে বিচ্ছেদ আসন্ন এবে ভাসে অশ্রুজলে ॥

ঠুংরি— —যৎ

কৃষ্ণ অঙ্গে গোপবালক পরায় রাজর সাজ।
জানে না ত্রিজগত মাঝে এ কানাই তো রাজরাজ

খেলার ছলে চৌদ্দ ভুবন তাদের রাখালরাজই গড়ে
সৃজন করে রাজাধিরাজ তারই প্রজা রক্ষার তরে
প্রতি জীব অতি প্রিয়জন তাই করে এরূপ অয়োজন
নারায়ণ হ'লে প্রয়োজন নিজেও করে রাজার কাজ ॥

বৎসাসুর বধ

দেশ—ঝাঁপতাল

এদিকে সংবাদ আসে কংসের পাশ ব্রজরাজ করে বৃন্দাবনে বাস
এ সব অঞ্চলের কর দেয় বার মাস কংসের আদেশের নেই তাই প্রয়োজন ॥

কংস শোনে দুই নন্দন নন্দের হয় শুভ্রনীল পদ্ম যেন ফুটে রয়
গো দুগ্ধে অসীম বল করে সঞ্চয় দু'জনের কর্ম্ম কেবল গোচারণ ॥
কংসের হয় বিশ্বাস নন্দের এই কৃষ্ণ হতে পারে সে বিষ্ণুর অবতার
তা না হ'লে কি তৃণাবর্ত্তাসুর পুতনায় পারে করিতে সংহার
তাই কৃষ্ণে নিধন করার কারণে পাঠায় বারে বার অনুচরগণে
কিন্তু তারা না আসে দর্শনে প্রতিবার টেনে নিয়ে যায় শমন ॥
সেবার মায়াবী এক অসুর এসে দেখে গোঠের এক তমালের মূলে
কৃষ্ণবর্ণ এক বালকের অঙ্গ সাজায় রাখালগণ নানারূপ ফুলে
কৃষ্ণ তখন এক গো-বৎস নিয়ে তার গলায় পিঠে দেয় হাত বুলিয়ে
এ দৃশ্য হেরে অসুর চিন্তিয়ে কৌশল এক কোরে যায় অবলম্বন ॥
অতি সুন্দর এক গো-বৎস সেজে রাখালদের দলে সে প্রবেশ করে
"কি সুন্দর বৎস' বলিয়া কৃষ্ণ এগিয়ে এসে দু'হাতে ধরে
কৃষ্ণ বুঝে নেয় অসুরের এ ছল তাই দেয় তার মুখে কিছু তৃণদল
পেটের এই তৃণ হয় তার শেষ সম্বল যাবার আগে তার যমরাজের ভবন ॥

রাগ—মেঘ

এবার কৃষ্ণ কয় বলরামেরে— "দাদা আমার এই মুরলী ধর
কাঁধে তুলে এই গোবৎসটাকে নাচিতে ইচ্ছা জাগিছে বড়"

কৃষ্ণ গোবৎসের চারটে পা ধোরে উঠায়ে নিয়ে মাথার ওপরে
ঘোরাল তাকে বন্ বন্ বন্ কোরে অসুরও করে তাই রক্ত বমন ॥
গোবৎসে কৃষ্ণ দূরে ফেলে দেয় সে তখন ধরে অসুরের আকার
কান মুখ নাখ দিয়ে রক্ত গড়ায় তার গোঁ গোঁ করে সে কোরে
যায় চীৎকার
প্রাণ ত্যজে অসুর গোচারণ মাঠে রাখালগণ আগুন দিয়ে তাই কাঠে
পোড়ায় অসুরকে, আনন্দে কাটে সকলের সময় তাই আজ অনেকক্ষণ।

বকাসুর বধ

কীর্ত্তন

পুতনা রাক্ষসীর সোদর কংসের দরবারে সে পায় দর
কংস তাকে কোরে আদর কৃষ্ণকে বধিতে বলে।
অসুর বকরূপ ধরে—উদর করে যেন গিরি কন্দর
চঞ্চু পথে কোরে কদর আনিবে সব রাখালদলে ॥
অসুর কংসে কয় প্রণমি— "হে মহারাজ কোরে বমি
কৃষ্ণ সমেত রাখালগণে এখানে উগরাব আমি ॥
নর মৎস্য করি শিকার গোবৎস না করি স্বীকার
নস্যাৎ করিব আপনার চিন্তার উৎস ব্রজ—ভূমি ॥"
বকাসুরের মাথায় গোবর বরণীয় হ'তে—খবর
রাখে না তার হবে কবর ব্রজে রাখা আছে জমি ॥
সে দিন কৃষ্ণ যেতে গোঠে দেখে ভাল রোদ না ফোটে।
উর্দ্ধে চারিদিকে চেয়ে দেখে মেঘ করে নি মোটে ॥
কি যেন এক বহুদূরে আকাশের অনেকটা জুড়ে
ভীষণ শব্দে এসে উড়ে কাছের কোন বনে ওঠে ॥
কৃষ্ণ চলে ধেনুর দলে বোঝে অসুর এল ছলে
বলরাম এগিয়ে চলে ধরিতে তাই কৃষ্ণ ছোটে ॥
অসুর জানে ভাল রঙ্গ। চঞ্চুতে গড়ে সুরঙ্গ ॥
মুখের গর্ত্ত এমন যাতে ঠেকিবে না কারো অঙ্গ ॥

নিম্ন চঞ্চু পথে পড়ি' যেতে গেলে সে পথ ধরি'
লোকে ঢুকিবে ভুল করি' নেবে সেথায় যমের সঙ্গ ॥
কৃষ্ণ ওঠে চঞ্চু 'পরে বিশ্বম্ভরের অসীম ভরে
বকাসুর বেদনার তরে করে ছলনার ধ্যান ভঙ্গ ॥
ঊর্দ্ধ চঞ্চু নমিত হয়। কৃষ্ণ তা ধরে ঠিক সময় ॥
অসুর ভাবে বায়ুশূন্য ধরা—ধরা সাধারণ নয় ॥
ধড়া চূড়া বাঁধা বালক ঠিক ধরাধর বিশ্ব পালক
তাই খাড়া হয় সকল পালক ধরাকাট করা যে সব রয় ॥
বকের চঞ্চু যোজন ব্যাপি কৃষ্ণ ধরে বলে চাপি'
অসুর থর থর কাঁপি ভাবে তার মৃত্যু সুনিশ্চয় ॥
'ছেড়ে দিলে মানে মানে। পালাই এ ডানা বিমানে ॥'
কিন্তু কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে অত্যাচারী এ বেইমানে ॥
চঞ্চু বিস্ফারিত করে বায়ু যায় না হৃদ পিঞ্জরে
কৃষ্ণ বরণ চোখের 'পরে পৃথিবীটা আঁধার মানে ॥
নিম্ন চঞ্চু শ্রীচরণে ঊর্দ্ধ রয় শ্রীকর ধারণে
অসুর অসাধারণ রণে দুই চঞ্চুর যোগ চায় সমানে ॥
করা গেল না কৃষ্ণে পান। নিজেরই মুখ দেহ হয় পান ॥
কৃষ্ণ মুখের দিকে আগায় যেন ভেঙে ওঠে সোপান ॥
বকাসুরের চঞ্চু চিরে ফেলিল কৃষ্ণ অচিরে
নীচের চঞ্চু চ্যাপ্টাচিঁড়ে যে ঔষধির যে অনুপান ॥
'যে ভাবে পানের শির চেরে তেমনি বকাসুরে মেরে
কৃষ্ণ পোড়ায় নদীর চরে'--- চর মুখে কংস সংবাদ পান ॥

অঘাসুর বধ

পল্লীগীতি

বংশ এবার হবে লোপাট ডাক দিল বৃন্দাবনের মাঠ
কৃষ্ণের কাছে করিতে পাট আসে বকাসুর সহোদর।

ভাই মারার প্রতিশোধ নিতে দুরন্ত রোষ জাগে চিতে
অঘাসুর বেঘোরে দিতে প্রাণটা—হ'ল অজগর ॥
দর্প কোরে সর্প হ'য়ে বিশাল আকার নেয় অঘাসুর
ভাবে হাঁ কোরে শ্বাস নিলে সকলে আসিবে সুড়সুড়
দেখে রাখালদের জমজমাট ভাবে হজম্ করা বিভ্রাট
তাই এ কাজের চুকাবে পাট কৃষ্ণকে গিলিবার পর ॥
রাখালেরা মাঠে দেখে মুড়ো তালগাছ যেন পড়ি'
আর দেখিল কৃষ্ণ তাদের আগে যায় তীর ধনুক ধরি'
অজগরের আর তর সয় না শ্বাস টানে জিবে জল রয়না
কারও পা চালাতে হয় না নিজে থেকেই হয় অগ্রসর ॥
কাছে যেতেই কৃষ্ণ মারে শর অজগরের উদরে
সর সর কোরে শর ঢুকে যায় চর্ব্বি নয় যেন সর ঝরে
অঘাসুরের অঙ্গ কাটে ছরকোটে প্রাণ গেল মাঠে
যেমন কোরে ফুটি ফাটে হাঠে নাড়াচাড়ার ভিতর ॥

ব্রহ্মার সন্দেহ ভঞ্জন,

রাগমালা তালমালা

ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল

রাম অবতারে দাস্যভাব নিয়া বানরগণ যায় শ্রীরামে সেবিয়া
দ্বাপরে তাঁদের কৃপা করিয়া কৃষ্ণসখ্যভাব তাই করে স্বীকার।
কিন্তু রাখালগণ ভাবে অন্তরে কৃষ্ণ সখ্য প্রেম তাদের ভিতরে
প্রত্যেককে না এক ভাবে বিতরে ইতরবিশেষ রয় এ ভালবাসার ॥
তাই কৃষ্ণপ্রীতি বেশী আদায়ের তরে হয় প্রতিযোগিতা প্রচুর
প্রত্যেকে ভাবে 'কানু আমারই অতিশয় প্রিয় আমি হই কানুর'
সর্ব্ব বালকের মনের কি গর্ব্ব বুঝে নেয় কৃষ্ণ—করে তাই খর্ব্ব
এসে দেয় ওদের মাঝে রণ পর্ব্ব হয়রাণ হ'য়ে হয় সুবুদ্ধি সবার ॥

সে দিনে কৃষ্ণ রাখালদের দু'টি দলে ভাগ কোরে বুঝায়ে বলে-
"আমি সে দলের হব কেবলই যে দল জিতিবে এ যুদ্ধ বলে
যুদ্ধ করিবে লয়ে ধনু শর বিশ্রাম নেবার না পাবে অবসর
তবে এ শরে এ যুদ্ধের ভিতর আঘাত দেবে না এ আদেশ আমার" ॥

ভূপালী—একতাল

বংশদণ্ড খণ্ড কোরে দণ্ড মধ্যে
প্রচণ্ড উৎসাহে সবাই নামে যুদ্ধে
কোমল শর গাছের তীর ফলা—ফল ফুল আদির
বেঁধে না তাই শরীর এ এক খেলা মজার ॥
এক দলে রয় শ্রীদাম অন্যদলে সুদাম
সেনাপতি হ'ল এ যুদ্ধের নেই বিরাম
এ দৃশ্য প্রাণারাম হেরে তাই বলরাম
কৃষ্ণ করে আরাম পায় সিংহাসন রাজার ॥

চন্দ্রকোষ—তেওড়া

রাখালদের কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়
তৃপ্ত মন ল'য়ে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়
সবাই আপ্ত হ'য়ে রয় দলে ব্যাপ্ত সব সময়
নভে রবি দীপ্তিময় তপ্ত অঙ্গ সবাকার ॥
রক্ত যদিও না বয় ঘর্ম্মাক্ত হয় কলেবর
মুষ্টি শক্ত না থাকে পোক্ত হাতে কাঁপে শর
এর উপর রয় অভুক্ত তাই যুদ্ধাসক্তি মুক্ত
হ'য়ে ভক্তিতে যুক্ত— কোরে উক্তি কয় এবার—
"হে রাখাল রাজা আমরা কোন দলই না হারি
যুদ্ধের ফল সমান সমান আর রণ করিতে নারি
তুমি কোন দলের ভাই হোয়ো না— আমরা সবাই
বুঝি তোমার প্রেমে নাই গন্ধ পক্ষপাতিতার ॥".

বেহাগ—ত্রিতাল

কৃষ্ণের আজ্ঞা পেয়ে সবাই ভোজন করে কৃষ্ণে ঘিরে
সে সময়ে ব্রহ্মা এসে রয় সবার দৃষ্টির বাহিরে
বিস্ময়ে ব্রহ্মা যায় হেরে রাখালগণ খাওয়ায় কৃষ্ণেরে
কৃষ্ণ চারিদিকে ফেরে মুখ খুলে নিতে উপহার ॥
নিজেদের অর্দ্ধ দষ্ট ফল কৃষ্ণকে খাওয়ায় রাখালগণ
কৃষ্ণ চিবায়ে উল্লাসে করে তা' গলাধঃকরণ
গোপীগণ প্রদত্ত অন্ন উচ্ছিষ্ট আর ছিন্ন ভিন্ন
রাখালদের করিতে ধন্য কৃষ্ণ সুখে করে আহার ॥
উৎকণ্ঠা নিয়ে বৈকুণ্ঠে স্বয়ং লক্ষ্মী করে রন্ধন
বিষ্ণু ভোজন করে বটে এত সন্তুষ্ট না রয় মন
ব্রজবাসী কোন সাধনায় এভাবে নারায়ণে পায়
এদের কেন ধরা ধরায় দেয় বিষ্ণু ইচ্ছায় আপনার ?
দ্বিভুজ হ'য়ে নারায়ণের বরণ রূপ শ্রী করে ধারণ
কিন্তু বিষ্ণুর চেয়েও বেশী আনন্দময় এর কি কারণ
দেবতাদের গোলকপতি দেখায় না সরল প্রীতি
এখানে রাখালদের প্রতি দেখায় তা' কোরে ব্যবহার ॥

কীর্ত্তন

অন্তরীক্ষে পদ্মযোনি লক্ষ্য করে যায় আপনি
কৃষ্ণ যেন আপন জনই ব্রজ রাখালগণের কাছে ।
চতুর্মুখে আতুর হিয়ায় যার নাম জপে সে দূরে যায়
সে চতুর রাখালগণে চায় তাদেরই উচ্ছিষ্ট যাচে ॥
ব্রহ্মার মনে হল উদয়— 'কৃষ্ণ পূর্ণ-অবতার নয় ॥'
কৃষ্ণে তাই পরীক্ষা করে সব ধেনু আকর্ষিত হয় ॥
ব্রহ্মা ভাবে 'গোধন রক্ষা করি—কৃষ্ণ এসে ভিক্ষা
মাগিবে গোধন—পরীক্ষা তাই তখন শেষ হবে নিশ্চয় ।

কৃষ্ণ পূর্ণাবতার হ'লে যে কোন বলে কৌশলে
অবহেলে ধেনুদলে পুনরায় কোরে নেবে জয় ॥'

এদিকে রাখালগণ করার সময় ভোজন
কোরে যায় নিরীক্ষণ আসে না ধেনুদল।
অন্যদিন এ সময় সব গোধন জড় হয়
রামকৃষ্ণের প্রসাদ লয় পড়ে যায় কোলাহল ॥

রাখালগণ ভেবে যায় আজ কেন হয় এমন।
নিশ্চয় কোথাও কিছু ঘটেছে অঘটন ॥

এ চিন্তার সাথে সাথ সকলে গুটায় হাত
জল ভরা আঁখিপাত মন হল উচাটন ॥
গোধন খোঁজার তরে সবাই উঠে পড়ে
কৃষ্ণ কয়—না করে রহস্য উদঘাটন—

"খেতে বোসে তোমরা কেন উঠে পড়।
পূর্ণ নির্ভাবনায় তোমরা আহার কর ॥

আমি আছি যখন চিন্তা কেন তখন
করিব সব গোধন আমার কাছে জড় ॥"
কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় সব প্রাণীর মন মজায়
তবু না এসে যায় এক ধেনু এর পরও ॥

রাখালেরা ছোটে তাই বিষণ্ণ মনে।
ধেনুর অন্বেষণে নানা গভীর বনে।"

কৃষ্ণ চায় ওদের হিত কিন্তু হয় বিপরীত
ভাবে 'ওদের উচিত ফেরা এতক্ষণে ॥'
রাখাল কিংবা গোধন কেউ ফেরে না যখন
কৃষ্ণ শক্তি আপন বাহিরায় গোপনে ॥

রাগ প্রধান-পূরিয়া ধানেশ্রী—তেওড়া

বুঝে নেয় কৃষ্ণ তখন সচতুর চতুরানন
ধেনুদল কোরে হরণ রাখে আপনার পাশে।

কৃষ্ণ কি শক্তি ধরে পরিচয় নেবার তরে
রাখাল আর গোধন হরে নয় অন্য অভিলাষে ॥
সহসা রুদ্ধশ্বাসে হেরিল প্রজাপতি
বিস্ফারিত সব নয়ন চমৎকৃত হয় অতি
রাখে যে গোধন সকল হুবহু তাদের নকল
অন্য আর এক ধেনুর দল চলেছে গৃহের আশে ॥
লুকায়ে যে রাখালদের রেখেছে নিজের কাছে
তারাই ওখানে চলে গোধনের পিছে পিছে
একই রূপ আকার সবার হেরে চেতন হয় ব্রহ্মার
কৃষ্ণ পূর্ণ অবতার সৃজিল অনায়াসে ॥
নব সৃষ্ট ধেনুদল গৃহ পথে ফিরে যায়
কৃষ্ণ গোধনের সাথে চলে আর বাঁশী বাজায়
শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ঝরে পথ আলোকিত করে
রাখালগণের হাত ধরে গান ও গায় নাচে হাসে ॥

বাউল—ভৈরবী মিশ্র

স্বর্গ ছেড়ে ব্রজে ব্রহ্মার একে একে দিন কাটে।
মাছি মশা পোকা বনে স্বর্গসুখ মারা যায় মাঠে ॥
পাকা মাথা পাকা দাড়ি পিতামহ দেমাকে চায়
গোধন চাইতে কাঁচুমাচু হ'য়ে কৃষ্ণ আসবে হেথায়
তা না হ'য়ে রোজই হেরে রাখালদের সাথে কৃষ্ণেরে
ধেনু লয়ে গৃহে ফেরে রবিও বসে পাটে ॥
কে কার চায় পরীক্ষা নিতে —রাখালের পরীক্ষা দিতে
বসিতে হয় গভীর বনে চতুর্মুখকেই পৃথিবীতে
কেটে যায় একটি বৎসর কাল গোধন নিয়ে ব্রহ্মা নাকাল
লুকাতে চায় যেন পাঁকাল পড়ে বিষম বিভ্রাটে ॥

নিজের সৃষ্টি প্রাণী তাই না　মারে—খাদ্য হয় জোগাতে
জল ছানি দিতে হয় নিত্য　গোবর গোময় হয় সরাতে
শেষে রাখাল গোধন ছাড়ি　বিধাতা স্বর্গে দেয় পাড়ি
ভাবে বিধি এমন হরি　লিখেছিল ললাটে ॥

টপ্পা—খাম্বাজ—যৎ

এক তুমি বিরাজিছ　সর্ব্বত্র বহুরূপে।
মহিমা বুঝি না তোমার　রই মায়া অন্ধকূপে ॥
কোথাও রও কথা বলি　কোথাও বাজাও মূরলী
কোথা বাজাও শঙ্খ তুলি　কোথাও রও চুপে চুপে ॥

কালীয় দমন

রাগপ্রধান—ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

বলরাম কৃষ্ণ গোঠে যায় নিতি　গোধনের ওপর রয় পরম প্রীতি
সে দিবস রামের হয় জন্মতিথি　বলরাম গোঠে সে দিবস না যায়।
গোপালকে যেতে না দেয় যশোদা　কিন্তু আজ কৃষ্ণ মানে না বাধা
রাখালদের প্রাণে কৃষ্ণের প্রাণ বাঁধা　গোধন লয়ে তাই কৃষ্ণ গোঠে ধায়।

একা গোপালকে ছেড়ে দিতে হয়　মাতা দাঁড়িয়ে রহে দুয়ারে
আকুল নয়নে কৃষ্ণে দেখে যায়　যতটা লক্ষ্য ধরিতে পারে
কৃষ্ণ মিলায়ে যায় পথের বাঁকে　মাতার নয়নে অশ্রুবান ডাকে
ইষ্টদেবে মা যশোদা ডাকে　প্রাণের গোপালের মঙ্গল কামনায় ॥
রাখালদের সঙ্গে যদিও কৃষ্ণ　সব ধেনুদলকে চালনা করে
তবু ভুল হ'ল অজানা পথে　আসিল নির্জ্জন বনের ভিতরে
রাখালগণ ভুল না কোরে যায় ফিরে　কৃষ্ণ এবারে বুঝে নেয় ধীরে
দল ছেড়ে এল যমুনার তীরে　যে তীর এতদিন ছিল অজানায়।

বিস্ময়ে কৃষ্ণ হেরে এই তটে বট আদি যত আছে তরুদল
শুষ্ক পত্র সব ধারণ করেছে নেই কোন বৃক্ষে ফুল অথবা ফল
নাহি কুরঙ্গ নাহি বিহঙ্গ নেই লতা গুল্ম তরু নিঃসঙ্গ
বাতাস জ্বলিয়ে দেয় সর্ব্ব অঙ্গ অতি তীব্র বিষ সবদিকে ছড়ায় ॥
এদিকে গোপ বালকেরা সব আসিল কৃষ্ণে অন্বেষণ তরে
একই যমুনার সেই একই কূলে সেই এক দুর্ব্বোধ্য বনের ভিতরে
পথক্লান্তি আর উষ্ণ পবনে তৃষ্ণার্ত্ত হ'ল প্রতিটি জনে
কালিন্দীর জল তাই দিল বদনে কিন্তু সেইক্ষণে চেতনা হারায় ॥

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

অরণ্যান্তর থেকে এসে পথের বাঁকে
কৃষ্ণ দৃশ্য দেখে হয় বিশেষ চিন্তাকুল।
গোপ বালকের দল সঙ্গে ধেনু সকল
পড়ে আছে নিশ্চল তাই মন হ'ল ব্যাকুল ॥
মূরলী বাজায়ে কৃষ্ণ করে আহ্বান
একে একে ফিরে পেল সকলে প্রাণ
মোহন বাঁশীর সে সুর এতই হয় সুমধুর
তরঙ্গে ভরপুর হয় যমুনার দুকুল ॥
দূর থেকে শুনে সেই কৃষ্ণের বংশী ধ্বনি
কালীদহ হ'তে উঠিল এক ফণী
কৃষ্ণ দেখিল তার অতি বিশাল আকার
বোঝে ঐ বিষাধার নাগ সব অনিষ্টের মূল ॥

রাগপ্রধান—মালকোষ—তেওড়া

প্রবল কম্পিত বক্ষে রাখালগণ হেরে চক্ষে
কৃষ্ণ কদম্ব বৃক্ষে ক্ষোভে করে আরোহণ।
বিশাল সর্প যমুনায় রসাল সুদীর্ঘ জিহ্বায়
ক্রোধে কৃষ্ণের পানে চায় করিতে চায় আক্রমণ ॥

কালিন্দীর কাল বারি মহা ঘূর্ণিতে ঘোরে
টগ্‌বগ্‌ কোরে ফোটে জল ধূম্রে আকাশ যায় ভোরে
বিশাল ঘূর্ণির কেন্দ্রস্থল চোলে গেছে রসাতল
সেথা নাগ নাগিণীর দল করে ক্রোধ ভরে গর্জ্জন ॥
কাল রঙ্‌ 'পরে নক্‌শা একশো মস্তক সব তোলে
ভীষণাকার অজগর বংশীরব তালে দোলে
ফোঁস ফোঁস ধ্বনি করে সারাদিক বিষে ভরে
একশো মুখগহ্বরে অগ্নিস্তূপের বিস্ফোরণ ॥
কদম্ব শাখা হ'তে কৃষ্ণ এক দীর্ঘ লাফে
পড়িল সর্পের মাথায় সে ভারে ধরা কাঁপে
চাপে দু'পায়ের পাতা নিরানব্বুইটি মাথা
ভেঙে করিল ত্রাতা কালিয় নাগে দমন ॥

কীর্ত্তন

বেলা গেল পড়ে গোপাল নাহি ফেরে
নানা চিন্তা কোরে নন্দরাজ বাহিরায়।
যশোদা রোহিণী না হেরে নীলমণি
যেন উন্মাদিনী তাই রাজার সাথে ধায়
নানা পথে তারা কোরে যায় অন্বেষণ।
গোখুরের চিহ্নকে করে অনুসরণ ॥
এ পথ যায় না ভুলে কালীদহের কুলে
এসে নয়ন তুলে করিল নিরীক্ষণ ॥
সমুখে চাহিয়া কেঁপে ওঠে হিয়া
দু'চক্ষু মুদিয়া আবার খোলে নয়ন ॥
ভক্তিভরে ভালবাসি কৃষ্ণকে পায় ব্রজবাসী
কৃষ্ণ তাই দয়া প্রকাশি অভূতপূর্ব্ব রূপ দেখায়
যে সর্ব্বভূতে বিদ্যমান অদ্বয় প্রভূত বলবান
সে প্রভু তো হয় দৃশ্যমান বিস্ময়াভিভূত করায় ॥

একাগ্র চিত্তে সবে চায়। দাঁড়ায়ে কদম্ব তলায় ॥
রাখালগণের সাথে নন্দ শঙ্কা আনন্দে দেখে যায় ॥
বলাই যশোদা রোহিণী হেরে কালীদহে ফণী
সেই ফণীর মাথায় নীলমণি দাঁড়ায়ে মূরলী বাজায় ॥
অধরে মূরলী ধরে মহাতাণ্ডব নৃত্য করে
রূপে সব দিক আলোয় ভরে সর্প ক্রমে মাথা নামায় ॥
নিরানব্বুই মাথা ভাঙা কালিন্দীর জল রক্তে রাঙা
সর্প ক্রমে হ'য়ে কোঙা এলিয়ে পড়ে অবশ কায় ॥
নাগ কন্যারা ভক্তিভরে মণি মুক্তা থরে থরে
দিয়ে কৃষ্ণের পূজা করে, করজোড়ে প্রশস্তি গায়—

ভজন —দরবারী-কানাড়া—ঝাঁপতাল

হে দয়াল কৃষ্ণ শ্রীনন্দ নন্দন কোরে যাই তোমার শ্রীচরণ বন্দন
রেখে দাও পতির হৃদয়ের স্পন্দন তুমি যে প্রভু হও পতির পতি।
তুমি সবারে করেছ সৃষ্টি সবার উপরে দাও কৃপাদৃষ্টি
থামাও আমাদের এ অশ্রুবৃষ্টি হে প্রভু তুমি অগতির গতি ॥
করুণা কোরে পতির মস্তকে দিয়েছ তোমার শ্রীচরণ প্রসাদ
ক্ষমা কোরে যাও এবার প্রভু তাই যদি কিছু হয় পতির অপরাধ
সবই তো প্রভু তোমার ইচ্ছায় হয় ত্রিভুবনপতি তুমি ইচ্ছাময়
পতির বেদনা প্রাণে আর না সয় তোমারই গড়া আমরা যে সতী ॥
তুমি জগন্নাথ হও বিধির বিধি বিধিরে দিলে সমস্ত বিধান
সৃষ্টি স্থিতি লয় জগতে যা হয় হে সর্ব্ব প্রধান হও তাদের নিদান
হে কৃপা নিধান সতীর রাখ মান কর আমাদের পতির প্রাণদান
তোমার চরণে সঁপে মন প্রাণ তোমারে জানাই কোটি প্রণতি ॥

কীর্ত্তন

শোকে দগ্ধ হিয়া ভক্তি বুকে নিয়া
নাগীরা গাহিয়া যায় কৃষ্ণের জয়গান

কৃষ্ণের উদার হৃদয় ভক্তদের দেয় আশ্রয়
ঐ নাগ কন্যাদের কয় কোরে তাই অভয় দান—
"কিন্তু কালিয় নাগ অতি অত্যাচারী।
প্রাণী বৃক্ষ ধ্বংস করে বিষ উদ্গারি॥"
কালিয় যায় বোলে— "নারায়ণ যা দিলে
এ বিশ্ব নিখিলে আমি তাই দান করি॥
বিষ আমার রয় মাথায় বিষ আমার রয় কথায়
আমি থাকি যেথায় সবাই যায় তাই মরি॥'
এতে বল প্রভু দোষ হয় কেমন কোরে।
তুমি যেমন দাও তাই প্রাণীদের দিই ধোরে॥
ধরিতে আমার দান যদি কেউ হারায় প্রাণ
তায় কেন ভগবান দোষ দাও আমার 'পরে॥"
কৃষ্ণ কহে শুনে— "বধিলাম না প্রাণে
কিন্তু অন্যখানে তুমি যাবে সরে॥"
কালিয় নাগ গেল ক'য়ে "প্রভু আদেশ মাথায় বয়ে
চলে যাব এ সময়ে কিন্তু কোথায় হবে যেতে?"
কৃষ্ণ বলে—"হে বিষধর জানি তুমি তো উভচর
সাগরে গিয়ে বাঁধো ঘর রমনক নামে দ্বীপেতে॥"
কালিয় ভক্তিভরে কয়— "সাগর দ্বীপে গরুড়ের ভয়
বধ করিবে আমায় নিশ্চয় আমি যে চাই রক্ষা পেতে॥"
কৃষ্ণ বলে দিয়ে অভয়— "আমার চরণের চিহ্ন রয়
তোমার মাথায় সুদীপ্তিময়- গরুড়ের ভয় এ চিহ্নেতে॥"
মা যশোদা চেতন হারায়। এ দৃশ্য যে সওয়া না যায়॥
একে একে পড়ে সবাই কালিন্দীর বালুকা বেলায়॥
দেখে কৃষ্ণের ব্যথা লাগে ছাড়িয়া কালিয় নাগে
এসে দাঁড়ায় মাতার আগে মাথায় শ্রীকরতল বুলায়॥
কৃষ্ণের শ্রীকরের পরশন এ যে অতি অসাধারণ

সকলেই ফিরে পায় চেতন কৃষ্ণের দুটি হাতের ছোঁয়ায় ॥
মহানন্দের ধ্বনি তোলে। ব্রজবালক সবাই মিলে ॥
নন্দরাজা উঠে পড়ে— গোপালকে তুলে নেয় কোলে ॥
গোপবালকগণ তাই হেরি' সবাই ব্রজরাজে ঘেরি'
আনন্দে যায় নৃত্য করি' 'জয় রাখালরাজ কানাই' বোলে।
কালিন্দীর বারি শুদ্ধ হয় তরুলতায় ফুল ফুটে রয়
ফল ধরে—মন্দ পবন বয় ভরে পাখীর কলরোলে ॥
কালিন্দীর কুলে নিমন্ত্রণ। নন্দরাজ করে আয়োজন ॥
প্রয়োজনীয় সব কিছু যতনে আনে রাখালগণ।
সবে রামের জন্মতিথি— উৎসবে উঠিল মাতি
ফুল আসবে কোরে সাথি বলরাম হয় সুখে মগণ ॥
আজি প্রথম কালিন্দীতে কাটায় রাতি নৃত্যগীতে
শেষ রাতে প্রসন্ন চিতে সবাই তীরে করে শয়ন।

কৃষ্ণের দাবানল পান

রাগপ্রধান—আড়ানা—তেওড়া

সকলে ঘুমালে পর কংসাসুরের গুপ্তচর
আগুন দেয় বনের ভিতর যেখানে রয় ধেনুদল।
কালিয় নাগের বিষে শুষ্ক পত্র রয় মিশে
তাই নয়নের নিমেষে জ্ব'লে ওঠে দাবানল ॥
ঊর্দ্ধে আকাশ পরশি' ওঠে লেলিহান শিখা
সকলে উঠে দেখে সে অগ্নির বিভীষিকা
অগ্নি চারিদিক ব্যেপে প্রাণ বুঝি যায় উত্তাপে
প্রত্যেকে ভয়ে কাঁপে মুখে বলে—"ঢাল জল" ॥
এ কাণ্ড দেখে কৃষ্ণ সেই দণ্ডে হয় আগুয়ান
অগ্নি কুণ্ডলি ধরি' গণ্ডুষে করিল পান
নিমেষে নির্ব্বাপিত হয় অগ্নি শিখা যত
যাহা ছিল তাপিত হ'ল এবার সুশীতল ॥

ভয়ে নন্দরাজ বলে— "হেথায় থেকে আর কাজ নাই
এখনই যে যার গৃহে চল সবে ফিরে যাই"
রাখালগণ বলে—"কানাই ভাগ্যিস্ আজ তুই ছিলি ভাই
তাই কোন ক্ষতি হয় নাই তুই শুধু ব্রজের সম্বল ॥"

টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ-যৎ

যেবা তোমার সেবা করে তারে তুমি দাও আশ্রয়
কেবা না কয় দেবাদিদেব তোমার নাম জপে সব সময় ॥
ভাবা যায় না বাবা বল হাবা গোবা নন্দরাজে
খাবা খাবা ননী চুরি কোরে খাও গোপ সমাজে
দাবা খেল মানব দলে ভক্ষণ কর দাবানলে
বগল দাবা কোরে তুমি বধ অসুর সমুদয় ॥

ধেনুকাসুর বধ

পল্লীগীতি

তাল গাছের বন আছে একটি গোচারণের মাঠের কাছে।
গ্রীষ্মকালের অবসানে তাল পেকেছে সে সব গাছে ॥
পাকা তালের গন্ধে জিহ্বায় রাখালদের মুখে ঝরে জল
গোপ বালকেরা বলে— "কানু তুই এনে দে এ ফল"
বলরাম কয়—"তোরা যা না তোদের কেউ করে নি মানা"
তারা বলে "এতো জানা বনে ধেনুকাসুর আছে ॥"
বলরাম বলে "তা হ'লে অসুর নিধন করিতে হয়"
"আমি যাব তুমি থাক"— কৃষ্ণ তখন দাদাকে কয়
বলরাম কয় কৃষ্ণে হেরে— "তাল আনিব অসুর মেরে
ভয় করে হাত পা না নেড়ে বাতের ব্যাধি হয় পাছে ॥"

তালবনে গিয়ে বলরাম একটা তালগাছ ধোরে দোলায়
পাকা পাকা তাল গুলো সব খ'সে পড়ে গাছের তলায়
কিন্তু সে গাছ হেলে পড়ে অন্য আর এক গাছের 'পরে
পড়ে সব গাছ যেন ঝড়ে বলরাম আনন্দে নাচে ॥
ধেনুকাসুর শব্দ শুনে উর্দ্ধশ্বাসে এল ছুটে
সামনে শুভ্র বালক দেখে জিহ্বায় জল তার ওঠে ফুটে
প্রকাণ্ড এক গাধার বেশে পিছনের দিক হ'তে এসে
বলাইকে চাঁট মারে ক'ষে পিছন পায়ে গাধার ধাঁচে ॥
বলাই ভাবে কেউ সুরসুরি দেয় তার পায়ে কাছে পেয়ে
তাই ওতে গ্রাহ্য না কোরে আনন্দে তাল সে যায় খেয়ে
ধেনুকাসুর আরো জোরে পিছনের পা দুটো ছোড়ে
এবার রাম পিছনে ঘোরে দেখে অসুর আসিয়াছে ॥
দু'হাতে দুই ঠ্যাং ধোরে তার শিরোপর ঘোরায় বলরাম
অত ঘোরায় রক্ত বমি কোরে সে ছাড়ে ধরাধাম
এ অসুরের আত্মীয়গণ করিল রামে আক্রমণ
সকলকেই রাম করে নিধন ফেলে সবারে এক ছাঁচে ॥
অক্কা পেল সব অসুর তাই সুপক্ক তাল নিয়ে বুকে
বলরাম কৃষ্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল তালঠুকে
দুটি হাত আর বুকের মাঝে পাকা পাকা তাল বিরাজে
কৃষ্ণ দেখে খোস মেজাজে দাদার কাছে তাল যাচে ॥

প্রলম্ব বধ

কীর্ত্তন

কংস বটের এক প্রলম্ব কংস সভার আর এক স্তম্ভ
এ অসুরের নাম প্রলম্ব সে কয়—'কৃষ্ণে বধিবে সে।'
কৃষ্ণ ভাণ্ডীরক অরণ্যে খেলায় সঙ্গ দেয় সব অন্যে
প্রলম্ব 'কৃষ্ণ বধ' জন্যে গেল গোপবালক বেশে ॥
এমন হয় না গোপপুত্র ভুল দেখে না কৃষ্ণ নেত্র ॥

কে এই নূতন গোপবালক বোঝে কৃষ্ণ দেখা মাত্র ॥
কৃষ্ণ বলে প্রলম্বে তাই— "বিলম্ব কেন কর ভাই"
অন্তরে বলে "আমি পাই তোমার পরিচয়ের সূত্র ॥
চিন্তামণি আমি হরি চিন্‌তে চিন্‌তা নাহি করি
গুপ্তবেশ ও আমি গড়ি জানি সব প্রাণীর চরিত্র ॥"

শুনে কৃষ্ণের আহ্বান আহ্লাদে নাচে প্রাণ
প্রলম্ব আর সাবধান বিশেষভাবে না হয়।
কৃষ্ণের কাছে এসে দাঁড়ায় রাখাল বেশে
কৃষ্ণ তাকে হেসে সুমধুর স্বরে কয়—
"এখানে এস ভাই আমরা খেলি সবাই।
দেরী কোরে এলেও লজ্জার তো কিছু নাই ॥
আমরা দু'দল গড়ি নানা খেলা করি
যে কোন দল ধরি' তোমারও খেলা চাই ॥
যে দল যাবে হেরে তাদের কাঁধে চড়ে
জয়ী আসবে ঘুরে খেলার নিয়ম এটাই ॥"

একটি দলের নেতা কানাই অন্য দলের নেতা বলাই
কৃষ্ণের দলটি প্রলম্ব তাই কোরে গেল অবলম্বন ॥
অসুর ভাল জানে চিতে 'কৃষ্ণের দলই যাবে জিতে
ঘাড়ে চড়ে ঘাড় মট্‌কাতে সুবিধাই বেশ হবে তখন ॥'
কিন্তু কৃষ্ণের দল হেরে যায়। একি বিড়ম্বনা খেলায় ॥
কৃষ্ণের দলের ছেলেরা তাই জয়ীগণকে কাঁধে চড়ায় ॥
প্রলম্ব ভাবে 'উপায় নাই কেলেটায় একেলা না পাই
ধলাটাকেই দিয়ে ধোলাই আমি নিয়ে যাই মথুরায় ॥'
বলরামকে কাঁধে কোরে মাটিতে পা ফেলে জোরে
সোজা মথুরার পথ ধোরে প্রলম্ব দ্রুত গতি ধায় ॥

রাম এবারে বোঝে — সে রাখাল নেই ব্রজে
যে ছুটে সহজে — যাবে তাকে বয়ে।
পরীক্ষা কোরে যায় — দেহের ওজন বাড়ায়
তবু প্রলম্ব ধায় — রাম তাই গেল ক'য়ে—
"হেরো দলের ও ভাই নিয়ে চল কোথায় ?'
প্রলম্বাসুর বলে—"যমের বাড়ী যেথায়" ॥
বলরাম যায় ব'লে — "সেথায় যাও তা হ'লে"
ক্রোধে উঠে জ্ব'লে — কিল মারে তার মাথায় ॥
রামের মুষ্টি প্রহার — এ নয় মিষ্টি আহার
এ যে বিষ্ঠায় বিহার — মুড়ি ভুঁড়ি উথলায় ॥
হতভম্ব হ'য়ে পড়ে যায় প্রলম্ব।
রক্ত বমি করা করিল আরম্ভ ॥
বলরাম যায় তেড়ে — তিন লাথি দেয় মেরে
বিরাট হুঙ্কার ছেড়ে — প্রলম্ব হয় লম্ব ॥
যে বল করে সম্বল — শূন্য কুম্ভ কেবল
ডম্বরু স্বর নকল — তোলে কোরে দম্ভ ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

গোঠে মুঞ্জবনে নানা — কুঞ্জে খেলে রাখালগণ।
মঞ্জিমা ভরা কুসুমে — চলে অলির গুঞ্জরণ ॥
এ'দিকে গুঞ্জাক্ষি কোরে — কংস গঞ্জনা দেয় চরে
মুঞ্জবনে কৃষ্ণের সংবাদ — সে আনে কংসের গোচরে
আজ্ঞা মাগে পিশাচ গুণে — কৃষ্ণে পোড়াতে আগুনে
কংস মঞ্জুর করে শুনে — গঞ্জলোভীর আবেদন ॥
মঞ্জুষা হৃদয় কংসের চর — মুঞ্জবনে আগুন লাগায়
ভীতি ব্যঞ্জক ধ্বনি তুলে — সবাই বনে সাড়া জাগায়
আঁখি তুলে খঞ্জন গঞ্জন — দেখে অগ্নি আর প্রভঞ্জন
বাঁশীরবে বিপদ ভঞ্জন — সুরাঞ্জলি দেয় তখন ॥

পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আকাশে অঞ্জন বরণ করে ধারণ
মঞ্জীর ধ্বনির মত বৃষ্টি সে অগ্নি করে নির্ব্বাপণ
তরুলতা সঞ্জীবনী স্নুরে মঞ্জরে আপনি
লালে রঞ্জিত তখনই হয় মঞ্জুল বঞ্জুল কানন ।।

শ্রীরাধার পরিচয় ও পরিণয়

মিশ্র খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

গোকুলে রাজা রহে অতি সৎ কৃষক গোপেদের দেখে পুত্রবৎ
বৃষভানু নাম পরম ভাগবত অহর্নিশ সে মালা জপ করে।
ঈদৃশ রাজার রাণী কীর্ত্তিদা রেখে যায় আর্য্য ধর্মের মর্য্যাদা
এই রাজদম্পতির কন্যা শ্রীরাধা যার নাম রয় কৃষ্ণ নামের উপরে।
বিবাহ যোগ্যা কিশোরী রাধা সুপাত্রের সন্ধান রাজা করে তাই
ঘটকরা নানা দেশ ঘুরে আসে বৈশ্য সুপাত্রের কিন্তু সন্ধান নাই
বৃষভানু কয়—"আমার এ কন্যা রূপে গুণে আর শ্রীতে অনন্যা
তার চরণ স্পর্শে ত্রিভুবন ধন্যা কেন পাত্র না মেলে তার তরে ?"
ঘটকরাজ সনক বলে—"মহারাজ চিন্তার কারণ নেই সুপাত্র আছে
বঙ্গ কলিঙ্গ যেতে হবে না সুযোগ্য পাত্র রয় ঘরের কাছে
ক্ষত্রিয় পাত্রের বৃথা হয় প্রয়াস আপনি বৈশ্য ত্যাগ করুন এ আশ
এ পাত্রও বৈশ্য যোগ্য কন্যার পাশ তাই বিবাহ দিন এ উত্তম বরে ॥
গোপরাজ মাল্যক কোশলের রাজা জটিলা নামে তার হয় মহিষী
এদের তিন পুত্র কনিষ্ঠ আয়ান দেবীপূজায় রয়—যেন এক ঋষি
তিন কন্যার মধ্যে যশোদা জ্যেষ্ঠা গোপরাজ নন্দের গৃহিণী শিষ্টা
ছোট কুটিলা কলহে শ্রেষ্ঠা বিধবা হ'য়ে রয় ভ্রাতার ঘরে ॥
মাল্যকের মৃত্যু হয়েছে আবার দুই পুত্র তিলক, দুর্ম্মদ দূরে রয়
বিধবা মা বোন নিয়ে আয়ান রয় তারই সাথে দিন কন্যার পরিণয়
মন্ত্রী সভাসদ সবাই রয় হেথায় তাদের মতামত বৃষভানু চায়
বিবাহে সবাই সম্মতি জানায় রাজা বিবাহের শুভ দিন ধরে ॥

কীর্ত্তন

এ ঘটনার কিছু আগে কল্পনায় কৃষ্ণানুরাগে
শ্রীরাধা বসে রয় রাজোদ্যানে।
শৈশব থেকেই রাধার হৃদয় সদা হ'য়ে রয় শ্যামময়
কৃষ্ণে পতি ভাবে মনে প্রাণে॥
কৃষ্ণ বিরহে রাধার তাই অন্তরে সুখানুভব নাই
কৃষ্ণ অদর্শনে অশ্রু বয়।
সখীবৃন্দ রহে ঘিরে মোছায় অশ্রু ধীরে ধীরে
সান্ত্বনা দিয়ে রাধাকে কয়—
"কেন রাই উতলা অত পাবি পতি মনের মত
তোর অভাব কি আছে পৃথিবীতে।
তুই রূপে ভুবন ভুলালি তার ওপর রাজার দুলালী
তেমন পাবি যেমন চাইবি চিতে॥
এমন বৈকালে বসে কি? কেমন পবন বয় বোশেখি
ঐ দেখ বসেছে আনন্দের মেলা।
তরুলতা ভরা ফুলে তার ওপর যায় ভ্রমর বুলে
কেমন মৃগ মৃগী করে খেলা॥
চেয়ে দেখ ময়ূরী নাচে ময়ূরের কাছে প্রেম যাচে
'পিউ কাঁহা' বোলে পাপিয়া ডাকে।"
সখীরা এই কথার পরে শ্রীরাধার দুই বাহু ধরে
বাধ্য হয়ে রাই চলিতে থাকে॥
প্রাকৃতিক মিলনের ছবি মুকুলের মদির সুরভি
কিশোরীর মন অধীর কোরে তোলে।
চমকি থমকি দাঁড়ায় সমুখে চরণ না বাড়ায়
এক সখী ললিতা তাই যায় বোলে—
"কি হ'ল উঠেছিস ঘেমে চলতে চলতে গেলি থেমে
তোর পায়ে রাই কাঁটা ফুটলো না কি।"

বিশাখা বলে কৌতুকে— "পায়ে নয় ফুটেছে বুকে
তাও আবার সবটা কিছু নেই বাকী।"
সখীদের মধ্যে বয়সে বৃন্দা বড়—তাই বলে সে—
"বুকের পাটায় এ কাঁটা দেয় জ্বালা।
নাগরের আলিঙ্গন না পায় তাইতো অমন কোরে জুড়ায়
বুকের ওপর গেঁথে অশ্রুমালা॥"
সখী বৃন্দার কণ্ঠ ধরি' দীর্ঘশ্বাসে কয় কিশোরী—
"সত্যই কাঁটা আমার বুকে বাজে!
সে যদি না আসে সখি যদি না তারে নিরখি
কি হবে আমার এ ফুলসাজে॥
যাকে আমি করেছি দান আমার এ তনু মন প্রাণ
সে আমার রয়েছে হৃদি জুড়ে।
আমি ভালবাসি কালোয় তাই আসে না দিনের আলোয়
স্বপ্নে আসে—জাগিলে যায় দূরে॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

এ সময় উদ্যানে এল যোগিনী পৌর্ণমাসী।
সখীদের সাথে কিশোরী প্রণমে কাছে আসি॥
বৃন্দা বলে—"ভগবতি ভাল করুন সখীর ব্যাধি
রাই আমাদের কালোয় মজে কালো ভজে জন্মাবধি
পদ্মপাতায় ওর মন ভরে পদ্মফুল না মনে ধরে
অলিরা গায় গুণ গুণ স্বরে রাই শোনে বাজায় বাঁশী॥"
তপস্বিনী অন্তরে কয় "মা আমার গোলকেশ্বরী
গোকুলে মানবী হ'য়ে নাম ধরেছে রাই কিশোরী
তাই ব্যাকুলা হয় অন্তরে গোলকপতি বিষ্ণুর তরে
না জানে কৃষ্ণ নাম ধরে হ'য়ে সে ব্রজবাসী॥"

বৃন্দা বলে—"ভগবতি রাজারাণীর হয়নি ছেলে
হরি আরাধনা কোরে এই ক্ষেপা মেয়েটি পেলে
কেন তুই এমন হলি রাই কেন তোর মুখে কথা নাই
কি হয়েছে বল এখন তাই" রাই বলে ঈষৎ হাসি—

রাগপ্রধান—যোগিয়া—ত্রিতাল

"আমার কি হয়েছে আমি নিজেই না জানি।
কারও অভাব পাই তাই আমার এভাব সে আমি মানি॥
উঠে আবার বসে পড়ি বসিলে উঠিতে চাই
কি করিব কোথা যাব বিন্দুমাত্র সোয়াস্তি নাই
এলাম যেন কোথা থেকে কারে যেন ফেলে রেখে
শ্যামল বরণ দেখে দেখে সে স্মৃতি আমি আনি॥
আমি নিজের ছায়া দেখে ভাবি যেন তারই ছায়া
আমার মনে ঘিরে থাকে অনাদিকালের এক মায়া
বুঝেছি তার প্রেমের রীতি সে যেন দিয়ে তার প্রীতি
নিতে চায় আমাকে নিতি তারই সর্ব্বাঙ্গে টানি॥
কমল পরশিলে ভাবি কমল নয়নে দিই আঘ্রাত
শ্যামল পদ্মপাতা বুকে রেখে আমি চাপি দু'হাত
দেখি অস্ত যাওয়া রবি তুলে নিই রক্ত করবি
পেয়েছি ভাবি গরবি তারই চরণ দু'খানি॥"

কীর্ত্তন

এ শুনে বৃন্দা কয়— "বয়সে অমন হয়
কানে অমন বাঁশী বাজে।
তুই রাজার ঝিয়াবি তায় আবার কুমারী
এ বাড়াবাড়ি কি সাজে॥"

শ্রীরাধা বলে তাই— "কি করি উপায় নাই
আমার যে মন প্রাণ টানে।
কল্পনার জাল বুনি কোন স্বর না শুনি
শুধু বাঁশী বাজে কানে॥"
বৃন্দা কয়—"বাঁশীর গুণ নয় লো তোকে কেউ গুণ
করেছে তাই এ ভাব আছে।
তোর রয় রূপের আগুন কেউ রইলে—সে দ্বিগুণ
প্রেম নিয়ে আসিত কাছে॥"
বলে তপস্বিনী— "তোমার বরকে চিনি
তোমার বর ভুবন সুন্দর।"
ব্যাকুলা কিশোরী কয় মিনতি করি—
"বল কোথায় আমার বর॥
বল কোথায় গেলে আমার প্রিয় মেলে
আমার যে দেরী না সয়।"
শ্রীরাধার আকিঞ্চন অমন অশ্রু সিঞ্চন
দেখে তপস্বিনী কয়—
"তোমার আছে আর্তি তাই দেখাব সত্যি
তোমাকে তোমার নাগরে।"
কিশোরী কয় তখন— "আমার বরের কারণ
যাব এমন কি সাগরে॥
এ প্রাণের নেই মায়া তুমি কোরে দয়া
বল—ডুবিব অতলে।
আর যদি হয় গিরি আসিব না ফিরি'
উঠিব এ মনের বলে॥
তুমি বল শুধু পাই কোথায় সে বঁধু
যারে আমি ভালবাসি।
আমার প্রিয় দেখাও আমাকে কিনে নাও
রব তোমার চির দাসী॥"

রাগপ্রধান—দেশ—ঝাঁপতাল

এ শুনে পৌর্ণমাসী শিহরি কম্পিত কণ্ঠে কয়—"হরি হরি
মালা গেঁথে নাও কুসুম আহরি তারপরে চল রাই আমার সাথে ॥
মালা গাঁথা হয় কিশোরী চলে যোগিনীর পিছে সখীদের দলে
রাজ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের তলে এসে যোগিনী বলে আজ্ঞাতে—
"কিশোরী হের তোমার সমুখে দাঁড়ায়ে তোমার বর মদনমোহন
ওঁরই কণ্ঠে দাও তোমার ঐ মালা সমর্পণ করি তোমার তনু মন"
কিশোরী বলে—"একিরূপ বিধান কৈ আমার প্রিয় ওতো এক পাষাণ
তাপসী বলে—"ওঁকেই মালাদান কোরে যাও তুমি আপনার হাতে ॥"
পাষাণে প্রেমের অশ্রু ঢালিলে শোষণ করে না প্রাকৃতিক ধর্ম্মে
মাটিতে কিংবা দেহে ঢালিলে অশ্রু প্রেমরস মিশে যায় চর্ম্মে
তাতে সকল প্রেম অন্তর্হিত হয় লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়
পাষাণে দিতে প্রাণ যার লজ্জা ভয় তার বিড়ম্বনা রয় প্রেম করাতে ॥
টোপর বোলে যে তরঙ্গে লাফায় কুসুম বোলে যে বুকে নেয় ফণী
সেই তো নাগরে পাবে জীবনে কলঙ্ক কোরে তার মাথার মণি
চোখের জলে যে দিয়ে যায় সাঁতার সেই তো জানিবে প্রেমের কিরূপ তার"
রাধা কয় যেন বাজে বীণার তার— "পার কি আমায় এ প্রেম শেখাতে ।।"
তপস্বিনী কয়—"তোমায় শেখাব ? আমি জ্ঞান হীনা মূর্খা তাপসী
প্রেমের তত্ত্ব ধ্যান কোরে উন্মত্ত হ'য়ে দিগম্বর শিব শ্মশান বাসী
শেখাবে এরূপ প্রেম যে তোমাকে সে কাছে কোথাও এই ব্রজেই থাকে
বাঁশীতে তোমার নাম ধরে ডাকে শুনিতে পাও তো স্বপনে রাতে ॥"

রাগপ্রধান—পরোজ—একতাল

সহসা কিশোরী বলে তারস্বরে—
"ঐ শোন পাথরের মুখে কথা স্বরে ॥

আমায় কয় বাজায় সে বাঁশী আমার নামে
আমাকে দাঁড়াতে বলে তারই বামে
সে আমার বিরহে পাষণ হয়ে র'হে
কয় প্রেম প্ররোহে বাঁচাতে কাতরে ॥
আমায় বলে "প্রেম— ময়ি আমায় প্রাণ দাও
তোমার নিজের হাতে আমায় মালা পরাও"
রাধা আঁখি জলে "এই নাও এই নাও" বলে
পাষাণ মূর্ত্তির গলে মালা দেয় ছুই করে ॥
তাপসী মন্দিরের শঙ্খ তুলে বাজায়
সখীরা ফুল নিয়ে বর কনেকে সাজায়
পাষাণ মূর্ত্তির বাঁয়ে রাইকে দাঁড় করায়ে
আঁচল দেয় জড়ায়ে পাষাণ কলেবরে ॥
বরণ ডালা দিয়ে বরণ করে সবে
মন্দির মুখরিত তাদের উলু রবে
শ্রীরাধায় তু'জনে তুলে কয় সেই ক্ষণে—
"বর বড় না কনে বড় বোলে দেরে ॥"
বৃন্দা কয়—"আঁখ্ ঠেরে বর যে মুচ্‌কে হাসে"
ললিতা কয়—"রাইকে ও যে ভালবাসে"
রাইকে বলে কানে— "দাঁড়া রাই সাবধানে
আঁচল ধরে টানে দেখ খ'সে না পড়ে ॥"
বৃন্দা কয়—"ওহে বর মুখ ফুটে কও দেখি
আমাদের এ কনে মনে ধরেছে কি ?"
বৃন্দা বার বার বলে উত্তর নাহি মেলে
তাই কয় সখী দলে বৃন্দা গর্ব্ব ভরে—
"থাক সাধাসাধিতে কারও কাজ নেই তবে
কথা বলবে যখন তখন রাইকে পাবে
বর একা থাকুক রাই চল্ এখন আমরা যাই"
এ বলে যায় সবাই আপন আপন ঘরে ॥

রাগপ্রধান—মালকোষ—তেওড়া

এদিকে রাজাদেশে বিবাহের দিন যায় এসে
আয়ান এল বর বেশে গোকুল মাতে উৎসবে।
রাজবাড়ী আলোয় সাজে নানারূপ বাদ্য বাজে
এত আনন্দের মাঝে শ্রীরাধা রয় নীরবে॥
বৃন্দা দেখে কিশোরী অর্দ্ধবাহ্য দশায় রয়
পৌর্ণমাসীর কাছে তাই গিয়ে সবই খুলে কয়
পৌর্ণমাসীর রয় জানা বলে—"কোরো না মানা
আয়ানকে যখন আনা হ'ল—বিবাহ হবে॥
স্বর্গে নপুংসক দেব এক পরম ভাগবত ছিল
নিষ্কাম লোভে লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে চাহিল
সে দেবতা হয় আয়ান ভক্তে কোরে লক্ষ্মীদান
লীলা দেখায় ভগবান শিক্ষা দিতে মানবে॥
এ বিবাহে লোকাচার পালিত হবে মাত্র
ছুঁতে পারিবে না সে স্ত্রীভাবে রাধার গাত্র
যে শ্রীরূপ ধ্যানাতীত মদন মোহন মোহিত
তার উপর নরোচিত দৃষ্টি কে দেবে ভবে॥
দেখিতে পারিবে না লালসার চক্ষে আয়ান
দর্শন মাত্রেই মাতৃভাব ল'য়ে জুড়াবে তার প্রাণ
রবে না কাম কালিমা পাবে দেবী প্রতিমা
কৃষ্ণ প্রেমের মহিমা দেখিবে প্রাণী সবে॥"

•

রাগমালা—মেঘ—ত্রিত'ল

আয়ান রাধিকার বিবাহ হ'য়ে গেল শুভক্ষণে।
অর্দ্ধমৃতা কিশোরীকে ঘিরে থাকে সখীগণে॥
ব্যজনে চেতন ফিরিলে আশা বীজ এক কোরে বপন
বিজনে সখীদের বলে শ্রীরাধা যা দেখে স্বপন

"শ্রাবন নিশিথে ঘন মেঘ মাঝে ঘন ঘন
বিজুরী চমকায় শন শন গরজায় পবনে ॥
ক্ষণে আলো ক্ষণে কালো ক্ষণে প্রবল বরিষণ
সে সময়ে একা ঘরে শুয়ে করিলাম দরশন
সুঠাম সুশ্যামল বরণ করে বাঁশী কোরে ধারণ
আসিল বাড়ায়ে চরণ সিক্ত পীত বসনে ॥
কোটি বিজলীর ছটা বহিরায় শ্রীমুখ ঘিরে
তার চাঁচর চিকুরে যেন মেঘদল যায় ঘুরে ফিরে
মালতীর মালা রয় বুকে আমাকে শায়িতা দেখে
পেয় কি পেয়ে মোর চোখে চায় তার আয়ত নয়নে ॥

জয়জয়ন্তী—ত্রিতাল

ঝিল্লীদের সানাইএর সাথে দাদুরী বোল মাদল বাজে
আমাকে আদরে সে যে জড়াল তার হৃদয় মাঝে
আমারও দেহ লুকালো তার সিক্ত বসন শুকালো
সে সুন্দর এক চিকন কালো দেখালো আলো গগনে ॥"
বৃন্দা গিয়ে তাপসীকে স্বপনের বৃত্তান্ত শোনায়
শুধায় স্বপ্ন সফল কি হয় তাই তাপসী তাকে জানায়-
"কিশোরী যমুনাতীরে তার দেখা পাবে অচিরে
তারা রাধাশ্যামে ঘিরে রবে সে শুভ মিলনে ॥"

শ্রীকৃষ্ণের প্রথম শ্রীরাধা দর্শন

কীর্ত্তন

সেদিবস প্রভাত সময় পূরবে রবি প্রভাময়
কিশোরী আসে যমুনার কূলে।
নিদাঘ উঘারি দু'তট শ্লাঘা করে হেরি উৎকট
যমুনার রূপ সাজান যা' ফুলে ॥

কৃশা যমুনা শ্রীরাধায় হেরে যেন তৃষা মেটায়
বিশাল নয়ন হয় সব দিশাহারা।
আঁখি মণি কালো জলে ঝিকিমিকিয়া উজলে
রাতের নভে যেন কোটি তারা ॥
নৃত্য ভঙ্গীমায় ভুলিয়ে বাহু তরঙ্গ তুলিয়ে
রাই চরণাঙ্গুলি যায় পরশি'।
সখীরা নিয়েছে সঙ্গ রাইকে নিয়ে করে রঙ্গ
রাধা উদাস নয়নে রয় বসি' ॥
বিষাদে ভরা রাধার মন দৃষ্টি তবু অসাধারণ
দশদিক চেয়ে কাতরে কয়—
"সমুখে নীল যমুনার জল ঐ দূরে নীল গগনতল
অনিলও যেন নীলের নিলয় ॥"
এ শুনি লয় রসিকতা সখীরা কয় এরূপ কথা—
"রাই তোকে দেখি সব নীলে ধরে।
লাল হল্‌দে সবুজ রঙ্‌ আছে তোর ঐ নীল রঙ্‌ তাদের কাছে
হার মেনেছে তোর চোখে না পড়ে।"
পদ্ম রঙ্‌ সবচেয়ে খাসা দুধে আল্‌তায় যেন মেশা
সত্যি কিনা দেখ্‌ রাই মৃণাল বনে।
ও রঙ্‌ রয়েছে তোর গায়ে বুঝেছি তাই দলিস্‌ পায়ে
নিজের রঙ ধরে না নিজের মনে ॥"

সখীদের এ কথা শুনে পেয়ে ব্যথা
কাঁপে স্বর্ণলতা প্রায় কিশোরীর শরীর।
স্মরি শ্যাম কলেবর সরাসরি উত্তর
দেয় পদ্মপত্রোপর দৃষ্টি তার রেখে স্থির—
"কিন্তু পদ্মের শোভা পদ্ম পত্র কোলে।
পদ্মের রঙ্‌ উজলায় সবুজ রঙ্‌ রয় বোলে ॥

পিছে নীল নভতল বিছান রয় নীল জল
তাহে পত্র শ্যামল পরশি কমলে ॥
পটভূমি বিহীন সকল রূপই মলিন
আছে বলে বিপিন ফুলে এ মন ভোলে ॥
ভূলোকে দ্যুলোকে ছড়ান নীলিমা।
শুনি নীল সাগরের রূপের নাহি সীমা ॥
নিঙাড়িয়া ও নীল বয়ে চলে অনিল
তাই এ বিশ্ব নিখিল নীলেরই প্রতিমা ॥
নীল অন্তরীক্ষে নীল আমার চক্ষে
নীল আমার বক্ষে নীলের কি মহিমা।"

সখীরা কয় সবে মিলে— "তোকে দেখ্‌ছি ধোরে নিলে
সকল দিকের যত নীলে পারলাম না তোকে আট্‌কাতে।
রইলাম শুধু চুল বাঁধিতে খাওয়ানোর লাগি সাধতে
মাথা হাত পা টিপে দিতে আর আঙ্গুল গুলো মট্‌কাতে ॥
চল্‌ সই আমরা সাঁতার কাটি। থাক্‌পীতঝোড়ায়নীলশাক আঁটি॥
রাই এর কাছে বসে বসে আমাদের সময় হয় মাটি ॥
মরাল মরালী ঐ দূরে খেলা করে ঘুরে ঘুরে
ওদের ধোরে বুকে পুরে চল্‌ এখন আদরে ঘাঁটি।"
কিশোরী ঘাটে রয় একা কল্পনায় চলে শ্যাম দেখা
সখীরা সন্তরণ রেখা জলে আঁকে পরিপাটি ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

তমাল তরু আছে একটি এই যমুনার ঘাটেব পাশে।
সেই তমালের ছায়াতলে গরুর এক বাছুর আসে ॥
এ দিকে গোচারণ মাঠে এ সময় কৃষ্ণ টের পেলে
গো বৎস এক হারিয়েছে হিসাব করে নাহি মেলে

প্রিয় সখা সুবল সনে খুঁজতে গিয়ে বনে বনে
আসিল গোকুল ভবনে অচেনা পরিবেশে ॥
রাজোদ্যান পার হয়ে কৃষ্ণ আসে যমুনারই কূলে
সেই হারানো গো বৎসটি দেখে তমাল তরুমূলে
কোলে তুলে নিতে গিয়ে দেখে অলি গুণ গুনিয়ে
তারই অঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চলে যায় কিসের আশে ॥
কৃষ্ণ অঙ্গের পদ্ম গন্ধে অলি রয় আনন্দে মেতে
কৃষ্ণ এ গান শুনিতে পায় যখন ইচ্ছা শ্রবণ পেতে
দেখে ভ্রমর দলে দলে যমুনারই ঘাটে চলে
এক কিশোরীর অঙ্গ বুলে যায় কেমন অনায়াসে ॥
বিস্ময়ে আবিষ্ট কৃষ্ণ চিন্তা করে মেলে দৃষ্টি
অসামান্য রূপ লাবণ্য বিধির কি অপরূপ সৃষ্টি
বিধাতারই এ নিৰ্ব্বন্ধ নয়ন তাই করে না বন্ধ
এ যে যুগ যুগের সম্বন্ধ বোঝে এই অবকাশে ॥

আধুনিক--কার্ফা

ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ কৃষ্ণের ছায়া কাঁপে নীল যমুনার জলে।
টল্‌মল্ টল্‌মল্ পায়ে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে রয় তমাল তলে।।
ঝল্‌মল্ ঝলমল্ করে আকাশ সোনা সোনা রদ্দুর ঝরে
ছল্ ছল্ করা রাধার নয়ন সে ছায়া থেকে না সরে
রাধাকে কৃষ্ণের নমুনা দেখায় ছায়াতে যমুনা
অঞ্চস খসে চঞ্চল ছায়া তবু রাই দেখে চলে ॥

কীর্ত্তন

তমালোপর শ্যামলিমা যমুনা'পর রয় নীলিমা
ঘাটোপর যে রূপ তার সীমা কোন ভুবনে নাহি আর

তপন ঝরায় আলোর ঝর্ণা সূর্য্যমুখী স্বর্ণ বর্ণা
তাতে স্নান করে হয় পূর্ণা ও রূপ এ ফুলেও মানায় হার
মিলনের বাসর ছড়ান। স্বর্ণালোর আসন গড়ান।
যমুনা পুলিনের শোভা যেন প্রাণমন হরান
বিকচ লোচন কুটমল ভ্রমর ভরে করে টলমল্
শিথিল অঙ্গে রয় ভৃঙ্গদল পাখাতে রেণু জড়ান ॥
কৃষ্ণ দেখে হয় হতবাক্ ঐ চক্রবাকী চক্রবাক
বক্রচোখে দেয় চক্রপাক অধরে অধর ধরান ॥
ফোটে সকল ফুলের কলি। শোনা যায় পিকের কাকলি ॥
মধুর সুরে বলে যেন 'কৃষ্ণ তোমার এ সকলই' ॥
শিখী শিখিনী রয় শাখে পিউ কাঁহা পাপিয়া ডাকে
শুক সারীকে পাখায় ঢাকে কৃষ্ণের মন ওঠে বিকলি ॥
কুরঙ্গী অঙ্গ ভঙ্গিমায় সঙ্গী কুরঙ্গ পানে চায়
গুণ গুনিয়ে ভৃঙ্গদল গায় কৃষ্ণ পায় এক গানের কলি।
কৃষ্ণ কোরে যায় গোচারণ। দেখে পশুদের রতি রণ ॥
বিনা প্রনয়িনী যেন থাকিতে প্রকৃতির বারণ ॥
প্রফুল্ল পল্লবের হিল্লোল ভ্রমর মল্লিকায় বয় উল্লোল
যমুনায় তরঙ্গ কল্লোল হুল্লোড় করে তায় সমীরণ ॥
যে অঙ্গে ডাকায় রূপের বান সে প্রিয়কে করে আহ্বান
রাধার রূপ কৃষ্ণের মন প্রাণ সে কারণ করিল হরণ ॥
হেরে চন্দ্রোদয় এ সময়। কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয় তন্ময় ॥
নীল যমুনাকাশে যেন পূর্ণ শশী সুদীপ্তিময়।
চারিপাশে যত নারী তারকারই যেন সারি
মধ্যে লয়ে সব মাধুরী কিশোরী অন্তর করে জয় ॥
বক্ষাঞ্চল পড়েছে খসি' রূপে ভাসে দশদিশি
যমুনা অঙ্গ পরশি' পুনঃ হেরিতে উজান বয় ॥
কৃষ্ণ হেরে নির্ণিমেষে। দুই জানু রয় জলে ভেসে ॥

চরণ পরে চরণ রেখে তনু ঘষে এলোকেশে ॥
অলক্তক আর দুগ্ধের মিশ্রণ যেরূপ বর্ণের করে সৃজন
কৃষ্ণ কোরে যায় নিরীক্ষণ সে বর্ণ তার অঙ্গে মেশে।
উন্মুক্ত দুটি চরণতল যেন লালিমায় বিম্বফল
বিকশিত রক্ত কমল সবার অভয় আশ্রয় শেষে ॥
যেন সুনিবিড় কেশপাশ। অমাবস্যা নিশিরও আশ ॥
কুঞ্চনে যমুনার বারি যেন পেয়ে মৃদু বাতাস ॥
সুগঠিত কণ্ঠদেশে বৈকুণ্ঠেরই গৌরব মেশে
কৃষ্ণের কুণ্ঠাবোধ ও নাশে সুপরিচিতা হয় বিশ্বাস ॥
নীলাম্বরী শাড়ী অঙ্গে নিভাড়ে তা নানা রঙ্গে
অপাঙ্গের ভঙ্গিমার সঙ্গে তরঙ্গ তোলে বক্ষ পাশ ॥

মধুমাধবী সারং—তেওড়া

সুবলে কৃষ্ণ বলে— "কে ঐ কিশোরী চলে
—স্খলিত নীলাঞ্চলে পুনরায় অঙ্গে টানে।"
সুবল কয় "এ কামিনী বৃষভানু নন্দিনী
রাধা নাম আমি চিনি রাধা নাম সবাই জানে।।"
কৃষ্ণ শিহরি কহে— "এ কি নাম শুনাইলে
এ নাম উচ্চারি আমার প্রাণমন জুড়াইলে
এ নাম এত পবিত্র শ্রবণে শোনা মাত্র
অশ্রুতে ভরে নেত্র পুলক জাগে কম্পনে ॥"
রাধা নামে মন প্রাণ কৃষ্ণ কষিয়া বাঁধে
রাধা নামেতে সাধা বাঁশরীর সুর ও কাঁদে
আকুলিত করে প্রাণ যমুনায় বহে উজান
অলি কোরে সুরপান পুনরায় ছড়ায় গানে ॥
সে সুরে কলিদল যায় অসময়ে কুসুমি'
মলয় পবনে রূপ নেয় এলেও বায়ু মৌসুমি

সুরে প্রেম ঢালা আছে মৃগী রয় মৃগ কাছে
ময়ূর ময়ূরী নাচে চায় রসময়ের পানে

কাজরী—পাহাড়ী—আদ্ধা

বৃন্দাবনে বাঁশীতে দেয় কৃষ্ণ রাধা সুরে অর্ঘ্য।
সুরস্রোতে ভেসে এল মুনি ঋষি সুর বর্গ ॥
যমুনার পুলিনে যেতে রাধিকার সখীরা শুনি'
প্রণমিয়া শুধাইল হেরে সৌম্যমূর্ত্তি মুনি—
"জানেন কে বাজায় এ মর্ম্ম দহে এ সুর পশি"
"কৃষ্ণাবতার বিষ্ণু আসি"— উত্তরে কয় মুনি গর্গ ॥

কীর্ত্তন

শ্রীমতি স্মৃতি রয় বুকে নিতি রয় শ্যাম নত মুখে
কল্পিত প্রেম প্রীতিসুখে একে একে দিন কেটে যায় ॥
ধেনু রাখালগন রয় দূরে কৃষ্ণ বনে বনে ঘুরে
শুধু সম্মোহনী সুরে রাধা বলে বেণু বাজায়
বিমোহিত হয় বৃন্দাবন। করি' সে পুলক আস্বাদন ॥
দৈনন্দিন সংসার যাত্রায় হয় গোপীবৃন্দের ছন্দ পতন ॥
তাদের ভুল হয় সকল কর্ম্মে হেলা করে সংসার ধর্ম্মে
প্রবেশ করে মর্ম্মে মর্ম্মে ঐ মুরলীর সুর সারাক্ষণ ॥
বাঁশী বাজে যথা তথা ছড়ায় মোহ মাদকতা
কিন্তু বংশীবাদক কোথা হেরিতে চায় গোপিণীগণ ॥
গোপীরা করে জটলা বলে জটিলা কুটিলা—
"কোথা থেকে জুটিল লা এমন একজন বাশীওয়ালা ?
কুটনো কাটতে আঙুল কাটে দুপুরের ঘুম যাচ্চে চটে
বাইরে যাবার জো নেই মোটে দু'কান হ'ল ঝালাপালা

যমুনাকেও করেছে হাত প্রেম করেছে যমুনার সাথ
ডুবেও করেছি কর্ণপাত যমুনার জলে সুর ঢালা ॥"
একই সুরে বাঁশী সাধা। না মানে ঝড় জলের বাধা ॥
এ সুরে আনন্দ না হয় ভাল লাগে যেন কাঁদা ॥
সুরে এমন রয় গুণ ঢালা যে জটিলা ছিল কালা
সে ও বলে—"ও কুটিলা বাঁশী কেন বলে আধা ॥"
কুটিলা কয়—"আ তোর মরণ কেমন মা তোর শোনার ধরণ
বাজায় বাঁশী কালোবরণ ডেকে বলে রাধা রাধা" ॥
জটিলা মনে পেল ভয়। কুটিলার গলা ধরে কয়—
"রাধা রাধা বলে ডাকা গতিক বড় সুবিধার নয় ॥
রাধা নাম তো বৌএর আমার তাকে যশোদার ছেলেটার
নাম ধোরে ডাকার কি দরকার দু'জনের বয়েস কাঁচা হয় ॥
তবে পরের ঘর না যাব নিজের ঘর আগে সামলাব
বৌকে ঘরে তাই আট্‌কাব বাইরে না যায় কোন সময় ॥"
গোদের ওপরে বিষফোড়া। তেঁতুলের পর নেবু গোঁড়া ॥
এ শুনে কুটিলা বলে আর ওকথা দিয়ে জোড়া—
"আর দাদাকেও বলতে হবে বৌএর ওপর নজর রাখবে
দরকার হলে শাসন করবে বৌএরই দোষ আগাগোড়া ॥
দ্বার জানালা বন্ধ কোরে বৌকে ঘরে রাখবে পুরে
যত পারে বাঁশীর সুরে ডেকে যাক্‌ ঐ কেলে ছোঁড়া ॥"
জটিলা তাই চিন্তায় পড়ে। বলে এবার কঠিন স্বরে—
"ভাল রান্না কে রাঁধবে লো বৌ রইলে ঘরের ভিতরে ॥
তা ছাড়া বলি এ সময় তোর রান্না মোটেই ভাল নয়
সুক্তোটা খুবই তেঁতো হয় বমি পায় তাই খেলে পরে ॥
মিষ্টি গুড় যেন বড়ির ঝাল নুনে পোড়া হয় মুগের ডাল
তোর সাজা পানে পোড়ে গাল অকম্মার ঢেঁকি তুই ঘরে ॥"
কুটিলা থাকিতে নারে। ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে ॥

জটিলা মা তবু তাকে সবার সমুখে গাল পাড়ে—
"সবাইকে গাল দিয়ে দিয়ে মা তোর জিবটা গেছে ক্ষয়ে
নুন ঝালের তাই সোয়াদ নিয়ে বুঝিস না তুই একেবারে।
তোর বৌ তোকে করেছে গুণ গুড় নুনের তাই জানিস না গুণ
অমন মায়ের মুখে আগুন মা বলতে তাই ঘেন্না করে ॥"

বাউল

জটিলা কুটিলা ঝগড়ায় চুনো পুঁটি কেউই নয়।
শ্রেষ্ঠা দুই ঝগড়াটে বোলে ভবের হাটে পরিচয় ॥
বেঁটে খাটো মোটা সোটা এই মা বেটি দুটিতে
কথা কাটা কাটি করে বসিতে আর উঠিতে
ফুট্‌লে ফুল মাঠে ঘাটে ভ্রমর যেমন এসে জোটে
তেমনি ঘটে যদি চটে এ দুজন কোন সময় ॥
মা বেটি চটে উঠেছে কথা রটে তাড়াতাড়ি
হুটোপাটি কোরে ছুটে এসে দেখে ব্রজের নারী
কাজেতে কুটে কুটিলা আর জটে বুড়ি জটিলা
কট কটিয়ে চেয়ে ঠেলা দিয়ে কটু কথা কয় ॥
চুলের ঝুঁটি ঝাঁটার কাটি কোরে তজ্জনী উঠায়
রাগে ফেটে বোলে ওঠে— "মরণ হোক তোর এলাউঠায়
কাপড় পরা এঁটে সেঁটে মুষ্টি দু'হাত কটি তটে
কোন কথা রয় না পেটে সটান বেরোয় উঠানময় ॥
সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে যায় এ দ্বন্দ্ব যে বন্ধ না হয়
বৃন্দা তখন এসে বলে— "গাল মন্দ করা ভাল নয়
মা বেটিতে কর সন্ধি বৌএর দোষ কোর না বন্দী
আমার মাথায় এল ফন্দি বৌকে পাঠাও পিত্রালয়।"
জটিলা কুটিলার মুখে এতে সম্মতির লক্ষণ পায়
বৃন্দা ভাবে রাধাশ্যামের মিলন হবার হল উপায়

পিত্রালয়ে কৃষ্ণ সনে রাই সুযোগ পাবে সব ক্ষণে
মিলিতা হ'তে গোপনে যা চাহে রাইএর হৃদয় ॥

স্বয়ং দৌত্য

বসন্ত—একতাল

কিশোরী এসেছে বৃষভানুপুরে।
কিন্তু কৃষ্ণ আছে সদাই তার প্রাণ জুড়ে ॥
যমুনার বারি যে এখানেও রহে নীল
নভে বনানীতে নীলমনির বর্ণের মিল
কুসুমের সৌরভে বহে মলয়ানিল
ভৃঙ্গ বিহঙ্গ গায় রাধা নামই সুরে ॥

কীর্ত্তন

শ্রীরাধা অন্তরে কৃষ্ণ রূপ ধ্যান করে
এসেও পিতারঘরে শ্যাম চিন্তার অন্ত নাই।
কৃষ্ণে দেখার তরে অপেক্ষায় প্রাণ ধরে
চক্ষে অশ্রু ঝরে বক্ষ ভাসে সদাই ॥
হবে কি রাধিকার সে দিনের আগমন।
যে দিন কৃষ্ণ এসে দেবে তাকে দর্শন ॥
শ্রীমতি সব সময় এরূপ প্রতীক্ষায় রয়
তাই বিস্ফারিত হয় আসা পথে নয়ন ॥
শ্যাম যদি দূর থেকে বাঁশীতে যায় ডেকে
শ্রবণ পেতে রেখে উৎকর্ণা তাই সব ক্ষণ ॥
শ্রীরাধা সখীদের কহে অনুরোধে—
"তোরা আমার প্রানের কৃষ্ণকে এনে দে ॥
স্বেচ্ছায় শ্যাম না এলে তোরা সবাই মিলে
বোঝাবি তা হ'লে শ্যামকে সেধে সেধে ॥

তাতে ও যদি না হয় তোদের শক্তি কম নয়
না কাটিয়ে সময় আনবি শ্যামে বেঁধে ॥

কৃষ্ণ বিনা আমার প্রাণ আর নাহি রহে।
কান্ত বিনা অন্তর নিরন্তর যে দহে ॥

আমার এ বিলাপে অঙ্গ রয় উত্তাপে
ঘন ঘন কাঁপে বক্ষ শ্যাম বিরহে ॥
হয় ক্ষত বিক্ষত এ হৃদয় সতত
প্রতি অঙ্গ কত আর বেদনা সহে ॥

সত্য কোরে আমি তোদের সকলকে কই।
আমার মনের কথা ভাল কোরে শোন সই ॥

শয়নে স্বপনে কিবা জাগরণে
না জানি জীবনে কিছুই যে কৃষ্ণ বই।
শ্যাম আমার বুদ্ধি জ্ঞান শ্যাম আমার ধৃতি ধ্যান
শ্যাম আমার হৃদি প্রাণ শ্যামে যে মিশে রই ॥

আমার কল্পনাকে এনে দে বাস্তবে ॥
নয়ন সমুখে এনে দে মাধবে ॥

হোক না যেমন করি' দেখা আমার হরি
দেখি নয়ন ভরি' আশা মেটা সবে ॥
ওরে সখি বৃন্দে এনে দে গোবিন্দে
নারি নিরানন্দে রহিতে নীরবে ॥”

শ্রীকৃষ্ণের বেদিয়া বেশে শ্রীরাধার সহিত মিলন

ঠুংরি—মিশ্র আহিরী ভাঁয়রো

রাধা রাধা রাধা বোলে বাজে বাঁশরী।
সচকিতা হয় সুর শুনে রাই কিশোরী।

এ সুরে অমৃত আনে শ্রীরাধার তৃষিত প্রাণে
আনন্দ অশ্রু জাগে তাই অজানা মিলনের টানে
রাই ভাবে প্রেম গরবে বিস্মৃত শ্যাম হয় নি তবে
তারই প্রিয়তম এবে হেথা আসে তারে স্মরি ॥'
মিনতি জানায়ে বলে শ্রীমতি সখীগণে—
"যা তোরা পথ দেখায়ে আন শ্যামে যতনে
সাগর অশ্রু সিঞ্চন পরে নাগর এল আমার ঘরে
দুখময় সংসার নিগড়ে যাব আমি পাসরি ॥"

রাগপ্রধান-ললিত-ত্রিতাল

গোপীরা এগিয়ে এসে দেখে এক বেদিয়া।
নীলোজ্জ্বল বরণ জাগে তার অঙ্গ ভেদিয়া ॥
দুটি শ্রবণে দোলে টক টকে লাল বালা
বলিষ্ঠ কণ্ঠে শোভে লাল গুঞ্জমালা
মাথায় পাগড়ী বাবরী চুল সাজ পোষাকে নেইকো ভুল
হাতে আবার তুবড়ী বাঁশী গেছে কে দিয়া ॥

পল্লীগীতি

বৃন্দা বলে—"বেদে তোমার নাম কি জানতে পারি"।
কৃষ্ণ বলে—"আমার নাম সর্প দর্প হারি" ॥
ললিতা কয়—"নারী দেখে কি হবে তরপায়ে
কৃষ্ণ বলে—"ঠিক বলেছ তোমরা তর পায়ে
আমি সবই সত্য বলি সাপের মাথায় আমি চলি
সাপের মাথায় চরণ তুলি নাগ চরণ চিহ্ন রয় ধরি" ॥
বৃন্দা বলে—"সাপের মাথায় বেদে কেমনে দাও পা"
কৃষ্ণ বলে—"শুধু পা নয় দিই আমার সারাটি গা
ভালবাসি আমি শুতে অনন্ত নাগ শয্যা পেতে
ফণা মেলে রোদ বৃষ্টিকে আটকায় নাগ ছত্রধারী" ॥

ললিতা কয়—"আমার সখী জানি থাকে সে শয্যায়"
কৃষ্ণ কয় "এখন সে কথা বলিতে পারি না লজ্জায়
জানি আগে যুগ যুগ ধোরে গেছে পদ সেবা কোরে
এখন সবই গেছে ঘুরে সুখে রয় আমায় ছাড়ি" ॥
বিশাখা কয় "বেদে তোমার আছে কি পরিচয় পত্র"
কৃষ্ণ বলে—"তা জান না ছড়ান রয় যত্র তত্র
আমার ছাত্র কৈলাস পুরে নামটি তার শঙ্কর সাপুড়ে
পঞ্চ মুখে সর্প ধরে নাম গায় আমার ত্রিপুরারি"।
বৃন্দা কয়—"বিষ অপসারি নিতে পার কি বেদে?"
কৃষ্ণ কয়—"বিষয় পাশরি না গেলে হয় না—কয় বেদে
মনে কি কথনও বিষ হয় বিষয় যদি সে মন না লয়
বিশ্ বিশ্ করা যৌবন বিষ রয় যদি না কেউ লয় কাড়ি" ॥

কীর্ত্তন

শ্রীরাধিকার সখীবৃন্দ মনে পায় অধিক আনন্দ
কৃষ্ণ বাধ্য বাধক দ্বন্দ্ব কোরে এবার সাধিতে চায়।
বোঝে এল শ্যাম পীতবাস মিটিবে এবার রাইএর আশ
নিয়ে যেতে কিশোরীর পাশ তাই হরষে কহিয়া যায়—
"বেদে তবে বিষ ঝেড়ে দাও। আমরা তোমায় দেব যা চাও।
কৃষ্ণ কাছে এসে বলে— "তা হলে ও মুখ তুলে চাও" ॥
ললিতা কয়—"পড়লে ধরা বেদে তুমি কেমন ধারা
বিষে সখী হয় আধ মরা তারই দিকে গিয়ে তাকাও ॥
তোমায় কেন এলাম ডাকতে সে কি তোমার ও মুখ দেখতে
চল চল সময় থাকতে সখীর চিকিৎসা কোরে যাও' ॥
কৃষ্ণ বলে অহঙ্কারে— সর্প দংশেছে সবারে ॥
গুণে আমি তবে বলি খড়ি পেতে বারে বারে ॥

দংশিয়াছে এ গণনায় সমস্ত ব্রজ ললনায়
কালনাগের পরিচালনায় নানা নাগ অজ্ঞাতসারে ।।
শাঁখামুঠি নাগ বিশাখায় চিতি সর্প সখী চিত্রায়
চন্দ্রাকে এক চন্দ্র বোরায় লাউডগা নাগ ললিতারে ।।
বৃন্দা কয়—"এ কথা কেমন ? আসল কথা করছ গোপন
ধান ভানিতে এই শিবের গীত চাইছি না করিতে শ্রবণ ।
বক বক আর ভাল না লাগে বল দেখি বেদে আগে
আমাদের রাইকে কোন নাগে এভাবে করেছে দংশন ।।"
কৃষ্ণ বলে খড়ি পেতে— "এ দেখি যমুনায় যেতে
কেলে সর্প এসে পথে ছুব্লেছে সহসা সেইক্ষণ" ।।
ললিতা কয়—"বল দেখি ও বিষ কখনও যাবে কি
এ বিষ মুক্ত হয়ে সখী ফিরে কি পাবে তনু মন ?"
কৃষ্ণ বলে—"আসুক সখী সামনে আমার মুখ না ঢাকি
পরীক্ষাটা করে দেখি সারবে কিনা বোলব তখন" ।।
ললিতা কয়—"বোজ নয়ন ! খবরদার দেখ না এখন ।।
হল এবার আঁখি মেল সখীর হয়েছে আগমন ।।
এসেছে সখী সম্মুখে তোমাতে খুব বিশ্বাস রেখে
এ বিষ যাতে না যায় বেঁকে বেদে তুমি কর তেমন" ।।
কৃষ্ণ কয়—"নেব তুলিয়ে সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে
তবে সত্যি যাই বলিয়ে যাবে না বিষ হলেও দমন" ।।
শ্যাম হাত বুলায় নির্ভয় হ'য়ে । তাই দেখে বৃন্দা যায় ক'য়ে—
"এলায়ে পড়লে যে বেদে রাইএর গায়ে হাত বুলায়ে ।।
রোমাঞ্চ জেগেছে অঙ্গে কাঁপছ দু'জনে এক সঙ্গে
হেরি দু'জনের অপাঙ্গে অশ্রুধারা চলে বয়ে ।।
রাইএর গলার মালা খুলে পরিয়ে দিই তোমার গলে
নিই গুঞ্জহার তোমার তুলে রাইএর কণ্ঠে যাক তা' রয়ে ।।
ভুলিবে কি রাইএর কথা । দেখে নারী যথা তথা ।।

শোন শোন বেদে তোমায় কথা দিতে হবে হেথা ॥
রাইকে তুমি হে বেদিয়া ভুল নাক ঘরে গিয়া
খুব সম্ভব দেবে বে দিয়া এবার তোমার পিতা মাতা ॥"
কৃষ্ণ কয়—"হবে না তেমন মজেছে আমায় রাধার মন
রাধারমণ বাঁধা এখন টানলে পরে আসবে মাথা" ॥

রাগপ্রধান—বাহার-ত্রিতাল

ত্রিলোকে এমন পুলকে কে কোথায় মেতেছে কবে।
লক্ষ্মীনারায়ণ এসেছে অমর প্রেম দিতে মানবে ।।
কৃষ্ণ অঙ্গ মিশে আছে রাই কিশোরীর সোনার অঙ্গে
ঠারে ঠারে পরস্পরে চায় দোঁহে কেমন ভ্রূ ভঙ্গে
গুণ গুনিয়ে গাহে ভৃঙ্গে শিখী নাচে কত রঙ্গে
নানা গান গাহে বিহঙ্গে পিক ডাকে 'কুহু' রবে ॥
নব জলধর কোলে পূর্ণ চন্দ্রের হ'ল উদয়
সুধা ছড়ায় মধুর হাসি সবার প'রে হ'য়ে সদয়
রাধা কৃষ্ণের মহা মিলন নয়নে করি' দরশন
উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে গোপিনীরা সবে ॥

গণক বেশে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা দর্শন

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

বৃষভানুপুরে একটি এসেছে গণক।
কিশোরী রয়েছে হেথায় তাই নড়েছে তার টনক ॥
ঘনশ্যাম বরণ অঙ্গ তার চন্দনের ছাপ গায়ে
পরিধানে পট্ট বসন খড়ম দুটি পায়ে
কাঁধে আছে নামাবলি মুখে হরি নামের বুলি
কোমরে রয় চাবির গোছা বাজে ঝনক ঝনক ॥

মাথায় মস্ত টিকি ঘোরে যখন মাথা ঘোরায়
এক গোছা ধব্‌ ধবে পৈতে নামে হাঁটুর গোড়ায়
হাতে আছে খড়ি মাটি এক আঙুলে কুশের আংটি
আংটি গড়াতে দীন ব্রাহ্মণ পায়নি কোথাও কনক ॥

রাগমালা—হিন্দোল-ত্রিতাল

বৃন্দা বলে—"কি সৌভাগ্য প্রণাম গণক ঠাকুর।
কি অভিলাষে এসেছেন আপনি বৃষভানুপুর ॥
গণক বলে "প্রণাম যখন করিলে আশীর্ব্বাদ করি
তোমাদের অনন্তরূপ একদিন এসে নেবে হরি
আমি পরম অর্কটঙ্কার তর্কাতীত সর্ব্বালঙ্কার
অখণ্ড মণ্ডলাকার নিবাস মকর কর্কটপুর" ॥
বৃন্দা কয়—"ওলো ললিতা রাইকে তবে গিয়ে শোনা
প্রকট হয় কুট্ কুটে পুরের বিকট মরকট এক জনা
রোদ উঠেছে কি করকটে তার ওপর পড়লাম ছড়্‌কটে
গণৎকার যমুনার তটে এসে করিছে ঘুর ঘুর" ॥

বাহার

কৃষ্ণ তখন ক্রোধে বলে—"কি নামই উচ্চারণ জানাও
পরম অর্ক টঙ্কার যে জন তাকে কিনা মরকট বানাও
আমি স্থর কুণ্ড ভর্ত্তা দণ্ড মুণ্ডের অধিকর্ত্তা
ব্রহ্মাণ্ড দণ্ডী বোলে তাই আমার খ্যাতি আছে প্রচুর" ॥
জিহ্বা কেটে ললিতা কয়—'ভুল হয়েছে নাম শুনিতে
রাইকে গিয়ে বল এসেছে ভুরকুণ্ড এক হাত গুনিতে"
গণক কয়—"তোমরা অবলা হল না আমার নাম বলা
বলবে এল চমৎকার এক গণৎকার গুণ আছে ভরপুর" ॥

রাগমালা—বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল

বিশাখা ফিরে এসে বলে যায়— "শিখাধারী ও সখের গণৎকার
তোমাকে ডাকে আমাদের সখী এখানে দেরি কোরনাক আর ॥
এস আমাদের পিছন পিছনে— ও এসে গেছ —এই দেখ সই রাই
রাইএর হাত গুণে ভবিষ্যৎ বল বল আনাড়ি কি মজুরি চাই
কৃষ্ণ কয় "আমি করি উপকার পাষাণ থেকে এক নারী করি বার
বৃন্দা কয় "জানি নাড়ি ভুঁড়ি বার করিলে হ'য়ে নৃসিংহাবতার ॥
এখন বলতো এ বিদ্যা দিগগজ হ'লে কি এসেই জননীর কোলে"
কৃষ্ণ কয়—"আমার গুরু যে ভৃগু প'ড়েছি ভৃগু মুনিরই টোলে"
বৃন্দা কয়—"জানি গুরু দক্ষিণা তুমি গুরুকে ঠিক দাওনি কিনা
এক লাথি খেলে তাই ভৃগুমুনির চরণ চিহ্নটি বুকে রয় তোমার ॥
জানিবো তুমি গণক অতি সৎ বলিতে পার যদি ভবিষ্যৎ
বলতো দেখি গুণে আমাদের রাইএর পূরিবে কিরূপ মনোরথ"
কৃষ্ণ বলে—"ঘর কেটেছি নিভু'ল রাইকে তাই বল ঠেকাতে আঙুল
দুটি চোখ বুজে যে কোন ঘরে ভবিষ্যতের সব খুলে দেব দ্বার ॥

রাগ—মালকোষ

আরে রে একি আঙুল দেয় কোথায় মনে হয় যেন লাগে মোর প্রাণে
এর ধর্ম্ম কর্ম্ম যা আছে সব ধায় পরপুরুষের প্রেমেরই টানে
কিন্তু প্রেম কোরে করিবেন যে ভুল থাকিতে নাহি পারে জাতি কুল
আত্মীয়দের তাই হবেন চক্ষুঃশূল দু'চোখে দৃষ্টি রয় হুল ফোটাবার ॥
এর অনুরাধা নক্ষত্রে জন্ম নাগর আছে এক সে চরায় ধেনু
যদিও কালো তবুও ভালো রাধানাম ধোরে সেধে যায় বেণু
এঁর তনুমনে বেণুর সুর জ্বালা দেবে তাই এঁর মন হবে উতলা
এঁকে টানিবে কদম্বতলা কিন্তু হায় বাধা পাবেন বারে বার ॥
তাহলেও ইনি সমস্ত রসে রসময়ী এক হবেন বিশেষে
যত ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হবে এঁর সাধন তত্ত্বে প্রেমের পরশে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এঁর সাধন পথ গণি হন প্রেমসাধ্য শিরোমণি
তাই প্রেমের হরষ পরশমণি সর্ব্ব প্রেমেতে হবেন একাকার ॥

টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

শ্রীরাধা আদ্যাশক্তি বিতরে প্রেমভক্তি
কর্ষণ করে হৃদয়ের প্রেম দেহে নেই কামাসক্তি ॥
সাধ জাগে এরূপ সাধনা শিখি রাধার বিদ্যালয়ে
কিন্তু সাধ্যাতীত সাধন হবে না অল্প সময়ে
শ্রীরাধার চরণ আশ্রয়ে সর্ব্ব কলুষ যায় যে ক্ষয়ে
প্রেমানন্দ আনে বয়ে ভব বন্ধনে দেয় মুক্তি ॥”

রাগপ্রধান—পূরিয়া ধানেশ্রী—ত্রিতাল

ললিতা কয়—“গণক ঠাকুর এ কথা বলি তবে।
রাধা বিদ্যালয়ে পড়তে নাড়া এক বাঁধতে হবে ॥
অবশ্য সুবিধা আছে তোমার আছে দু'হাত শিখা
টেনে রাইএর পায়ে বাঁধি তারপরে রাই তুই সব শেখা
রাইএর ডাইনে দাঁড় করিয়ে একি শিখা বাঁধতে গিয়ে
টানেতে দিলাম খসিয়ে কেমন গণক বুঝলাম সবে ॥
ফুলের নাড়া বাঁধি—দাঁড়াও চরণ পরে দিয়ে চরণ
আমাদের রাধাশ্যাম ঘিরে উলু দিয়ে করি বরণ
আহা চরণের কি বরণ ও চরণে নিলে শরণ
দূরে সরে যাবে মরণ এরূপ আর মিলবে না ভবে ॥’

ফেরিওয়ালা বেশে শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

পল্লীগীতি

যমুনাতে স্নান করিতে চলে যত গোপিনী।
সে পথে পশরা মাথে হেরে এক নবীন দোকানি॥
রাধিকা ও সখীদের সাথে এসে দাঁড়ায় সে সময়ে
শ্রবণে পশিল কথা পশারী যায় যা যা ক'য়ে
"ভালো ভালো মনোহারী দ্রব্য আছে রকমারী
নগদ মূল্যে দিতে পারি ধারেতে নেই বেচাকিনি॥"
বৃন্দা বলে —"ও পশারী রূপ তো তোমার দেখি খাসা
শ্যামল বয়ান দীঘল নয়ন তিল্‌ফুল জিনিয়া নাসা
অরুণ অধর তরুণ বয়েস পশরাও দেখি ভারি বেশ
এ ঝুটা মাল কোন দেশ থেকে করলে বল আমদানি॥"
কৃষ্ণ বলে—"যারা কানা তাদের সঙ্গে কথা কই না
পয়লা নম্বর ঠকানদার হয় গয়লানীদের আছে চেনা
এক পো দুধে একসের জল দিয়ে বলে খাঁটি আসল
মাল দেখাতে আমার কেবল সময় যাবে অনেকখানি॥"
বৃন্দা বলে—"আমরা কানা তুমি চোখে দেখতে পাওনা
রূপে আলো কোরে মোদের সঙ্গে আছে রাজ ললনা
ও নকল মাল বেচার বেনে কথা কি যাচ্ছে না কানে
যেমনি কালো তেমনি কালা" কৃষ্ণ বলে এ শুনি—

রাগপ্রধান—নটবেহাগ—ত্রিতাল .

"এত কি গরজ আমার মাল বেচিতে হবে।
গোলমাল করে তমালতল ভোলাবে সবে॥
সামাল সামাল কোরে কি ফল হবে বেচাতে
চুরি গেলে বামাল সমেত কে ধরিবে হাতে নাতে
কাজ নেই এরূপ ঝঞ্ঝাটে বেচিব তাই গিয়ে হাটে
এতটা পরিশ্রম মাঠে মারা যায় তবে॥

দূর্গা—ঝাঁপতাল

ললিতা বলে—"ও সখি দেখি দোকানি রাগে হোলো গরগরে।
পশরা মাথায় উঠায়ে নিলো ফিরে চলিল বনের ভিতরে॥
সাত চড়ে যার 'রা' না বাহির হয় সে আমি জানি 'রা' ধার করে শেষে
কৃষ্ণ কয়—"রাধার করে তাই এসে পরম সুখী হই এ চরাচরে॥"
বৃন্দা কয়—"আশা পুরিবে সখী তোমার তবে হার লইবে মানি
আন দুকান তাই রাইএর নিকটে দেখুক রাই ভাল করিয়া টানি
কলুষহারই নেবে কিশোরী এস তাই সখীর নিকটে সরি
তবে তোমাকে ইষ্ট যে স্মরি আসিতে হবে এ কথার পরে॥"
কৃষ্ণ কহিল—"গলার হার আছে কানেতে হার হয় এতো মানি না
গলাটি পেয়ে সব দেব নিশ্চয় দেখিবে দুধার ঝলকালো কিনা"
বৃন্দা কয়—"গলা টিপেতো কে সব দেবে আমাদের বুঝি সে কেশব
কৈ সরে এসে কর উপদ্রব দেখি অঙ্গুলি কি শক্তি ধরে॥"
কৃষ্ণ কহিল—"কৈশোরে কিবা প্রয়োজন আছে জান না শৈশব
শিশুকালে তো পুতনা বধি অতি বিরাটকায় শকটভার সই সব"
বৃন্দা বোলে যায় "আমাদের সই সব আমাদের কাছে রাই পরম বৈভব
কৃষ্ণ উত্তর দেয় "রাই বৈভব লাগি আমি বইভব সংসার এই করে॥"

কীর্ত্তন

পশারী পশরা নামায় ঘিরে ধরে গোপ বামায়
কৃষ্ণ দু'হাত ধরি' থামায় বলে—"এ হার গজমতি।
হারের হীরে বহু রতি পরিলে বাড়ে পিরীতি
হার পরা পত্নীরে নিতি দিবারাতি ভজে পতি॥"
কহিল যত যুবতী— "তোমার হয়েছে ভীমরতি॥

পতি তো দোকানই দেখি বল কিবা হবে গতি ॥
তোমার কাছে যা রয় নোলক সেটি যেন তোমার গোলক
চাপড়ালে যেন এক ঢোলক ঢ্যাপ ঢেপে বড় অতি ॥"
কৃষ্ণ বলে—"ভালই হবে সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে যবে
হুঁশ জাগাতে ঢুম্ ঢুম্ রবে বাজাবে গোলকপতি ॥
চুল আঁচড়াতে নাও চিরুণী। রবে চিরকাল তরুণী ॥
গোপে দেখে গোঁফে তা' দেয় হোক না সে ঘুঁটে কুড়ুনী ॥
এ দিয়ে আঁচড়ালে পরে সব চুলে সুগন্ধ ধরে
চুলকে আবার চিকনাই করে ভাল হবে সে বিনুনি ॥
গোপীরা বলে একজোটে— "মাথা চুলকে সব চুল ওঠে
মাথাতে সাদা টাক ফোটে বাঁধিতে হবে উড়ুনি ॥"
শ্যাম কয়—"পড়লে এ কাঁচুলি। কাঁচু মাচু রয় গোপগুলি ॥
ময়লারা পরলেও গয়লারা চোখে পরবে প্রেমের ঠুলি ॥
কাঁচুলিতে আঁচল সরে নীচু হ'য়ে হাঁচলে পরে
ছাঁচতলায় দাঁড়ানো বরে খাইয়ে দেবে নেশার গুলি ॥
বৃন্দা কয় "পরলে এখনি আমাদের এই রাজনন্দিনী
কেঁচো হয়ে ঠিক দোকানি নেবে ভয়ে চরণ ধূলি ॥"
কৃষ্ণ বলে বচন মধুর— "এই দেখ মেটে সিন্দুর ॥
সিঁথিতে পরিলে হবে সারাটি ঘর গন্ধে ভরপুর ॥
যে রবি বুকে নেয় ঊষা তারই রঙ্ সিন্দুরে মেশা
স্বামীর চোখে জাগবে নেশা সে চারপাশে করবে ঘুরঘুর"
ললিতা বলে স্বচ্ছন্দে— "ও সিঁদুরের মিঠে গন্ধে
তোমার দোকানে আনন্দে চাটবে সিঁদুর মেঠো ইঁদুর।"
কৃষ্ণকয়—"এইদেখ কাজল। যেমনি কালো তেমনি উজল ॥
এ নিয়ে নয় ফষ্টি নষ্টি আমার এ সৃষ্টি হয় সফল ॥
এ কাজল দু'চোখে এঁকে তোমরা যাদের যাবে দেখে
তারা সবাই ধরবে ছেঁকে পালাবে পেলে গোবর জল ॥"

বৃন্দা কয়—"বুঝলাম সহজে কৃষ্ণ অঙ্গ ঘষে মেজে
জ্বলে উঠল কাঁদলে নিজে কাজল হ'ল তোমার গা-জল ॥"
কহে ব্রহ্মাণ্ডাধিপ— "লাগাও যদি এ টিপ্
গোপেদের বুক টিপ্ টিপ্ করবে ভয়ে রাতে।
হোক মোটা থপ্‌থপে খুব রোগা সিপ্ সিপে
হাসবে না মুখ টিপে প্রেম জমাবে সাথে ॥
আবার চেয়ে দেখ আছে অধরের রাগ।
পড়িলে বাড়িবে পতিদের অনুরাগ ॥
তুই অধরে লেপন কোরে যাবে যখন
খাদ্যেরও আস্বাদন বাড়িবে বহুভাগ ॥"
ললিতা কয় রাগে— "ও অধরের রাগে
বিশ্বাস নাহি জাগে তু' ঠোঁটে হবে দাগ ॥"
কৃষ্ণ রসিয়ে কয়—"এই যে দেখ আরশি।
ঘরে থাকলে হিংসা করবে পাড়া পড়শি ॥
এ আরশিটা দেখে যাও তিলক ছাপ এঁকে
চাপ পড়ে তা বেঁকে নাকটা হবে বঁড়শি ॥"
বৃন্দা কয়—"আর একবার হও মৎস্য অবতার
গাঁথিতে হাত এবার হবে পারদর্শী ॥
রাখিব গাঁথিয়া তোমায় হৃদয় মাঝে।
কভু ছাড়িব না গুরুজন লাজে ॥
বাজে বকে লাভ নাই সময় কাজে লাগাই
বামে তুই দাঁড়া রাই দেখি কেমন সাজে ॥"
সখীরা যায় হেরি' কোথায় সেই পশারী
কৃষ্ণ রাই কিশোরী সমুখে বিরাজে ॥

বাউল

রাধাকৃষ্ণে ঘিরে ধরে যত গোপ রমণী ॥
উলু দিয়ে রাধাকৃষ্ণের দিয়ে যায় জয়ধ্বনি ॥

কোন গোপী সুবাসিত জলে ঝারি ভ'রে নিয়ে
বরণ করার রীতি ধ'রে চারিধারে যায় ছড়িয়ে
রাধাশ্যামে ফুলে সাজায় সারি সারি শঙ্খ বাজায়
বাতাস দিতে চামর দোলায় দুজনায় শ্রান্ত গণি' ॥
রাধাকৃষ্ণ বন্দী হ'ল গোষ্ঠারা এ ওর হাত ধরে
চিত্তানন্দ প্রকাশিতে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করে
রাধার পানে বারে বারে কৃষ্ণ চেয়ে ঠারে ঠারে
রাধার কর পল্লব ধরে প্রেমে মেতে আপনি ॥
মধুর কণ্ঠে সুর মিলায়ে গোপীরা সবে গাহে গান
"রাধাকৃষ্ণ মিলন হেরে আয়রে তোরা জুড়াবি প্রাণ
আয় রাধাকৃষ্ণের জয় গাই যুগল রূপের তুলনা নাই
গুণময়ী আমাদের রাই শ্যাম মোদের গুণমণি ॥"

শ্রীকৃষ্ণের মালিনী বেশে শ্রীরাধার সঙ্গলাভ

ভাটিয়ালি কার্ফা

অতি চিকণ শ্যামাঙ্গী এক মালিনী পথে চলে ।
নবীন যৌবন প্রভায় যেন বনতল উজলে ॥
প্রেমতপ্ত কণ্ঠে খেলে মধুর সঙ্গীতের সপ্ত সুর
সে সুর অমৃত পানে তৃপ্ত হয় বৃষভানুপুর
মালিনী দুই চরণ ফেলে নৃত্যের তালে তালে চলে
সে কি ছন্দ—কি আনন্দ কি গন্ধ তার ফুলদলে ॥
এরূপ সুমধুর গান শুনি রাধিকার সহচরীগণ
মালিনীকে রাজবাড়ীতে জানালো সাদর নিমন্ত্রণ
মালিনীর পূরে অভিলাষ আসে এবার কিশোরীর পাশ
মালিকার পশরা রাখে রাধারাণীর পদতলে ॥

কীর্ত্তন

কিশোরী কয়—"ও মালিনী কি আশে এসেছ শুনি
তোমার এ সব বেচাকিনি এখানে ভাল কি হবে ?
যত কুসুম আছে তোমার সবই যদি অঙ্গে আমার
সাজিয়ে দাও কি পুরস্কার আমার কাছে নেবে তবে ॥"
কৃষ্ণ সুগম্ভীর হয়ে কয়— "এ কুসুম করি না বিক্রয় ॥
ফুলের সাথে অন্য কিছু করিব আমি বিনিময় ॥
শেষে দেব সব চুকায়ে এখন যা বুকে লুকায়ে
এনেছি তা' যায় শুকায়ে সাজাই আগে শ্রীঅঙ্গময় ॥
আমার দুটি নয়ন কোলে অশ্রু কুসুম ফুটে দোলে
যদি তোমায় পাই তা' হ'লে ও ফোটার সার্থক তা রয় ॥
দেখে যাও কুসুম অলঙ্কার। যে পরে তার হয় অহঙ্কার ॥
আমি হরি নেব এবার বোঝ নাকি তা পরিস্কার ॥
লাল রংএর করবী ধরি' একটি মাত্র সূতায় ভরি'
দিলাম দেখ সিঁথি 'পরি লালে লাল হ'ল একাকার ॥
টগর মালা চক্রাকারে দিই কবরীর চারিধারে
দূরাকাশে অন্ধকারে যেন মালা হয় তারকার ॥
কবরীও রইল ঢাকা দিলাম তায় চন্দ্র-মল্লিকা
কাঞ্চন বর্ণ চন্দ্র একা নাশে যেন রাতের আঁধার ॥
এই যে এক একটি বকুল ফুল চন্দন বিন্দুরই সমতুল ॥
বন্ধনী আকারে লাগাই কপালের হয় শোভা অতুল ॥
স্বর্ণ বর্ণা চম্পা দুটি দুই শ্রবণ কুণ্ডলে আঁটি
দেখ ভ্রমর গেল জুটি' সুরভিতে হ'য়ে আকুল ॥
এ তিল ফুল জিনি' নাসিকা সাজালাম গেঁথে যূথিকা
যথাকারে প্রেম লিপিকা রাঙালো লজ্জায় কর্ণমূল ॥
এমন অঙ্গের বরণ এমন সুঠাম গড়ন
দীপ্তি পীযূষ ক্ষরণ কভু দেখি নি আর।

সর্ব্বরূপ এক অঙ্গে রয় যৌবন তরঙ্গে
ভাবি সঙ্গে সঙ্গে কে কার হয় অলঙ্কার ॥
রাই কণ্ঠে পরালাম মালতীর ফুলহার।
কুণ্ঠা নেই এ কারণ রাই প্রিয়া হয় আমার ॥
আর দিই মালা 'গড়ে' গোলাপ রয় ভেতরে
সুগন্ধে ঘর ভ'রে আনন্দ দেয় অপার ॥
রাইএর সাথে আলাপ করে যাবে গোলাপ
নাহি বকি প্রলাপ প্রমাণ পাবে তাহার ॥
কোমরে কদম্ব মালা রয় বেষ্টনে।
রজনীগন্ধা রয় দু'বাহুর বন্ধনে ॥
হাতের শঙ্খবালা হয় বেলকুঁড়ির মালা
মধুর গন্ধ ঢালা মেশানো চন্দনে ॥
রাই কমলিনী তাই হাতে ধরিয়ে যাই
রক্ত পদ্ম যার নাই তুলনা ভুবনে ॥
হাস্নুহানার গাঁথা সুন্দর অঙ্গুরীয়।
পরাই অঙ্গুলিতে হোক এ রাইএর প্রিয় ॥
রাইশ্রীচরণ সেবার লাগি আমি এবার
পরাই ঝুমকো জবার নূপুর রমণীয় ॥
বাঁধি প্রীতি প্রথায় সিঁথিপাটি মাথায়
নীল অপরাজিতায় গাঁথা কমনীয় ॥
এবার বসার আসন সাজাই শতদলে।
রাইকে বসায়ে তার বসি চরণতলে ॥"
এ দেখে বৃন্দা কয়— "এখন তো বর্ষা নয়
পদ্ম, কদম না হয় শিশিরপাতের ফলে।
তুমি যাদু জানো সব ঋতুর ফুল আনো
আর জানো সাজানো" এ শুনে শ্যাম বলে—

রাগমালা-তালমালা

বাহার—ত্রিতাল

ছয় ঋতু ল'য়ে প্রকৃতি ছয় রাগ সঙ্গীতে গড়ে।
প্রকৃতির অন্তরে যে প্রেম তা' রয় ছয় রাগের ভিতরে ॥

বসন্ত—ত্রিতাল

প্রকৃত যে সুর সাধক সে যখন করে সুরালাপ
আসে ঋতুরাজ বসন্ত ফোটে সূর্যামুখী গোলাপ
অশোক পলাশ চম্পা বকুল কৃষ্ণচূড়া জাতি পারুল
মল্লিকা রসাল মুকুল মাধবী লতায় রঙ্ ধরে ॥

মেঘ—তেওড়া

ফোটে গ্রীষ্মের ফুল বেলা গন্ধরাজ হাস্নূহানা
যূথী করবী টগর আরও ফুল নাম না জানা
হেরি লাল সন্ধ্যামণি কালবৈশাখী আপনি
আকাশে রণরনি' শীতল হয় আপন ঝড়ে ॥

মিঞাকি মল্লার—একতাল

বরষার বারিতে বাজে নূপুর রুমঝুম
ভাঙে কদম কেশর রজনীগন্ধার ঘুম
মালতী কেতকী কমল যায় নিরখি'
বলিতে কত কি কথা যা অন্তরে ॥

কেদারা—ঝাঁপতাল

কুমুদ কহ্লারে শরত সরোবর শোভা পায় ফোটে মাঠে কাশ কুসুম
গেঁদা শেফালি দোপাটি জবা কাঞ্চন গোলঞ্চের ফোটার পড়ে ধুম
হৈমন্তিকারে করিতে প্রীতা ফোটে অতসী অপরাজিতা
সব ঋতু রানী সব সময় নীতা হয় শিল্পীর মধুর কণ্ঠেরই স্বরে ॥

এ শুনে বৃন্দা কয় এবার "তবে তুমি তো কলাকার
রাধা সুর সাধনায় তোমার সব ফুল এনে কর জড়।
সব ফুলের মালা জড়ায়ে রাইএর অঙ্গ দাও ভরায়ে
মানায় কেমন দাঁড় করায়ে দেখ—সখীর দু'হাত ধর ॥"
রাইকে ধ'রে তোলার সময়। কৃষ্ণের আলিঙ্গনও যে হয় ॥
প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যায় রসময়ী আর রসময় ॥
সখীগণ দেখে সকলে রাঙা রাই অঙ্গে শ্যাম মেলে
অলিদল যেন কমলে মেঘ পাশ যেন চন্দ্রোদয় ॥
এ যেন সুনীল সাগরে সোনার রবি নেমে পড়ে
দেখে গোপীদের মন ভরে মনে দেয় রাধাকৃষ্ণের জয় ॥
অষ্ট সখী ঘিরে দাঁড়ায়। অবাক বিস্ময় দৃষ্টিতে চায় ॥
বৃন্দা আনন্দিতা হ'য়ে বোলে যায় প্রশংসার ভাষায়—
"আমরাও তো সাজাতে জানি এ সাজানো আর দেখিনি
যেমন তোমার কণ্ঠের ধ্বনি তেমনই শ্রী-নিবাস কোথায়?
কৃষ্ণ উত্তর দেয়—"শ্রীনিবাস বোলে করাব না বিশ্বাস
সাজায়ে মেটে আমার আশ সখী এখন ফুল সজ্জায় ॥
ললিতা কয়—"গেছে মিলে। তুমি কে তা' বোলে দিলে
ফুল-শয্যা শুনে প্রথমে পড়েছিলাম খুব মুস্কিলে ॥
ফুল শয্যা হবে কেমনে পুরুষ তো কেউ নেই এখানে
তুমিই ধরিয়ে দাও মনে শ্রীনিবাস নামটি ভাঙিলে ॥
রাই তবে বোস্ ফুলাসনে শ্যাম দাঁড়াও রাইএর দক্ষিণে
আমরাও মেতে যাই বরণে উলু দিই সকলে মিলে ॥

ভজন—পিলু—কার্ফা

ঘনশ্যাম তোমারই তরে বনমালা গেঁথেছি।
কিশোরীর দক্ষিনে তোমার বসার আসন পেতেছি ॥

কনকচাঁপা ফুলে তোমার গড়েছি নূপুর
ঝনক ঝনক না বাজিলেও গন্ধে ভরপুর
বসে যাও রাইএর দক্ষিণে দাও রাইকে প্রেম দান দক্ষিনে
রাধাকৃষ্ণ প্রদক্ষিণে নৃত্যে আমরা মেতেছি ॥

শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যবেশে শ্রীরাধার সান্নিধ্য লাভ

ঠুংরি—পাহাড়ী—আদ্ধা

প্রেমের নৈবেদ্য সাজিয়ে কৃষ্ণ বৈদ্য হ'য়ে আসে।
সদ্য স্নাতা শুচিস্মিতা রাই কমলিনীর পাশে ॥
চম্পা রঙের রেশম বসন কৃষ্ণ করেছে পরিধান
সুবর্ণ বর্ণের বেনিয়ান অঙ্গের মাঝে নেই ব্যবধান
বৈদ্যের পোষাকের যা বিধান রয় গোলাপী পাগড়ী প্রধান
গলবস্ত্রে হ'য়ে সাবধান এল রাই পরশন আশে ॥
দীঘল দুটি কমল লোচন যেন রয় কত চিন্তাকুল
গাম্ভীর্য আনিতে গিয়ে রাঙা হয়েছে কর্ণমূল
দুইশ্রবণে স্বর্ণ কুণ্ডল চরণে লাল বরণ চপল
সমুখে দেখে গোপীর দল শ্যাম বলে মধুর সম্ভাষে—

রাগমালা তালমালা

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

শোন শোন সব গোকুল বাসিনী আমি ভ্রমিতে হেথা আসিনি
বৈদ্যদের আমি হই শিরোমণি সিদ্ধ হস্ত হই সকল চিকিৎসায়।
হোক না রমণীর যেমনই ব্যাধি আমি এ হাতের পরশ দিই যদি
সে ব্যাধির প্রধান শিকড় অবধি টেনে বার করি অবহেলায় ॥
মৃগ আর মৃগী পর পর দেখে যে পতি পর ভাবে তার মৃগীরোগ হয়
জামার কফ দেখে খপ করে অন্য পুরুষ ভাবে যে তার কফ ব্যাধি রয়
পিত্তল কলসী ল'য়ে যার চিত্ত অস্থির হয় ঘরের বাহির হয় নিত্য
তার অধিক পিত্ত তারই নিমিত্ত বৈদ্য হয়েছি আমি এ ধরায় ॥

আলো নেবা ঘর কালো হয় বলে যে ভালবাসে নেবা হল তার
সংসার হয় বাধক যে ভাবে মনে বাধক বাধিতার হয়েছে এবার
মরু যেমন দেয় জিব শুক্‌নো করে সে হ'লে মরুত ব্যাধি নাও ধ'রে
'অম্ল আন্‌' বলে যে অম্লান স্বরে অম্লশূল ব্যাধি আমি বলি তায় ॥

ভূপালি—একতাল

আকাশী রং দেখে যার মন করে উস্‌খুস্‌
সখীর গলা ধরে চিন্তায় থাকে না হুশ
তার রোগ হ'ল কাশি" বৃন্দা বলে হাসি—
"তুমি তাই যাও কাশি লাভ হবে এ ব্যবসায় ॥"
কৃষ্ণ কয়—"ফিক করে যে হাসে দেখে বর
তার হ'ল ফিক্‌ ব্যাথা তাকে নিয়ে যাও ঘর
বৃন্দা কয়—"হে নাগর আর কোর না রগড়
যাও মথুরা নগর হও রাজ বৈদ্য সেথায় ॥"
কৃষ্ণ বলে—"ছেঁচকি খেয়ে ওঠে হেঁচকি
জেন তার হয়েছে পায়ের মাঝে কুঁচকি
শুনে চিকন কালা নামটি—যে হয় কালা
কালাজ্বর সে বালা ভোগ করে দু'বেলায়" ॥

দেশ—তেওড়া

শ্রীরাধা সেখানে নাই সখীরা শুনে হাসে
ললিতা রেগে গিয়ে বোলে যায় বৈদ্যের পাশে
"হে বৈদ্য সারা বরষ নিশ্চয় খাও গাঁজা চরশ
নইলে কে দিয়ে পরশ রোগ সারায় কবে কোথায় ?
বৃন্দা কয় "ওহে বৈদ্য পূর্ব্ব জন্মে বদ্যির কাজ
করিতে অক্ষম ছিলে তার জন্যে হচ্ছে না লাজ ?
লক্ষণ রয় শক্তি শেলে হে বৈদ্য কোথায় ছিলে ?
চোখের জলে ভাসিলে তুমি হাত দিয়ে মাথায় ॥

সুসেন বানর বুদ্ধি দেয় গন্ধ মাদন আনিতে
হনুমান গিয়ে আনে গন্ধ মাদন পর্ব্বতে
তোমার ঔষধের জ্ঞান নাই সুসেন ঔষধ দিল তাই
তুমিও পেলে রেহাই লক্ষণ পরাণ ফিরে পায় ॥

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

সুন্দরী রমণী হ'য়ে সূর্পনখা এসে যখন
বিবাহ করিতে চাহে কিন্তু সে সময়ে লক্ষণ
করিল তার নাসাচ্ছেদন তুমি তখন বৈদ্য কেমন
দেখাতে পারিতে লেপন করায়ে ঔষধ নাসিকায় ॥
যেথা ঔষধ দেওয়া দরকার তা না দিলে বৈদ্যগিরি
থাকে না এমন শুনেছি এ নিয়ম যে বিধাতারই
ও ছিল নারী তার উপর ক্রৌঞ্চ মিথুন যেন খায় শর
বাল্মিকী যাতে হয় কাতর তোমার কিন্তু প্রাণ না কাঁদায় ॥

কীর্ত্তন

বৃন্দার কথা হয় শেষ এতে মিথ্যার নেই লেশ
বোঝে শ্যাম ছদ্মবেশ যাচ্ছে ধরা প'ড়ে।
ভয় কাটাবার জন্য শ্যাম কণ্ঠ সংলগ্ন
চাদরটা কোঁচানো পাকায় দু'হাত ধ'রে ॥
দেখায় বৈদ্য যেন কিছুতেই দমে নাই।
কয় গলা খাঁকারি' শোনে গোপী সবাই—
"কাজ কি অত কথায় নিয়ে চল সেথায়
রোগিণী রয় যেথায় দেখি কোরে যা-চাই ॥
অতি দর্পও ব্যাধি রাক্ষসগণে বধি
গিয়ে লঙ্কাবধি মোর পূর্ব্ব জন্মে তাই ॥
আর এক দর্প চূর্ণের কথা শোন বলি।
ছিল মহাদাতা রাজা তার নাম বলি ॥

তার ব্যাধি ছিল দান — সবাই গায় গুণগান
ভাবে সে ভগবান — তাইতো গেলাম ছলি' ॥
হ'য়ে গিয়ে বামন — ঔষধ দিলাম এমন
সারে ব্যাধি অমন — পাতালে যায় চলি' ॥

এবার বৈছে ঘিরি' সকল গোপিনী কয়—
"তা হ'লে ঔষধ দাও আর কোন দেরী নয় ॥

চল ত্বরা ক'রে — এদিকের পথ ধ'রে
সখী শয্যা 'পরে — ব্যাধিতে শুয়ে রয় ॥
এই হের কিশোরী — অসুখ বাড়াবাড়ি
সারাও তাড়াতাড়ি — বিলম্ব আর না সয়"

রাই নাসাতল কোরে স্পর্শন — শ্যাম করতল করে ঘর্ষণ
রাই বিম্বাধরে তাপ লেপন — করে কাছ থেকে ফুঁ দিয়ে।
সখারা সব হতভম্ভ — ভাবে বৈছের একি দম্ভ
এ সব কি করে আরম্ভ — তবু কেউ কয় না এ নিয়ে ॥
কৃষ্ণ বলে —"আর ভয় নাই — ব্যাধির লক্ষণ সব খুঁজে পাই ॥
সারা অঙ্গে হাত বুলিয়ে — নাড়ী টিপে পেলাম যা চাই ॥
ইনি নন সামান্যা নারী — শ্যাম-অন্ন এনারই নাড়ী
তাই শ্যাম বোলে দিচ্ছি নাড়ি' — এঁর অঙ্গ, হের জাগেন রাই ॥
প্রেমই হ'ল এ ব্যাধির নাম — অন্তরে বলে 'কোথা শ্যাম'
সর্ব্বাঙ্গে সহসা দেয় ঘাম — সে ঘাম দেখে ভয় পায় সবাই ॥
শ্যাম চিন্তা চেতন নেয় হরি'। — অঙ্গ কাঁপে থর থরি ॥
নয়ন বুজে রয় তবুও — অপাঙ্গে অশ্রু যায় ঝরি' ॥
ভাবে কৃষ্ণ ভুবনের সার — স্বরভঙ্গ হয় বারে বার
কভু সর্ব্বাঙ্গ হয় অসার — শ্যামল তৃণে রহে পড়ি' ॥
বক্ষ পক্ক বিল্ব বর্ণ — কোথায় লাগে তপ্ত স্বর্ণ
রেঙে ওঠে দুটি কর্ণ — মূর্চ্ছা হয় শুনে বাঁশরী" ॥

সবাই কয় মিনতি করি— "নাও এ ব্যাধি বৈদ্য হরি ॥
নইলে রাই ব্যাধির মূলাধার শয্যায় তোমায় রাখব ধরি' ॥
তুমি যা লক্ষণ বলিলে হুবহু সব গেল মিলে
বৈদ্য হয়ে জনমিলে তুমি আসল ধন্বন্তরি ॥
শ্যাম ব্যাধই ধরেছে দু'পায় তাই আমাদের রাই না দাঁড়ায়
এ-ইসারার কি হয় উপায় দেখ দেখি চিন্তা করি ॥"
কৃষ্ণ বলে বিজ্ঞের সমান— "শোন সমস্যার সমাধান ॥
এ রোগ থেকে একেবারে সখী পাবে না পরিত্রাণ ॥
এ ব্যাধি হয় না নিরাময় কিছু শুধু উপশম হয়
কেউ যদি কৃষ্ণ কথা কয় কিংবা গায় কৃষ্ণ গুণ গান ॥
দেখ না পরীক্ষা ক'রে দাও রাইএর কর্ণ কুহরে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামটি ভ'রে হাতে হাতে পাবে প্রমাণ ॥

রাগপ্রধান—পরোজ—একতাল

সকল সখী মিলি' দুটি বাহু তুলি'
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' আনন্দে নেচে যায় ॥
কৃষ্ণ নামটি শুনি' রাধা কমলিনী
তার দুটি সন্ধানী নয়ন মেলিয়া চায় ॥
যে কৃষ্ণ চিন্তাটি রাইএর চেতন নাশে
সেই চিন্তাই এনে দেয় কৃষ্ণকে তার পাশে
কৃষ্ণ রাই নয়নে কৃষ্ণ রাই শ্রবনে
কৃষ্ণ রূপ গোপনে শ্রীরাধার অন্তর ছায় ।
শ্রীমতি তন্ময়া কৃষ্ণ অনুরাগে
শ্রীতনুতে অশ্রু কম্প পুলক জাগে
বাড়ায় হাত দু'খানি শ্যাম লয় বুকে টানি'
সখীরা শাঁখ আনি' প্রেমানন্দে বাজায় ॥

নাপিতানীর বেশে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার পদ সেবা

রাগমালা—তালমালা

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

রাই দর্শন আশা রয় অন্তর ব্যাপি' কিন্তু কৃষ্ণ তা' বাহিরে চাপি'
নাপিতানীর বেশ ধ'রে নেয় ঝাঁপি বৃষভানুপুর সহর্ষে চলে।
এ ছল সহজে ধরা তো না যায় দ্রুতগমনে চলে আল্‌তো পায়
আপন চরনের লাল আলতা লাগায় শ্রীচরণের ছাপ রয় তৃণদলে॥
রাধায় অর্পিত প্রাণ যে তাপিত না দেখা ব্যথায় কিছুদিন ধরি'
বিরহানল যা রয়—নির্ব্বাপিত হবে রাই চরণ আজ সেবা করি'
এবারেও হয় না মুরলী সাধ্য দ্বারে না মানে প্রহরীর বাধা
ধায় সেথা যেথা প্রাণ আছে আধা নাপিতানীর বেশ দেখায়
কৌশলে॥

আশেয়ারী—একতাল

অবগুণ্ঠন শিরে না চায় দুদিক পানে
নাপিতানী কৃষ্ণ আসে রাজোদ্যানে
নতুন নাপিতানী হেরে বিস্ময় মানি'
চোখ মেলে সন্ধানী বৃন্দা সখী বলে—
"কি নাম তোমার বল ওগো নাপিতানী"
কৃষ্ণ কয়—"আমার নাম রাধা সোহাগিনী"
ললিতা কহিল— "ঝাঁপিখানি খোল
আলতা হ'লে জোলো এখানে না চলে॥

গুর্জ্জরী তোড়ি—তেওড়া

রাই কিশোরীর চরণতল সদ্যফোটা লাল উৎপল
সে কারণ আলতা অতি হবে গাঢ় আর উজ্জল''
কৃষ্ণ বলে সুর টানি'— "এ কথা সবই মানি
কি করিতে হয় জানি জোলো আলতার বদলে॥

তেমন প্রয়োজন হ'লে আমার আঙুল দংশনে
ঐ রক্ত আলতার লেপন দেব রাইএর চরণে
সখীকে যাতে মানায় তাই বিলাব আপনায়
সাফল্য এ সাধনায় লভিব ধরাতলে" ॥

ভৈরবী—ত্রিতাল

বৃন্দা বলে—"অন্য ধান্দা কোর না যাতে নিন্দা হয়
রাই পরশে মন্দাকিনী অলকানন্দা গঙ্গা বয়
রাই-লক্ষ্মীর করতল গরম নারায়ণের চরণ নরম
তাইতো পদ সেবা পরম যত্নে করায় চরণ গলে ॥
রাই করতল তাই ছুঁয়ো না আর চলবে না তোমার ছুঁচ
তাতে নরুণ সরে যাবে কেটে যাবে যে নখ কাঁচা
সখীর যদি হয় রক্তপাত জেন তোমার বাঁধিব হাত
দূরে ঐ তমাল বৃক্ষের সাথ জোর কোরে আমরা সকলে"

কীর্ত্তন

বৃন্দার কথা শুনি' বলে নাপিতিনী
"রাই করতল চিনি কি বুঝাবে আমায়।
প্রাণ রাইএর নখ কেটে যদি রক্ত ছোটে
আমারও বুক ফেটে যেন রক্ত গড়ায় ॥
তা ছাড়া তোমাদের কথায় মরি হেসে।
কি সে তোমরা আমায় বাঁধবে কাছে এসে?
ভালবাসা ছাড়া আমি দিই না ধরা
বিশ্বের দড়ি দড়া ফুরাবে নিঃশেষে ॥
বেঁধেছিল তবে মা আমায় শৈশবে
তাও ধরা দিই যবে মাকে ভালবেসে ॥
শোন কি হল সে বাঁধার পরিণামে।
দুই বৃক্ষ উপ্‌রালাম যমলার্জ্জুন নামে ॥

উদুখলে বেঁধে মাতা দূরে রাঁধে
ছুটে যাই অবাধে সে ছোটা না থামে ॥
দুই তরু অন্তরায় উদুখলটি আট্‌কায়
এমন টান দিলাম তায় পড়ে ডাইনে বামে ॥

ও তরুর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র তমাল।
কৈশোর টানে দিতে পারিবে না সামাল ॥

বুঝিতেছি তবে আসল চুরি হবে
এ বন্দী পালাবে সাথে নিয়ে বামাল
এখন শোন তবে রক্তপাত না হবে
রাই আমার প্রাণ ভবে হয় না প্রাণান্তরাল

গোপিনীরা বলে সবে "তোমার যা' কাজ কর তবে
সখীকে সাজাতে হবে সবার মনের মত ক'র।
ঐ দেখ সামনে সরোবর ঐ থেকে জল আন সত্বর
তাতে মিশায়ে নাও আতর সুগন্ধে মন যাবে ভ'র ॥
নাপিতিনী কয় দেমাকে— "গয়লানী আর বলে কাকে।
পাতালতাও সৃজন করিলাম শেখাবে কি আর আমাকে ॥
এ আল্‌তাটি গোলার তরে যেতে হয় না সরোবরে
যদি দু'ফোঁটা জল পড়ে তাতেই আল্‌তা গুলে থাকে ॥
তোমাদের সখীকে হেরি' আনন্দে মোর অশ্রুবারি
কতটা পড়েছে ঝরি' এদিকে দেখ এই ফাঁকে ॥
কমল লোচন আমার নাম হয় অশ্রুতে পদ্মের গন্ধ রয় ॥
কাছে রাখি না তাই আতর সুবাস তরে কোন সময়।"
বৃন্দা কয় কলহের সুরে— "অশ্রু ধোর দু'হাত জুড়ে
চোখ আর পা যদিও দূরে তবু অশ্রু ছোঁয় চরণদ্বয় ॥
তোমার আবার বিরাট চরণ ঠিক যেন পুরুষের ধরণ
তোমায় এটা বলি কারণ পায়ে ঠেকা জল শুদ্ধ নয় ॥"

মধুর হেসে কৃষ্ণ কহে— "এরূপ ধারণা ঠিক নহে ॥
অশুদ্ধ হয় না পবিত্র অশ্রু যা নয়নে বহে ॥
তু'কলসী জল যমুনায় নাও একটা আঁস্তাকুড়ে নামাও
আর একটা ঠাকুর ঘরে দাও তু'টোই যমুনার জল রহে
ললিতা কয়—"সবই জানি তুমি জাতে নাপিতিনী
রাই আমাদের রাজ নন্দিনী এশুনে রাগে মন দাহে ॥"
কৃষ্ণ বলে মধুর রবে— "অত চটিলে কি হবে ॥
জাতি কুল সৃষ্টি ভগবান বল করে কোথায় কবে ?
প্রাণী সৃজিতে হরির হাত সৃজিত সৃষ্টি করে জাত
যে জাত যায় মৃত্যুর সাথে সাথ সেটা কেন হেথায় রবে
তা ছাড়া এই যে চরণদ্বয় মোটেই কিন্তু সাধারণ নয়
কাষ্ঠ তরী হয় স্বর্ণময় সে কাহিনী জানে সবে ॥"
গোপীরা তখন বোলে যায়— "রাই তবে তুই বোস কেদারায় ॥
নাপিতিনী এগিয়ে যাও বোস রাইএর পায়ের তলায় ॥
আমরা চারিধারে ঘুরি' কাঠ আনিব ঝুড়ি ঝুড়ি
পায়ে ঠেকায়ে সুড়সুড়ি দেব যাতে সোনায় বদলায় ॥
জান তুমি পা কামানো আর আপনায় পাকা মানো
প্রেম যাতে না হয় কমানো ভাব কর তাই গলায় গলায় ॥"

ঠুংরি—তিলং—আদ্ধা

গোপীরা এবার সবাই কিছু দূরে সরে ।
কিশোরীর মুখ শ্যাম হেরে সেই অবসরে
পলক পড়ে না কৃষ্ণের কমল লোচনে
পুলক জাগে প্রাণে অশ্রু সিঞ্চনে
সহসা পড়ে মনে এসেছে যে কারণে
রাধিকার দখিন কর আপন করে ধরে ॥

দেশ—ঝাঁপতাল

তরুণ কিশোর হয় এ নাপিতিনী অরুণিম শ্রীরাধার হাত টানি'
সুচারুরূপে নেয় নরুনখানি নখ কাটে করুণ চোখে এবারে।
কিশোরীর চম্পাঙ্গুলি পানে চায় ক্ষণেক শম্পা গতিতে হাত বুলায়
রাই কিছু না কয় প্রেমানুকম্পায় তনুতে কম্প হয় বারে বারে ॥
কাঁচা নখ কৃষ্ণ বাঁচায়ে কাটে মেয়েলি ধাঁচে চাঁচে নখ-কণি
সুসম করি' নখ কেটে নখে রসময় মাখায় নখরঞ্জনী
এ যেন কাঞ্চন গিরি শিখরে অর্দ্ধসূর্য্যোদয় লাল রঙ্‌টি ধরে
এ শোভা হেরি মনোযোগ ভরে কৃষ্ণ আঁখি না সরাতে পারে ॥
রাধার শ্রীচরণ রয় কৃষ্ণের আগে কৃষ্ণ তখন তাই প্রেমানুরাগে
শ্রীচরণ দুটি ধোয়ে হাত বুলায় কম্প পুলকে অশ্রুও জাগে
যে শ্রীচরণ দেব দেবীরও দুর্ল্লভ সেই চরণ বুকে নেয় রাধা বল্লভ
পরম আনন্দে রাই আঁখি পল্লব মুদ্রিত করে আলস ভারে ॥
কৃষ্ণ পায় রক্ত কমল সম দুই কোমল চরণতল আজি রাধিকার
ঝামা বুলাতে করতল বুলায় যাতে না লাগে তার প্রাণাধিকার
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লাল অলক্তক ধরে দুই শ্রীচরণে দেয় শ্রদ্ধাভরে
শ্যামনাম লেখে চরণোপরে এ চরণ যেন শ্যাম অধিকারে ॥

কীর্ত্তন

শ্যাম নিজ নাম লেখে যখন রাই ছিল শ্যাম ধ্যানে মগন
নহিলে লিখিতে অমন দিত কি আপন চরণে।
এবার কৃষ্ণ কয় আপনি— "রাই দেখ চরণ দু'খানি
অকপটে বল শুনি তোমার কি ধরেছে মনে ॥"
কিশোরী লজ্জা কোরে যায়। মুঠিতে নয়ন মুছে চায় ॥
করুণস্বরে কৃষ্ণ বলে আর নয়নে অশ্রু ঝরায়—
"চরণতলে একি হেরি লজ্জা ভয়ে আমি মরি
আমার হিয়ার রক্ত ঝরি' আমার যেন পায়ে গড়ায় ॥

আমার হৃদি কোরে ক্ষত যে নামটি লিখি সতত
সে প্রিয়নাম পদানত কি যে এখন করি উপায় ॥
প্রিয়তম করেছ কি ! এ নাম আমার প্রাণ পাখী।
শয়নে জাগরণে ঐ নাম আমি অন্তরে দেখি ॥
আমার প্রাণ যাওয়ার চিন্তা নাই আমার প্রাণের প্রাণ নামে পাই
ও নামে তৃপ্ত রই সদাই অতি গুপ্তস্থানে রাখি ॥
আমার এ হৃদি পিঞ্জরে স্পন্দনে যে নাম গুঞ্জরে
তুমি তা' এনে নজরে নিয়ে পালাতে চাও নাকি ?
কৃষ্ণ বলে ভাবের ঘোরে। শ্রীরাধার করতল ধোরে—
'তোমার আসন জেন সদাই রয় আমার আসন ওপরে ॥
কেউ বলিবে না শ্যাম রাধা উচ্চারণে পাবে বাধা
রাধাশ্যাম নামে বসুধা চিরদিন থাকিবে ভ'রে ॥
তাই শোন প্রাণাধিকা রাই এ চরণের তুলনা নাই
এসেছি যখন তোমার ঠাঁই আপন ধন লই বিধিব জোরে ॥
মুনি ঋষি দেবতাগণ ধ্যান করে সদা এ চরণ
তবু মহিমার বিবরণ দিতে নারে সত্য কোরে ॥
মহিমা জানিতে এসে তোমার প্রেম অন্তরে মেশে
আমার প্রেম দিই ভালবেসে তাই এ প্রেমাশ্রু যায় ঝোরে ॥"

এ কথা প্রবেশে রাইএর অন্তরদেশে
রাই রয় ভাবাবেশে দেহে পুলক কম্পন।
অপরাধিনীর প্রায় প্রাণাধিক পানে চায়
ব্রীড়ানতা রাধায় কৃষ্ণ দেয় আলিঙ্গন ॥
শ্রীরাধা কহিল আঁখিজলে ভাসি—
"আমি রহি তোমার চিরকালের দাসী।
দাসীর পায়ে কভু লেখে কি নাম প্রভু
'এত সাধি তবু দাও সম্বন্ধ নাশি'।

আমার প্রতি সদয় না থেকে প্রেমময়
বল একি বিনয় জানাও ভালবাসি ॥
ধরিতে চাই আমি শ্রীচরণ দু'খানি।
তুমিই দয়া কোরে বুকে রাখ টানি ॥
বাসনা অন্তরে যুগ যুগ ধোরে
তোমার সেবা কোরে যাই দিবস যামিনী ॥
হে পরাণ প্রিয় শ্যাম লহ আমার প্রণাম
পুরাও এই মনস্কাম 'হই শ্যাম বিনোদিনী' ॥

ভজন—পিলু—কার্ফা

শোন শ্যাম তোমারে আমি কি'ভাবে ভালবাসি।
জনমে জনমে আমি হ'তে চাই তোমার দাসী ॥
তোমারে না ভোলাতে চাই কভু আমি মুখের ভাষায়
তোমার অভাবে আমার মন অশ্রুজলে বক্ষ ভাসায়
তোমায় কাছে পাবার আশায় কল্পনার জাল বুনি নিশায়
তুমি সে রাতের পিপাসায় বারি দাও দিবায় আসি ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সারথি বেশে শ্রীরাধার সঙ্গ ভিক্ষা

রাগপ্রধান—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

সেদিন বৃষভানুপুরে রাজবাড়ীর অনতিদূরে
ধ্বনি ওঠে অশ্ব খুড়ে খট্ খট্ খট্ খট্ খট্ ॥
গোপীরা রয় রাজোদ্যানে রাধারাণীর সন্নিধানে
বোঝে শ্যাম আসে এখানে প্রেম নিয়ে উৎকট ॥
রাইএর আকর্ষণে কৃষ্ণ হেথা আসে বারে বারে
গোপীদের জন্ম সার্থক হয় যুগল রাধাশ্যাম নেহারে
তাড়াতাড়ি রাইকে সাজায় কেউ বা আবার শঙ্খ বাজায়
সম্বর্ধিতে প্রাণের রাজায় রাখে মঙ্গল ঘট ॥

পথে রথ ছেড়ে নতুন এক বেশে শ্যাম উদ্যানে আসে
সোনালি রোদ ঝল্ মল্ করে কৃষ্ণ অঙ্গের চারিপাশে
সারথির অঙ্গে রয় চাপকান সোনার কুণ্ডলে উজল কান
পিছে চাবুক রয় শিরস্ত্রাণ যেন তরুণ নট ॥
বৃন্দা বলে—"কে হে তুমি এলে বেখাপ্পা পোষাকে
পোষ্যবর্গ নওতো তুমি কেন এলে বিনা ডাকে
নেইকো তোমার বলা কওয়া অবলারা খাচ্ছে হাওয়া
উচিত নয় সেখানে যাওয়া এভাবে চট পট্ ॥

রাগমালা তালমালা

দর্গা—ঝাঁপতাল

এ কথা শুনে কৃষ্ণ তখন কয়—"তিনটি অক্ষরে নামটি আমার হয়।
অক্ষরে চিনে নিতে পারিলে তবেই তো আমার পাবে পরিচয় ॥
প্রথম অক্ষরকে ছেড়ে দাও যদি আমি তো যানের মালিক হ'য়ে যাই
দ্বিতীয় অক্ষর উঠায়ে দিলে আমি চিরকাল সবার যা' হই—তাই
তৃতীয় অক্ষর ছাড়িলে পরে আমি সেই বস্তু হই চরাচরে
আমার নামটি কি সেটা অন্তরে বুঝিতে তোমরা পেরেছ নিশ্চয়।"
বৃন্দা কয়—"আমরা বুঝেছি তোমার পিছনে দেখে চাবুক একখানি
ঘোড়া বলদের পিঠে পড়ে তা' রমণী হ'লেও আমরা এ জানি
প্রথম শেষ অক্ষর তুলে ফল না পাই মাঝেরটা তুলে যে কথাটি পাই
তুমি তা' হ'লে চল এখন যাই কিছুটা ঘুরে আসি এ সময় ॥"

পটদীপ—একতাল

কৃষ্ণ বলে—"কিন্তু চড়িলে একসাথে
সবার ভাড়া গুণে দিতে হবে হাতে
অন্য জনে ফেলে একে একে গেলে
ভাড়া নাহি পেলে নেই তেমন ক্ষতিক্ষয় ॥"

বৃন্দা কয় "পাই তোমার রীতের প্রতিবিম্ব
স্বঅশ্ব খাটিয়ে পাবে অশ্বডিম্ব
বেশ তবে হোক না তাই প্রথমে যাবে রাই
নিশ্চয় আপত্তি নাই মানিতে এ বিষয়

ভূপালি—ত্রিতাল

সারথি রাজোদ্যানে রথ তাড়াতাড়ি রাখে এনে
কিশোরীকে রথোপরে গোপীরা আনিল টেনে
আপনারা রহে তলায় সে রথ সাজায় ফুলমাথায়
শেষ হ'লে সকলে পলায় রাধাশ্যাম শুধু রথে রয় ॥
কিন্তু সে রথ চালাবে কে রাধাশ্যাম আলাপে মগন
কত কথা কত হাসি মাঝে মাঝে প্রেমালিঙ্গন
সখীরা কিছু পর আসে যায় রথোপর রাইএর পাশে
সারথি এই অবকাশে রথটি চালায় রাজোদ্যানময় ॥

গৌড় সারং—তেওড়া

সখীরা উলুধ্বনি দিয়ে নৃত্যগীত করে
রাইকে ঠেলে দেয় যাতে রাই কৃষ্ণের কণ্ঠ ধরে
রথ চারিধার ঘুরে যায় মৃগ মৃগী পিছে ধায়
ময়ূর নাচে অলি গায় দিয়ে রাধাকৃষ্ণের জয় ॥
মধ্যাহ্নে গোপীরা সব নেমে পড়ে রথ থেকে
কৃষ্ণ ভাড়া চাহিলে বৃন্দা কয় শ্যামকে দেখে—
"রথ রাখ রাজোদ্যানে তার ভাড়া দাও এখানে
আচ্ছা হিসাব লই মেনে দুই ভাড়ার হয় বিনিময় ॥"

শ্রীকৃষ্ণের তাপস্বী বেশে শ্রীরাধার গুণ কীর্ত্তন

ধ্রুপদাঙ্গ—ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

পূর্ব্ব গগনে রয় অরুণিমা সর্ব্ব দিকে অপূর্ব্ব সুষমা
ছড়ায়ে আপন রূপ মহিমা পথে তরুণী তাপসী চলে।
এ রূপসীরে হেরিবে বলি' মঞ্জুরিত হয় কুসুম কলি
মধুপানে রয় বিরত অলি গুঞ্জরণ করে দলে দলে ॥
বিহঙ্গ সঙ্গ নিয়ে বিহঙ্গীর কুজনে ভরায় অরণ্য প্রান্তর
ময়ুর ময়ূরীর অঙ্গ পরশি' নৃত্য কোরে যায় প্রীতিময় অন্তর
নৃত্য ভঙ্গীমায় তরঙ্গ ভঙ্গে সুনীল যমুনা আপনার অঙ্গে
অনঙ্গলেখ লিখে যায় রঙ্গে অনঙ্গমোহন দেখে তা' ছলে ॥
হেরে পথিকদল এক সন্ন্যাসিনী সারা অঙ্গে যার বিভূতি মাখা
রক্ত চন্দনে অনিন্দ্য সুন্দর কপোল উপরে রাধা নাম লেখা
রুদ্রাক্ষ মালা রয় দক্ষিণ হাতে কমণ্ডলুও রয়েছে সাথে
রাধা বন্দনায় সে আছে মেতে গানের সুরে সে এ কথা বলে—

কীর্ত্তনাঙ্গ—পল্লীগীতি—দাদরা

"মনের সাধে বলি রাধে
আর অবাধে ঘুরে বেড়াই।
রাই আমার গান রাই আমার প্রাণ
মুস্কিল আসান করে আমার রাই ॥
রাই হল ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী
ব্রজবাসীরা পায় সবই রাই সেবি'
বল তাই রাই নাম বিধি হবে না বাম
উজ্জ্বল পরিনাম সন্দেহ নাই ॥
রাই দেয় সব শক্তি প্রীতি প্রেম ভক্তি
এই রাইনাম আনে সবার তরে মুক্তি
রাই মহাসতী পরমা প্রকৃতি
লয় সৃষ্টি-স্থিতি এ জানে সবাই ॥

রাই কল্পতরু রাই মহাগুরু
রাই মন্ত্রের শেষ রাই মন্ত্রের শুরু
রাই ফুলের বরণ চাঁদ সূর্য্যের কিরণ
ভজি' রাইএর চরণ পাই যাহা চাই" ॥

কীর্ত্তন

রাইএর বন্দনা গান শুনি' ছুটে আসে সব গোপিনী
দেখে সেথায় সন্ন্যাসিনী বলে তারে কাছে ডেকে—
"কে তুমি এই গান গেয়ে যাও আমাদের প্রাণ জুড়ায়ে দাও
বল রাজোদ্যানে কি চাও এলে তুমি কোথা থেকে ?"
হেসে সন্ন্যাসিনী বলে— "থাকি আমি গগন তলে ।।
আমার রাই সোহাগিনী নাম প্রচারিত বৈষ্ণব দলে ॥
একটি মাত্র ভিক্ষা আছে নিয়ে চল রাইএর কাছে
আমার এ অন্তর যা' যাচে রাইকে শুধু বলা চলে ।।
অনেকটা দূর হ'তে আসা পূরাও আমার মনের আশা
আমার প্রাণের কি পিপাসা বোঝায় আমার নয়ন জলে ॥
গোপিনীরা নিয়ে আসে । তাপসীকে রাইএর পাশে ॥
এবারে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ বুঝিতে নারে আভাসে ।।
কারো সন্দেহ নেই চিতে মালা গাঁথা সমাপিতে
কিছু দূরে ফুল তুলিতে গেল আপন অভিলাষে ।।
রাই রূপ সদা রয় চেতনায় জানে কি ফুল রাইকে মানায়
ক্লান্তি নেই সে সব ফুল আনায় রাইকে সবাই ভালবাসে ।।
দেয়াশিনীকে রাই শুধায়— "রাধা নামটি পেলে কোথায় ?
এর আগে কখনও আমি ব্রজে দেখি নি তো তোমায় ?
আমি দূর হ'তে শুনছিলাম গাইছিলে তুমি রাধা নাম
রাধা নামের নেই কোন দাম অনর্থক আন রসনায় ।।
নামই যদি শুনিতে হয় বল কৃষ্ণ নাম প্রেমময়
সব মাধুর্য্য ও নামে রয় প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায় ।।'

দেয়াশিনী কয় উত্তরে— "তরে জীব রাধা নাম ক'রে ॥
আমিও রাধারাণী নাম হৃদয়ে রেখেছি ধ'রে ॥
রাধা নামে সবাই সুখী ও নাম করে পশু পাখী
আমি তো তাই বনে থাকি রাধা নাম শুনি প্রাণ ভ'রে।
রাধা যমুনায় করে স্নান তাই যমুনায় বহে উজান
চরণামৃত ক'রে পান ছন্দ পায় প্রতি লহরে" ॥

এ বন্দনা স্তুতি শুনিয়া শ্রীমতি
হয় লজ্জিতা অতি মনে মানে বিস্ময়।
কণ্টকিত অঙ্গ চাহে নিবিড় সঙ্গ
হল স্বরভঙ্গ উদ্বেলিত হৃদয় ॥

রাই বলে তাপসীর কোলে প'ড়ে ঢ'লে—
"রাই নাম শোন আমায় ভালবাস ব'লে ॥

তোমার প্রেমের পরশ হয় মূর্ত্তিমান
দেহ হ'ল অবশ হৃদয় ও যায় গ'লে ॥
তোমার ও নিঃশ্বাসে কম্প পুলক আসে
দিতে সব নিঃশেষে হৃদয় তুফান তোলে ॥"

দেয়াশিনী বলে—"তোমার প্রেম অমলিন।
মহাপ্রেম গড়ে তাই কাম গন্ধ হয় বিলীন ॥

আমার মন পাপিয়া ডাকে মথি' হিয়া
'রাই পিয়া রাই পিয়া' প্রতি ক্ষণ রাতি দিন ॥
খেয়া দেয় মন তরী রাই নদী তাই তরি
রাই-চর সহচরী দেখেও হই উদাসীন ॥

শোন রাই কিশোরী তাপসীর বেশ ধরি
তোমার নামানন্দে মেতে।
রাই নাম করিবারে সবার দ্বারে দ্বারে
ঘুরি আমি পথে যেতে ॥

নাম না জানি অন্য রাধা নামে ধন্য
হ'য়ে ফিরি এ সংসারে।
পরিশ্রান্ত হ'লে ডুবি রাধা ব'লে
রাই নাম শান্তি পারাবারে ॥
ফুলের দল সরায়ে নয়ন যায় জুড়ায়ে
হেরি রাই নাম লেখে রেণু।
নয়ন মণি 'পরে রাই নাম লেখা ধরে
মরাল, শিখি, মৃগ, ধেনু ॥
প্রথম বাতাস ভোরে নদীজল ওপরে
কুঞ্জনে রাধানাম লেখে।
রবি বসে পাটে রাই নাম রয় ললাটে
তোমার সিঁথির সিঁদুর মেখে ॥
সৌদামিনী চলে তাতে রাই নাম জ্বলে
কৃষ্ণ মেঘেতে হয় হারা।
রাই নাম সিন্ধু বুকে কৌমুদী যায় লিখে
রাই নামে সারি দেয় তারা ॥
তুমি একাধারে ধরেছ আমারে
আর ধর মহেশ্বর, বিধি।
তুমি বরুণ, ইন্দ্র তুমি শমন, চন্দ্র
সর্ব্ব দেবীর নয়ন নিধি।
তোমার চরণ পল্লব সব দেব দেবীর দুর্ল্লভ
কে তোমার মহিমা জানে।
তুমি ইষ্ট আমার জপিয়া নাম তোমার
আমি সব তৃপ্তি পাই প্রাণে ॥
তুমি প্রেমগুরু প্রেম কল্পতরু
সর্ব্ব রস সৌন্দর্য্যের আকর।
জ্ঞান-আলো যাই চেয়ে যার এক কণা পেয়ে
এত উজ্জ্বল হয় দিবাকর ॥

আধুনিক—কার্ফা

শুনিতে শুনিতে সে গান সেই ক্ষণে রাধিকার।
মনে হ'ল কৃষ্ণ সাথে মিশে হবে একাকার ॥
স্বর্ণলতা শীর্ষ সম দু'বাহু বাড়ায়
কৃষ্ণ মহীরুহ কণ্ঠ ঘিরিয়া জড়ায়
কেহ কারো আঁখি হ'তে আঁখি না সরায়
প্রেমের আদান প্রদান চলে কটাক্ষে বারে বার ॥
কিশোরীকে কোলে নিয়ে বসে তাপসী
কৃষ্ণের মুখে রাধিকার মুখ যেন দুই শশী
কত মধুর হাসাহাসি কত ভাল বাসাবাসি
অঙ্গে অঙ্গ মেশামিশি রহে দুজনার ॥
সখীরা সব এসে পড়ে এই অবসরে
কৈলাসেরই শিব দুর্গা নয়নে পড়ে
সরাতে না পারে দৃষ্টি রাধাশ্যাম 'পর পুষ্প বৃষ্টি
ক'রে তারা সুর সৃষ্টি ক'রে গায় এবার—

ভজন—ঝংলা ভৈরবী—কার্ফা

প্রেমময়ী রাই কিশোরী প্রেমিক শ্যামের আধা।
একই বৃন্তে দুটি কুসুম এক প্রেমডোরে বাঁধা ॥
রাই কিশোরী হয় কণ্ঠস্বর ঘনশ্যাম হয় তার ভাষা
রাধারাণী হয় অনুরাগ কৃষ্ণ তাতে ভাল বাসা
রাধিকা হয় আশালতা শ্যাম মূর্ত্তিমান সফলতা
রাধাশ্যাম আনে পূর্ণতা দূর করে সকল বাধা।
রাধারাণীর প্রেমে কৃষ্ণ হয় ত্রিভঙ্গ নটবর
রাইকে অনুসরণ ক'রে কৃষ্ণ হয় সর্ব্বগুণাকর
রাধিকার মহিমা নিয়া শ্যামের বাঁশী মোহনিয়া
কৃষ্ণ সুরে ভাষা দিয়া বাঁশীতে বলে রাধা।

শ্রীরাধা হয় গুরুমন্ত্র কৃষ্ণ হয় মন্ত্রের ঠাকুর
দুটিতে মিশিলে তবে উদ্গত হবে প্রেমাঙ্কুর
রাধা পথের দিশারিণী শ্যামকে পথের সম্বল চিনি
দাও রাধাশ্যাম জয়ধ্বনি তবেই হয় মন্ত্র সাধা ॥

শ্রীমতীর রাখাল বেশ

রাগমালা তালমালা

আহিরী ভাঁয়রো— ঝাঁপতাল

হৃদি বেদনার বৃন্তটি ভরি' 'প্রস্ফুটিত হয় আশা মঞ্জরী
কৃষ্ণ আসে না তাই রাই কিশোরী কৃষ্ণের আসা পথ সদাই
চেয়ে রয়।
প্রাণের কানুকে নিয়ে বসন্ত বিদায় নিল তাই হৃদয় অশান্ত
পুণর্মিলনের চিন্তার নাই অন্ত এবার তাই রাধা সখীগণে
কয়—
"ও সখি শ্যামের দেখা যে না পাই আমার মন রহে উতলা সদাই
শ্যামের মত তাই ছদ্মবেশ ধরি' শ্যাম যেথা আছে চল্ সেখানে
যাই
ললিতা তবে সাজ তুই বলরাম বিশাখা চিত্রা হ' সুদাম
শ্রীদাম
চন্দ্রাবলি তুই হ'রে বসুদাম সুবল নামে হোক বৃন্দার
পরিচয় ॥"
এভাবে রাইএর আজ্ঞায় সখীগণ রাখালের সাজে ছদ্মবেশ ধরে
রাখাল রাজার বেশ ধরে রাধিকা প্রাণাধিক সাথে মিলনের তরে
মোহন চূড়াটি বামে রয় বাঁকা তার উপর বাঁধা রয় শিখি
পাখা
হ'ল অলকা তিলকা আঁকা চন্দ্রবদনে যেমন কৃষ্ণের হয় ॥

দুগ্ধ-সর সাথে কাজল মিশিয়ে কিশোরীর অঙ্গ হয় কালো করা
চরণ কমলে নূপুর তো আছেই হ'ল না শুধু আল্‌তাটি পরা
পরিধান করে সেই পীত বসন বনমালা আর ফুলের রয় ভূষণ
মোহন মুরলী রাই করে ধারণ নকল শ্যাম বোঝা কারো সাধ্য নয় ॥

আশাবরী—ত্রিতাল

মহামায়া বুঝে নিল কিশোরীর মনের অভিলাষ
কৃষ্ণের ধেনুদলের মত ধেনুদল পাঠায় রাধার পাশ
তারাও শ্যামলী ধবলি বাঁশীর সুরে আসে চলি'
বাঁশীর সুরে রাধা বলি' রাধা বাজায়—কি অভিনয় ॥
যোগমায়া যোগাযোগ করে যাতে তার স্নেহের দুহিতা
কৃষ্ণের সাথে খেলায় পারে করিতে প্রতিযোগিতা
রাখালদের মত চালচলন আর কণ্ঠস্বর পায় গোপীগণ
কৃষ্ণরূপী রাধার এখন জয় দিবে ব'লে কৃষ্ণের জয়।

রাগপ্রধান—বৃন্দাবনী সারং—একতাল

আসল কৃষ্ণ আসে গোচারণের আশে
বলরাম তার পাশে পিছে রয় রাখালগণ।
আসে ধেনুগুলি উড়ায় পায়ে ধূলি
কখনও মুখ তুলি কৃষ্ণে করে দরশন ॥
যমুনা পুলিনে সেদিন কি যে শোভা
প্রতি কলি ফোটে হ'য়ে মনলোভা
তরুশাখে থাকি' নাচে কত শিখী
ফুলরেণু মাখি' অলি গানে মগন ॥

গোঠে কৃষ্ণের কাছে আসে কিশোরীর দল
মিশে খেলা করে দু'দল আসল নকল
কে যে কে খেয়াল নাই আনন্দ পায় সবাই
ছুটো ছুটি হৈ হাই কে কার করে গনন ॥
দু'জন বলরামের হয় শিঙাও সমতুল
তাই শিঙা হ'ল নাম জিজ্ঞাসা করার মূল
জয়ীর দলে এসে দু'জনেই এক বেশে
ফুৎকার দিল হেসে দুই শিঙার এক গর্জ্জন ॥
খেলায় দুই রাম পড়ে দু'দলের এক ভাগে
আসল রামের মনে তাই সন্দেহ জাগে
তবু ভাবে আগে মধু এই নিদাঘে
খেয়েছে তাই লাগে চোখে নেশা এমন ॥
হাত পা ভেঁজে নিয়ে তাই এ নেশা কাটায়
বারেবার রগ্‌ড়ায়ে চোখ ভালো ক'রে চায়
কিন্তু তবু হেরে তার মত রূপ ধ'রে
আর এক বলাই ঘোরে শিঙাও করে ধারণ ॥

রাগপ্রধান—মিশ্রাকি তোড়ি-তেওড়া

বলরাম চিন্তা করে অসুর এক তার রূপ ধরে
তাই শুধায় ঘৃণাভরে নকল রামকে বলরাম—
"এই শোন তুই এদিকে আয় বল্ তো তুই থাকিস কোথায়
সত্যি ক'রে বল আমায় কি হয় রে তোর আসল নাম।
নকল বলরাম বলে কণ্ঠ এক সুরে সাধা—
"আমায় চিনতে পারছ না আমি কানাইএর দাদা"
আসল বলাই রেগে কয়— "এখানে চালাকি নয়
জানিস মিথ্যা কথায় হয় কি ভয়ঙ্কর পরিনাম ?"
রামরূপে ললিতা কয়— "ভজিয়ে দেব তোমায়
ডাকো কানাইকে তুমি বিশ্বাস করবে তার কথায়

দুজনেই শিঙা ধ'রে বাজায় কানুর নাম ক'রে
দুই কানাই এসে পড়ে একরূপ নয়নাভিরাম ॥
বলাই বলে "কানু তুই কি ক'রে হলি দুটো
বল এখন তাড়াতাড়ি কে আসল কেইবা ঝুটো"
দুই বলরামের পানে কৃষ্ণ চায় আড় নয়নে
আরও দেখে যায় সামনে দুই দাম আর দুই বসুদাম ॥
কৃষ্ণ কয়—"দেখ্‌ছি আসল দাদা চেনা নয় সহজ
ভাবতেই পারছি না আমার দাদা কেন হয় যমজ"
বলাই বলে—"সে কিরে চেয়ে দেখ আমায় ফিরে
আমি তোর আসল দাদা আমাকেই করিস প্রণাম ॥"

কীর্ত্তন

আসল বলরাম সেইক্ষণে চিন্তা করে মনে মনে
'আমাকে আজ কি কারণে আমারই ভাই যাচ্ছে ভুলে।
এই যে পড়েছি গোলমালে আগেকার ভাই কানু হ'লে
সব কিছু দিত সামালে বলতে হত না মুখ খুলে ॥
বলাই মনে কয় ক'রে ক্রোধ— 'এতো দেখছি মহাবিপদ ॥
দাদা আমি ভাইএর ওপর আছে আমার কর্ত্তব্যবোধ ॥
একটা দেখছি আছে উপায় কানু যখন বাঁশী বাজায়
ধেনুদল ছুটে এসে যায় না মানে কোন প্রতিরোধ ॥
এ পরীক্ষাটাই হোক এবে আসল নকল বোঝা যাবে
নকলের ওপরে তবে নিতে হবে এর প্রতিশোধ ॥"
বলাই কয় হাসি উজলি'— "কানুরা বাজাও মুরলী ॥
আর আমি ভাবতে পারছি না কাকে যে আমি ভাই বলি ॥"
আসল কানু বাজায় বাঁশী দাঁড়াল ধেনুরা আসি
বলরামের মুখে হাসি ফোটে যেন কুন্দ কলি ॥
বলরাম হয় খুশী বেজায় কিন্তু মুখের হাসি মিলায়
নকল কানু বাঁশী বাজায় ধেনুসকল আসে চলি' ॥

ব্যবহারিক নীতি জাগায় না প্রতীতি
করে বিচারপতি আপন কেশাকর্ষন।
অগ্রজ প্রতীক্ষ্য হেরে ফল প্রত্যক্ষ
বিচার হয় না সূক্ষ্ম রুক্ষ্ম হয় মেজাজ মন ॥
মৌখিক পরীক্ষা তাই এবারে শুরু হয়।
শ্রীমতী কানুকে ডেকে বলরাম কয়—
"বল তুই খেতে কি চাস্ নিজের হাতে কি খাস্
সত্যি বল আমার পাশ আর মোটেই দেরী নয় ॥"
বলে নকল কানাই— "ননীটা বেশী খাই
নিজে না খাই—মা তাই খাইয়ে দেয় সব সময় ॥"
"সারাদিন কি করিস"—শুধায়ে যায় বলাই।
নকল কানু বলে—"আমার কাজের শেষ নাই।
আমি গোপের ছেলে সকাল বেলা হ'লে
নিয়ে ধেনু দলে নিতি গোঠে চরাই ॥
বন্ধুগণের সাথে গোপীদের ঘর হ'তে
ননী চুরি করতে দুপুর বেলাতে যাই ॥"
বলাই কয়—"তুই কি কি করেছিস বল নিধন"।
নকল কানু বলে—"কত করবে গণন ॥
প্রথমেতে নাশি পুতনা রাক্ষসী
তারই বুকে বসি দাঁত ওঠে নি তখন ॥
তৃণাবর্ত্তে মারি বৎসাসুর সাবাড়ি
বকাসুর অঘাসুর বধি হাতে আপন ॥"

রাগমালা—তালমালা

ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল

নকল কানু যা কয় প্রশ্নোত্তরে আসলকে তা না শোনানোর তরে
বলরাম ফন্দি আঁটি' অন্তরে আসলকে দূরে থাকিতে বলে।

শেষ হয় নকলের পরীক্ষা নেওয়া আসল কানুকে হ'ল ডাক দেওয়া
ভাই কানুর পানে হয় এবার চাওয়া বলরাম প্রশ্ন করে বিরলে ॥
বলাই উত্তর সব পায় যথাযথ আসল কেনই বা যাবে ঠকিতে
বলরাম ভূমে বসে পড়ে তাই অন্য উপায় বার করে চকিতে
সহসা রামের মনে প'ড়ে যায় কানুর মুখে সে ক্ষীরের গন্ধ পায়
সে গন্ধ নেবার রয়েছে উপায় চুম্বন করিলে মুখ মণ্ডলে ॥

তিলং—ত্রিতাল

আসল কানু রয় সমুখে বলাই তাকে আদেশ দেয় তাই
"তুই আমার মুখে মুখ দেতো যাতে তোর মুখের গন্ধ পাই"
রামকে জড়ায় আসল এরপর কৃষ্ণাধরে রয় রামাধর
নীল অলি শুভ্র পদ্মোপর বাহু পরস্পরের গলে ॥
একই নারায়ণ ধরেছে রামকৃষ্ণ রূপ দুই বিভিন্ন
অধর গন্ধ নেয় আনন্দে এঁকে দিয়ে প্রেমের চিহ্ন
রাম আদরে ভরায় হৃদি হয় যেন ভাদরের নদী
কৃষ্ণ প্রেমে জন্মাবধি বলরামের অন্তর গলে।

শুদ্ধকল্যান—তেওড়া

ক্ষীর গন্ধ পেয়ে বলাই নকলকে ডাকে এবার
আসল কানু কয় "দাদা এ তোমার কেমন বিচার
আমার অধর রস ভরে তোমার মুখ আর অধরে
অন্য কাউকে এর পরে চুম্বন না করা চলে।
অন্যেরে চুম্বন ক'রে তার মুখের কিরূপ গন্ধ
পাবে না বিচারও তাই হবে না ভাল মন্দ
তার মুখের গন্ধ নিতে তোমায় মুখ হবে ধুতে
যমুনা রয় কাছেতে মুখ ধুয়ে এস জলে" ॥

বসন্ত—একতাল

বলাই যুক্তি মানে যায় যমুনার পানে
পথে ফোটা ফুলের মধু কিন্তু টানে
রাম মধুপান করে শ্যাম এ অবসরে
নকল শ্যামে ধরে টানে করতলে ॥
কিশোরীও গেল কৃষ্ণের কাছে সরি'
আবেগে পুলকে পরিবেশ পাসরি'
ভুলে যায় আপন ছল বয় প্রেমের অশ্রুজল
শ্যাম ধ'রে করতল কয় প্রেম-বিহ্বলে—

আধুনিক—কার্ফা

আমার প্রাণ মন তুমি করেছ চুরি।
তবুও কি আশা তোমার যায় নি পূরি' ॥
বুঝিতে পেরেছি আমি আজি তোমায় দেখে
বাহিরে যা আছে আমার গেল এখন থেকে
আমার বাহির অন্তর রহে সব তোমার উপর
নিরাকার হ'য়ে এরপর বেড়াব ঘুরি' ॥
শ্রীরাধা—আপনার মন হারিয়ে পেয়েছি তোমার মন
তোমার বাঁধনে আমি রই রাধিকা রমন
এ মন ঘরে অনুক্ষণ করে যে কেমন কেমন
পান করি তাই ছলে এমন শ্যামরূপ মাধুরী ॥
রাধাকৃষ্ণ—বিচ্ছেদের ব্যথা সব ভুলে এস করি আলিঙ্গন
নিজেরাই প্রেমের পরীক্ষা এভাবে করি গ্রহণ
যাবে পরিচয়ের দ্বন্দ্ব পাব অধর সুধার গন্ধ
মিশে গিয়ে মহানন্দ দিক ভুরি ভুরি।

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

ঘুম ঘুম কমল আঁখি যেন ফুটিতে চায় না।
শ্যাম সঙ্গ ছেড়ে কিশোরী আর উঠিতে চায় না ॥

নকল কানুর তনুখানি বিকল হ'তে পারে জানি
আসল কানাই বিশাল বুকে নকল কানুকে নেয় টানি'
সম্বিৎ ফিরে আসে এবার সময় এল বিদায় দেবার
শ্যাম ছাড়ে কিন্তু রাই যাবার পথটি আর খুঁজে পায় না ॥
রাধার মোহন চূড়া খোলা শিখি পাখা ঝোলে মাথে
রাধার অঙ্গের অনুলেপন মোছে ঘামে অশ্রুস্রোতে
শ্যাম বেঁধে দেয় মোহন চূড়া শিখি পাখা করে খাড়া
কিন্তু ভূমে বাঁশী পড়া রাধার মুঠিতে যায় না।

ভজন—মিশ্র পিলু—কার্ফা

রাধাশ্যামের যুগল মিলন ব্রজবাসী দেখে যায়।
রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারি' অতাব আনন্দ পায় ॥
কৃষ্ণনাম শ্রবণে গেলে কিশোরী আঁখি খোলে
চেতনা ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে মাথা তোলে
শ্যাম নয়নে নয়ন পড়ে লজ্জায় কিশোরী সরে
ললিতা বৃন্দা হাত ধরে তবে রাই উঠে দাঁড়ায় ॥
যোগমায়ার যোগাযোগে পেল আশায় সফলতা
শ্যামের সাথে হ'ল রাধার মিলন আর মনের কথা
বলরাম আসিছে ফিরে রাই ভাসে তাই আঁখিনীরে
সখীরা রাধিকায় ঘিরে চলে মাগিয়া বিদায় ॥

বস্ত্রহরন

রাগপ্রধান—জয়জয়ন্তী—ত্রিতাল

মৃদু বরিষন ক্ষান্ত ঋতু শরতের শেষ।
অন্তর বাহিরে পূর্ণতা শূন্যতার নাহি লেশ ॥
সোনালী ধানের ক্ষেত ছাড়িয়ে প্রান্তরে
দিনান্তে শান্তা দিগ্বধূ সীমন্তে সিন্দূর ধরে
হেমন্ত লক্ষ্মী দেয় দেখা নাম ধরে হৈমন্তিকা
প্রান্তিকের গান শোনে করি মনোনিবেশ ॥

হৈমন্তিকার ক্লান্তি সবই কৃষ্ণ কান্তা মাঝে
প্রেমের আন্তরিকতায় ভ্রান্তি কিছু না রয় সাজে
কামনা কুসুম অজান্তে ফোটে রাধার চিন্তা বৃন্তে
জনান্তিক চলে তার করি অনন্তদেবে উদ্দেশ ॥

কীর্ত্তন

পরম বৈষ্ণবী তাপসী প্রেমময়ী পৌর্ণমাসী
শ্রীরাধিকায় ভালবাসি আপন ইচ্ছায় উপস্থিত হয়।
অষ্ট-সখী পরিবৃতা শ্রীরাধা রয়েছে যেথা
মহানন্দে এসে সেথা ওদের উপদেশ দিয়ে কয়—
ব্রত কর কাত্যায়নীর। ফল চাইবে—অন্তর নীলমণির॥
এর চেয়ে আর কিছু ভালো না হ'তে পারে রমণীর ॥
বিধিতে ব্রত সাধিয়ে যোগমায়াকে আরাধিয়ে
কৃষ্ণকে রাখ বাঁধিয়ে শেষ হবে সাধন সরণীর ॥
এই হেমন্তের প্রথম মাসে কালী করুণা প্রকাশে
একনিষ্ঠ অভিলাষে পূজা কর মা শিবাণীর ॥
কৃষ্ণ চৌদ্দ ভুবনের সার। কৃষ্ণের আবার দয়া অপার ॥
কৃষ্ণকে আপনার ক'রে পেতে তাই কর অভিসার ॥
কৃষ্ণ ভাব কৃষ্ণে ভজ পার তো এ সংসার ত্যজ
কৃষ্ণপ্রেমে সদাই মজ এমন প্রেমানন্দ নেই আর ॥
যে কৃষ্ণে ব্রহ্মা শিব না পায় সে কৃষ্ণ দেবতায় না চায়
কৃষ্ণের শরণ যে মন কায় নিতে পারে কৃষ্ণ হয় তার ॥"
এ উপদেশে কিশোরী। ল'য়ে অষ্ট সহচরী ॥
পালন করে নিষ্ঠায় অতি কাত্যায়ণীর ব্রত ধরি' ॥
অতি শুদ্ধ অন্তঃকরণ এক উদ্দেশ্য এক প্রাণমন
ক'রে চলে ব্রত পালন শ্যাম পতি কামনা করি' ॥
প্রতিজ্ঞা করে শ্রীমতি শুধু হবে কৃষ্ণ পতি
কৃষ্ণই তার একমাত্র গতি কৃষ্ণ চিন্তা রয় মন ভরি' ॥

আচারে রাখে না ত্রুটি। সজাগ চক্ষু কর্ণ দু'টি ॥
কাত্যায়ণীর পূজা করে কুসুম দিয়ে মুঠি মুঠি ॥
দেবীর চরণ হাতে ধরে সাষ্টাঙ্গে রাই ভূমে পড়ে
যেন মায়ের চরণ 'পরে সহস্রদল কমল ফুটি' ॥
রাধার 'পরে কি যোগমায়া এতেও হবেনা সদয়া
হ'য়ে বিঘ্নময়ী ছায়া দেখাবে করাল ভ্রূকুটি ?
করিতে হবে অভিসার। না পেয়ে ভয় বিভীষিকার
চারিদিকে ঘিরে রবে নিবিড়তম অন্ধকার ॥
অরণ্য ভরা শ্বাপদে কত বিপদ পদে পদে
সর্প বিচরে অবাধে বন্য প্রাণীর নানা হুঙ্কার ॥
পথটি রয় কণ্টকাকীর্ণ চরণতল করে বিদীর্ণ
তবুও ঐ পথটি ভিন্ন অন্য কোন পথ নাহি আর

রাই চায় সারাৎসারে তার কি ভয় সংসারে
চলে অভিসারে সত্য পথটি জেনে।
চায় ত্যজি রতন হার শ্যামপ্রেমোপহার
করে সুখ পরিহার রাধা হার না মানে ॥
অনুশীলন করে রাধা না পেয়ে ভয়।
দুর্গম অরণ্যের তাই অভিসারিকা হয় ॥
পথে কাঁটা ফেলে তার উপরে চলে
ফোটে চরণ তলে কাঁটার সে ব্যথা সয়
পথ করিতে পিছল আপনি ঢালে জল
পদাঙ্গুল হয় সম্বল সাধনায় লভে জয় ॥
অনুশীলন করায় কত যে আনন্দ।
পরিশ্রমের ফল—মিলিবে গোবিন্দ ॥
ঘন আঁধার পথে যেতে হবে রাতে
তাই চলে দু'হাতে আঁখি ক'রে বন্ধ ॥

ধর্ম্মে রেখে বিশ্বাস করে শ্রমের অভ্যাস
সহে সব উপহাস লোকের কথা মন্দ ॥

পল্লীগীতি

কষ্ট করলে কৃষ্ণ মেলে অষ্ট সখীকে তাই ডেকে
জল ঢালা পথে চলে রাই কখনও যায় মুখ ঢেকে ॥
কুটিলা ললিতায় বলে— "কি হচ্ছে তোমাদের এ সব"
মনে মনে কয় ললিতা 'এতে ধরা দেবে কেশব'
কিন্তু মুখে বলে হেসে— "এতে রূপ যৌবন সব আসে
এ ব্রত হয় কার্ত্তিক মাসে এ সব কথা শাস্ত্রে লেখে ।।"
রূপযৌবন ফিরে পেতে কুটিলাও মনে মনে চায়
দু'হাতে চোখ বন্ধ ক'রে ঘরের পানে তাই ছুটে যায়
জটিলা ছিল দরজায় সজোরে ধাক্কা মারে তায়
পড়ে বুড়ী গোবর গাদায় ধাক্কার চোটে দরজা থেকে ॥
গোপের বাড়ী অনেক গোবর গর্ত্তে ভরা রয় গাদিতে
জটিলা গোবরে পুঁতে গিয়ে লাগিল কাঁদিতে
গোবর ঝেড়ে মেয়ে তোলে মেয়েকে মাতা যায় বোলে—
"চোখের মাথা খেয়েছিস্ তুই পথে চলিস না দেখে ।।"
চোখ বুজে চলা ভাল নয় কুটিলা ভেবে এরপরে
কষ্ট ক'রে কলসী কলসী জল এনে পথ পিছল করে
যেমনি চলে সে পথ ধ'রে চিৎপাত হয়ে গেল প'ড়ে
সারা অঙ্গ গেছে ছ'ড়ে ঘরে এল কাদা মেখে ॥
জটিলা কয়—"হাতে হাতে ফল পাস্—গেলি পাঁকে পুঁতে"
কুটিলা কয়—"গেলাম হারি' পিছল পথে যেতে যেতে"
জটিলা কয়—"কি সর্ব্বনাশ হাঁড়ি খেতে গেলি কার পাশ'
কুটিলা কয়—"খেলি হাড় মাস মরিস না বয়েসে পেকে ।।"

বাহার—ত্রিতাল

কাত্যায়ণীর ব্রত করে রাই কিশোরী।
চোখে হেরে বনমালী কালী অন্তরে স্মরি'॥
কালী ধ্যান নিত্য করা চাই নিলে কাত্যায়ণীর ব্রত
চতুর্ভুজা শ্যামা মূর্ত্তি হয় না রাধার মনের মত
তাই শঙ্করী দিগম্বরী দাঁড়ায় পীতবসন পরি'
খড়্গ ছেড়ে চতুর্ভুজা দ্বিভুজে ধরে বাঁশরী॥
নৃমুণ্ডে প্রচণ্ড ভয় পায় রাধারাণী ব্রজবালা
শ্যামা মুণ্ডমালা ফেলি' গলে নিল বনমালা
নয়ন দিতে নয়ন 'পরে ত্রিনয়না দু'চোখ ধরে
ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়ায় বঙ্কিম চাহনি ধরি'॥
এলোকেশ ভালবাসে না শ্রীরাধা, তাই কাত্যায়ণী
চাচর চিকুর মোহন চূড়ায় শ্রীমুখের বাড়ায় লাবণি
শিরে ধরে শিখিপাখা অলকা তিলকা আঁকা
শ্যামা হ'ল শ্যাম বাঁকা রাধার প্রেমে বাঁধা পড়ি'॥

তোড়ি—তেওড়া

সঙ্কল্পিত সে সময় গুণে গুণে এক মাস হয়
আর মাত্র উদ্যাপন রয়— শেষের ব্রত অনুষ্ঠান॥
উদ্যাপনের দিবসে উঠে অতি প্রত্যূষে
রাধা যমুনায় আসে মহানন্দে ভরা প্রাণ॥
ইষ্টা মা কাত্যায়ণীর বালুকা মূর্ত্তি গড়ি'
পূজা করে কিশোরী আর অষ্ট সহচরী
সাজায় নৈবেদ্যের থালি রাখে ধূপ প্রদীপ জ্বালি'
দেয় চন্দন পুষ্পাঞ্জলি গায় মাতৃ-বন্দনা গান॥

শ্যামা অভীষ্ট দাত্রী শ্যাম অভীষ্ট পাত্র
পূজা সুসম্পন্ন হয় এবার ধুতে হয় গাত্র
সবে ভাবে রয় রাত্র যাবে না কারও নেত্র
লজ্জা নেই কিছুমাত্র বিবস্ত্রা ক'রে যায় স্নান ॥
পূজিতা উলঙ্গিনী তাই সকল পূজারিণী
বসন সব খুলে রাখে কূলে ভয় নাহি মানি'
সকল গোপীরা মিলি' ক'রে যায় জলকেলি
যমুনা আঁখি মেলি' হেরে—না তুলে তুফান ॥

কীর্ত্তন

গোপীদের ভাঙিতে লজ্জা ভোরে কৃষ্ণ ছেড়ে শয্যা
আসে, অঙ্গে গোঠের সজ্জা কৃষ্ণাঙ্গ ঢাকে অন্ধকার।
কদম গাছের শাখে শাখে বসন তুলে একে একে
কদম পাতায় সে সব ঢাকে এমন কি অঙ্গ আপনার ॥
উষা এবার আলো ছড়ায়। রাতের সব অন্ধকার হরায় ॥
সে আলোয় আৎকিয়া ওঠে গোপীরা—কূলে চোখ পড়ায় ॥
রেখে আসা বসন কূলে চোরে নিয়ে গেছে তুলে
বোঝে নিজেদেরই ভুলে তারা অঙ্গের বসন হারায় ॥
করাঘাত করে কপালে সবাই কেন নামলো জলে
এক রমণীও আগ্‌লালে কার সাধ্য বসন সব সরায় ॥
এ দুখ ঘোচে না হয় অনুশোচনা
চকিতা লোচনা গোপীকাদের মনে।
আকণ্ঠ ডুবে রয় লজ্জায় কুণ্ঠিতা হয় ॥
কন্টকও অঙ্গময় জাগে শিহরণে ॥
গোপীনীরা ভয়ে উঠিল শিহরি।
গৃহে ফিরে যাবে এ ভাবে কি করি' ॥
কূলে যেথায় সেথায় সবাই দৃষ্টি ফেরায়
দেখিতে নাহি পায় আপন আপন শাড়ী ॥

ভেসে নয়ন নীরে কয় ইষ্টদেবীরে—
"ওমা বসন ফিরে পাই যেন শঙ্করী ॥
অবলা সন্তানে কর মাগো ক্ষমা।
এ বিপদে তরাও হরমনোরমা ॥
ছেড়ে রেখে বসন আর কখনও এমন
স্নান করিব না পণ করিতেছি শ্যামা ॥
ও যমুনা সখি কিবা যাও নিরখি'
বসন দাও যা রাখি তোমার কুলে জমা ॥
হে মাতা ধরিত্রী আমাদের পানে চাও।
করুণা ক'রে মা বসন ফিরায়ে দাও ॥
আমরা মা অবলা হয়েছি উতলা
পথে যায় না চলা ও মা বসন ফেরাও ॥
আমাদের মন নিষ্পাপ কেন দাও অনুতাপ
শুনেও এরূপ বিলাপ দুঃখ কি নাহি পাও ॥'

রাগমালা—তালমালা

যোগিয়া -ঝাঁপতাল

গোপীদের হ'ল অরণ্যে রোদন এবার তাই সবে হয় অধোবদন
জানাবে কারে এ মনের বেদন নীরবে শুধু চিন্তা করে যায় ॥
সবার মনে হয় এ কথার উদয় সমুখে তাদের যমুনার জল রয়
অতলে গেলে ডুবে মৃত্যু হয় প্রাণত্যাগ ভিন্ন নেই অন্য উপায় ॥
অশ্রুপ্লাবিত দু'নয়ন তুলে হেরে বারেবার যমুনার কুলে
ফাঁসীরজ্জুরূপ পরিচ্ছদগুলি যেখানে তারা রাখিল খুলে
পবনদেব যদি আনে উড়ায়ে তবে সব জ্বালা যাবে জুড়ায়ে
কিন্তু পবনদেব যায় মুখ ঘুরায়ে সাড়া নাহি দেয় কাতর প্রার্থনায়

ললিত—একতাল

পূরব গগনে বসে রঙের মেলা
ভেসে ভেসে চলে রাঙা মেঘের ভেলা
ভাবে গোপিনীগণ ও মেঘ পেলে এখন
ক'রে আত্মগোপন ফেরা যেত বাসায় ॥
প্রাণ ত্যজিলে দেখা হয় না কৃষ্ণের সাথে
গোপীদের বুকে শেল বাজে সে চিন্তাতে
কৃষ্ণে ভালবাসে রইবে কৃষ্ণের পাশে
স্নান করে সেই আশে ব্রত উদ্‌যাপনায় ॥

ভৈরবী—তেওড়া

সহসা রাধা হেরে জলের উপর সমুখে
দুই লাল চরণতল ভেসে পরশে তারই বুকে
চির চেনা এ চরণ যাতে নিতে চায় শরণ
বুকে ক'রে তাই বরণ করে রাধা কল্পনায় ॥
কিশোরী বন্ধ করে সম্পূর্ণ নড়াচড়া
প্রতিচ্ছবিতে দেখে শ্রীমুখ আর পীতধড়া
তাকে বাঁচাতে প্রাণে এসেছে প্রেমের টানে
সে প্রতিচ্ছবির পানে অপলক নয়নে চায় ॥

কীর্ত্তন

জলে নেই তরঙ্গ তাই ভাসে শ্যাম অঙ্গ
পীতধড়াও সঙ্গ নেয় শোভা কি মধুর।
লোহিত চরণতলে যমুনা উজলে
আনন্দ বিহ্বলে রাধার চিন্তা হয় দূর ॥
নীল যমুনার জলে রাতুল চরণ দুটি।
যেন দুই কোকনদ রহিয়াছে ফুটি ॥

কিশোরী সেইক্ষণে হেরে ভাবে মনে
ধরিবে কেমনে তার দু'হাতের মুঠি
নগ্ন বক্ষ আগে কৃষ্ণের চরণ লাগে
কম্প পুলক জাগে অশ্রু ঝরে উঠি' ॥

কাতরে বিধাতায় রাই প্রার্থনা জানায়।
এভাবে যেন তার জলে দিন কেটে যায় ॥

পেত ছুরি যদি আপন বক্ষ ভেদি'
সাজাত তার হৃদি এ দুটি রাঙা পায় ॥
কত পুণ্যফলে এই যমুনার জলে
কৃষ্ণের চরণ মেলে রহে চরণ ছায়ায় ॥

বৃন্দা ফেরে রাইএর পানে দেখে রাই যেন সাবধানে
রয় কিসের গোপন সন্ধানে কৌতূহল নিয়ে বলে তাই—
"ও রাই তুই বুঝি এই তালে পালাতে চাচ্ছিস পাতালে
তাই যেমন দেখে মাতালে সেরূপ তন্ময় হলি হুঁশ নাই ॥"
রাধার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে। বৃন্দা দেখে কাছে এসে ॥
কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব জলে দেখে বৃন্দা বলে হেসে—
"তাই বলি এখন আছে ভোর পরণের সব কাপড় চোপড়
চুরি করিবে এমন চোর কে আছে আমাদের দেশে ॥
ধরা তো পড়েছ এখন ফেলে দাও আমাদের বসন
কি যে মজা পাচ্ছ এমন দেখে আমাদের এ বেশে ॥
শ্যাম বাঁজিয়ে যায় মুরলী। কোনরূপ কথা না বলি' ॥
বাঁশী শুনে গোপীরা কয় জলেও অঙ্গ ওঠে জ্বলি'—
"ও শ্যাম আমরা কুলবালা কেন এমন বাড়াও জ্বালা
বাঁশী শুনে মধু ঢালা লোকজনেরা আসবে চলি' ॥
আমাদের দেখে এভাবে লোকে নিন্দুকের স্বভাবে
বলবে আমরা করি সবে তোমায় নিয়ে ঢলাঢলি ॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

কৃষ্ণের ভাবভঙ্গী হয় যেন কে কার ঝাড়ে বাঁশ কাটে।
গোপিনীদের লজ্জার হাঁড়ি ভাঙিবে যেন হাটে ॥
এক কানে শ্যাম শোনে কথা অন্য কান দিয়ে বার করে
একটা সুর শেষ করে আবার বাঁশীতে অন্য সুর ধরে
গোপীরা নাছোড়বান্দা হয় কাপড় সব ফেলে দিতে কয়
ওদের চীৎকারে এক সময় মনে হয় গগন ফাটে ॥

কীর্ত্তন

দেহে মনে কাঁপি' ভাবে সকল গোপী
এই বুঝি তীর ব্যাপী' জন'সমাগম হয়।
সূর্য্য উঠে গেলে কেউ দেখিতে পেলে
মান যাবে তা'হলে তাই তারস্বরে কয়—
"সাধ কি মেটে নি শ্যাম অন্তর চুরি করি'।
নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জাও নেবে হরি ॥
অবলাদের সঙ্গে খেল একি রঙ্গে
বসন যে নেই অঙ্গে আমরা লজ্জায় মরি।
তুমি অতি প্রিয় এ লজ্জা না দিও
তার চেয়ে প্রাণ নিও দেব তোমায় ধরি ॥
কিন্তু নারীর সাথে সেধ না তুমি বাদ—
আমরা মনে মনে গণিয়া যাই প্রমাদ ॥
যদিও নাম কালা সত্যিই তো নও কালা
বসন সব এই বেলা দান ক'রে মেটাও সাধ ॥
কেন দেখ মজা কেন দাও এ সাজা
কি হয়—বল সোজা আমাদের অপরাধ ?

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

উচিত নয় কুকর্ম্ম ক'রে কারো বিপদ ঘটানো।
ভাল নয় অযথা কারো নামে নিন্দা রটানো ॥

অন্যায় হয় নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা করা ভঙ্গ
যে রঙ্গে অন্যের ক্ষতি হয় ভাল নয় করা সে রঙ্গ
কার কাছে কি হয় প্রয়োজন তাই ধর সবাই প্রিয়জন
তাই চলে না কু আচরণ ক'রে লোককে চটানো ॥
কোন কিছুর উপরে লোভ ক'রে সেটা পাবার তরে
অসঙ্গত কর্ম্ম করার ফন্দী এঁটো না অন্তরে
তাই ভাল নয় ফাঁকি দেওয়া ভুলিয়ে ভালিয়ে নেওয়া
কিংবা হ্যাংলার মত চাওয়া কিংবা কাউকে পটানো ॥"

কীর্ত্তন

তবু নিয়ে মিথ্যার আশ্রয় কৃষ্ণ এবার উত্তরে কয়—
"তোমরা কলহ সব সময় কর কেন আমার সাথে।
নিজেরাই বসন সব ভুলি' রাখ গাছের ডালে তুলি'
এখন আমায় বসনগুলি দান করিতে হবে হাতে ॥
"কি না তুমি কর দান"— গোপীরা উত্তর দেয় সমান ॥
তোমারই তো দেওয়া লজ্জা লোভ ক্রোধ মান অভিমান ॥
তুমি তো দাও স্নেহ মায়া দাও পতি পুত্র তনয়া
তুমি কায়া আমরা ছায়া তুমি বিধি আমরা বিধান ॥
তুমি স্রষ্টা প্রাণী গড় সর্ব্ব অঙ্গই হাতে ধর
তারাই লজ্জায় জড়সড় যাদের কাছে দেহই প্রধান ॥"
গোপীরা প্রেম বিহ্বলে। একথা যদিও বলে।
তবু তারা গোপন অঙ্গ চেপে থাকে করতলে ॥
তত্ত্বকথা বলার পরে আপন বসন পাবার তরে
অনেক গোপী উঠে পড়ে দাঁড়ায়ে রয় কোমর জলে ॥
অন্তরে লজ্জা ঘৃণা ভয় থাকিলে কৃষ্ণ দূরে রয়
এ তিন বাধা যাতে দূর হয় কৃষ্ণ তাই বলে কৌশলে—
"ঐ উঠিলেন দিনমণি। প্রত্যক্ষ দেবতা উনি।
ওঁর সম্মুখে বিবসনা হ'য়ে হও অপরাধিনী ॥

প্রণাম কর দিবাকরে তোমরা সবাই যুক্ত করে
শিশুর ন্যায় সরল অন্তরে পাপক্ষয় হবে এখনি ॥
হৃদয়ে নাও শুদ্ধ ভক্তি মনে সঞ্চয় কর শক্তি
দেহাচ্ছাদনে বিরক্তি দেখায়ে হও সব ত্যাগিনী ॥"
গোপীরাও ভাবে না অন্য। ভাবে সৃষ্টি রক্ষার জন্য ॥
ভগবান পুরুষ ও নারীর দেহ গড়ে কিছু ভিন্ন ॥
পিতার কাছে শিশু যেমন সব অঙ্গই রাখে অগোপন
গোপীরাও কৃষ্ণে সমর্পণ করে মন-দেহ নগণ্য ॥
যুক্ত কর কপালে মেশে প্রণাম করে সূর্য্যোদ্দেশে
গোপীদের এই বিনা বেশে দেখে সূর্য্য হ'ল ধন্য ॥
কৃষ্ণ বসন দিল তবে। গোপীরা পরিল সবে ॥
কৃষ্ণ হেসে কয়—"তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ লাভ হবে ॥
যমুনার এই সুন্দর তীরে আমাকে পাবে অচিরে
শরতের পূর্ণিমা ফিরে এ ব্রজে আসিবে যবে ॥"
গোপীনীরা ভাগ্যবতী পেল সবাই কৃষ্ণ পতি
কৃষ্ণ যে অগতির গতি' এই ভাবনা—পূর্ণ ভবে ॥

ভজন—পিলু—কাফা

কে রয় এমন লীলাময়ের লীলা বুঝিতে পারে ?
গোপীরা বুঝে নেয়—কৃষ্ণ ধরা দেয় আপনারে ॥
কৃষ্ণের শ্রীচরণে যদি কেউ করে আত্মসমর্পণ
তার হৃদয়ে কৃষ্ণ তত্ত্বের বীজটি কৃষ্ণ করে রোপণ
সে ভাবে তার কৃষ্ণই আপন এ সংসার তার নিশার স্বপন
কিছু না রাখে প্রলোভন অনিত্য এ সংসারে ॥
আপনি আচরি' ধর্ম্ম শেখানোর কর্ম্ম করে তাই
কৃষ্ণে মজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ছাড়া আর গতি নাই
কৃষ্ণ জপ প্রতি পলে কৃষ্ণ বল দসে দলে
বলার সাথে যেন গলে হৃদয়টা অশ্রুধারে ॥

একচ্ছত্র সম্রাট থেকে দীন দুঃখী পথের ভিখারী
সবাইকে দিতে হবে যে মরণের সাগরে পাড়ি
তাই ভাল হয় তাড়াতাড়ি নাম যত জপিতে পারি
এসো মুখে বল 'হরি' জাতিগুণ নির্ব্বিচারি' ॥

অন্ন-ভিক্ষা

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

মহাবন বৃন্দাবন আছে ছড়ানো বহু যোজন।
সব জাতি বসতি করায় ভিন্ন পল্লীর হয় সৃজন ॥
গোয়ালাদের পল্লী থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে
ব্রাহ্মণেরাও পূজায় মাতি পল্লী গ'ড়ে আছে সুখে
কিন্তু নহে শুদ্ধ চিত্ত অন্য জাতে ভাবে ভৃত্য
যাগ যজ্ঞের তাই এত নিত্য বৃথাই করে আয়োজন ॥
রাখালগণে সঙ্গে নিয়ে রামকৃষ্ণ বনে চলে তাই
ব্রাহ্মণদের মন নূতন খেলার মাধ্যমে করিবে যাচাই
এ ধরায় তারা নেয় সম্মান তাদের উদার কতটা প্রাণ
ক্ষুধার উদ্রেক করে প্রমাণ নেবার আছে প্রয়োজন ॥
কারো উদরে নেই অন্ন আবার ফলহীন অরণ্য
ক্ষুধার অন্ন চিন্তা ভিন্ন তেমন আর চিন্তা নেই অন্য
মা যশোদা বাহক দিয়ে নিত্য অন্ন দেয় পাঠিয়ে
বালকদের খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেছে সে সব জন ॥

কীর্ত্তন

সূর্য্য শিরোপরে প্রখর তাপ দান করে
অঙ্গে ঘর্ম্ম ঝরে শ্রান্ত হয় রাখালগণ।
বটবৃক্ষ তলে বসে দলে দলে
রাম আর কৃষ্ণে বলে জেনে অতি আপন—

"কানাই বলাই শোন শরীর আর না বহে।
আমাদের এ ক্ষুধার জ্বালা আর না সহে॥
দূরে এলাম ভ্রমে দুপুর গড়ায় ক্রমে
ক্ষুধা পথের শ্রমে প্রাণ বুঝি না রহে॥
প্রথম এই জীবনে তোমার সাথে বনে
এসে ভাবি মনে উদর যেন দহে॥
শোন রাখাল রাজা বোলে যাই তোমারে
এ ক্ষুধা মেটাতে অন্নই শুধু পারে॥"
এ শুনে বলাই কয়— "ঘুরে দেখ্ বনময়
একটিও ফল না রয় কোথাও চারিধারে॥
ফলহীন অরণ্যে বৃথা অন্নের জন্যে
ঘুরে হবি হন্যে বলে দিই সবারে"
এ শুনে কৃষ্ণ বোলে যায় অন্ন পাবার আছে উপায়
ব্রাহ্মণেরা দূরে সেথায় যজ্ঞ করে আঙ্গিরসে।
তোরা সকলে যা ছুটে দেখ্‌বি অন্ন যাবে জুটে—
আমরা খাব লুটে পুটে এই বট গাছের তলায় বসে॥
"দেবে কি আমাদের গেলে?" শুধায় যত রাখাল ছেলে॥
কৃষ্ণ কয়—"গৃহীরা ধন্য হয় ক্ষুধার্ত্ত মানুষ পেলে॥
ব্রাহ্মণেরা নহে অজ্ঞ তার উপরে করে যজ্ঞ
আমরাও অন্ন পাবার যোগ্য শাস্ত্রের সকল কথাই মেলে॥
বল্‌বি হেথায় বনের ভিতর রামকৃষ্ণ হয় ক্ষুধায় কাতর
দেখ্‌বি অন্ন দেবে সত্বর এ কথা যাবে না ঠেলে॥"

পল্লীগীতি

রাখাল বালকেরা গেল যজ্ঞ মণ্ডপের দ্বারে।
কিন্তু কৃষ্ণের শেখানো সব কথা আর বলিতে নারে॥

হেরে ব্রাহ্মণ কত বসে মস্ত অগ্নিকুণ্ড ঘিরে
শোনে তর্ক কর্‌ছে দু'জন তাদের দিকে পিছন ফিরে
একজনের রয় লম্বা পইতে চীৎকার করে সোগল কইতে—
"এ বিরাট যজ্ঞের ভার বইতে আমি ছাড়া কেউ না পারে॥"
মোটা বেঁটে অপর একজন দাঁড়িয়ে কয় টিকি নেড়ে—
"আমার কাছ থেকে ভার নেওয়ার মুরোদ থাকে তো নে কেড়ে
ভেবেছিস তোর নামটা ভট্ট অঙ্গের বসনখানাও পট্ট
তাই চীৎকারে বসাস্ হট্ট অকাট্ট মুখ্যু একবারে ॥"
রোগা লম্বা ভট্ট বলে— "খবরদার দেব অভিশাপ
মোটা পেটটা ফেটে তোমার বাহির হবে একঝুড়ি পাপ
সদাই কর তুমি মিশির যজমান কানে ফিশির ফিশির
নাড়া দেখে কোশা কুশীর ধরেছি তোমার বিদ্যারে ॥"
মোটা মিশ্র বলে—"সাবধান চেহারার দিবি না খোঁটা
তোর মত খাই না পাঁঠার মাস মাছের মুড়ো গোটা গোটা
এক বেলা করি হবিষ্যি রাতে খাই এক লোটা লস্যি
নেশার মধ্যে শুধু নস্যি তোর মত নই মদ গাঁজারে॥"
লম্বা রোগা রেগে ধরে বেঁটে মোটার শিখিগুচ্ছ
মিশ্র ভট্টে টেনে ওঠায় রোগা মোটার কাছে তুচ্ছ
ঘাড়ে গদ্দানে মিশিরজি বোঝে ভট্টের ভীষণ কব্জি
তাই শুধু খেয়ে শাক সব্জি গলার বন্ধন খুলতে নারে ।।
যজমান ছুটে এসে বলে— "বাবাঠাকুরেরা শুনুন
সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে পিছনে রয় অনেক উনুন
এরূপ ঠেলাঠেলি ক'রে হেথায় যদি কেউ যান প'ড়ে
ঐ আগুনে যাবেন পুড়ে নয়ত পড়বেন পুরীর ঘাড়ে ॥"
পুরীর কথা কানে যেতে মিশিরের জিব ভেজে জলে
জিব বার ক'রে ঠোঁটে চেটে হাসি টেনে তখন বলে—

"অশ্বমেধ রূপ যজ্ঞ এযে
আমার দেহে তাই মেধ খুঁজে
ভট্ট নিজে অশ্ব সেজে
জড়ায় যজ্ঞ সারিবারে॥"
ভট্ট বলে—"ওহে যজমান
আমি অশ্ব হলেও কিন্তু
মিশিরজির কথা ধ'রে তাই
আমার বদলে পাঁঠা চাই
যজমান বলে—"যূপ কাষ্ঠে
কৃপা দৃষ্টি করুন কষ্টে
পাঁঠা বাঁধা আষ্টে পিষ্টে
ত্রুটি নেই বলির যোগাড়ে॥"
যূপকাষ্ঠের পানে চেয়ে
বোলে ওঠে—"ওহে যজমান
ভট্টের হ'ল ভীষণ রাগ
কোথায় পেলে এমন এক ছাগ
হাড় জিরজিরে যেন মূষিক
এর ছাল ছাড়িয়ে খেলে ঠিক
যজমান তুমি খুব বেরসিক
থাকবো আমি অর্দ্ধাহারে॥"

কীর্ত্তন

রাখালদের আর দেরী না সয়
সুদাম এগিয়ে এসে কয়
হেসে ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়
বিনয়ে ব্রাহ্মণদের প্রতি
"অতি কাতর হ'য়ে ক্ষুধায়
রাম ও কৃষ্ণ আছে হেথায়
এসেছি এই যজ্ঞশালায়
অন্ন দিন করি মিনতি॥"
"একি ব্যাপার তোমরা কারা?"
মিশ্র বলে দিয়ে তাড়া॥
রাখালেরা কয় বিনয়ে—
"ব্রজের রাখাল ছেলে আমরা
খেলতে খেলতে আপন মনে
এসে পড়েছি এখানে
কাতর হই ক্ষুধার তাড়নে
বাঁচান কিছু অন্নের দ্বারা॥
রাম আর কৃষ্ণ সঙ্গে আছে
যজ্ঞশালার অতি কাছে
রাজার ছেলে অন্ন যাচে
ভাগ্যবান হন আপনারা॥"
মিশ্র বলে—"হলাম ধন্য।
রামকৃষ্ণ চেয়েছে অন্ন॥
ওহে ঋত্বিক আর প'ড় না
এই যজ্ঞের মন্ত্র একবর্ণ॥
হাতে হাতে পাই যজ্ঞের ফল
হোমের আগুনে ঢালো জল
অন্ন-ভিক্ষা বুঝেছি ছল
কৃষ্ণের উদ্দেশ্য হয় অন্য॥

ছলে ঢোকে যেথায় সেথায় পরে যুবতীদের হাতায়
বুঝিতে বুদ্ধি রয় মাথায় হয় নি আমার মতিচ্ছন্ন ॥"
ভট্ট বলে—"একি শুনি। সঙ্গে আমার রয় ব্রাহ্মণী ॥
পঞ্চম পক্ষের ষোড়শী সে অতি সুন্দরী রমণী ॥
আমি খেতে চাই না পাঁঠা পোয়াও তোমরা যজ্ঞের ল্যাঠা
ব্রাহ্মণীকে নিয়ে হাঁটা এই দিলাম আমি এখনি ॥
বিড়ি, গাঁজা, ভাঙ্, মদ তাড়ি একটি কথায় আমি পারি
জন্মের মত দিতে ছাড়ি' কিন্তু ছাড়ব না গৃহিণী ॥"
ব্রাহ্মণেরা উঠে পড়ে। ব্রাহ্মণীদের খোঁজার তরে ॥
তাড়াতাড়ি ছোটার লাগি পায়ের খড়ম হাতে ধরে ॥
যাবার সময় কেউ বোলে যায়— "নন্দের বেটা বাঁশী বাজায়
ব্রজাঙ্গনাদের মন মজায় গোপীদের আকর্ষণ করে ॥
গোপীদের ক'রে সর্ব্বনাশ এখনও তার মেটে নি আশ
এবার এল আমাদের পাশ দৃষ্টি ব্রাহ্মণীদের 'পরে ॥
এ দেখে যজমান ক্রোধে কয়- "কেন আসিলে এ সময় ॥
তোমরা এমন অপগণ্ড যে আমার যজ্ঞ পণ্ড হয় ॥
তোমরা যাকে কও রাখালরাজ সে নারী ধরার পরে সাজ
চোর, ডাকাত, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ সব মিশিয়ে তার পরিচয় ॥
শুনিলে তো কথা সবার এখান থেকে সর এবার
ঐ রামকৃষ্ণ ভিক্ষা নেবার উপযুক্ত পাত্র কেউ নয় ॥"

আধুনিক—দাদ্‌রা

এ শুনে রাখালগণ মনে পেয়ে বেদন
ফেরে অধোবদন হ'য়ে।
মুখে নেই আর কথা আসে কৃষ্ণ যেথা
দুখের সে বারতা ব'য়ে ॥

দুটি অন্ন পাবে রামকৃষ্ণে খাওয়াবে
গেল সবে আশায় মেতে
না পায় তারা অন্ন কথা শোনে অন্য
নেয় অপমান মাথা পেতে ॥
ব্যথা বুকের মাঝে শেলের মত বাজে
রাখালরাজে গেল ক'য়ে—
"রামকৃষ্ণ নাম নিয়ে অন্ন ভিক্ষা চেয়ে
ফিরি আমরা শূন্য হাতে
কথায় পেলাম যা' দুখ তাতে ভেঙে যায় বুক
চেয়ে দেখ আঁখিপাতে
তোমায় না নেহারি' মরিতে না পারি
তাই ফিরি অপমান স'য়ে ॥"

কীর্ত্তন

এ শুনে কৃষ্ণ কয়— "তোমাদেরই ভুল হয়
আবার যাও এ সময় ব্রাহ্মণীদের কাছে।
বোলো 'ক্ষুধায় কাতর হ'য়ে বনের ভিতর
রাম আর কৃষ্ণ সত্বর কিছু অন্ন যাচে' ॥
মাতৃজাতি বোঝে এ ক্ষুধার কি মর্ম্ম।
সন্তানে খাওয়ানো জানে প্রধান ধর্ম্ম ॥
রমণী দেয় ভিক্ষা স্বভাবগত শিক্ষা
তাই পুরুষ অপেক্ষা অধিক চক্ষুর চর্ম্ম ॥
নরের স্বভাব রুক্ষ নেই তার স্নেহ সুক্ষ্ম
তাদের কাছে মুখ্য এই সংসারের কর্ম্ম ॥
ছুটে যা তোরা না নষ্ট ক'রে সময়।
আমি বলি এবার অন্ন পাবি নিশ্চয় ॥
পূর্ণ হবে আশা যাবে ক্ষুধা তৃষা
বুঝবি ভালবাসা রমণীর মাঝে রয় ॥

রমণী বোঝে দুখ		চেনে শুকানো মুখ
তাইতো মাতাদের বুক		রহে অমৃতময় ।”

রাগমালা—তালমালা

ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল

প্রাণকানুর কথা শুনে রাখালগণ	আশায় জোড়া দেয় তাদের ভাঙা মন
যজ্ঞস্থল পানে করিল গমন	রামকৃষ্ণে রেখে সেথায় পুনরায় ॥
এবার প্রথমেই পাকশালে আসে	প্রবেশ করিতে পায় অনায়াসে
দাঁড়ায়ে ব্রাহ্মণীদেরই পাশে৹	বিনয়ে কৃষ্ণের কথা বলে যায়—
“রামকৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর হ'ল তাই	আমাদের পাঠায় আপনাদের পাশ
কিছু ভোগান্ন ভিক্ষা করিতে	তাই অন্ন দিয়ে পুরান মনের আশ
এ কথা শুনে সব ব্রাহ্মণীরা	সাশ্রুনয়নে দিয়ে অধীরা
অন্নভোগ নানা ব্যঞ্জনে ঘেরা	নিয়ে রাখালদের সঙ্গে সঙ্গে ধায়
ব্রাহ্মণীরা সব বনে ছুটে যায়	এ সংবাদ তখন চাপা না থাকে
পড়ি কি মরি ক'রে সব ব্রাহ্মণ	তাদের পিছনে ছোটে আর ডাকে
কিন্তু সে ডাকে সাড়া না পেলে	ব্রাহ্মণীরা যায় পতিদের ফেলে
যাতে ব্রাহ্মাণের পতিকে মেলে	সে আশায় কৃষ্ণ প্রেমোন্মাদনায়

ভূপালী—একতাল

পিছন হ'তে পত্নীর		হাত ধ'রে কেউ টানে
হাত ছাড়ায়ে পত্নী		ছোটে বনের পানে
পত্নীর চরণ ধরে		কেউ কেউ ভক্তিভরে
চরণ টেনে সরে		পত্নী আপন ইচ্ছায় ॥
কৃষ্ণ নাম শোনা রয়		দর্শন হয় নি তবে
আজ অন্নভোগ দিয়ে		বাঞ্ছা পূর্ণ হবে
প্রাণে পুলক জাগে		কৃষ্ণ অন্ন মাগে
সবাই সবার আগে		কৃষ্ণে খাওয়াতে চায় ॥

পূরিয়া ধানেশ্রী– তেওড়া

মুনিঋষির পত্নীরাও কৃষ্ণকে অন্ন দিতে
নিজেদের ধন্যা মানি' চলে প্রসন্ন চিতে
পরম গুরু হয় পতি এ জেনেও যত সতী
হেরিতে পতির পতি চলে পূর্ণ চেতনায় ॥
এক মুনি ছুটে গিয়ে আপনার ভার্য্যায় ধরে
চুল ধ'রে এনে ঘরে ঠেলে দ্বার বন্ধ করে
কিন্তু যোগবলে নারী তার নশ্বর দেহ ছাড়ি'
সূক্ষ্মরূপে নেহারি' প্রাণের কৃষ্ণে মুক্তি পায় ॥

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

ব্রাহ্মণী ঋষিপত্নীরা রামকৃষ্ণের সম্মুখে এসে
রামকৃষ্ণের মুখে দেয় অন্ন আপন হাতে ভালবেসে
খাওয়ায়ে পায় পরম আহ্লাদ নারী জীবনের মেটে সাধ
পরিশেষে পেল প্রসাদ তৃপ্ত করিল রসনায় ॥
প্রবীণারা নবীনা হয় কারো বয়স মনে না রয়
ফুলহার পরায়ে কৃষ্ণে মানসে কৃষ্ণ পত্নী হয়
কেউ ধরে কৃষ্ণের শ্রীচরণ কেউ কৃষ্ণে করে আলিঙ্গন
উলু দিয়ে করে বরণ প্রেমে কৃষ্ণের জয়গান গায়

ভজন—চন্দ্রকোষ—কার্ফা

হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হে আনন্দময়।
তোমার চরণ বন্দনায় গাহি তোমার জয় ॥
চাচর চিকুর কেশের চূড়ায় শিখি পাখা
মুখে চন্দন বিন্দুতে অলকা তিলকা আঁকা
মুখে চন্দ্রমা দুর্লভ চন্দ্রা তমাল পল্লব
তুমি আমাদের বল্লভ দাও এই পরিচয় ॥

তোমার ঐ বনমালার ফুলে কি মকরন্দ
অলি এসে গান গায় গুণ গুণ কি ছন্দ
তোমার প্রেমে হ'য়ে অন্ধ এলাম—গৃহদ্বার হোক বন্ধ
মনে কিছু নেই দ্বন্দ্ব এবারে জুড়াও হৃদয়।

গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ

কীর্ত্তন

রাজা নন্দ সাড়ম্বরে ব্রজে প্রতিটি বৎসরে
যে ইন্দ্রদেব রয় অম্বরে তারে পূজে যজ্ঞের দ্বারা।
ইন্দ্রদেব মেঘ করে সৃজন সেই মেঘ করে বারি বর্ষণ
শস্য তৃণে ভরে ভুবন পেয়ে সেই বরষার ধারা॥
গো বৎসাদি পশু তরে। তৃণ চাই ধরণী 'পরে॥
গো মাতা দুগ্ধ না দিলে মানব শিশু প্রাণ না ধরে।
সিক্ত ভূমে আপন আপন মনুষ্য বীজ করে বপন
শস্য পেলে সুখে জীবন যাপন করে চরাচরে॥
প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে শীততাপে পায় তাই রক্ষে
ফলফুল নিয়ে যায় লক্ষ্যে মানব যখন পূজা করে॥
ব্রজরাজ নন্দের রাজ্যময়। ইন্দ্রপূজার আয়োজন হয়॥
নন্দকিশোর পিতায় শুধায়— "কিসের পূজা হয় এ সময় ?"
নন্দরাজ বলে খুশীতে— "দেবরাজ ইন্দ্রে তুষিতে
দেশময় সুবরষিতে ইন্দ্রপূজার প্রবর্ত্তন রয়॥
ইন্দ্রদেব মেঘ সৃষ্টি করে নদী সাগর জলে ভরে
সবুজ মাঠে ধেনু চরে" শুনে কৃষ্ণ বুঝায়ে কয়—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

"বেণু বাজিয়ে সারাদিন গোঠে ধেনুদল চরাই।
ধেনুর ইন্দ্র পূজা দেখে কখনও না মন ভরাই॥

যজ্ঞাদি না করে যখন কোন ধেনু বৃষ্টি তরে
আমরাও অজ্ঞ হয়ে যজ্ঞ করিব না তাই এর 'পরে
দেব রাজা-প্রজাবর্গ প্রত্যক্ষ দেবতায় অর্ঘ্য
অজানা অদেখা স্বর্গ যতই করুক তাই বড়াই ॥
ধৈর্য্য ধ'রে সূর্য্য তোলে সাগর সরোবর নদীর জল
জলের কণা দেখা যায় না তাতেই জনমে মেঘদল
পবন প্রবল বেগে টানে মেঘদলে পাহাড় পানে
মেঘ জল হয় গিরি ঘর্ষণে আর ভাঙ্‌তে গিয়ে চড়াই ॥
গিরি গোবর্দ্ধন গো ব্রাহ্মণ দেবতা হয় সোজাসুজি
এস পূজি এ তিনটিকে তাই ভক্তিপ্রেম ক'রে পুঁজি
গিরি কারণে হয় বৃষ্টি গো দুগ্ধ দেয় প্রাণীর পুষ্টি
ব্রাহ্মণ দেব দেবীদের দৃষ্টি টানায় তাই তাদের জড়াই ॥"

কীর্ত্তন

নন্দরাজ এ কথা শোনে তাই আদেশ দেয় জনে জনে
পূজিবারে গোবর্দ্ধনে তাই পূজার হ'ল আয়োজন ।
ব্রজরাজ সপরিবারে অগ্রে যায় রাজ অধিকারে
পূজা নিয়ে ভারে ভারে পিছে যায় ব্রজবাসীগণ ॥
কৃষ্ণ দিয়েছে এ আদেশ । সবে নিয়ে চলে সন্দেশ ॥
ফল, ফুল অন্ন ব্যঞ্জনাদি সুমিষ্ট সুগন্ধি পায়েস ॥
দধি, দুগ্ধ, ননী, ঘৃত ক্ষীর, জিলাপি রসামৃত
গোবর্দ্ধন দেব হবে প্রীত এতে সন্দেহের নেই কো লেশ ॥
বেসমের হয় নানা অশন পশমের নেয় বহু আসন
রেশমের রয় কত বসন গহনারও হয় সমাবেশ ॥
গোপীরাও পথের শ্রম ভুলে নমি' গিরির পাদমূলে ॥
গিরির খাড়া পথে চলে আনন্দে মন ওঠে দুলে ॥
পুঁটলি নিয়ে যায় জটিলা পথে শিলার কত টিলা
ওঠাতে নারে কুটিলা বেতো পা দুটো যায় ফুলে ॥

কোলে তুলে খেল হোঁচট দু'জনের ধাক্কায় কাটে ঠোঁট
গালাগালি হ'ল একচোট কালি ছেটায় বাপের কুলে ॥
খাদ্য বাদ্য সকলই যায়। রমণীরা বন্দনা গায় ॥
সারি সারি কুমারীর দল নেচে যায় নূপুর বাঁধা পায় ॥
কৃষ্ণেরও মূরলী বাজে গিরি গোবর্দ্ধনের মাঝে
ব্যস্ত থেকেও পূজার কাজে কিশোরী পিছন পানে চায় ॥
বলাইএর পুলক না ধরে যত পায় মধু পান করে
কভু মেঘ মন্দ্রস্বরে শিঙা হাতে তুলে বাজায় ॥

রাগপ্রধান—দেশ—ঝাঁপতাল

ব্রজরাজ নন্দের বিশেষ আদেশে আগের দিন কিছু গোপেরা এসে
গোবর্দ্ধন গিরির এই সানুদেশে পবিত্র গোময় লেপন ক'রে যায়।
যদিও চারি ধারে আছে বন তবুও চিন্তার কিছু নেই কারণ
আগেই করেছে এ স্থান নির্ব্বাচন পূজার আয়োজন হ'ল তাই
সেথায় ॥

গোপীরা নানা ফুলহার গেঁথে গিরি গোবর্দ্ধন শিখরে পরায়
ব্রজের গর্ব্ব যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সর্ব্বজনের সে আজি মন হরায়
পূর্ব্বেই আনা রয় ফল দূর্ব্বা চন্দন পূজার পর্ব্ব তায় হ'ল সমাপন
এবারে যজ্ঞে আহুতি অর্পণ করে তাই ঘৃত সুগন্ধ ছড়ায় ॥
যজ্ঞের এ আসর ঘিরে রাখালগণ কাঁসর ঘণ্টাদি বাজায় অবিরাম
আপনি কৃষ্ণ মূরলী বাজায় শিঙা বাজায়ে চলে বলরাম
যজ্ঞস্থল ঘেরি' ব্রজকুমারী শঙ্খনাদ ক'রে যায় সারি সারি
উলুধ্বনিতে বাতাস দেয় ভরি' প্রৌঢ়া গোপীরা থামিতে না চায় ॥
গগনচুম্বি হোম শিখা হ'তে ধূম্র উঠে যায় কুণ্ডলি আকার
তারই মাঝারে গিরি গোবর্দ্ধন ধরে আপনার মূরতি সাকার
ব্রজবাসীগণ সরল অন্তরে গোবর্দ্ধন দেবে নমস্কার করে
গিরি গোবর্দ্ধন ভক্তদের 'পরে পরমানন্দে আশীর্ব্বাদ জানায় ॥

রাগপ্রধান—পূরিয়া—ত্রিতাল

মহর্ষি নারদ আসিল দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে।
দেবরাজ বসায় ঋষিরে পরম শ্রদ্ধা সহকারে॥
ঋষি সেবার লাগি যখন ইন্দ্রদেব করে আহ্বান
বিনয়ে মহর্ষি বলে সে সেবা ক'রে প্রত্যাখ্যান-
"মহাভোজ পেলাম আমি আজ যজ্ঞ ক'রে যায় নন্দরাজ
গিরি পূজে গোপ সমাজ অবহেলিয়া তোমারে॥
তোমার নিন্দা ক'রে যজ্ঞে বলছে নন্দনন্দন
'গিরি গোবর্দ্ধনের সবাই ক'রে যাও চরণ বন্দন
ইনি প্রত্যক্ষ দেবতা মেঘ জল শস্য দাতা'
বল্‌তে আর পারছি না কথা উদর পূর্ণ অত্যাহারে॥"

রাগপ্রধান—মিঞাকি মল্লার—একতাল

দেবরাজ ইন্দ্রের হয় ক্রোধ হিংসা অতিশয়
সৃজন করে প্রলয় মেঘ দলে স্মরি'।
দেবতাদের প্রতি অবহেলা অতি
তাই যায় সুরপতি ব্রজ ধ্বংস করি'॥
অখণ্ড কালো মেঘ তাই ব্রজ মণ্ডল ছায়
দোর্দণ্ড প্রতাপে পবন সেই দণ্ডে ধায়
মেঘের সব কুণ্ডলি যেন পদে দলি'
ছোটে শুণ্ড তুলি' কোটি মত্ত করী॥
ঝরে প্রবল বৃষ্টি দৃষ্টি নাহি চলে
ব্রহ্মার সৃষ্টি বুঝি যাবে রসাতলে
অমানিশা ভিন্ন দিন আসে না অন্য
মুষ্টি অন্নের জন্য হাহাকার যায় পড়ি'॥

সুরপতির রোষে তার বজ্র নির্ঘোষে
এক হৃদয়-বিদারক ধ্বনি কর্ণে আসে
সবে কর্ণ চাপি' শীতল বায়ে কাঁপি'
যায় রজনী যাপি' সর্ব্বদাই শিহরি ॥
রূপালি চপলার দ্রুত সর্পিল গতি
রুদ্রদেব কপালে যেন কোপের জ্যোতি
মেঘদল হুঙ্কারে বজ্র তায় ঝঙ্কারে
রাম যেন টঙ্কারে শিব ধনু ধরি' ॥

রাগপ্রধান—মেঘ--তেওড়া

ব্রজবাসীগণ ভয়ে আসিল নন্দালয়ে
স্নেহ ল'য়ে হৃদয়ে কহিল কৃষ্ণের প্রতি—
আমরা এ ব্রজের সবাই প্রলয় জলে ভেসে যাই
গোপাল রক্ষা কর তাই তোমায় জানাই মিনতি ॥
শৈশব হ'তে তোমাকে আমরা নিয়েছি চিনি'
বধেছ পুতনাকে অমন শিশু ঘাতিনী
সেই তৃণাবর্ত্তাসুরে বধি' ফেলিলে দূরে
আমাদের বক্ষ জুড়ে তুমি কর বসতি ॥
কত অসুর করিত ব্রজবাসীদের সংহার
তুমি বধিলে তাদের আমরা সবাই পাই উদ্ধার
ছিল কালিয় শমন তাকে করিলে দমন
তোমার ঐ রূপটি যেমন তেমনই রয় শকতি ॥
তোমার সব আদেশ আমরা নিয়েছি মাথা পাতি
এখন প্রকৃতি ওঠে মহা দুর্যোগে মাতি'
এ ব্রজ ছিল স্বর্গ ইন্দ্র ওঠালো খড়্গ
তোমার এই প্রজাবর্গ ভোগ ক'রে যায় দুর্গতি ॥

তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছু নেই ত্রিভুবনে
এ কথাটি আমাদের গেঁথে গেছে যে মনে
তুমি থাকিতে মরণ আমাদের হয় কি কারণ?
তোমাতে নিলাম শরণ তুমি অগতির গতি॥”

আড়ানা—ত্রিতাল

গোপ গোপিনীগণ করে আত্মসমর্পণ
আর কি থাকিতে পারে যশোমতি নন্দন॥
বাঁধিয়াছে ভালবাসি কৃষ্ণের ব্রজবাসী
তাই দাঁড়ায় কৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধনের পাশে আসি
হেলনে কোমলাঙ্গুলি গিরি উপাড়ি' নেয় তুলি
সুদর্শন সম শোভে গিরি গোবর্দ্ধন॥
জলদ বরণ শ্রীঅঙ্গে শোভিছে পীতধড়া
শিখিপাখা বামে বাঁকা মুক্তা ঘেরা মোহন চূড়া
বনমালা দোলে গলে স্বর্ণ নূপুর চরণ তলে
ত্রিভঙ্গিম ঠাম—কপালে অলকা তিলকা চন্দন॥
ডাক দিয়ে বলে কৃষ্ণ যত গোপিনী গোপেরে—
“মৃত্তিকা হ'তে গোবর্দ্ধন উঠায়েছি যাও হেরে
ধেনু ল'য়ে এ আশ্রয়ে বিশ্রাম কর নির্ভয়ে
প্রলয়ে কোন সময়ে তাই নেই চিন্তার কারণ॥”

কীর্ত্তন

ব্রজের সবাই এ আহ্বানে ছুটে আসিল সেইস্থানে
কিন্তু চেয়ে কৃষ্ণের পানে কহিল অনুনয় করি'—
“কৃষ্ণ তোমার দয়া অপার এ ব্রজ বাঁচাও বারে বার
কি অপরূপ রূপটি তোমার আঙুলে রও গিরি ধরি॥”
কিন্তু ভয় পাই গিরিধারী। যদি ফেলে দাও এ গিরি॥
চূর্ণ বিচূর্ণ হবে যে ব্রজের যত নরনারী॥

বিশাল এ গিরি গোবর্দ্ধন বোধগম্য হয় না বেধন
এত শ্রমের অনুমোদন করিতে আমরা না পারি ॥
ফেলে দিলে মৃত্যু হবে এ গোপকুল নির্ম্মূল রবে
কেউ আর থাকিবে না ভবে অর্পিতে তর্পণের বারি ॥"
"বিশ্বাস রাখ তাই ভরপূর" কৃষ্ণ বলে বচন মধুর ॥
"আমি সর্ব্ব ভয়হারী আর তোমরা সর্ব্ব ভয়াতুর ॥
সত্য রহে সোচ্চার যেথায় মিথ্যা কর বিচার সেথায়
বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলায় তর্কে বহুদূর ॥"
আশ্বাস পেয়ে কৃষ্ণ মুখে সবাই শক্তি পেল বুকে
গহ্বরে পোষা পশুকে . নিয়ে রয় আনন্দ প্রচুর ॥

নিয়ে সখীবৃন্দে শ্রীরাধা গোবিন্দে
দেখে প্রেমানন্দে কিছুটা দূর থেকে ।
যশোদা আর নন্দ রহে নিরানন্দ
চক্ষু করে বন্ধ পুত্রের কষ্ট দেখে ॥

যশোমতি বলে যুবকদলে ডাকি'—
"আমার গোপাল গিরি ধ'রে রয় একাকী

হাত লাগাও তাই সবে প্রাণগোপালের তরে
আর কষ্ট না হবে অল্প ধ'রে থাকি ॥
তোমাদের ডাকি নাম এস দাম সুদাম রাম
সুমঙ্গল বসুদাম কেউ থেক না বাকী ॥

এরূপ কথা শুনে যশোদা নন্দন কয়-
"গিরির এ মহাভার মাগো সবার না সয় ॥

ওরা বিনা দ্বিধায় আমার শক্তি আদায়
করেছে তোলার দায় এখন আমারই হয় ॥
যে রয় আমায় ডাকি সে নয় আর একাকী
.আমি সদাই থাকি তারে দিয়ে আশ্রয় ॥"

মা যশোদার তবু মনোব্যথা না যায়।
ননী হাতে নিয়ে গোপালেরে খাওয়ায়॥

গোপালের ললাটে স্বেদ বিন্দু যা' ফোটে
তা' আঁচলের খুঁটে যশোমতি মোছায়॥
গোবর্দ্ধন দেবেরে বলে করজোড়ে—
"থাক লঘুভারে গোপাল না ব্যথা পায়॥"

এদিকে যশোদার ক্ষুধা তৃষ্ণা আর নাই।
প্রাণের গোপাল তরে চিন্তা করে সদাই॥

গোপাল যে কষ্ট সয় গিরিভার ধ'রে রয়
মায়ের ইচ্ছা না হয় আহার করিতে তাই॥
নারায়ণে মা কয়— "হও প্রভু দয়াময়
পুত্রের মাঝে উদয় গোপালকে দাও রেহাই॥"

যশোমতি সদা রহে মায়াঘোরে।
আকুলি বিকুলি তাই অমন যায় ক'রে॥

গোপাল নারায়ণ যে বুঝেও তাই না বোঝে
ও গোলমালের মাঝে মনও যায় না স'রে॥
গোপালের নারায়ণ হওয়ার নেই প্রয়োজন
হ'য়ে থাক সাধারণ সব ছেলের ভেতরে॥

পল্লীগীতি

যশোদাকে কয় জটিলা এগিয়ে এসে ভিড় ঠেলে—
"অনেক পুণ্যি ক'রে মাগো পেয়েছিস তুই অমন ছেলে
কি ক'রে মা তোকে বোঝাই কষ্ট আমি পেলাম কি যে
বৃষ্টি ঝড়ে ক'দিন ধ'রে মরেছি মা ভিজে ভিজে
আমাদের ঘর রাত দুপুরে ঝড়ের চোটে গেল উড়ে
বউএর ঘরটা জানি না মা কি ক'রে যে রক্ষা পেলে॥

উঠানে দাঁড়িয়ে থাকার জো আবার ছিল না মোটে
রোগা বলে ঘানির মত ঘুরেছি মা ঝড়ের চোটে
অমন মোটা ছোট মেয়ে তাকে সেই ঝড় বাগে পেয়ে
একবার ক'রে উঠিয়েছে আর একবার দিয়েছে ফেলে ॥
বেতো রুগী ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভিজেছিলাম সারাক্ষণ
না খেতে পেয়ে আমার পেট বাতের সঙ্গে করে কন্‌কন্
ধরলে যখন আমার নাতি পাহাড়টাকে ক'রে ছাতি
বেঁচে গেলাম গত্তর ভেতর সেঁক দিয়ে আগুন জ্বেলে ॥"

কীর্ত্তন

ইন্দ্র পবন আপন বলে, ব্রজ ভাসায় প্রলয় জলে
গিরি গোবর্দ্ধনের তলে কিন্তু গোপকুল রয় সুখে।
সপ্ত দিবস গেল কেটে ব্রজের লোকজন নেই সঙ্কটে
ক্লান্ত হ'য়ে ইন্দ্র হটে পরাজয়ের গ্লানি মুখে ॥
থেমে গেল মহাপ্রলয়। ব্রজবাসীদের নেই আর ভয়
আপনার ধেনুদল ল'য়ে গৃহে ফেরার এল সময় ॥
গোপীরাও গৃহে ফিরে যায় যাবার সময়ে সুযোগ পায়
ত্রাণ কর্ত্তা কৃষ্ণের পানে চায় কৃতজ্ঞতায় ভরে হৃদয় ॥
রাই কিশোরী সখীদলে কৃষ্ণেরই পাশ দিয়ে চলে
শ্যামের সাথে অশ্রুজলে দৃষ্টি করে বিনিময় ॥
শ্রীরাধার আঁখি না ফেরে। গিরি ধরা শ্যামে হেরে ॥
স্বেদ বিন্দু মুক্তা সম উজলিছে ললাটেরে ॥
শ্যাম দাঁড়ায় হ'য়ে ত্রিভঙ্গ জলদ বরণ শ্রীঅঙ্গ
ইচ্ছা জাগে নিতে সঙ্গ দাঁড়াতে বাম দিকে ঘেরে ॥
অতি দীঘল কমল নয়ান দৃষ্টি করিছে অভয় দান
কৃপা প্রেম যেন মূর্ত্তিমান ইচ্ছা হয় না যেতে ছেড়ে ॥
শ্রীমতি আঁখি না সরায়। কথা হয় চোখের ইসারায় ॥
দৃষ্টি শরে ঢেলে যায় প্রেম যা' আছে হৃদয় পশরায় ॥

কৃষ্ণের দৃষ্টি লেখনী হয় পদ্মপত্র রাধা হৃদয়
তাহে লিখিয়া প্রেমময় বিদায় সম্ভাষণ জানায় ॥
কৃষ্ণ ললাটের স্বেদ বিন্দু হ'য়ে যেন শত ইন্দু
উথলে রাই হৃদয় সিন্ধু রাই কণ্ঠে যেন এ গান গায়

ভজন—মিশ্রপিলু—কার্ফা

এবার থেকে শ্যাম আমি
গিরিধারী বোলে তোমায় ডাকবো ॥
গিরি গোবর্দ্ধন ধরা ও মূরতি মনোহরা
চিরদিন আমি মনে রাখবো ॥

বাম হাতের এক অঙ্গুলি রয় ও মহাগিরি তুলি'
দখিন হাতে কেমন শোভে সুন্দর মোহন মূরলী
বনমালা গলদেশে পীতাম্বরে মোহন বেশে
হৃদি পটে ভালবেসে ও মূরতি আঁকবো ॥
গুরুজন চারিধারে তবু চাহি বারে বারে
এমন সুমধুর চাহনি এ নয়ন না দেখে পারে—
এ অবগুণ্ঠনখানি খসেছে কখন না জানি
তুমি যদি বল তবে এ মুখ ঢাকবো ॥
করুণাময় কৃষ্ণ বোলে লোকে জয় দেয় তোমার নামে
এ সময় আমার মনে হয় দাঁড়াই গিয়ে তোমার বামে
দয়া ক'রে আমার প্রতি তুমি দিলে অনুমতি
জড়ায়ে তোমাকে আমি যুগ যুগান্তর থাকবো ॥

কৃষ্ণ কালী

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

কথা যেমন বাড়ে তেমন অন্য কিছু বাড়ে না।
পর নিন্দা পেলে মানুষ সে কথা আর ছাড়ে না ॥
এমন মানুষ আছে আবার বিবেক দিয়ে করে বিচার
যে দিক ভালো বোঝে সে দিক ধরে—ছেড়ে দেয় লোকাচার

কত লোকে কত বলে   কিন্তু সে তার পথে চলে
পরের কথা পায়ে দলে   কারোর ধার সে ধারে না ॥
বৃন্দাবনে আছে রাধা   কৃষ্ণ প্রেমে সদাই বাঁধা
লোকে বলে রাইকে পেতে   চতুর শ্যামের বাঁশী সাধা
যতই কথা যাক না ফেঁসে   রাই যে শ্যামে ভালবাসে
দোনামোনা তবু শেষে   না গিয়ে রাই পারে না ॥
রাইএর পিরীত ধায় বিপরীত   দিকে তনু থেকে মনে
এ পিরীতে পথ বেঁধে দেয়   হৃদয় থেকে চোখের কোনে
(এযে) প্রাণের পিরীত ধ্যানের পিরীত   থাকে না যে জ্ঞান হিতাহিত
এর যে কঠিন বিশ্বাসের ভিত   গুজবে তা' নড়ে না ॥

কীর্ত্তন

বৃন্দাবনে যমুনার তীর   সকাল বিকালে দেখে ভিড়
নানা বয়সের রমণীর---   আসে তারা কর্ম্মের তরে।
আজ কিছু হয় ব্যতিক্রম তার   ভিড় নেই তেমন ব্রজাঙ্গনার
শ্যামের কুঞ্জে প্রেমার্চ্চনায়   আয়োজন গোপীরা করে ॥
প্রবীনা গোপী সকলে ।   ডুব দিয়ে যমুনার জলে ।
উঠে কিন্তু আপন ইষ্ট   দেবের নাম না মুখে বলে ॥
কেউ বলে মুখ তোলার পরে--"গোপাল ঢুকে আমার ঘরে
ননীর হাঁড়ি সাবার করে   সঙ্গে নিয়ে রাখাল দলে ॥
কেউ বলে হাত দিয়ে চুলে --"দুপুরে আমি ঘুমুলে
ননীচোর বাছুর দেয় খুলে   দুধ দোয়া তাই আর কি চলে ॥"
কৃষ্ণোদ্দেশে করে প্রণাম ।   সবাই নেয় কৃষ্ণের কোন নাম ॥
কিন্তু সেটা গালির মত   তাতেও অদৃষ্ট হয় না বাম ॥
অজানা রয় ব্রজাঙ্গনার   যে নিন্দা কুড়ায় সবাকার
সেই নন্দ নন্দন অবতার   নারায়ণই হয় কৃষ্ণ-শ্যাম ॥

কৃষ্ণের অত্যাচার সবে সয় কৃষ্ণ নিয়ে জ্বালাতন হয়
কৃষ্ণ নিন্দা সকল সময় কোরেও মিটে যায় মনস্কাম ॥
এক বৃদ্ধা মনের ঝাল মেটায়। বোলে যায় যেন ঢাক পেটায় –
"পেন্নাম করি খুরে খুরে আমাদের এই নন্দের বেটায় ॥
মরে গেলাম চুরির জ্বালায় ননী চুরি ক'রে পালায়
যাবার সময় বড়ি মাড়ায় রোদে দেওয়া ছিল চেটায় ॥
ফেলে দেব বড়িগুলো ? পদ্মেরও গন্ধ ছাড়ছিলো
খেয়ে ফেল্লাম পায়ের ধূলো ভালোও বেশ লাগল জিবেটায় ॥
এদিকেও রূপ কানায় কানায় বৌ ঝিরা রয় ঘরের কোনায়
বাঁশী তাদের বাইরে আনায় বাজাচ্ছে যেন কেউ কেটায় ॥
নাত্‌বৌ আমার শুনেই ছোটে বারণ শোনে নাক মোটে
মুখে তার আজকাল খৈ ফোটে বল্‌তো পড়লাম এ কোন
লেটায়॥"

এক বৃদ্ধা নিশ্চুপ রয় তার আজ মন ভাল নয়
এ শুনে এবার কয় কৃষ্ণে ভালবেসে—
"দিনটাই বিফল গণি খায়নি আজ নীলমণি
চুরি ক'রে ননী আমার ঘরে এসে ॥
লুকিয়ে ছিলাম আজ ঘরে সকাল হ'লে।
ননী চুরি করা গোপাল দেখব ব'লে ॥"
এ শুনে অন্যে কয়— "গোপাল আজ সব সময়
আপনার কুঞ্জে রয় অন্য এক চাল চেলে ;
ঘাটে যখন আসি শুনছিলাম তার বাঁশী
শুনে কম বয়েসি বৌ ঝিরা যায় চ'লে ॥"

দুর্গা—ঝাঁপতাল

অন্য বৃদ্ধা কয় সে কথার মাঝে—
"এক হাতে কভু তালি না বাজে ॥

নন্দের বেটা এই যমুনার ধারে
বাজাক না বাঁশী যত সে পারে
দু'কানে তুলো দিলেই তো হোল
দু'কানে সুর আর তাতে যায় না যে ॥
তা' নয় সবে রয় দু'কান উঁচিয়ে
কুলের সম্মান সব দিল ঘুচিয়ে
ঢ'লে পড়ে পর পুরুষের গায়ে
আমরা তাই দেখে মরি যে লাজে ॥
জটিলারই বউ হয় ব্রজেশ্বরী
ডাকে সকলে তায় 'রাই কিশোরী'
ও রকম বউএর খুরে খুরে তাই
প্রণাম করে যাই সকালে সাঁঝে ॥
ব্রজ ভরেছে শুধু রাই নামে
দাঁড়ায় নাকি রাই ঐ শ্যামের বামে
বাঁশরী শুনি' যায় প্রতি দিনই
গোপীরা অভিসারিকা সাজে ॥
ঘরে সোয়ামী রয়েছে আয়ান
মস্ত এক মদ্দ আস্ত এক জোয়ান
বুকের পাটাটাও তারই সমান
গোটা মুখে গোঁফ দাড়ি বিরাজে ॥"

বাউল—মিশ্র ভূপালি

এরূপ কথায় বাধা দিয়ে অন্য বৃদ্ধা গোপী কয়—
"গোঁফ দাড়ি গজালেই কিলো সবাই পুরুষ মানুষ হয় ॥
আয়ান ঘোষের দাড়ি গোঁফ শিয়াল কাঁটার যেন ঝোপ
যুবতী বউ কিন্তু তবু হ'তে বসেছে বংশ লোপ
বউ যে না রাখে দাবিয়ে তার কেন বা করা বিয়ে
বউকে রাখবে থাবা দিয়ে তা' নয় হাবা গোবা রয় ॥

তা ছাড়া এখনও বেঁচে আছে জটিলা শ্বাশুড়ি
অবশ্য তার চোখ কান গেছে চুল হয়েছে শোনের নুড়ি
রাখতে পারে বউকে চেপে বলতে পারে 'দে পা টিপে'
তা' নয় বউএর ভয়ে কাঁপে মুখটি বুজে সবই সয় ॥
জটিলা ছাড়াও ঘরে রয় কুটিলা তার ননদিনী
সে কি বউএর কান্তি কলাপ দেখতে পায়না কোনদিনই
গেরস্তের বউ ছোটে বনে এ কথা কি সে না শোনে
এখনও কি ঐ কুল খাকী বউএর পায়নি পরিচয় ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—গুর্জ্জরী তেড়ি—তেওড়া

অন্য এক প্রবীনা কয়— "চুপ কর আর কথা নয়
পিছনে দাঁড়ায়ে রয় কুটিলা আর তার মাতা ॥
কুটিলা এল ঘাটে ওর মত আর ঝগড়াটে
কেহ নাই এ তল্লাটে এটা তো জানা কথা ॥"
কিন্তু কুটিলা নিল এরই মধ্যে সব শুনে
আপনার নিন্দায় জ্ব'লে ওঠে তেলে বেগুনে
মাতা বোঝেনা কেন কন্যার রাগ হ'ল হেন
দেখে কুটিলার যেন ভোঁতা মুখ হ'ল থোঁতা ॥
কুটিলা জটিলায় কয়— "ওমা শুনতে কি পেলে
তোমার বউ কুলে দিচ্ছে কতটা কালি ঢেলে
তোমার বউ জড়ায় শ্যামে দাঁড়িয়ে থাকে বামে
এখন আমাদের নামে টি টি পড়েছে হেথা ॥
আজই দাদাকে বোলে করব এর হেস্ত নেস্ত
তাতে ভাঙিলে ভাঙুক আমাদের এক গেরস্ত
বেড়েছে বড্ড যে বাড় এ ক' দিনে বউ তোমার
জ্বালিয়ে খেল মাস হাড় যায় না কান বাইরে পাতা ॥
তবে আজ বউএর একদিন কিংবা আমারই একদিন
আজই দাদাকে বলব থেকো না আর উদাসীন

বউকে টেনে চুল ধ'রে আট্‌কে তালা দাও ঘরে
নিজে থেকেই এর পরে বউ হবে পদানতা ॥"
জটিলা কথা না কয় রেগে হ'ল গর্‌গরে
মেয়ের সাথে ডুব দিয়ে হট্‌পট্ ফিরিল ঘরে
যোগাযোগ আরও হ'ল দূরে বাঁশী বাজিল
মধ্যাহ্নেই রাই চলিল বাঁশী বাজিছে যেথা ॥

কীর্ত্তন

মুরলী রব করে আহ্বান চঞ্চল হ'য়ে উঠিল প্রাণ
যাওয়ার সমস্যার সমাধান্ আপনি করে শ্রীরাধা ॥
শাশুড়ী ননদিনী নাই যাবার উত্তম সুযোগ যে তাই
বনের পথে ছুটে যায় রাই আজ আর হ'ল না তার রাঁধা ॥
গোপীরা সব দলে দলে। বংশীধ্বনি ধ'রে চলে ॥
বোঝে না নিমন্ত্রণ জানায় কৃষ্ণ আজি কিসের ছলে ॥
পথে সবে যেতে যেতে শোনে বাঁশরী কান পেতে
কি এক কম্প পুলকেতে রাই কিশোরীর চরণ টলে ॥
পুরোভাগে চলেছে রাই কিন্তু আজ অঙ্গে সজ্জা নাই
দেখে তাই সখীরা সবাই শ্রীরাধার হাত ধ'রে বলে—
"রাই তোর আজ যাওয়া হবে না শ্যাম তোর আজ পূজা নেবেনা॥
তোকে হেলা করিবে শ্যাম আমাদের প্রাণে সবে না ॥
এ কেমন আজ তোর বেশ ভূষা দু'টো হাতই হলুদ পেশা
শ্যাম তোর মেটাবে না আশা তোর সঙ্গে কথা কবে না ॥
তবে ঐ দেখ পাশে চেয়ে ঝরণা কেমন চলে বয়ে
হাত দুটো তোর নে তাই ধুয়ে তাতে হলুদ রং রবে না" ॥
রাই এ কথা ছিল ভুলে। এল তাই ঝরণারই কুলে ॥
সখীরা রাইএর হাত ঘ'ষে হলুদ রঙ্‌টি দিল তুলে ॥
ঝরণাতলা হ'তে উঠি' দেখে রাই—করতল দু'টি
কমল যেন উঠে ফুটি' পাপ্‌ড়িগুলো দিল খুলে ॥

তপ্ত কাঞ্চন অঙ্গের শোভা কর পল্লবে লাল আভা
তার ওপর মধ্যাহ্ন দিবা সোনালী আলোয় যায় বুলে ॥
শ্রীরাধার রূপ করে তন্ময় সখীরা সমস্বরে কয়—
"হেথা বোস্ রাই কিছু সময় সাজাই তোকে ফুলে ফুলে ॥"
যে কথা বলিছে সবাই, উপেক্ষা তা' করিতে নাই
মধুর হেসে তাই বলে রাই বসি' তমাল তরুমূলে—

ঠুংরি—মিশ্র ভাঁয়রো—আদ্ধা

"আয়না তবে নিয়ে ফুল সাজা আমায় ফুলে ফুলে।
হয়ত শ্যাম দেখে আমায় আর থাকিবে না ভুলে ॥
তোদের ও ফুলের রাশি থাক না আমার অঙ্গে মিশি
শিশিরের অভাব হবে না সদাই অশ্রুজলে ভাসি
যাক্ না তবে দিবানিশি কৃষ্ণ ভ্রমর এ ফুল বুলে ॥"

ঠুংরি—পাহাড়ি—আদ্ধা

ললিতা বিশাখা আদি সখীরা সাজায় শ্রীরাধায়।
কিশোরীর প্রসাদে তারা কৃষ্ণ প্রেম করিবে আদায় ॥
সরু বটের ঝুরি নিয়ে বকুল ফুলে মালা গাঁথে
বাহু মণিবন্ধে পরায় সিঁথিপাটি করে মাথে
তুলে আনে কনক চাঁপা এলো খোঁপা রহে চাপা
অজানু লম্বিত বন মালা পরায় বিনা বাধায় ॥

পল্লীগীতি

"রাধে কোথায়" বোলে হেথায় আয়ান প্রবেশে অন্তপুর।
"অন্ন দাও ত্বরা করি' হয়েছি আমি ক্ষুধাতুর" ॥
জটিলা কুটিলা ছিল বসি' কুটিরের আঙ্গিনায়
দাদার কথায় কুটিলা কয় হাত নেড়ে বিশেষ ভঙ্গিমায়—
"তোমার চলে না বৌ বিনে তেমনি হ'ল বৌ র'াধে নে
পালিয়ে গেছে সে বনে এখান থেকে বহুদূর ॥"

আয়ান বলে—"তোরা জানিস্ আলিস্যি আর করতে নালিশ
বউএর নামে আমার কাছে বানিয়ে তাই মিথ্যা বলিস্"
কুটিলা কয় ছড়িয়ে বিষ— "মায়ের পায়ে করছি মালিশ
মা যে আমার বাতের ব্যথায় ছট্ ফট্ করে রাত দুপুর"॥
আয়ান বলে—"বউ তা' হ'লে এ সময় কেন যায় বনে"
কুটিলা কয়—"খুব মনে হয় ফুল তুলে আনবে যতনে"
আয়ান বুঝে গেল ক'য়ে— "ফুল লাগে না অসময়ে"
কুটিলা কয়—"তোমার গলায় দিতে মালা গাঁথবে প্রচুর ॥"
আয়ান কয়—"এতো সত্য নয় বল বউ বনে কি কারণ ?"
ভগ্নী বলে—"আজ সকালে শ্যাম কুঞ্জে করবে বন ভোজন"
আয়ান বলে—"যাক্‌গে তবে আমার ভোজনের কি হবে ?"
কুটিলা কয়—"সেথায় তোমার পিণ্ডি সাজাবে চুরচুর ॥"

কীর্ত্তন

"রাখ্ তোদের রসিকতা" —আয়ান ক্রোধে বলে কথা ॥
"প্রথম যৌবনা রমণী বনে কি যায় যথা তথা ?
তোদের বৌ তো মন্দ নহে মিছেই সে গাল নিন্দা সহে
হৃদয়ে সে ব্যথা বহে মুখে রেখে নীরবতা ॥
বউএর হ'লে কিছু ভুল চুক্ তোরা তখন দিস্ তাকে দুখ
তবুও সে খোলে না মুখ করে না সে অবাধ্যতা ॥"
এবার জটিলা মুখ খোলে— "বউ নিয়ে তুই থাক্ তা' হ'লে ॥
আমরা যে দিকে দু'চোখ যায় মায়ে ঝিয়ে যাবো চ'লে ॥
বউ রাতে বেড়িয়ে এলে দেখ্‌বি ড্যাব্‌ডেবে চোখ মেলে
পুঁজো দিস্ পায়ে ফুল ফেলে আদিখ্যেতায় পড়বি গ'লে ॥
বউএর মাথায় ধরিস ধ্বজা ঘুমুলেই পালাবে সোজা
বনে গিয়ে লুটবে মজা পর পুরুষের গায়ে ঢ'লে ॥

কাত্যায়ণীর ভক্ত সংসার অনাসক্ত
আয়ান নহে শক্ত নারী জাতির প্রতি।
মুক্তি চায় সে প্রাণে রহে কালী ধ্যানে
স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে অতি॥

আয়ান বলে ভগ্নী জননীর পেতে মন—
"কিন্তু তোমাদের বউ কখনও নয় তেমন।

আমি জানি তারে সে বলে আমারে
শ্যামা পূজিবারে বনে করে গমন॥
রাতি হলে গভীর শূন্য থাকে মন্দির
বউ তখন হয় বাহির নিদ্রা ক'রে দমন॥

ইষ্টদেবীরে ফুল নিয়ে আমি খুঁজি'
রাধারাণী খোঁজে অশ্রু ক'রে পুঁজি॥

আমিতো ভেক ধরি পট্টবসন পরি
ভক্তির বড়াই করি' দেখাই সোজাসুজি॥
রাধের সব অন্তরে শ্যাম রঙ্ সদাই হেরে
শ্যামা চিন্তা করে থাকে মুখটি বুজি'॥"

এবার হেসে কুটিলা কয়— "শ্যামা নয় শ্যামা নয়।
শেষের আকার তুলে দিয়ে যা' প'ড়ে থাকে সেটিই হয়॥
ঐ শ্যাম—নন্দ ঘোষের বেটা সে একা বাঁধায় না লেটা
বরং গোপীরাই পা চাটা শ্যামের চরণে প'ড়ে রয়॥
শ্যাম গুনময় সর্ব্ব গুণে তাই বোলে তার বাঁশী শুনে
আমাদের বউ ছুটবে বনে সোয়ামীকে না ক'রে ভয়?"
জটিলাও কথায় পোঁ ধরে— "তাই মাথা ব্যথা তোর তরে
লোকে বলে আয়ান যেন গরুর দড়ি গলায় পরে॥
যেখানে যাই মাঠে ঘাটে লোকে হাঁড়ি ভাঙে হাটে
লজ্জায় আমার মাথা কাটে সবই স'য়ে ফিরি ঘরে॥

আগে তবু যেত রাতে অন্য সব গোপীদের সাথে
এখন যায় দিনের আলোতে সবার চোখের দৃষ্টি পড়ে ॥"
"পার কি ধরিয়ে দিতে" —আয়ান বলে চঞ্চল চিতে ॥
কুটিলা কয়—"চল তবে ধরিয়ে দিই হাতে নাতে ॥"
আয়ান ক'রে তাড়াহুড়া বাঁশ এক নিল ভেঙে বেড়া
কুটিলা যায় হাটের নেড়া আগে ছুটিতে ছুটিতে ॥
আয়ান বলে উচ্চস্বরে— "যদি বউ বনের ভিতরে
শ্যামা মার পূজা না করে ভাঙব তার মাথা লাঠিতে ॥"
কুটিলা মনে পেল ভয় ! বিনয়ে আয়ানকে তাই কয়—
"শোন দাদা লাঠি মেরে নারীবধ করা ভাল নয় ॥
কাজ নেই খুন খারাপি ক'রে বউকে আন ঘাড়ে ধ'রে
ঘরের ভেতর রাখ পুরে জানাজানি যেন না হয় ॥
বউএর চুল কাট মুড়িয়ে নাক কান কাট ঝাল মিটিয়ে
আমিও রোজ নুন ছিটিয়ে কাটার ওপর দেব নিশ্চয় ॥"
"অতটা পারব না আমি" —আয়ান কয় পথে না থামি' ॥
"লঘু পাপে গুরু দণ্ড ধর্ম্মের নামে হয় ভণ্ডামি ॥
যারে ভালবাসি অত— সে পাবে যন্ত্রনা কত
দেখতে পারব না সতত যতই হোক আমি তার স্বামী ।
এ সবের চেয়ে এক ঘায়ে দেব সব লেঠা চুকায়ে
অশান্তি ও বউকে নিয়ে হবে না আর দিন যামী ॥"

রাগমালা তালমালা

মূলতান—ঝাঁপতাল

এবার কিশোরী মনের উল্লাসে শ্যাম কুঞ্জে কৃষ্ণের সমুখে আসে
আপনি সখীরা রহে দু'পাশে আর রহে বুকে প্রেমের পশরা ॥
দাঁড়ায়ে আছে তারই শ্যামসুন্দর মোহন মূরলী পরশে অধর
ত্রিভঙ্গ সুঠাম নব জলধর বরনে পীত বসন পরা ॥

বিচিত্র শিখিপাখা বাঁধা রয় কুঞ্চিত চিকন কেশেরই চূড়ায়
মুখে অলকা তিলকা শোভে কমল নয়নের দৃষ্টি প্রাণ জুড়ায়
শ্রবনে মকর কুণ্ডল উজলে— সুদর্শন বনমালা রয় গলে
গোধুলির আভা শ্রীচরণতলে তার উপর নূপুর সুবর্ণে গড়া ॥

ছায়ানট—একতাল

রাইকে কুঞ্জে হেরি' শ্যাম আনন্দিত হয়
অভর্থনা ক'রে প্রেমানুরাগে কয়—
"এস রাই কিশোরী এস প্রাণেশ্বরী
লয়ে সব মাধুরী হৃদি আলো করা ॥
দেবের দুর্ল্লভ চরণ কুঞ্জ করে পরশ
তোমায় দেখে আমার জাগে কম্প হরষ
তোমার স্থিতির জন্য ধন্য বৃন্দারন্য
আমি হলাম ধন্য সফল বাঁশী ধরা ॥

বসন্ত—তেওড়া

স্বর্নিল রবি করে বিধি অঙ্গশ্রী গড়ে
পূর্ণিমার চন্দ্রিমা শ্রী মুখে উথলি' পড়ে
শুদ্ধ সুধা নিঙাড়ি' ফুলের সুষমা কাড়ি'
হাস অধর প্রসারি' পূত আনন্দ ভরা ॥
তোমার ডাগর নয়নে সাগরের শীতলতা
দিয়ে যায় অভয় বাণী শোনায় সান্ত্বনার কথা
ও মণি খঞ্জন গঞ্জন করে মোর হৃদয় রঞ্জন
ও চরণ বিপদ ভঞ্জন সর্ব্ব কলুষ হরা ॥

বাহার—ত্রিতাল

তুমি পরমা প্রকৃতি পবিত্র উত্তমা সতী
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি দাত্রী শান্তি ধৃতি মূর্ত্তিমতী
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিণী শুদ্ধাভক্তি প্রদায়িনী
হৃদি পদ্ম বিকাশিনী ব্রহ্ম পরাৎপরা ॥

তোমার চরণ পরশ বিনা সব ব্রহ্মাণ্ড হবে মরু
তুমি আমার প্রেম গুরু আমার প্রেমের কল্পতরু
তুমি আমার ইষ্টদেবী আর ইহ পরকাল সবই
তোমার শ্রীচরন যাই সেবি' এস পাশে এস ত্বরা ॥"

কীর্ত্তন

প্রাণপ্রিয় শ্যাম সুন্দরে ললিতা কয় মধুর স্বরে—
"ধৈয্য ধর রাই এর তরে ওহে শ্যাম আরও কিছুক্ষণ।
তোমার আছে রূপ যৌবন আছে চাঁদের মত বদন
কিন্তু হ'তে মদন মোহন ফুলের চাই আরও আভরন ॥
আমরা আজ সাজাব তোমায় বাধা দিও না শ্যামরায় ॥
সে সব ফুল এনেছি কেশব যে সব ফুল তোমাকে মানায় ॥
ফুলের বাজু দেব হাতে ফুলের মুকুট দেব মাথে
ফুলমঞ্জীর নূপুর সাথে রহিবে তোমার রাঙা পায় ॥
কদম হবে কর্ণভূষণ বনমালা দেব নূতন"
এ শুনে রাধিকারমন গানে গোপিনীদের জানায়—

ঠুংরি—তিলং—আদ্ধা

"কুসুম শোভায় রূপের সুসম বিকাশ।
অনিত্য সংসারে করে সত্যের প্রকাশ ॥
সরোবরে খেলা করে হংস মিথুন দু'টি
কি শোভা হয় মাঝে সরোজ উঠিলে ফুটি'
যদি পীত রেণু মাঝে অসিত অলি বিরাজে
নিশিত অসির সাজে নিশীথ চাঁদ রয় তার পাশ
ফুলদলে সাজাও আমায় ফুলই আমি ভালবাসি
আমায় ঘিরে ঝরাও সবাই ফুলের মত মধুর হাসি
যার প্রাণ কুসুম পেলব যার মন শিশু সুলভ
তারই আমি হই বল্লভ তারই পুরাই অভিলাষ ॥"

কীর্ত্তন

পেয়ে কৃষ্ণের অনুমতি গোপীরা হয় খুশী অতি
ফুল ল'য়ে তাই শীঘ্রগতি শ্যামরায়ে ঘিরে ধরে।
নানা কুসুম ছিল সঙ্গে মালা গেঁথে নানা রঙ্গে
সাজায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অঙ্গে আর গাহে গান আবেগভরে--

রাগপ্রধান—ললিত—ত্রিতাল

"চরণে দিয়া কাশ কুসুম করি অনুভব।
আকাশ কুসুম তুমি ওহে মাধব ॥
দিবার শিশির নাই শোন গোপী বল্লভ
দিবার অশ্রুনীর রাখে আঁখি পল্লব
তাই হে সুধী বার বার দিয়ে প্রয়াস শুধিবার
তোমার অসীম প্রেম ঋণ যা অতুল্য বৈভব ॥
আমাদের ধন্যা কর তোমার বামে দেখি রাই
ত্রিভুবনে অপরূপ ও শোভার তুলনা নাই
কর মোদের অনুকম্পা কালো মেঘে দেখি শম্পা
তোমাদের চরণে চম্পা ছুড়ে দিয়ে করি উৎসব ॥"

রাগপ্রধান—মালকোষ—তেওড়া

সহসা গোপিনীগণ শোনে পুরুষের গর্জ্জন
পিছনে মেলে নয়ন হেরে আসিছে আয়ান।
পশ্চাতে কুটিলা রয় ওরা বেশী দূরে নয়
রাই কিশোরী পেল ভয় উড়ে যায় বুঝি তার প্রাণ ॥
নিমেষে মিশে গেল মাটিতে এ আনন্দ
শ্রীরাধা কাতরে কয় — "রক্ষা কর গোবিন্দ
তোমারই প্রেমে অন্ধ বুঝি না ভাল মন্দ
ওদের ঐ আসা বন্ধ ক'রে বাঁচাও মোর সম্মান ॥

হও ইন্দ্রের দর্পহারী গিরি গোবর্দ্ধন ধারী
করি সর্ব্ব বিপদে ভরসা যে তোমারই
কালিয় নাগে দমন ক'রে রক্ষিলে ভুবন
এখন হে রাধারমন রাধার কর প্রাণদান" ॥

প্রভাতী সুর

পিছন ফিরে দেখে কৃষ্ণ হাসে মন্দ মন্দ।
রাই কিশোরীর শুক্‌নো মুখটি দেখে যেন পায় আনন্দ ॥
দাঁড়ায় শ্যাম ত্রিভঙ্গ ঠামে শিখী পাখা হেলে বামে
বাঁশী বাজায় রাধা নামে কি সুমধুর ছন্দ ॥
কৃষ্ণ অঙ্গে পীত ধরা ও রূপ ভুবন আলো করা
সারা অঙ্গ ফুলে ভরা কি সুমধুর গন্ধ ॥
শ্রীরাধার ভালো না লাগে অন্তরে আশঙ্কা জাগে
জোড়হাতে কয় শ্যামের আগে অশ্রুধারে অন্ধ—

রাগপ্রধান—বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

শ্যাম তোমারে করি মিনতি। করুণা কর আশ্রিতার প্রতি।
আমাদের কাছে এলা আসিলে আমার হবে যে অতিশয় ক্ষতি ॥
তোমার মুরলীর ইঙ্গিতে আমি ছুটে এসেছি মধ্যাহ্ন বেলায়
এর আগে যাহা কভু করি নাই সেই সংসার কর্ম্ম ফেলিয়া হেলায়
তোমারে আমি ভালবাসি তাই মনের ভারসাম্য সকলই হারাই
আমি যে তখন চিন্তা করি নাই এভাবে হেথায় আসিবে পতি ॥
এর আগে আমি যাই সন্ধ্যা রাতে তোমারই সাথে মিলনের তরে
কিন্তু তবুও কোন সন্দেহ জাগেনি কভু পতির অন্তরে
পতি জানে যাই শ্যামাপূজনে ঘরে থাকে সে নিশ্চিন্ত মনে,
আজ তোমায় আমায় দেখে এখানে আর কি আমায় সে
ভাবিবে সতী" ॥

রাগপ্রধান—আড়ানা—ত্রিতাল

চতুর্ভুজ ধারিণী শ্যামা সম্মুখে দাঁড়ায়
কিশোরীর চিত চোর শ্যাম সহসা বনে মিলায়॥
বাম হাতে নর মুণ্ড বামোর্দ্ধে খড়্গ ধরে
ডান হাতে ধরে মুদ্রা ডানোর্দ্ধে অভয় দান করে
লোল জিহ্বা এলোকেশী ত্রিনয়নে লজ্জার হাসি
নর বাহু বসন অঙ্গে সাজে বক্ষ মুণ্ড মালায়॥
শশ্মানের ভস্ম মাখা আর রুধীর সারা অঙ্গে
ডাকিনী যোগিনী শিবা পিছনে রহে সঙ্গে
সংহার মূর্ত্তিধরি' শ্যামা সুরেশ্বরী
শঙ্কর বক্ষোপরি বাম চরণ বাড়ায়॥

কীর্ত্তন

আয়ান পুরো ভাগে আসি' হেরে শ্যামা এলোকেশী
পদতলে আছে বসি' শ্রীরাধা মুদে দু'নয়ন।
হাত থেকে লাঠিটিপড়ে আয়ান এবার যুক্ত করে
জানুপাতি ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে যায় বহুক্ষণ॥
মুখটি তুলে ওঠে বলি— "নমঃ নমঃ মহাকালী
করুণাময়ী মা দিলি এ অধমে তোর দরশন॥
ওমা মৃত্যুঞ্জয় জায়া মহেশ্বরী মহামায়া
দে মা আমায় পদছায়া তোর চরণে নিলাম শরণ॥

শঙ্করা—একতাল

দে'মা আমায় শক্তি তোরে আরাধিতে।
হৃদয়ে দে ভক্তি তোর চরণ বাঁধিতে॥
সংসার থেকে মুক্তি দে মা মুক্তকেশী
আমাকে কর মাগো ইহসুখ বিদ্বেষী
দে আমায় শুদ্ধ জ্ঞান শেখা তোর চরণ ধ্যান
যেন পারি তোর গান গেয়ে মা কাঁদিতে॥

নিত্য যেন তোরে হেরি কাত্যায়নী
সদা যেন শুনি মা তোর চরণ ধ্বনি
এ সংসার অনিত্য সত্যে রাখ মা চিত্ত
শুধু করা কৃত্য তোর পূজা সাধিতে ॥

কীর্ত্তন

রাই কিশোরীর কাছে গিয়া আয়ান এবার যায় কহিয়া
"রাধে তোমার পুণ্য নিয়া ইষ্ট মূর্ত্তি করি দর্শন।
তুমি মোর সহধর্ম্মিনী দেখাইলে কাত্যায়নী
তুমি সতীর শিরোমণি ধন্য করিলে এ জীবন ॥
তুমি পথ প্রদর্শিকা। দীপ্তা সত্য আলোর শিখা ॥
তুমি কৃপা করিলে তাই ইষ্টদেবী দিল দেখা ॥
তুমি অতি কাছে রও তাই ইষ্টদেবী দেখিতে পাই
তোমার ক্ষমার তুলনা নাই তুমি পরিপ্রেক্ষনিকা ॥
যারা তোমাকে না বোঝে তোমার মাঝারে দোষ খোঁজে
তাদের কাছে তুমি রও যে সর্ব্বদাই এক প্রহেলিকা ॥
তুমি বাক্‌দেবী বিদ্যাজ্ঞান তুমি বুদ্ধি গুরু ও ধ্যান
তুমি সিদ্ধি স্বস্তি বিধান তুমি বেদ তুমি বেদিকা ॥
শুদ্ধ ভক্তি প্রদায়িনী শুদ্ধ সত্ব স্বরূপিনী
চিদ্রূপা পূতা ত্রিবেণী হও সর্ব্বোত্তম সাধিকা ॥"
জয় জয় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা ॥

রাস

ধ্রুপদাঙ্গ—কেদারা—তেওড়া

শরত আকাশোপর প্রকাশিত শশধর
দৃশ্য অতি মনোহর বৃন্দাবন করে ধারণ।
দিকে দিকে তারাদল হয়েছে আরও উজ্জল
অলক মেঘ অমল চন্দ্রিমায় করে চারণ ॥

যোগমায়া কুঞ্জে সাজায় নিশার কুসুমে আসর
কৃষ্ণ সাথে গোপীদের বসিবে মিলন বাসর
পিককুল করে আকুল গানে বৃন্দাবন গোকুল
অলিদল পেয়ে মুকুল করে গুণ গুণ উচ্চারণ॥
শেফালিকা মল্লিকা বনে প্রফুল্লিত হয়
কদম্ব-কেশর শিরে মলয় শিরি শিরি বয়
শরৎ বসন্ত ঋতু রচে মিলনের সেতু
নয়নে দেখার হেতু গোপীদের প্রেমের পারণ
জাতি যুথি মালতী মাতে এ মহোৎসবে
চম্পা বেলা করবী চায় গরবি মাধবে
কমল কাননে চঞ্চল মরালা মরালের দল
কোমলোৎপল পুষ্পদল করিতেছে উৎসারণ॥

রাগপ্রধান—আড়ানা—ত্রিতাল

বাজিল মুরলী রাধা রাধা বলি'।
বিকলিত করি' কোকিলের কাকলি॥
সে সুরে প্রজাত কত অশরীরী প্রণিধি
গোপীদের শ্রবনে বলে 'ডাকিছে শ্যাম গুণনিধি'
প্রণেয়া গোপীকাকুল শ্যাম প্রণয়ে মন হয় আকুল
প্রমেয় লভিতে চলে অমেয় সংসার দলি॥'
সে সুরের ঝরণা ধারায় গোপীকারা অবগাহে
উৎসব করিতে চলে উৎস পানে উৎসাহে
রাই কিশোরীর অন্তর ব্যাপি' বাঁশী গানের স্বরলিপি
লিখে যায় চুপি চুপি কথা শ্যাম নামাবলি॥

কীর্ত্তন

প্রতিদিবস সাঁঝে সখীবৃন্দের মাঝে
রাধারাণী সাজে ফুল অলঙ্কারে।

আজও বোসে পিছে কিশোরীর কেশ মুছে
বৃন্দা বেণী রচে যতন সহকারে ॥
বেণী রচিতে আজ বৃন্দার ভুল হ'য়ে যায়।
আকুল করা সুরে কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় ॥
আঁকিয়া বিশাখা অলকা তিলকা
রাইএর সুধামাখা মুখ খানি ভরায় ॥
স্খলিত অঞ্চলে ললিতা রাই গলে
বাঁশীর সুরে ভুলে আগেই মালা পরায় ॥
অনঙ্গ মঞ্জরী ফুল মঞ্জীর গাঁথে।
রাইএর চরণ পরে পরায় নিজ হাতে ॥
নয়ন খঞ্জন গঞ্জন তার কোলে দেয় অঞ্জন
রাই পানে নিরঞ্জন বিস্ময়ে চায় যাতে ॥
পক্ক বিম্বাধরে তাম্বুল স্পর্শ করে
রবিকর অম্বরে যেন রাঙায় প্রাতে ॥

সব মাধুর্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মূরলী সুধা নিষ্যন্দী
গোপীমন করিতে বন্দী মহানন্দে বেজে চলে।
গোপীদের মন করে এ সুর আজি কীংকর্ত্তব্যবিমূঢ়
তবুও দ্বিধা ক'রে দূর গোপীরা চলে সকলে ॥
কারো আর হয় না প্রসাধন গোপীরা বোঝে সুর সাধন,
প্রসাদী হৃদি নিয়ে ধায় করিতে শ্যামের প্রসাদন ॥
কুম্ কুমে টিপ্ আঁকার পরে বোঝে না কেউ সে টিপ্ সরে
মুখ দেখিতে যায় মুকুরে হেরে সেথায় শ্যামের বদন ॥
শিশু তখন হাত পা ছুড়ে মাতৃদুগ্ধের বায়না করে
গোপী শিশুর পানে হেরে ভাবে শ্যামই করে ক্রন্দন ॥
কারো শ্বশুর করে ভোজন সে করে তার পরিবেশন
হঠাৎ তুলে অবগুণ্ঠন হেরে শ্যাম কোথায় গুরুজন ॥

কারো পতি ফেরে ঘরে মোছায় সে ঘাম আপন করে
সহসা তার দৃষ্টি পড়ে পতি নেই রয় মদন মোহন ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

গোপীরা বোঝে না শ্যামের মূরলী যাদু জানে।
সুস্বাদু পানীয় ঘরে তবু যায় সুর পানে ॥
এক হাতে কাঁকন পরে কেউ অপর হাতের কথা ভোলে
এক কানে গয়না পরে কেউ অন্য কান ভুলে—যায় চ'লে
কেউ এক পায়ে আলতা পরে অন্য পা ভুলে পথ ধরে
এক পায়ে নূপুর বেঁধে কেউ ছোটে শ্যাম কুঞ্জের পানে ॥
এক গালে পাউডার মেখে কেউ ভুলে যায় তার রয়
আর এক গাল
কেউ অধর রাঙাতে গিয়ে করে শুধু এক অধর লাল
কেউ গিঁট না দিয়ে কাপড়ে পায়ে জড়ায়ে যায় প'ড়ে
কারো বা চূনে গাল পোড়ে খয়ের কম দিয়ে পানে ॥
গোপীরা না মানে বাধা না শোনে শিশুদের কাঁদা
শুধু চোখের সামনে ভাসে শ্যামের মুখটি বাঁশী সাধা
শ্যামানুরাগে মনে রঙ্ ধরে তাই সাজে এমন সঙ্
ঘরে পাতরা রেগে টঙ্ তবু চলে ঝাঁপানে ॥

কীর্ত্তন

শ্যামের মূরলী বাজে রাধা বলি'
রাধিকায় উন্মনা করে।
কম্প পুলক জাগে কৃষ্ণ অনুরাগে
শ্রীমতী কয় উদ্বেগ ভরে—
"শ্যাম বাজায় মূরলী রাধা রাধা বলি'
সে সুরে অমৃত ঢালা।
আমায় ছেড়ে দে সই বল আর কেমনে সই
শ্যাম বিচ্ছেদের এ জ্বালা ॥

আর লজ্জায় কি হবে আমায় বংশীরবে
ডাকে শ্যাম মিলনের তরে।
কাঁপে সারা গাত্র আর মুহূর্ত্ত মাত্র
থাকিতে না পারি ঘরে॥
যা' হয়েছে থাক্ তাই চল এখন কুঞ্জে যাই
কৃষ্ণ দর্শন করি সুখে।
শুনিব বাঁশরী আজ প্রাণমন ভরি'
বসিয়া শ্যামের সমুখে॥
শ্যামের বংশীধ্বনি এর আগে তো শুনি
কিন্তু আজ মধুর সবচেয়ে।
অন্তর প্রেমবিহ্বল আনন্দের অশ্রুজল
ঝরে আমার নয়ন বেয়ে॥
শ্রবণ তৃপ্তি দায়ক যত ধ্বনি নায়ক
নিঙাড়ি' আজ বাঁশরীতে।
শৃঙ্গার রসে ভরা অঙ্গ অবশ করা
সুর মাধুরী দেয় চিতে॥
এই আমি চলিলাম দেখিতে আমার শ্যাম
প্রয়োজন নেই আমার সেজে।
ছেড়ে দে আমাকে ঐ শ্যাম আমায় ডাকে
বাঁশী তাই অমন যায় বেজে॥"
এ শুনে বৃন্দা কয়— "আর একটু দে সময়
নূপুর বাঁধি তোর চরণে।
তোর পায়ের এ নূপুর বাঁশীর চেয়েও মধুর
হেন লয় আমাদের মনে॥"

কাজরী—পাহাড়ি—কার্ফা

বেণুরবে অভিভূতা বৃষভানুরাজ দুহিতা
সখীগণে পরিবৃতা হ'য়ে শ্যামকুঞ্জে চলে।

নানা ফুলে বাহির তনু সাজে যেন ইন্দ্রধনু
কৃষ্ণ ভ্রমর লোভে রেণু যেন চন্দ্রালোয় উজলে ॥
ঘন নীলাকাশ নিঙাড়ি' যে বরণ মেলে মনোরম
সে বরণের বসন পরি' রাধিকার রূপ হয় অনুপম
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ অঙ্গ স্বর্ণ অলঙ্কার নেয় সঙ্গ
তার ওপর ওঠে তরঙ্গ যৌবন সরসী জলে ॥
শ্রীমতীর আয়ত নয়ন যেন রয় মোহ তন্দ্রাতুর
গজেন্দ্র গমনে যায় তাই পথের ক্লান্তি করিতে দূর
শুধু সঙ্গ নিতে বঁধুর অধরে হাসিটি মধুর
তা' দেখি লজ্জা হয় বিধুর লুকাতে চায় বনতলে ॥

রাগমালা—তালমালা

ইমনকল্যাণ—ঝাঁপতাল

পূর্ণিমার শশি উজলায় গগন কৃষ্ণ মিলনের আজ শুভ লগন
এসেছে শ্যামের কুঞ্জে গোপীগণ শুদ্ধ প্রেম প্রীতি ল'য়ে অন্তরে ॥
গোপীরা মনে সংসার বৈরাগ্য নিয়ে এসেছে বোঝে ক্ষেত্রজ্ঞ
এ ক্ষেত্র প্রেমযজ্ঞের হয় যোগ্য জেনেও তবু শ্যাম কয় বিস্ময়ভরে—
"তোমাদের দেখে অবাক্ হই আমি এ বনে রাতে কিভাবে এলে
অনাত্মীয় এক পুরুষের কাছে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসারের ফেলে
তোমাদের ঘরে আছে।প্রয়জন আমার কাছে রয় কিবা
প্রয়োজন
তাছাড়া হিংস্র প্রাণীরা বিজন বনে রাতে রয় প্রাণীবধ তরে ॥"

পরোজ—একতাল

গোপীরা উত্তর দেয় কৃষ্ণপ্রেমে মেতে
"আমাদের নেই প্রাণের মায়া তোমায় পেতে
তুমি বংশীরবে ডাক দিয়েছ তবে
আমরা এলাম সবে এ বনের ভিতরে ॥

বুঝেছি শ্যাম তোমার মনের অভিরুচি
নৃত্যগীতের বল কি অনুষ্ঠান সূচি
রইব তোমার মতে চলব তোমার পথে
করব এখন হ'তে নির্ভর তোমার 'পরে ॥"

বাগেশ্রী—তেওড়া

কপট বিস্ময়ে কৃষ্ণ ভর্ৎসনার সুরে বলে—
"নারীর পর পুরুষের 'পর নির্ভর করা না চলে
এতে থাকিলেও পতি সেই পর পুরুষের প্রতি
জাগে অবৈধ প্রীতি তাই কামাতুরা করে ॥'
গোপীরা হ'য়ে নরম এর উত্তর দিল চরম—
"কৃষ্ণ পর পুরুষ নহে কৃষ্ণ হয় পুরুষ পরম
কৃষ্ণের অঙ্গে সর্ব্বক্ষণ আমরা করি নিরীক্ষণ
মহাপুরুষের লক্ষণ তাই কোন ভয় না ধরে

ভূপালি—ত্রিতাল

অভিনয়ে পটু কৃষ্ণ সুকঠোর বাক্য কুঠারে
গোপীকাদের মর্ম্মমূলে আঘাত ক'রে যায় এবারে
সর্ব্বধর্ম্মের যে মূলাধার ধর্ম্মস্থাপনে অবতার
মুখে বুঝায়ে লোকাচার কয় বিদ্রুপের কণ্ঠস্বরে—
"এভাবে আমার নিকটে তোমাদের আসা উচিত নয়
এতে নারীর সতীধর্ম্ম মোটেই পালন করা না হয়
রাতে এস না বাহিরে তোমরা গৃহে তাই যাও ফিরে
আমায় মিছেই আছ ঘিরে কোন কাজ হবে না পরে ॥

বাউল—

শোন গোপীগণ কোরো না তোমরা সতীধর্ম্ম লোপ ॥
তোমাদের ওপর দেব দেবীর এতে পড়িবে যে কোপ ॥

হয়ত তোমাদের স্বামীরা কেউ লম্বা আবার কেউ বেঁটে
কারো কিলে ভুঁড়ি নোয় না কারো বা পিলে রয় পেটে
কারো বা মাথায় টাক পড়া কারো বা গায়ে চুল ভরা
কেউ মাকুন্দ মেয়ে ন্যাকড়া কারো আবার দাড়ি গোঁফ ॥
হয়ত কারো স্বামী বুড়ো ড্যাব্ ডেবিয়ে কেবল তাকায়
হয়ত কেউ কাশে কেউ হাঁচে কেউ বা ঘুমুলে নাক ডাকায়
তবু পতি কোরো না ভুল না পেয়ে দেখে সর্ষে ফুল
বলে তোমরা খেয়েছ কুল আমায় করে দোষারোপ ॥
'পতি পরম গুরু' কথা লিখে নাও তোমাদের বুকে
স্বামীর সাথে এ জোছোনায় প্রেমালাপন কর সুখে
দৃষ্টি দাও সংসারের প্রতি হ'য়ে যাও কপোত কপোতী
সকলেরই আছে পতি নিশ্চয়ই এক একটি গোপ ॥"

কীর্ত্তন

গোপীরা চন্দ্রিকায় আঁধার দেখে তাই ঝরে অশ্রুধার
কৃষ্ণের বাক্যবানের যা ধার তাতে বিদ্ধ করে হৃদয়।
মিথ্যা কৌমুদী বসনা ঐ যমুনা কলস্বনা
সত্য শুধু শ্যাম রসনা দুখে তখন ললিতা কয়—

ঠুংরি—পাহাড়ি—আদ্ধা

"আর বোল না নিলাজ শ্যাম মরি লজ্জায়
তোমার ও কথা জ্বালা দেয় সবার কলিজায় ॥
জানি পরাগ শয্যায় অলি মধুরসে হয় আকুল
সরোজেরে তাই বোলে কি সজোরে ফোটায়ে যায় হুল
গুঞ্জন না ক'রে গঞ্জনা দিয়ে কি অলি যায় ॥"

কীর্ত্তন

কথা কইতে ওষ্ঠ কাঁপে পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমি চাপে
মন কষ্টে পরিতাপে গোপীরা দাঁড়াল দলে।

চলিতে চরণ না ওঠে মাথা হেঁট ক'রে নখ খোঁটে
আঁচল সবার ধূলায় লোটে তখন বৃন্দা কৃষ্ণে বলে—

পল্লীগীতি

"আজ পূর্ণিমা হেরে সবাই পুলকিত হ'য়ে মনে।
আলোকিত পথে ঘুরে আমরা বেড়াই বনে বনে॥
পায়ে পায়ে চলে এলাম তোমারই এই কুঞ্জের কাছে
হঠাৎ চোখে গেল প'ড়ে অনেক ফুল আজ ফুটিয়াছে
ভাবলাম ফুলে মালা গ'ড়ে বরকে দেব হাতে ধ'রে
তুমি দেখ্ছি গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর অকারণে॥"
মধুর হেসে কৃষ্ণ তখন গোপীগণে শুনায়ে কয়—
"তোমরা এক এক কথা বল এক এক জনে একই সময়
কালি আর দিও না কুলে যাও এখান থেকে ফুল তুলে
পতিদের রয়েছ ভুলে ওরা সবাই প্রমাদ গোণে॥"

কীর্ত্তন

গোপীকাগণ দলে দলে কি কথায় কি উত্তর বলে
কৃষ্ণ বিরহে প্রাণ জ্বলে তার ওপর অভিমানও হয়।
বোঝে কৃষ্ণ জগৎস্বামী ফেরার পথে তাই যায় থামি'
উচ্চ কণ্ঠস্বর যায় নামি' কাতর বিনয়ে কৃষ্ণে কয়—
"শোন হে শ্যামরায় পড়েছি বিষম দায়
রাখ আমাদের চরণে।
বলি সত্য কথায় আমরা এলাম হেথায়
তোমায় পতিত্বে বরণে॥

শোন পতির পতি আমাদের আর গতি
নেই অন্য বুঝিতে পারি।
তুমি যুবা অন্য রূপ গুণ অসামান্য
আমরাও তাই এলাম ঘর ছাড়ি' ॥
তুমি বাজাও বাঁশী আমরা শুনে আসি
ভাবি ডাক নিমন্ত্রণে।
এখন উপদেশ দাও তবে কেন ছড়াও
সুরজাল পরাণ হরণে ॥
কৃষ্ণ পতি হবে মানত ক'রে সবে
কাত্যায়ণীর পূজা করি।
রজনী হ'লে ভোর দেখা দাও চিত চোর
আমাদের সব বসন হরি' ॥
লজ্জা ভেঙে নারীর দেখে নগ্ন শরীর
স্বামীই তো প্রেমের কারণে।
অঙ্গ ক'রে সৃষ্টি তুমি দিলে দৃষ্টি
অঙ্গ ধন্য তা' ধারণে ॥

তুমি কি দেখনি রাই কি দুখিনী
কত ব্যথা সহে প্রাণে।
ঝরে কাঁটার ঘায়ে রক্ত তার দু'পায়ে
তবু আসে তোমার টানে ॥
দিও না আর ব্যথা এরূপ কটু কথা
অমন মুখে উচ্চারণে।
তুমি চরণে ঠাঁই না দাও তো—তবে যাই
যমুনার সলিল শরণে ॥

হে সর্ব্বগুণাকর হ'য়ে এমন মুখর
বোল না নিন্দাকর প্রার্থিনীদের কথা।

ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য— কুসুম হ'লে দৃশ্য
আসিবে অবশ্য অলিকুল যে তথা ॥
তোমার কমল নয়ন ডাকে ভালবাসায়।
মন্মথ অনলে তাই অঙ্গ পুড়ে যায় ॥
বল প্রেমের কথা কোরো না অন্যথা
ঘুচাও মনের ব্যথা এলাম বড় আশায় ॥
প্রেমালিঙ্গন ক'রে যৌবন তাপ নাও হ'রে
কৃষ্ণ প্রেম দাও ভ'রে সবার শিরায় শিরায় ॥
তুমি বনে টেনে আনো বনমালী।
সবার শিরে তুলে দাও কলঙ্কের ডালি ॥
পূরাও তাই মনোসাধ রটে যাক অপবাদ
এ সংসার দিয়ে বাদ নেব ভিক্ষার ঝুলি ॥
তোমার বাঁশী সাধা বলে রাধা রাধা
দেখ রাধার কাঁদা কত অশ্রু ঢালি' ॥"

বাউল

কৃষ্ণ দেখে গোপীনীদের দু'নয়ন অশ্রুসিক্ত।
তবুও গোপীদের বলে বিদ্রূপ ক'রে সম্পৃক্ত —
"তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে যাও ঘ'ষে
আমাকে দোষে তাই এখন তোমাদের সকল ঘোষে
আমি বাঁশী করি অভ্যাস তোমরা আসিলে আমার পাশ
তোমাদের প্রেমের ঘুষ দিতে এখন আমি হই রিক্ত ॥
তোমরা আমার কুঞ্জে এসে আমার ওপর হও চড়াও
প্রেমে তোমাদের কিনিব কি ক'রে রূপের দাম চড়াও
পতির ঘরে মন রয় সুখী তোমরা তো নও কচি খুকী
বারে বার বলায় জান কি মিষ্টি কথা হয় তিক্ত ॥"

রাগমালা তালমালা

দেশ—ঝাঁপতাল

গোপীরা বোঝে প'ড়ে সঙ্কটে সরল আঙুলে ঘৃত না ওঠে
মুখরার ভাষা তাই কণ্ঠে ফোটে সেই সঙ্গে বলে সত্য কথাটাও।
"ওহে শ্যাম তোমায় ঠিক ধিক্কার দিতে ভাষা খুঁজে না পাই পৃথিবীতে
তুমি সব নিন্দা স্তুতির অতীতে তুমি যে সদাই ছলের আশ্রয় নাও॥
নিজেদেরই তাই আমরা ধিক্কার দিই আমরা তোমায় না বুঝিতে পারি
আলেয়ার পিছে ছুটেছি আমরা মা বাবা স্বামী সন্তানদের ছাড়ি'
আমাদের হৃদয় কর আকর্ষণ- তোমার বিরহে এই অশ্রুবর্ষণ
এসেছি তোমায় করিতে দর্শন অথচ তুমি আমাদের না চাও॥

শিবরঞ্জনী—একতাল

মুনির মুখে শুনি তুমি জগৎস্বামী
সবার মনের কথা জান অন্তর্যামী
জান কার কি ভক্তি তোমা 'পর আসক্তি
তুমি সর্ব্বশক্তি ধর কিনা জানাও॥
গর্গ মুনি বলে ধর্ম্ম স্থাপন তরে
তুমি এলে ধরায় নর কলেবরে
তবে হে জগন্নাথ গোপিনীদের হও নাথ
আমাদের অশ্রুপাত আলিঙ্গনে মোছাও॥

বেহাগ—ত্রিতাল

আমাদের সকলের লক্ষ্য ছিল গৃহ কর্ম্মের প্রতি
সেবাধর্ম্মে তুষ্ট ছিল পতি গুরুজন সন্ততি
তুমি যমুনার তীর ঘুরে টানিলে মন বাঁশীর সুরে
রহিলে এ হৃদয় জুড়ে এখন মুখপানে না চাও ॥
তুমি দয়ার সিন্ধু জেনে আমরা তৃষিতা চাতকী
এলাম বারি পান করিতে ল'য়ে প্রেম যৌবন কত কি
অঞ্জলিতে তুলি বারি সে বারি ফেল সবারই
এখন যেতে বল বাড়ী কেন এভাবে বিদায় দাও ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—মালকোষ—তেওড়া

গোপীরা না যায় ফিরে ভাসায় বুক অশ্রুনীরে
অশ্রুবাষ্প রয় ঘিরে আকাশের মেঘদলে।
বাতাস ভারী হ'য়ে যায় কুসুম না গন্ধ বিলায়
জ্যোৎস্না আঁধারে মিলায় আগে না দৃষ্টি চলে।
শিখীকুল নৃত্য থামায় বিহঙ্গের বন্ধ হয় গান
মৃগেরা ভূমে লুটায় যমুনাতে নেই উজান
কেহ কহে না কথা বিরাজে নীরবতা
মৃতপ্রায় গুল্মলতা পাষাণ ও বুঝি গলে ॥
গোপীদের মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ওঠে কেবল
বিস্ফারিত নয়নে অশ্রু করে ঝলমল
গোপীদের বাঁচাতে প্রাণ এবার ভক্তের ভগবান
ক'রে পরম কৃপাদান মধুর বচনে বলে—
"হে সখিগণ আমাতে করেছ আত্মোৎসর্গ
তোমাদের বুকে নিয়ে রচিব মিলন স্বর্গ
আমি শুদ্ধ প্রেম তরে ক্ষুধার্ত্ত রই অন্তরে
এস তোমাদের করে বন্দী হই ধরাতলে ॥"

কীর্ত্তন

কৃষ্ণের কাছে পেয়ে আশ্বাস গোপীরা ছোটে কৃষ্ণের পাশ
ল'য়ে প্রেমানন্দের উচ্ছ্বাস শ্যামের কণ্ঠ বেষ্টন করে।
কৃষ্ণ পরম পুরুষ যে তাই প্রথম পরশের সঙ্কোচ নাই
কৃষ্ণে অঙ্কে বসানো চাই তাই তো হুড়াহুড়ি পড়ে॥
ধন্যা হ'ল সব গোপীনী। ধরা দিল চিন্তামণি॥
কৃষ্ণের আলিঙ্গনে কাটায় শারদ মধু যামিনী॥
অনন্ত প্রেমময় মাধব এই প্রথম হয় গোপীবল্লভ
সাক্ষী রইল বৃক্ষ পল্লব কৌমুদী, সূর্য্য নন্দিনী॥
গোপীরা পায় শ্যামের আদর শ্যামাধরে মেশায় অধর
ভাঙিতে চায় বক্ষ পিঞ্জর শ্যাম চেপে শ্যাম সোহাগিনী
শ্যাম আপনায় দেয় উপহার। সবার সাথে করে বিহার॥
গোপীরা ঘিরে রয় শ্যামে যেন এক রত্নমণিহার॥
নানা হীরা আহিরীণি মধ্যে শ্যাম নীলকান্তমণি
সবার অঙ্গে কি লাবণি বসনের রঙের কি বাহার॥
গোপীনীদের বাসনা সব মেটায় ভালবাসায় কেশব
তৃণশয্যায় রহে বৈভব মুক্তা সম রাতের নীহার॥
রাম অবতারে রাম আসে। সীতায় লয়ে বনবাসে॥
নৈমিষ্যারণ্যের মুনিরা দেখে সীতায় রামের পাশে॥
নব দূর্ব্বাদল বরণ বিম্বাধর কমললোচন
কামদেব নরদেহ ধারণ ক'রে যেন মধুর হাসে॥
সেই অনিন্দ্যসুন্দর রামে সীতা রয় জড়ায়ে বামে
মুনিদের কামাচার নামে মনে রামে পাবার আশে॥
বোঝে রামচন্দ্র প্রেমময়। মুনিদের আশ্বাস দিয়ে কয়—
"আমি আপনাদের এরূপ কামনা পুরাব নিশ্চয়॥
দ্বাপরে কৃষ্ণাবতারে রহিব যমুনার ধারে
গোপীনীরূপে আমারে পাবেন সকলে সে সময়॥"

তাই গোপীরূপে মুনিগণ কৃষ্ণপ্রেম করে নিবেদন
যে প্রেমের পেয়ে আস্বাদন ভক্ত দেয় গোপীকৃষ্ণের জয়॥

কীর্তনাঙ্গ—দুর্গা—ঝাঁপতাল

এদিকে প্রতি গোপী অন্তরে ভাবে সে একা পায় শ্যামসুন্দরে
একাকিনী সে শ্যাম বাহুডোরে পরশে অধর শ্যামের অধরে॥
প্রত্যেকের মনে অহঙ্কার জাগে তাকেই শ্যাম জড়ায় অধিক সোহাগে
মলিন মন আসে শ্যামানুরাগে অহম্‌ভাব সবার মনপ্রাণ ভরে॥
আপনায় হেরি ভাবে কেউ বসি' ব্রজ মাঝে সে শ্রেষ্ঠা রূপসী
সে শ্যামের প্রিয়তমা প্রেয়সী ধরাকে সরা তাই মনে করে॥
কৃষ্ণ বুঝিল গোপীদের অন্তর সহসা হ'ল পরশ্রীকাতর
অন্তর্হিত হয় কৃষ্ণ তাই সত্বর শ্রীরাধায় তুলে নিয়ে শ্রীকরে

ধ্রুপদাঙ্গ--মেঘ—তেওড়া

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত লুকায়েছে গোপীনাথ
শিরে করে করাঘাত যুবতী গোপীকাদল।
রাধা শ্রেষ্ঠা প্রেয়সী ল'য়ে তায় কালশশি
অজানায় গেল মিশি' ক'রে এক চাতুরী ছল॥
হাহাকার ক'রে ওঠে এবার সব ব্রজাঙ্গনা
মনে প্রমোদাদের হয় নানারূপ প্রমাদ গোনা
ক্ষণেক আনন্দের পরে অন্ধকার নয়ন ভরে
ধরিত্রী সিক্ত করে গোপীনীদের নেত্রজল॥
আত্ম সত্তা ভুলে যায় আর্ত্তিতে করে রোদন
দর্পমত্তা গোপীগণ ক'রে যায় চিত্ত শোধন
আপনি পড়ে সেধে আপন খনিত খাদে
এ ঘনিত বিপদে আর্ত্তনাদে কয় কেবল—

"কোথায় প্রিয়তম শ্যাম দেখা দিয়ে যাও একবার
আমাদের প্রাণ রহে না তোমার অদর্শনে আর
তুমি কোথায় গোপীনাথ কাছে এসে ধর হাত
মুছায়ে দাও অশ্রুপাত তুমি যে অবলার বল ॥"

কীর্ত্তন

লুকাল পীতবাস না পুরায় অভিলাষ
গোপীদের হয় বিশ্বাস কৃষ্ণে পাবে ফিরে।
প্রতিটি কুঞ্জে যায় লতা গুল্ম উঠায়
কোথাও খুঁজে না পায় ভাসে আঁখিনীরে ॥
ললিতা এবারে বলে অভিমানে—
"লুকোচুরি খেলা শ্যাম ভাল জানে ॥
শুনেছি শ্রবণে যে গতি পবনে
তাই ল'য়ে শ্যাম বনে লুকায় কোন খানে ॥
খুঁজে রাখাল যত হয়রানি পায় কত
শ্যাম ঠিক সময় মত আসে প্রেমের টানে ॥
এবারেও আসিবে শ্যাম নিজে থেকে।
তবু কুঞ্জগলি চল্ দেখে দেখে ॥
চাঁদের আলো আছে সবাই আছি কাছে
কোন ঝোপ ঝাপ পিছে যাস্ নি ফেলে রেখে ॥
কাঁটা ফুটে কত অঙ্গ হচ্ছে ক্ষত
তবু খুঁজবো যত গুল্ম রক্ত মেখে ॥"
গোপী কান্না ডাকে "শ্যাম শ্যাম শ্যাম"
প্রতিধ্বনি বলে—"থাম্ থাম্ থাম্"
সকলে ডেকে যায় উত্তর কিন্তু না পায়
ব্যাকুল নয়নে চায় কাঁদিয়া অবিরাম ॥
করিয়া অন্বেষণ হ'ল ছিন্ন বসন
হতাশ হ'য়ে ভীষণ ভাবে বিধি হয় বাম ॥

সবাই চিৎকার করে—"কানাই কানাই কানাই"
প্রতিধ্বনি ফেরে 'নাই নাই নাই'॥

উত্তর যাবে শুনি' প্রতিটি পল গুনি'
হয়ে রয় মৌনিনী বিরহিণীরা তাই॥
হৃদি রয় নিস্পন্দ প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ
কোরে গোপীবৃন্দ উৎকর্ণা রয় সদাই॥

গোপীদের নেই বাদানুবাদ খোঁজায় বন বাদাড় দেয় না বাদ
বন্য প্রাণীরাও প্রতিবাদ করে না রহিলেও ক্ষুধায়।
মন কাতর হয় উত্তরোত্তর যায় পূব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর
পশুদেরও শুধায়—উত্তর না পেয়ে যাকে পায় শুধায়—
ও প্রিয়া মালতী লতা। শোন গো আমাদের কথা॥
কৃষ্ণ তোমায় জড়িয়ে রয় তুমি ফুটে থাক যেথা॥
এ আমরা সকলে জানি মালতীরই মালাখানি
প্রেমিক শ্যামের নিতে টানি' আগ্রহ রয় যথা তথা॥
বল শ্যাম তোমায় বহিয়া কোন অরণ্যে যায় রহিয়া
উতলা আমাদের হিয়া শান্ত কোরে দাও বারতা॥
শ্যাম প্রেয়সী হে তুলসী। শ্যাম পরশে রও আলসী'॥
বল তোমার কোন বনে রয় শ্যাম বনভ্রমণ বিলাসী॥
বল এখন কোথায় গেলে প্রিয়তম শ্যামে মেলে
গোপীনাথের দর্শন পেলে অন্তর উঠিবে উলসী'॥
সময় কাটে পাসে পলে দেখাও শ্যামের মুখোৎপলে
জানি পলাশ শ্যামের গলে থেকে তুমি হও পলাশী॥
হে সর্বংসহা ধরণী। জননী শ্যামল বরণী॥
নিরাশার নদীতে ভাসি দাও মা ভরসার তরণী॥
তোমারই হৃদয়ের মাঝে নিশ্চয় শ্যাম কোথাও বিরাজে
বুঝিয়ে দাও মা সহজে শ্যামকে পাওয়ার সে সরণী।

তুমি শ্যামে কর দর্শন পাচ্ছ শ্যামের অঙ্গ স্পর্শন
কৃপা দৃষ্টি ক'রে বর্ষণ শ্যামকে দাও সন্তাপ হরণী ॥
হে মরণ জয়ী সমীরণ। আর কেন কর কালহরণ ॥
বল কোথায় গেলে পাব নয়ন রঞ্জন শ্যাম নিরঞ্জন ॥
কৃষ্ণ অঙ্গের পদ্মগন্ধ নিয়ে বহ মৃদুমন্দ
কৃষ্ণ চিন্তায় পাও আনন্দ ত্রিজগত কর বিচরণ ॥
কোথায় শ্যাম এখন নেয় প্রশ্বাস এ জ্ঞান আমাদের বিশ্বাস
দাও এ দুখিনীদের আশ্বাস বল কোথায় কালোবরণ ॥
যমুনা কৃষ্ণভাবিনী। কৃষ্ণপ্রেমে গরবিনী ॥
কল্ল শ্যাম রয়েছে কোথায় বল কলকল্লোলিনী ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারে ব্রজমণ্ডল আছ ধ'রে
দণ্ড মুণ্ডের বিধাতারে এনে দাও তট প্লাবিনী ॥
তুমি পল্লবগ্রাহিতা তুমি দুর্লভ চরণ প্রাপ্তা
বল গোপীবল্লভ কোথা গুপ্ত রয়—কাঁদায় গোপীনী ॥

সর্ব্বদিক নিরীক্ষণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ
শ্যাম চরণের লক্ষণ গোপীরা যে না পায়।
খ'সে যায় বক্ষাঞ্চল লক্ষ্যে তবু অচল
অক্ষরে সর্ব্বাঞ্চল খোঁজে আর বোলে যায়—

"হে বংশীবট বল কোথা শ্যাম নটবর।
উঠেছে তোমার শির সকল তরুর উপর ॥

তোমার দৃষ্টি হেরি ঐ সুদূর প্রসারী
নিশ্চয়ই দেখ হরি কোথাও বনের ভিতর ॥
শীত গ্রীষ্ম বরষায় আশ্রয় দিচ্ছ ছায়ায়
এখন পড়েছি দায় বাঁচাও দিয়ে উত্তর ॥

তমাল তুমি বিমল আনন্দ কর দান।
এ বিষম সমস্যার তাই কর সমাধান ॥

শ্যামচাঁদে বসিয়ে শ্যাম গন্ধ শুষিয়ে
উঠেছ রসিয়ে জান শ্যামের আঘ্রান ॥
আমাদের অসময় হ'ল প্রাণ বিষময়
বলে দাও—আর না সয় রসময়ের সন্ধান ॥
কোথায় শ্যাম পীতাম্বর বল হে কদম্ব।
তোমার সৌরভের শ্যাম জানি করে দম্ভ ॥
কর মোদের ইষ্ট শ্যামে হও নিবিষ্ট
শ্যাম হোক ছায়াবিষ্ট কর ছায়া লম্ব ॥
সুরভি উৎকৃষ্ট তোমাতে হোক সৃষ্ট
কৃষ্ণ হোক আকৃষ্ট কোর না বিলম্ব ॥
হে অশোক প্রাণকৃষ্ণে এনে ভোলাও এ শোক।
দিবা সন্ধ্যার মাঝে তুমি সন্ধি স্থাপক ॥
রাতুল চরণ চিহ্ন খোঁজায় তুমি ভিন্ন
পারবে না কেউ অন্য তোমার যে লোহিত চোখ ॥
তোমার ব্যজন পল্লব সঞ্চালিলে বল্লভ
আসিবে খুব সম্ভব হেরি' আনন্দলোক ॥

রাগপ্রধান—ঝংলা ভৈরবী—কার্ফা

শ্যাম হ'য়ে মদনমোহন দেখাও তোমার চন্দ্রবদন ॥
প্রেমোন্মাদনায় অহঙ্কার কোরে সার এখন হয় রোদন
ওহে মধুসূদন তোমার যেমন রূপের মধুরিমা
তেমনই আমরা জেনেছি তোমার করুণার নেই সীমা
আমাদের দোষ কর ক্ষমা কর তোমার প্রিয়তমা
হ'তে তোমার মনোরমা করেছি যে চিত্ত শোধন ॥"

ঠুংরি—সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ

শ্যাম বিনা দিশেহারা হ'ল গোপীকারা।
লজ্জায় মিশে যায়—ভাবে কিসে শ্যামে পাবে তারা ॥

আলুথালু বেশে রহে দংশায় কালা আশীবিষে
জ্বর জ্বর অঙ্গ এখন সকল গোপীর প্রেমবিষে
কোথায় রয়েছে শ্যাম কোন বনে নেয় বিশ্রাম
গোপীদের যে অবিরাম বহে নয়নধারা ॥

রাগমালা তালমালা

বেহাগ—ত্রিতাল

কৌমুদী বিধৌত রাতি শ্যাম অনুসন্ধানে মাতি'
এবার হারায় ক্ষান্তি ধৃতি গোপীরা কৃষ্ণে নাহি পায়।
ভাবে হতাশায় গোপীগণ দেহত্যাগ করিবে এখন
আপন আপন কণ্ঠ বন্ধন অঞ্চলে কোরে বলে যায়—
"মা বসুন্ধরা আমাদের অন্ধ করে অশ্রুধারা
তোমার নয়ন বন্ধ আছে মাতা তুমি কেমন ধারা
আমরা হই দুখিনী অতি মিলায়ে দাও ব্রজপতি
তা' না হ'লে তোমার কোলে মরণ ছাড়া নেই উপায়॥"

দেশ—ঝাঁপতাল

ধরা শায়িতা ললিতা হেরে পদাঙ্ক কত ভূমে সুলক্ষণ
ধ্বজ বজ্রকুশ অঙ্কিত আছে গোপীরাও সবে করে নিরীক্ষণ
পদ্মগন্ধেরও আঘ্রান সুমধুর সবে টেনে নেয় তাই হ'য়ে উবুর
এবার তাদের আর সহে না সবুর নিশ্চয় লুকায়ে আছে শ্যাম হেথায়॥

চিত্ত তস্করের এ পদচিহ্ন পেয়ে বিশাখা করে আবিষ্কার
আর এক পদাঙ্ক পাশে পড়েছে তা' যে রমণীর বোঝে পরিষ্কার
ব্রজাঙ্গনাদের সেই সঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরাধায় সেই কুঞ্জবনে
যার আকর্ষণে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিল কৃষ্ণ সকল গোপীকায়॥

হৃদয়ঙ্গম হয় এবার গোপীদের ছিল বোলে এই রাই কিশোরী
কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিল সবাই এ প্রাপ্তিপথের রাই হয় দিশারী
আত্ম গরিমায় সন্তুষ্ট র'য়ে শ্রীরাধায় ছিল বিস্মৃতা হ'য়ে
তাই এখন অনুতপ্ত হৃদয়ে রাই কিশোরীকে ফিরে পেতে চায় ॥

বিশাখা এখন ললিতায় বলে অন্তর রয় কিছু বিষাদে খিন্ন—
"পাশের ও চরণ চিহ্ন সব কিন্তু অন্য কারো নয় কিশোরীর ভিন্ন
আমরা রয়েছি এই রাইকে ভুলে কিন্তু রাই শ্রেষ্ঠা হয় গোপীকুলে
এবারে পাব সব সুদে মূলে চলো এগিয়ে যাই—দেখি ত্বরায় ॥"

দুর্গা– একতাল

নিঃশঙ্কে গোপীরা এবার হয় অগ্রসর
করে রাধাশ্যামের পদাঙ্ক সব নির্ভর
গিয়ে কিছু দূরে হেরে ফিরে ফিরে
কে যেন নেয় ছিঁড়ে যূথি থোকায় থোকায় ॥
শ্যাম পদাঙ্গুলির 'পর ভার দিয়ে উচ্চ হয়
পদচিহ্নে সেথায় তাই গোড়ালি না রয়
বিধ্বস্থ তৃণদল বোঝে গোপী সকল
হ'য়ে প্রেম বিহ্বল শ্যাম শুয়েছে সেথায় ॥

চন্দ্রকোষ—তেওড়া

উচ্চ শাখার ফুলদল তুলে শ্যাম নিজ হাতে
রাই কিশোরীর কবরী সাজায়েছে স্বেচ্ছাতে
আরও রাই হয় সুন্দরী রাইএর সে মুখ স্মরি
গোপীরা শ্যামোপরি এবার ক্রুদ্ধা হয় ঈর্ষায় ॥
কিছু এগিয়ে দেখে রাইএর পদচিহ্ন নাই
আশে পাশে চারিদিক শ্রীরাধায় খোঁজে সবাই
কোথাও না খুঁজে পেয়ে বৃন্দা তখন যায় ক'য়ে—
"হয়ত রাই ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছে শ্যামের মাথায় ॥"

ঈর্ষা রমণী জাতির সহজাতা প্রবৃত্তি
হৃদয় জ্বলিয়া ওঠে বুঝিয়া শ্যামের কীর্ত্তি
শ্যামচাঁদের সঙ্গলোভে গোপীরা ঈর্ষায় ক্ষোভে
পদভারে গরবে আঘাত হানে মৃত্তিকায় ॥

ঠুংরি—পাহাড়ি—কাফা

এদিকে শ্যাম রাধার সাথে বনে ধায় হাতে মুরলী।
রাধাকৃষ্ণের চরণ পরশ পেয়ে ফোটে কুসুম কলি ॥
'সবচেয়ে সে প্রিয় শ্যামের' এ ভাবি রাই গর্ব্বিতা হয়
কৃষ্ণ সঙ্গ লালায়িতা সব গোপীরা পিছনে রয়
শ্যামের অনুগমন কারণ শ্রীরাধা করে নির্দ্ধারণ
'তার রূপই হয় অসাধারণ সীমাহীন তার গুণাবলি ॥
কিশোরীর এই অহমিকা কৃষ্ণে বাহক করিতে চায়
তাই মনের সাধ পূরাতে রাই অবসাদের কথা জানায়—
"হে প্রিয়তম শ্যাম আমার চলিতে পারি না যে আর
আমায় কাঁধে নিয়ে তোমার যে দিকে ইচ্ছা যাও চলি' ॥"
এ কথায় শ্যাম তৃণোপরে করে হেসে উপবেশন
শ্যামের কাঁধে ওঠার লাগি' রাই কিশোরী ওঠায় চরণ
অন্তর্হিত হ'ল বাহন রাধার ভুল ভাঙিল তখন
প্রবল অনুতাপ হুতাশন রাই হৃদয়ে ওঠে জ্বলি' ॥

কীর্ত্তন

প্রাণ বল্লভের পাশে মাৎসর্য্যপ্রকাশে
লজ্জিতা রাধিকা মনে।
শোধনের নেই উপায় তার আগেই শ্যাম
তারে ছেড়ে গভীর বনে ॥
ভাঙিল রাধার ভুল বোঝে শ্বাপদ সঙ্কুল
বনে সে রয়েছে একা।

কিন্তু এ প্রাণ গেলে কৃষ্ণে যদি মেলে
তবে তো যাবে না দেখা ॥
তাই বাঁচিবার তরে যেতে বনান্তরে
অন্তরে উতলা হয়।
প্রাণকৃষ্ণে খুঁজে যায় কিন্তু কোথাও না পায়
তাই শ্যামের উদ্দেশে কয়—
"আমি একাকিনী রহি গরবিনী
হে শ্যাম তোমারই গরবে।
সঙ্গে কৃপা ক'রে এনে গেলে স'রে
বল অবলার কি হবে ?
যে রূপ তুমি দাও ধার তার করি অহঙ্কার
রূপসী যে তোমার রূপে।
কি বলিতে আমি কি বলি—তাই তুমি
চলে গেলে চুপে চুপে ॥
তোমাকে সমর্পণ ক'রে জীবন যৌবন
তোমার প্রেমে হই প্রেমিকা।
তুমি বুকে ধর আমায় প্রিয়া কর
তবুও আমি সেবিকা ॥
আমি তোমার বুকে যখন রহি সুখে
তখন দেখে যাই শ্রীচরণ।
কারণ ভালমতে জানি ত্রিজগতে
ভাল নেই এর চেয়ে শরণ ॥
ক্ষম এ অহঙ্কার দাঁড়াও হয়ে সাকার
এসে আমার মুখোমুখী।
তুমি মোর আনেতা মোর ভাগ্য প্রণেতা
কেন কর লুকোলুকি ॥

দেখা দাও আমারে সহিতে না পারে
আমার প্রাণ আর এ বেদনা।
আমারে যাও হেরি' কোর না আর দেরী
কোর না আর দোনামোনা ॥
এস সঙ্কট-ভঞ্জন আমার হৃদয় রঞ্জন
নাও সকল চিন্তা ভয় হরি'।
বলি জোড় করি' হাত মোছাও এ অশ্রুপাত
এস এস দয়াল হরি ॥"

আধুনিক সুর—কাফা

চলিতে চলিতে বন পথে গোপীগণ।
সহসা রাই কিশোরীকে করে নিরীক্ষণ ॥
ব'সে আছে একাকিনী শির অবনতা
যেন মারুতাহতা এক তরুচ্যুতা লতা
গোপীরা চারিপাশে ভিড় ক'রে তোলে রাধিকার শির
অঞ্চলে রাইএর অশ্রুনীর মোছায় ক'রে যতন ॥
সমবেদনায় সখীরা রাইএর সেবা করে
রাইকে ফিরে পেয়ে মনে আনন্দ না ধরে
রাই কিছু সুস্থিরা হ'লে শ্যাম-সংবাদ শুধায় সকলে
মৃদুভাষে রাই যায় বোলে যা ঘটে অঘটন ॥
সব কথা শুনে ললিতা ক্রোধভরে কয়—
"মাথায় তোলা পায়ে ঠেলা শ্যামের স্বভাব হয়
রাজার মেয়ে সংসার ছেড়ে শ্যামের পায়ে পায়ে ফেরে—
শ্যাম সর্ব্বস্ব নিয়ে কেড়ে করে কলঙ্ক অর্পণ ॥"

কীর্ত্তন

এ শুনে কিশোরী অন্তরে শিহরি'
দুই শ্রবণ চাপিয়া ধরে।

ভাঙে সখীদের ভুল ব্যাথাশ্রু বাষ্পাকুল
নয়নে কয় আবেগ ভরে—
"তোদের কথা কানে প্রবেশিয়া প্রাণে
ফোটায় যেন অলির হুল।
কৃষ্ণ প্রতারণা কখনও করে না
তোদের এ ধারণা ভুল॥
আমি ফিরি তার পায় এতো তারই কৃপায়
শ্যাম-ই আমায় টানে ব'লে।
পাব তার শ্রীচরণ যদি কালোবরণ
যায় আমায় চরণে দ'লে॥
কৃষ্ণের অবহেলা আমার গলার মালা
এতে ভরুক্ আমার বুক।
বঁধুর কথায় ঢালা অপমানের জ্বালা
সে দহন আমার যে সুখ॥
শ্যামের ভালবাসা না করিয়া আশা
আমি শ্যামে ভালবাসি।
যখনই কাছে পাই তাই আমি হ'তে চাই
সেবা দিয়ে কৃষ্ণের দাসী॥
পূরাব মনসাধ রটে যাক্ অপবাদ
সে কলঙ্কের গরব করি।
দুখ না পায় বঁধু দেখিব তাই শুধু
শ্যামের ব্যাথা নেব হরি'॥
শ্যাম যাতে সুখী হয় সেদিকে দৃষ্টি রয়
আমার সদা এ ভুবনে।
সে সুখ আমার যদি ঝরায় অশ্রুনদী
কিছু করিব না মনে॥

কৃষ্ণে খোঁজার লাগি ঘুরিব রাত জাগি'
বনে আমার ভয় না করে।
তোদের মন না চাইলে তোরা আমায় ফেলে
ফিরে যা নিজেদের ঘরে ॥"

এ কথায় আনন্দ না পায় গোপীবৃন্দ
বৃন্দার মন প্রেমান্ধ রাইএর প্রতি যে রয়।
অন্তর তুখে ভরে সখীর ভালোর তরে
মুখরার রূপ ধরে রাইকে শুনায়ে কয়—
"এততেও দেখি রাই তোর শিক্ষা নাহি হয়।
তোর লাঞ্ছনা পাওয়ার আরও তাই বাকী রয় ॥

দেখবি এবার চেয়ে বস্‌বে তোকে পেয়ে
উঠবে তোকে বেয়ে শ্যাম তোর মাথায় নিশ্চয় ॥
ওরে শ্যাম আসিবেই বল্ দেখি তোর কি নেই
হারাস্ নি কথার খেই শ্যামকে তাই পেয়ে ভয় ॥"
কিশোরী এ শুনে ধীরে ধীরে কহে—
"সই আমার গোবিন্দের নিন্দা নাহি সহে ॥

মানি শ্যাম জানে ছল আমায় কাঁদায় কেবল
জানি শ্যাম হয় চঞ্চল কিন্তু নির্দয় নহে ॥
হেরিব কৃষ্ণ মুখ এ চিন্তায় পাই যে সুখ
যদিও আমার বুক জ্বলে এ বিরহে ॥"
হৃদয়ের কত গভীরে রাধা রাখে কৃষ্ণে ধরে
গোপীরা বোঝে অন্তরে তাই চিত্ত করে সংশোধন।
এবারে আর কাল না হরে কৃষ্ণে অন্বেষনের তরে
রাধায় নেত্রী রেখে করে প্রেমাভিসারের উদ্বোধন ॥
রাধা কয় শোনে গোপীদল- "সম্বল কর্ শুধু মনোবল ॥
'কাতরস্বরে ডাক্ কৃষ্ণকে কেঁপে উঠুক্ এ বনতল ॥

শ্যাম পাওয়া জীবনের ব্রত ডাকতে পারলে মনের মত
চুপ কোরে শ্যাম রইবে কত ধরা দেবে হ'য়ে বিহ্বল ॥
এই আমি আজ করিলাম পণ শ্যামে ডাকিব আমরণ
এ আমার মহাপ্রেমের রণ অস্ত্র শুধু দু'চোখের জল" ॥
"আমরাও তবে আর ছাড়ব না"—বলে সকল ব্রজাঙ্গনা ॥
"প্রেমের ক্ষেত্রে শ্যামকে পেতে আমরা কারো ধার ধারব না ॥
প্রেমময় শ্যামে প্রেম দিয়ে রইব না আর ঘরে গিয়ে
প্রেমের রণে শ্যামরায়ে দেখে নেব আর হারব না ॥
যা' আছে কপালে হবে খুঁজে বেড়াব মাধবে
প্রাণের শ্যামে ছেড়ে ভবে আরতো থাকতে কেউ পারবনা
দেখা দাও হে মুরারি। এ ব্যথা আর সইতে নারি ॥
কি বোলে তোমায় ডাকিব জানি না আমরা যে নারী ॥
অন্তর হয় অতি অশান্ত দেখা দাও হে গোপীকান্ত
এ ডাকায় হবে না ক্ষান্ত এ মন ওহে গিরিধারী ॥
বারেক দেখা দাও গোপীনাথ তোমায় বলি জোড় ক'রি হাত
মুছিয়ে দাও এ অশ্রুপাত আমরা কাঁদিতে না পারি ॥
সহসা গোপীরা হেরে। পথটি অন্ধকারে ঘেরে ॥
আর কোন উপায় নেই দেখে পিছনেরই পথে ফেরে ॥
নিত্যলীলা হয় যেখানে গোপীরা চলে সেখানে
যমুনা পুলিনের পানে ভালবেসে জীবনেরে ॥
গোপীরা মনে মানে ভয় যদি তাদের জীবন না রয়
ফিরে আসিলে প্রেমময় কেমনে পাবে শ্যামেরে ॥

দরবাড়ী কানাড়া—একতাল

সত্ত্ব রজোর যে পথ গোপীরা জানে সৎ
তমো পথ মৃত্যুবৎ—ত্যজে তাই গোপীকুল
মনে হয় গোপীকার প্রাণ ত্যজিলে একবার
প্রাণের কৃষ্ণে দেখার আশা হবে নির্ম্মূল ॥

পুণ্য কর্ম্মের তরে মৃত্যু হ'লে পরে
বৈকুণ্ঠে স্থিতি হয় গোপীকারা জানে
কিন্তু প্রেম নিকেতন এই শ্রীধাম বৃন্দাবন
হ'তে ভাল ভুবন আর নাই কোনখানে
চতুর্দ্দশ ভুবনে গেলে অন্বেষণে
কোন স্থান হবে না এ ব্রজের সমতুল ॥
ঋতুরাজ বসন্ত শোভা তার অনন্ত
লয়ে বারোটি মাস এ ব্রজে বিরাজে
নিত্য বহে মলয় জুড়ায় সবার হৃদয়
তরুতে কিশলয় নানা রঙে সাজে
যায় ময়ুর ময়ূরী সদা নৃত্য করি'
কুসুম মঞ্জরী ফোটে শোভা অতুল ॥
কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বলা যত ব্রজবালা
বিরহের এ জ্বালা জুড়াবারই লাগি'
ভেবে নিল মনে কৃষ্ণ গুণগানে
কাটাবে এক প্রাণে সারারাতি জাগি'
এক সমান ব্যথা সয় যমুনা যে নিশ্চয়
নির্ব্বাচন ক'রে লয় তাই এ যমুনাকুল ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

যমুনা তীরে গোপীগণ কৃষ্ণভাবে হয় বিভোর
কৃষ্ণ স্মৃতি চারণ ক'রে শুকায় তাদের আঁখিলোর
কেহ সাজিল পুতনা সে যে গোপী নেই চেতনা
শ্যাম গোপী আনিবে মরণ আনন্দ সে পায় কতনা
রাখাল হয় সব গোপী মিলি' শ্যাম-গোপী বাজায় মুরলী
যত রঁয় খেলা যায় খেলি' কানামাছি চোর চোর ॥

যশোদা হ'য়ে কেউ বলে
কৃষ্ণ গোপীর চিবুক তুলে
"তুই মাটি খেয়েছিস্ গোপাল
দেখি দেখা তোর মুখ খুলে"
কৃষ্ণ বলে "খাইনি মাটি"
খুলে দেখায় মুখের হাঁটি
মাতা দেখে বিশ্ব খাঁটি
তবু রহে মায়াঘোর ॥

যশোদা রূপিনী বৃন্দা
কৃষ্ণ ললিতাকে কয়—
"হাঁড়ি ভেঙে ননী চুরি
ক'রে ছড়ালি মেঝে ময়
রাখবো বেঁধে উদুখলে"
কেঁদে কৃষ্ণ-গোপী বলে—
"আর কক্ষনো করব না মা
বেঁধ না আমায় এত জোর" ॥

বিশাখা চিত্রাকে টেনে
আনে যমুনার জলে
তার কাঁধে উঠে বিশাখা
কৃষ্ণের ভাবটি ধ'রে বলে—
"কালীয় নাগ ভাবিস মনে
বিষে মারবি প্রাণীগণে
সাগর পারে যা এক্ষণে
নইলে প্রাণ বধিব তোর"।

কৃষ্ণ রূপিনী মালতী
শিলাখণ্ড মাথায় নিয়ে
ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে
সখীগণে যায় কহিয়ে—
"তুলেছি গিরি গোবর্দ্ধন
হোক না বৃষ্টি মহাপ্লাবন
চলে এস ব্রজের সব জন
নির্ভয়ে গর্ত্তের ভেতর" ॥

রাগপ্রধান--মালগুঞ্জ—তেওড়া

কে রাধা কে বিশাখা
কে বৃন্দা চন্দ্রলেখা
গোপীরা মধুমাখা
কৃষ্ণভাব করে ধারণ।
পরিজন হয় কেবা কার
কৃষ্ণই করে একাকার
কৃষ্ণের আচার ব্যবহার
তাই করে অনুকরণ ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণ হ'য়ে
ললিতাকে রাই সাজায়
ত্রিভঙ্গিম ঠাম ধ'রে
দাঁড়ায়ে বাঁশী বাজায়
কভু কটাক্ষ হানে
রাধায় ডাকে আহ্বানে
কমে কৃষ্ণপ্রেম টানে
কৃষ্ণেরই স্মৃতিচারণ ॥

ললিতা-রাই ব'সে কয় রাই-কৃষ্ণের পদতলে—
"ধোয়াব চরণ তোমার আমার এ অশ্রুজলে"
রাধার তু'বাহু টেনে বাঁধে শ্যাম আলিঙ্গনে
রাধাকৃষ্ণের চরণে গোপীরা নিল শরণ ॥
সমাপ্ত হয় গোপীদের কৃষ্ণলীলা অভিনয়
এবার অশ্রুতে ভেসে কৃষ্ণে উদ্দেশ ক'রে কয়—
"দেখা দাও হে শ্যামরায় কৃপা কর গোপীকায়
কেঁদে এ বুক ভেঙে যায় তোমাকে ক'রে স্মরণ ॥

কীর্ত্তন

হে শ্যাম জানি তোমার শ্রীপদ যোগী ঋষির তুর্ল্লভ সম্পদ
ঘোচায় ভুবনের সব বিপদ হে বল্লভ তোমায় ডাকি তাই।
ত্রিজগতে তুমিই ত্রাতা তুমি বিধাতারও ধাতা
তুমি সবার পিতামাতা তোমা ছাড়া আর গতি নাই॥
হে গোপীবল্লভ দেখা দাও। ক্ষনেকের তরেও দেখে যাও॥
দয়া ক'রে ব্রজসখা কাছে এসে মুখ তুলে চাও॥
তুমি কোথায় রও লুকায়ে আমরা তনুমন বিকায়ে
বিরহে জ্বলি শুকায়ে তুমি কি দেখিবে না তাও॥
আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা হ'য়ে তুমি গেলে দূরে র'য়ে
নয়নবারি চলে ব'য়ে কোথায় তুমি হ'লে উধাও॥
করিলে এ ব্রজরক্ষা কালিয়নাগ পেল শিক্ষা
এখন আমাদের এ ভিক্ষা দাও—একটিবার এসে
দাঁড়াও॥

ইন্দ্র যখন ক্রোধে ভাসায় এ ব্রজ প্রবল বরষায়
গিরি তুলে তারই তলায় আশ্রয় দিয়ে তুমি বাঁচাও॥
সারাজীবন রাজতুলালী বইত কলঙ্কেরই ডালি
কৃষ্ণ থেকে হ'লে কালী— তুমি সবারই মঙ্গল চাও॥

পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলে পায় তোমার সঙ্গ
পরশে তোমার শ্রীঅঙ্গ ব্রজের গুল্ম তরুলতাও ॥
আমরা কেন দূরেতে রই এ ব্রজের কি বাসিনী নই
বাঁচিব না শ্যাম তোমা বই দেখা দিয়ে পরাণ জুড়াও ॥
কেন আমাদের দাও ফাঁকি কি দোষ করি বল দেখি
এত যে তোমাকে ডাকি তবে কি শুনিতে না পাও ॥

ভজন—দাদরা

তোমার দুটি চরণ পরশি' বৃন্দাবন
রমণীয় রূপ ধরেছে অতি।
গগন তলে চন্দ্র রয়েছে অতন্দ্র
তোমার রূপের একটি কণায় তার জ্যোতি ॥

তবু কিছু চোখে লাগে না মধুর
আমাদের মন তোমার বিরহে হয় বিধুর
দেখা দিয়ে কর এ বিরহ তাই দূর
তোমার শ্রীচরণে জানাই মিনতি ॥

আমরা রহি তোমার চিরকাল আশ্রিতা
আজ অচিরে তুমি হও বিস্মৃত কি তা'
তোমার অদর্শনে হ'লাম অদ্ধমৃতা
এবার দয়াকর আমাদের প্রতি ॥

তোমারই দেওয়া সব যা' আমাদের আছে
তা' সবই দিয়েছি আবার তোমার কাছে
এ পরাণ শুধু যে তোমারই প্রেম যাচে
পেতে চায় শ্রীচরণ শোন বিশ্বপতি ॥

রাগমালা--ঝাঁপতাল

বাহার

আমরা যা' দেখি এ ব্রজে সুন্দর গগনের তারা গ্রহ শশধর
লতাগুল্মদল কুসুম তরুবর তুমি শ্যাম চির সুন্দর হও বোলে।
যে ধ্বনি শুনি ব্রজে সুমধুর অলির গুঞ্জরণ সব কাকলির সুর
তার কারণ কৃষ্ণ তোমারই নূপুর মধুময় ধ্বনি চরণে তোলে ॥

বসন্ত

তুমি প্রেমময় তাই মিলন যাচে শিখী মৃগকুল প্রেমাকুল নাচে
মরালা গিয়ে মরালের কাছে অমন ক'রে তাই অঙ্গে যায় ঢ'লে ॥
হে দীনবন্ধু সর্ব্বশক্তিমান দাবানল তুমি করেছ তো পান
বাঁচালে ব্রজ বাসীগণের প্রাণ এখন নেভাও এ বিচ্ছেদ অনলে ॥

মেঘ

ঐ কুমুদবান্ধব কৌমুদী ছড়ায় কদম্বে কাদম্বিনী জল ধরায়
কুমুদ কমল ঐ জলে কোল ভরায় তুমি আমাদেরলও বোলে কোলে ॥
নব জলধর সে ও করে বর্ষণ তুমিও নব জলধর যখন
আমাদের অঙ্গে দাও তোমার স্পর্শন তোমার বিরহে অঙ্গ যায় জ্ব'লে ॥

জয়জয়ন্তী

কন্দর্প দর্পহারী হে হরি সর্প বিষহীন শ্রীচরণ ধরি'
তবে আমাদের দোষ তেমন করি' তোমার শ্রীচরণ তলে যাও দ'লে॥
তুমি অনন্ত স্বগায় কান্তি কমল নয়নে তোমার প্রশান্তি
আমাদের কিছু হল কি ভ্রান্তি তাই প্রভু তুমি নিরুদ্দেশ হ'লে ॥

বেহাগ

দেখ জগন্নাথ অনাথারই নাথ আমাদের সবার নিবিড় অশ্রুপাত
মা বসুন্ধরায় হানে যে আঘাত ধরা না দিলে ধরা যায় গ'লে ॥
হে ধরণীধর তোমার ক্ষিতির ক্ষয় অশ্রুপ্রপাতে আর যাতে না হয়
তাই তুমি ফিরে এস দয়াময় ভরাও এ ব্রজ আনন্দরোলে ॥

আড়ানা

হে কৃষ্ণ ষড় ঐশ্বর্য্যধারী ধৈর্য্য ধ'রে আর রাখিতে নারি
অন্বেষণ কার্য্য আমরা যে নারী কি ক'রে করি চরণ যায় ট'লে ॥
হে রমণীয় মদনমোহন হে কমনীয় কান্তি নিকেতন
তোমার হোক এবার নমনীয় মন রমণীর ডাকে এস শ্যাম চ'লে ॥

ঠুংরি—মিশ্র ভৈরবী—আদ্ধা

যমুনারই তীরে শ্যাম এস ফিরে।
তোমায় না হেরি' ভাসি আঁখি নীরে ॥
প্রেমের মুকুল ফোটালে তুমি যা' লুকায়ে
তার সুরভি না নিলে সে ফুল যায় শুকায়ে
বিরহ যায় দহি' জ্বালা কেমনে সহি'
তুমি দূরে না রহি' এস অচিরে ॥"

রাগপ্রধান—মালকোষ—তেওড়া

গগন এলে নিকটে গোপীদের ডাকের চোটে
ফুটিরই মত ফেটে যেত সন্দেহ নেই তায়।
ডাকে না সাড়া জোটে গোপীরা চটে ওঠে
এবার যা ভাষা ফোটে বলে সেরূপ ঠোঁট কাটায় ॥
"ওহে নটবর তুমি ডাক পাঠাও বিকট সুরে
চট্‌পট্‌ এসে তাই হেথা ছটফট ক'রে যাই ঘুরে
চুকাই না সংসারের পাট পতির ঘরে দিই কপাট
কুলের মান ক'রে লোপাট এসে দেখি না তোমায় ॥
কাঁটা ফোটে—জানি না কি রয় ললাট লিখনে
হে কপট হ'য়ে লম্পট চম্পট দাও কোথায় বনে
হটকারিতা পটু এমন কথা নেই কটু
যা না রটাই এ তটে, আর বংশীবটের তলায় ॥

ফিটফাট হ'য়ে দেখে যাও কট মটিয়ে খুঁটিয়ে
হৃদয়ের কাটা ঘায়ে কথা নুন দাও ছিটিয়ে
ফোঁটা নিয়ে দাও খোঁটা এমনই বুকের পাটা
আমরা তোমার পা চাটা নই—বলি মিঠে কথায় ॥
কুট্‌নো কাটা বঁটীতে কুটকুটে ওল ও কাটি
তেঁতুল দিই এপিঠ ওপিঠ সে ওলে বাঁটনা বাঁটি
ও আমড়া কাঠের ঢেঁকি শোন আমরা জানি কি
তাকে টিট ক'রে দেখি টিট্‌কিরি যে ক'রে যায় ॥
ভাব কপালে নেই ঘি ঠক্‌ঠকিয়ে হবে কি
খট্‌খটে এ কপাল নয় হই খিট্‌খিটে গয়লার ঝি
হই তোমার নেটি পেটি নই কিন্তু চুনোপুঁটি
হাটে যাই হুটোপাটি রয় ঘোলের ঘটি মাথায় ॥"

কীর্ত্তন

ভালবাসার ধারা— প্রেমিক প্রেমিকারা
ভাবে তাদের এক হৃদয়।
না মিটিলে আশা যেমন আসে ভাষা
না সামালি' সবই কয় ॥
কৃষ্ণে ভালবেসে কৃষ্ণের পাশে এসে
গোপীরা অবজ্ঞা সয়।
মুখে যা' আসে তাই বোলে যায় কুণ্ঠা নাই
গোপীরা না মানে ভয় ॥
কিন্তু কিছু পরে অনুতাপের তরে
আবার গোপী সমুদয়।
কৃষ্ণে উদ্দেশ ক'রে বলে করজোড়ে
নয়নে অশ্রুধার বয়—
"সুধীরা বসুধায় পড়েছি বিষম দায়
এস হে শ্যাম রসময়।

আলো রয় কৌমুদীর তবু যমুনা তীর
তোমা বিনে আঁধারময় ॥
ভুবন ভোলান রূপ দেখে তোমার নিশ্চুপ
হ'য়ে থাকা সম্ভব নয়।
ও রূপ চোখে ভাসে তোমার পরশ আসে
মন অতি উতলা হয় ॥
তোমার চাঁচর চিকুর গন্ধ দেয় সুমধুর
এ তনু মন করে জয়।
অলকা তিলকা তোমার মুখে আঁকা
কোটি চন্দ্রের যে উদয় ॥
ওহে চিকন কালা তোমার বনমালা
ভরে বক্ষ প্রেমালয়।
তোমার পীতবসন রসনার রসায়ন
বাসনা জাগায় অক্ষয় ॥
মোহন মুরলীধর তোমার হে শ্যামসুন্দর
শিরে শিখিপাখা রয়।
তোমার বিম্বাধরে যে হাসিটি ধরে
দেয় তা' প্রেমের পরিচয় ॥
ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াও হেলে বামে
সদা রও হ'য়ে সদয়।
তোমার চরণ রাতুল রাখে সম্পদ অতুল
অনাথারে দেয় অভয় ॥
ননী চুরি জানি বসন চুরি মানি
মন চুরি যায় মনে লয়।
তাই বারেবার বলি এস প্রিয় চলি'
দাও তোমার চরণাশ্রয় ॥

রাগমালা তালমালা

পূরিয়া ধানেশ্রী—ত্রিতাল

গর্গমুনি মোদের জানায় ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায়
জগতের মঙ্গল কামনায় তুমি হও কৃষ্ণ অবতার।
তাই আমাদের হৃদয়ে বাস করেও তুমি হে পীতবাস
করিতে পার অসুর নাশ হরিতে পার তো ভূভার ॥
গোপ রমনীর জঠরে জন্মাও কে বলিতে পারে?
তোমায় জানার নেই যে উপায় তুমি কুহকময় সংসারে
তুমি নির্গুণ সগুণ অজ তুমি সত্ত্ব তম রজ
অতি ধন্য হ'ল ব্রজ পেয়ে চরণ পরশ তোমার

বাগেশ্রী—একতাল

তোমার রূপের প্রভায় নভ রয় নীল শোভায়
নীল রঙের যমুনা তোমার বরণ আভায়
কেমন তোমার চরণ ধরায় প্রচার কারণ
রবি করে ধারণ প্রথমেই লাল আকার ॥
তোমার মুখের হাসি জগতে প্রকাশি'
আকাশের ঐ শশি ছড়ায় জ্যোৎস্না রাশি
নভের যত্রতত্র রয় গ্রহ নক্ষত্র
বোঝায় তোমার নেত্র দৃষ্টি দেয় ক্ষুরধার ॥

সোহিনী—তেওড়া

ওতঃপ্রোত জড়িত তোমার সাথে মন্মথ
কটাক্ষে মন হর তাই আঁখি বঙ্কিমায়ত
তুমি আদি সনাতন অন্তহীন চির নূতন
সব প্রাণী তোমার সৃজন তোমাতেই ফেরে আবার
তুমি অনু তুমি স্থূল সৃষ্টি স্থিতি লয়ের মূল
তুমি পুণ্য পাপাচার তুমি মান, অহঙ্কার ভুল
তুমি বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম কর সবারই কর্ম্ম
বুঝিতে তোমার মর্ম্ম বৃথা হয় সব ধর্ম্মাচার ॥

দেশ—ঝাঁপতাল

আপনি ব্রহ্মা দিবস রাতি — চতুর্মুখে গায় তোমারই স্তুতি
পঞ্চমুখে গায় রাম নাম পঞ্চানন — এ মহাযোগের নেইতো নিবৃত্তি
গিরি গহ্বরে অরণ্যে বসি' — বহুযুগ ধ'রে হ'য়ে তপস্বী
নাম নিয়েও মহা মুনি মহর্ষি — না জানে তোমার মহিমা অপার ॥
তুমি অনন্ত সমুদ্র হরি — আমরা তার উপর লহরী সবাই
সাগর বেলাতে আছাড়ি' পড়ি — তোমার সাগরেই আবার ফিরে যাই
আমরা না জানি ধ্যান, মন্ত্র জপা — আপনার গুণে কর তাই কৃপা
তোমার চরণে তনু মন সঁপা — কর এবারে তাতে প্রাণ সঞ্চার ॥"

রাগপ্রধান—শিবরঞ্জনী—একতাল

ব্যাকুল বিলাপে — বক্ষে দু'হাত চাপে
থর থর কাঁপে — গোপ রমণীগণ।
কৃষ্ণে পরান সঁপে — কৃষ্ণের নামই জপে
কৃষ্ণে সব আরোপে — না রয় কিছুই আপন ॥
অশ্রুধারার গতি — বৃদ্ধি পেল অতি
বৃষ্টির মত ঝরে — ক'রে ক্ষিতির ক্ষতি
গোপীগণের শরীর — ক্রমে হ'য়ে যায় স্থির
বিচ্ছিন্না ব্রততীর — যেন ভূমে পতন ॥
গোপীদের বাক্‌শক্তি — ক্রমে হ'ল লুপ্ত
নিষ্প্রভ হয় আঁখি — বাহ্যজ্ঞানও সুপ্ত
দেহের উত্তাপ বাড়ে — দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে
অশ্রু বাষ্পাকারে — ছেয়ে গেল গগন ॥
বাষ্প ক্রমে ক্রমে — মেঘদল হয় জমে
'ফটিক জল' বোলে তাই — চাতক ডাকে ভ্রমে
চন্দ্রমা হয় মলিন — তারাদল নভে লীন
কুসুম হয় গন্ধহীন — নিথর হ'ল পবন ॥

রাগপ্রধান—হিন্দোল—ত্রিতাল

সহসা সে নিরাশার কুয়াসা গেল টুটে।
দৃশ্যপটে নটবর শ্যাম আসে ছুটে ॥
পথের দু'পাশে দুলে ওঠে তরু পল্লব
পবন বারতা দেয় এল ব্রজবল্লভ
ময়ুর ময়ুরী নাচে এসে ব্রজ সখার কাছে
কোকিলের কাকলিতে মৃগ ধায় জেগে উঠে ॥
উৎফুল্লা যমুনা ভরে দেয় কল্লোলে
খুল্‌লো নয়ন নলিনী পেয়ে মৃদু হিল্লোলে
ফিরে এল রসময় আসে অতি সুসময়
সকল ঋতুর কুসুম একসাথে যায় ফুটে ॥
জোয়ার এল গোপীদের হৃদয়ের মরা গাঙে
পরম তৃপ্তিতে চায় সুপ্তির নিদ্রা ভাঙে
সহসা তড়িৎ খেলে গোপীদের নয়ন কোলে
শ্যামের চরণে পড়ে প্রেমানন্দে লুটে ॥

ঠুংরি—পিলু—আদ্ধা

রাধা শ্যাম ফুলভারে সাজে দু'জনে।
রজনী মুখরিতা হয় কূজনে ॥
সরোজ বিরাজে কত বিজন সরোবরে
গানে অজানা সুর আলি সৃজন করে
উজলি' শশধর ঝরায় আলো নির্ঝর
উজান বেয়ে যমুনা আসে পূজনে ॥

রাগপ্রধান—জয়জয়ন্তী—ত্রিতাল

অপলক নয়নে শ্যামে হেরে কিশোরী দূর থেকে।
বৃন্দা গোবিন্দের স্কন্ধে দেয় দেহের ভার বাহু রেখে ॥

থাকা হয় দায় বিশাখা যায় ছুটে বাঁকা শ্যামের বামে
মুরারিকে দাঁড় করাল যতনে ত্রিভঙ্গ ঠামে
ললিতা গলিত পেশা শ্যামের দন্তের লালা মেশা
তাম্বুল নিজ মুখে দিয়ে সুখে দেখে চেকে চেকে ॥
মালতী সই বনমালীর মালতী কুসুমের মালা
নিজ বুকে চেপে ধ'রে জুড়াল তার প্রাণের জ্বালা
খঞ্জন গঞ্জন দু'টি আঁখি অনঙ্গ মঞ্জরী দেখি'
বিপদ ভঞ্জন নিরঞ্জনে নিজ নয়নে নেয় এঁকে ॥
চন্দ্রাবলি শ্রীমুকুন্দের কুন্দদন্ত পরশিতে
মদন মোহন চন্দ্র বদন টেনে নেয় আনন্দ চিতে
মধু মাধবী লতার প্রায় মাধবে মাধবী জড়ায়
চিত্রা শ্যামের বাঁশী বাজায় বিচিত্র চরিত্র ঢেকে ॥
পদ্মা মেদিনী উপরে পড়ি' পরম শ্রদ্ধাভরে
শ্যামের পদ্মচরণ বুকে যথা সাধ্য চেপে ধরে
সদ্য মান অভিমান লব্ধ রাই কিশোরীর হৃদি ক্ষুব্ধ
কটাক্ষে তাই করে দগ্ধ শ্যামে ইসারাতে ডেকে ॥

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

গোপীরা অখণ্ড মণ্ডল হ'য়ে ফেরে।
ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে দণ্ডে দণ্ডে ঘেরে ॥
গোপীগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপা নৃত্যে হয়
যেন তাণ্ডব নৃত্যের প্রচণ্ড গতি রয়
পণ্ডশ্রম না করে গণ্ড বেয়ে ঝরে
প্রেম কুণ্ডের অশ্রুজল ভেজায় তা শ্যামেরে ॥
স্বর্ণ মকর কুণ্ডল মণ্ডিত নটবর
টানে ভ্রূ কোদণ্ডে প্রেম দণ্ড দানের শর
শ্যাম পারের কাণ্ডারী হয় প্রেমের ভাণ্ডারী
মদ শৌণ্ড মাতায় নৃত্য মণ্ডপেরে ॥

ধ্রুপদাঙ্গ—দরবাড়ী কানাড়া—তেওড়া

অনিত্য এ পৃথ্বীতে প্রকৃত নৃত্য গীতে
গোপীরা কৃষ্ণ চিতে কামনার তৃষ্ণা জাগায়।
কৃষ্ণ প্রেমে প্রবৃত্তা র'য়ে হয় শ্যামের ভৃত্যা
কুসুম অলঙ্কার বৃত্তা হ'য়ে আর্ত্তিতে আগায়॥
বৃত্তাকারে আবৃত কৃষ্ণ হ'য়ে আদৃত
হয় গোপীকরধৃত হয় গোপীপ্রেমে প্রীত
একা বহুরূপ ধরে প্রতিটি গোপীর তরে
এক এক শ্যাম নৃত্য করে অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ লাগায়॥
দেখে এ গোপীকৃষ্ণের অপৃথকৃকৃত মূর্ত্তি
মৃত্যুঞ্জয়ীরা পেল অমৃতোত্তর স্ফূর্ত্তি
হৃদয় উদ্বৃত্ত নৃত্য এ যে কৃতান্ত কৃত্ত
যুগাবর্ত্তে নিবৃত্ত হওয়ার নেই কোন উপায়॥

প্রভাতী সুর

শ্রীরাধাকে বামে ল'য়ে দাঁড়ায়েছে মদন মোহন।
অদৃশ্য শকতি সতী গোপীদের করে সম্মোহন॥
কৃষ্ণ সাথে একই ভূতা গোপীদের কি প্রেম প্রভূত
প্রেমে ভাসে সর্ব্বভূতে অবস্থিত সেই প্রভু তো
লীলাসঙ্গিনী যমুনা প্রেমাসক্তির দেয় নমুনা
হিল্লোলিতা কল্লোলিতা ফুল্লতায় করে আবাহন॥
গোপী বেষ্টিত শ্যাম করে অবগাহন যমুনাতে
নিশীথের ক্লান্তি দূরে যায় জলকেলির সাথে সাথে
প্রবল যৌবন রসের টানে শ্যামে জড়ায় হাসি গানে
জন্মের মত মেশায় প্রাণে করিবে না অবরোহন॥

প্রেমানুরাগে রঞ্জিতা হয় উষা এ দৃশ্য হেরে
লক্ষ্যে অলক্ষ্যে দেবগণের কারো না আর আঁখি ফেরে
মূর্তিমতী হ'য়ে আশা নেমে এসে হয় কুয়াসা
মিটায়ে গোপীর পিপাসা গৃহে ফেরায় ক'রে বহন ॥
জয় জয় গোপীকৃষ্ণ জয় রাধারমন।
জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন ॥

সুদর্শন উদ্ধার

রাগমালা-ঝাঁপতাল

ভীমপলশ্রী

তটিনী সরস্বতী তীরে শিব অম্বিকা পূজিবার তরে
সঙ্গে ল'য়ে সব ব্রজবাসীরে ব্রজরাজ আসে সপরিবারে।
অবগাহি' এই পূত সলিলে গোপ গোপীরা সকলে মিলে
পূজার আয়োজন করার ভার নিলে আনে ফুলফল তাই ভারে ভারে ॥

সারাটি দিবস উপবাস ক'রে কুসুম চন্দনে নৈবেদ্য দিয়া
পরমানন্দে আজ নন্দরাজা শিব দুর্গাকে গেল বন্দিয়া
চন্দন ধূপ ধুনার সুগন্ধ নিয়ে সন্ধ্যা রজনী এল ঘনিয়ে
নন্দরাজ এবার নিরালায় গিয়ে বিশ্রাম ক'রে যায় তটিনীর ধারে ॥

দেশ

এসময় কৃষ্ণ লক্ষ্য করে যায় আপন কাজ নিয়ে রহে পরিজন
কেহ বোঝে না বয়স্ক রাজার সেবা করিবার আছে প্রয়োজন
উপবাস করে সারাদিন ধ'রে পূজাপাঠ ক'রে যায় তার ওপরে
পিতার এ ক্লান্তি কৃষ্ণ নেয় হ'রে চরণ সেবিয়া এ অন্ধকারে ॥

মৃদু সুশীতল পবন বহে তাই নন্দরাজাকে ক'রে তন্দ্রাতুর
তার ওপরে পায় গোপালের কোমল হাতের অঙ্গুলির পরশ সুমধুর
বোঝে নন্দরাজ এ তন্দ্রার ঘোরে তারই গোপাল যায় তার সেবা ক'রে
তন্দ্রা কাটায়ে পুত্রের হাত ধ'রে বুকে টানে আর থাকিতে নারে ॥

পুরিয়া ধানেশ্রী

কৃষ্ণের অঙ্গে হাত বুলায়ে রাজা কয় কম্প পুলক অশ্রুসলিলে
"আঙুলে ব্যথা পাবে বাপ্ গোপাল আমার দুই কঠিন চরণ টিপিলে
তুমি এস তাই আমার এ বুকে তোমাকে নিয়ে নিদ্রা যাই সুখে"
কৃষ্ণ কিছু না বোলে যায় মুখে সেবা ক'রে যায় যতটা পারে ॥
ব্রহ্মা মহাদেব নাম জপে ধ্যানে যার শ্রীচরণের পায় না মহিমা
সে এক গোয়ালার চরণ টিপে দেয় নন্দের সৌভাগ্যের কেউ না পায় সীমা
নিদ্রাদেবী যার চরণ যায় পূজে সে পিতার তরে নিদ্রায় যায় খুঁজে
পিতার দু'নয়ন এসেছে বুজে বুঝে তাই কৃষ্ণ ওঠে এবারে ॥

রাগমালা-তেওড়া

বাগেশ্রী

ব্রজবাসীরা হেথায় শিব দুর্গার ভজন গায়
সন্ধ্যা সময় কেটে যায় রাতি এবার গভীর হয়।
সুরভি ছড়ায় কুসুম সবার চোখে নামে ঘুম
রজনী হ'ল নিঝুম চারিধার হয় আঁধারময় ॥

মালকোষ

সহসা ব্রজরাজের ওঠে করুণ আর্ত্তস্বর
সে স্বরে আকাশ বাতাস তটভূমি হয় মুখর
বলে নন্দরাজ ত্রাসে— "দেখ তোমরা সব এসে
কি একটা যেন গ্রাসে হেথায় আমার চরণদ্বয় ।।"
নিদ্রা টুটে যায় সবার উঠে এল গোপগণ
সব মশাল জ্বেলে নিয়ে সবে করে দরশন
বিশাল এক অজগরে রাজার দু'চরণ ধরে
বিরাট মুখ গহ্বরে অর্দ্ধচরণ বদ্ধ রয় ।।
যে যা' পায় হাতের কাছে তা' দিয়েই আঘাত করে
কেহ মশাল গুঁজে দেয় সর্প তবু না সরে
নন্দরাজা ডেকে যায়— "গোপাল তুমি বাপ্ কোথায় ?
রক্ষা ক'রে যাও আমায় আর আমার ব্যথা না সয়" ।।

আভোগী—কানাড়া

যশোমতির কোল হ'তে কৃষ্ণ তাই ছুটে এসে
অজগরে পদাঘাত ক'রে যায় অতি রোষে
সবে দেখে বিস্ময়ে কৃষ্ণের শ্রীচরণ ছুঁয়ে
অজগর গেল হ'য়ে যুবক দিব্যকান্তিময় ।।
শ্রীকৃষ্ণের পদতলে অতিশয় ভক্তিভরে
এ সুদর্শন দীর্ঘকায় তরুণ লুটিয়ে পড়ে
আনন্দ অশ্রু ঝরে প্রণমি' যুক্ত করে
সুমধুর কণ্ঠস্বরে তার মুক্তি দাতারে কয়—

রাগপ্রধান— বাহার—ত্রিতাল

"হে কৃষ্ণ কেশব সর্ব্ব গুণাধার ।
নিজগুণে এ গন্ধর্ব্বে করিলে প্রভু উদ্ধার ।।

হে করুণা সিন্ধু উজল হয় রবি ইন্দু
তোমার শ্রীঅঙ্গ দ্যুতির পেয়ে মাত্র এক বিন্দু
সুউদার শ্রীচরণদ্বয় এ বসুধাব সুধা নিলয়
চিদানন্দময় বিধায়ক শুদ্ধ আর্ত্তি ক্ষুধার ॥
হে গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ শ্রীমধুসূদন
উদানজাত ব্রহ্মা তোমারেই করে বোধন
ভয়ার্ত্ত প্রাণীদের ত্রাতা বিধাতারও তুমি ধাতা
তুমি পিতা তুমি মাতা পূর্ণ ব্রহ্ম সারাৎসার ॥
আদি সত্য সনাতন হে নারায়ণ জনার্দ্দন
গদাধর মদন মোহন সুরগণ মদমর্দ্দিন
হে বিষ্ণু সুদর্শনধারী এ সুদর্শন হৃদিচারি
এবারে বুঝিতে পারি তোমার কি করুণা অপার ।'

কীর্ত্তন

রাজা নন্দ দৃষ্টি হানে তরুণ সুদর্শনের পানে
মনে অবাক বিস্ময় মানে তখনও রয় ঘুম ঘোরে।
দেখে পুত্রের পায় পরিচয় তবুও তার বিশ্বাস না হয়
সর্প থেকে এ কান্তিময় যুবক হ'য়ে যায় কি করে ॥
ব্রজরাজ হয় চিন্তা মগ্ন। একি সত্য কিংবা স্বপ্ন।
হয়ত গোপাল বিপদ ভঞ্জন নারায়ণ তাই কাটায় বিঘ্ন ॥
জন্ম হওয়ার শুরু থেকে বধে গোপাল পুতনাকে
মুক্তি দেয় দুই দেবতাকে যমলার্জ্জুন করে ভগ্ন ॥
লোকে কয় কৃষ্ণ অবতার থাক্—এ বিশ্বাসে নেই দরকার
গোপাল শুধু পুত্র হোক্ তার হ'য়ে থাক তার বক্ষলগ্ন ॥
এ স্তব স্তুতির অবকাশে। ভিড় হয়ে যায় চারিপাশে ॥
গোপ গোপী সবাই এখন নিদ্রা থেকে উঠে আসে ॥

প্রথমে এসেছে যারা দেখেছে সাপের চেহারা
এখনও চেয়ে রয় তারা যেন কত অবিশ্বাসে ॥
প্রবীণ বৃদ্ধ যত ঘোষে তাদের চোখ দু'টো নেয় ঘ'ষে
কৃষ্ণের কীর্ত্তির কথা ঘোষে অপরের অবিশ্বাস নাশে ॥
গোপবালকেরা বলে— "কে আছে এই ধরাতলে।
যে আমাদের রাখাল রাজার সমকক্ষ হবে বলে ॥
সকলের মঙ্গলের তরে অসম্ভবকে সম্ভব করে
দয়া আমাদের উপরে কত দেখায় খেলার ছলে ॥
কার আছে এত বড় প্রাণ কে করে এমন অভয় দান
তাইতো কানুকে ভগবান অনায়াসে বলা চলে ॥"
গোপালকে আদরে অতি। কোলে নিল যশোমতি
কৃষ্ণের শ্রীচরণ তলে হাত বুলায়ে কয় ভাগ্যবতী—
"সাপের সারা গায়ে বিষ রয় আমার গোপালের বিষ না হয়
জল কোথা পাব এ সময় ধোয়ালে হত না ক্ষতি"।
গোপালকে বসায়ে ভূমে যশোদা বিষ তোলে চুমে
দেখে সবাই না রয় ঘুমে কৃষ্ণের কৃপা গোপীর প্রতি ॥

বাউল- মিশ্র ভৈরবী

বধিরা জটিলা শুধায় চেয়ে কুটিলার পানে—
"ও কুটিলা কেন এত ভিড় হয়েছে এখানে" ॥
কুটিলা কয়—"অজগর সাপ দেব্‌তা হল দেখ্‌ মা ফিরে"
জটিলা কয় "আজই তোর বাপ্‌ দেব্‌তা হয়ে এল ফিরে"
কুটিলা রেগে বলে তাই— "তুই মা হোস্‌ হাঁদা হামেশাই
জটিলা কয়—"দাদামশাই এল তোর বেঁচে প্রাণে" ॥
কুটিলা কয় "ঠিক বলেছিস তোরই বাবা দেখ এগিয়ে"
জটিলা কয়—"আমার বাবা তোকে করতে এল বিয়ে"

কুটিলা বলে না দ'মে "তোকে কবে নেবে যমে"
মা বেটিকে ঘিরে জ'মে ওঠে ভিড় রসের টানে ॥

কীর্ত্তন

সে তরুণে কৃষ্ণ হাসি' শুধায়—"তুমি কোন
লোকবাসী ?

বল আমায় মর্ত্তে আসি' সর্প হ'লে কি কারণে"।
তরুণ বলে বিনয় করি' "আমি সুদর্শন নাম ধরি
কেন এলাম ধরা 'পরি নিবেদন করি চরণে ॥
গন্ধর্ব্বলোক আছে যেথায়। আমি বাস করেছি সেথায় ॥
মুনিগণের অভিশাপে আমি অজগর হই ধরায় ॥
কোন একদিন পথে যেতে মুনিগণ পড়ে চোখেতে
তারা সবাই আমা হ'তে কদাকার রূপের তুলনায় ॥
আমি রূপের গর্ব্ব নিয়ে উপহাস্য যাই করিয়ে
মুনিরা সব ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাই অভিশাপ দিল আমায় ॥
তাদের কথার অর্থ ধরি'। আতঙ্কে উঠি শিহরি' ॥
অনুতাপ ভরা অশ্রুতে আমি তাদের পায়ে পড়ি ॥
শান্ত হ'য়ে মুনিরা কয়— 'মুনিবাক্য বৃথা না হয়
তোমার অনুতপ্ত হৃদয় দণ্ড দিই তাই লাঘব করি' ॥
দ্বাপরে হরিতে ভূভার বিষ্ণু হবে কৃষ্ণাবতার
তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শে উদ্ধার পেয়ে আবার আসবে ফিরি"॥
কৃষ্ণের কাছে নিয়ে বিদায়। গন্ধর্ব্ব আকাশে মিলায় ॥
এমন দৃশ্যও ব্রজবাসী ভাগ্যবলে দেখিতে পায় ॥
বুঝে নেয় গোপগোপীগণ কৃষ্ণই তাদের সর্ব্বস্ব ধন
নিখিল বিশ্বে আর এক এমন সর্ব্ব শক্তিমান রয় কোথায় ?
প্রৌঢ়া বৃদ্ধারা নেয় কোলে রাখালেরা কাঁধে তোলে
জয় নন্দনন্দন বোলে ব্রজবাসীরা জয় গায় ॥

গোপী উদ্ধার

আধুনিক সুর-কার্ফা

ব্রজাঙ্গনারা সবে যায় জল আনিবারে যমুনায়
বাঁশী শুনে অপাঙ্গে চায় রাই পানে সঙ্গে সঙ্গে।
মাতঙ্গ রঙ কেশদামে ভুজঙ্গ প্রায় বেণী নামে
পতঙ্গেরও ওড়া থামে ব'সে যায় অঙ্গে অঙ্গে ॥
আজ না বোঝে গোপিনীরা আপন মঙ্গলামঙ্গল
ত্রিভঙ্গ মুরারির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করে অর্গল
অনঙ্গ পানে অঙ্গুলি তোলে তাহে রয় হিঙ্গুলি
জাঙ্গলিকীর মত নাচায় কত না রঙ্গে রঙ্গে ॥
ওদের অসঙ্গত কথায় কিন্তু শ্রীমতি না মাতে
দূরে বিহঙ্গের সঙ্গীতে আপনার দুই শ্রবণ পাতে
অন্তরঙ্গে রাই কিশোরী হেরে ত্রিভঙ্গ মুরারি
শ্যামগানে হেরে নৃত্য ভঙ্গিমা ভৃঙ্গে ভৃঙ্গে ॥
রাধা সঙ্গোপনে রোধে আপন মনের ভঙ্গুরগতি
কৃষ্ণ সঙ্গ লভিবারে রাখে এক সহজ সঙ্গতি
রাই মন বোঝে স্থাবর জঙ্গম যমুনাও তাই হৃদয়ঙ্গম
ক'রে কেমন নাচে কম্প তরঙ্গে তরঙ্গে ॥

আধুনিক সুর-কার্ফা

চলিতে চলিতে পথে যত গোপীকার।
অন্তরে উদয় হ'ল রূপের অহঙ্কার ॥
বাঁকা শ্যামের বাঁকা চোখের সেই মধুর চাহনি
আঁকা হ'য়ে আছে বুকে তাই ভাবে গোপীনী
হবে তাদের মনপুত কৃষ্ণ যদি অনাহুত
হ'য়ে কাছে এসে প্রেম যেচে নেয় সবাকার ॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ
রাইএর কাছে এ অভিপ্রায় করে নিবেদন
রাই কিশোরীও এটা চায় শ্যাম তাকে ধরা দিক্ স্বেচ্ছায়
তাই এবার বলে সে কথা ক'রে অঙ্গীকার—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

"দূরের ঘাটে আজ আমরা আর যাব না সই যাব না।
ভাল নয়তো শ্যামের নজর দেওয়া ঘাটের জল আনা॥
যদি আমাদের মধ্যে কেউ শ্যামকে গিয়ে আনে ডেকে
এক ঘরে হ'য়ে রইবে সে সেই হবে তার জরিমানা॥
ঐ শোন শ্যামের বাজে বাঁশী টানে সুর পরায়ে ফাঁসি
গেলে বলে 'কই ডাকিনি' হেসে যায় তাচ্ছিল্যের হাসি
একদিকে তার সবুর না সয় গেলেও তো মুখ ঘুরায়ে রয়
বলে ফিরে যেতে ঘরে ওর স্বভাব আছে জানা॥
শ্যামের চোখে যত মধু তার চেয়েও রয় বেশী যাদু
সবই চুরি ক'রে দেখায় কিছুই নেয়নি যেন সাধু
নাকের জলে চোখের জলে ক'রে যায় শ্যাম নানা ছলে
দু'চার দিন এ ঘাটে শ্যামকে তাই আসতে করিস মানা॥
বুঝি আমাদের না হ'লে শ্যামেরও তো দিন না চলে
মনে এক কথা ভাবে শ্যাম মুখে অন্য কথা বলে
ও বাঁকা শ্যাম হবে সোজা ছাড়ি যদি শ্যামকে খোঁজা
তাই পাবো যশ শ্যাম হবে বশ শ্যাম প্রেমরস বাঁধবে দানা॥"

কীর্ত্তন

রমণীর অন্তরের কথা বুঝিতে নারে দেবতা
এ দৃষ্টান্ত যথা তথা ছড়ানো রয় পৃথিবীময়।
মান অভিমান নারীদের মন না মানে স্থান কাল পাত্র ক্ষণ
গর্ব্ব করে অবলম্বন অন্য রিপু মন করে জয়॥

অহঙ্কারই পতনের মূল। এ পতন হয় বিপদ সঙ্কুল ॥
শ্যাম চরিত্র বিশ্লেষণে গোপীকারা করিল ভুল ॥
ভাবে শ্যাম কৈশোরের ধর্ম্মে চিত্ত বিনোদন চায় মর্ম্মে
শ্যামের অসাধারণ কর্ম্মে প্রেরণা যোগায় গোপীকুল ॥
শ্যাম 'হ'তে পারে' রূপবান কিশোরীও রূপে সমান
শ্যাম চাহে যেরূপ নৃত্যগান সেরূপ গুণ গোপীদের অতুল।
গোপী ভাবে শ্যামকে নাচায়। জীবন রহে যার চরণ ছায় ॥
আপনাদের মরণ শয্যা আপনারই হাতে বিছায় ॥
শ্যামের জন্যে হিয়া ফাটে মুখে অন্য কথা ফোটে
নেমে যায় অজানা ঘাটে শিলাখণ্ড তাই লাগে পায় ॥
উদ্ভিন্না যৌবনা নারী পেয়ে নীল যমুনার বারি
কেউ কোথাও নেই মনে করি' সন্তরণে বক্ষ ভাসায় ॥
সবে করে জলকেলি। একে অন্যেরে দেয় ঠেলি' ॥
আনন্দে আনন্দময়ে সবাই চলে অবহেলি' ॥
কেউ বা জল ছিটায় বিবাদে কেউ বা ওঠে অন্যের কাঁধে ॥
লম্ফ দেয় কেউ মনের সাধে সম্মুখে দুই বাহু মেলি' ॥
কেহ ময়ুর মনে করি' জলতলের মাটি ধরি'
চরণ ওঠায় জলোপরি আগায় দশাঙ্গুলি ফেলি' ॥
গোপীদের ক'রে যায় লক্ষ্য। শঙ্খচূড় নামে এক যক্ষ ॥
যেমন লম্পট তেমনি আবার রণ বিদ্যাতেও সে দক্ষ ॥
গোপীনীদের ভালো লাগে মনে তার কামনা জাগে
তবু দেখেছে এর আগে সুন্দরী সে লক্ষ লক্ষ ॥
লোলুপ দৃষ্টিতে যায় হেরে আড়াল ক'রে এক বৃক্ষেরে
স্নানের শেষে তীরে ফেরে গোপীরা আবরি' বক্ষ ॥

মুখে বলুক যাহাই মনে ব্যথা পায় রাই
ঘাটের এক ধারে তাই আকণ্ঠ ডুবে রয় ॥

সখীরা খেলে যায় রাই আনন্দ না পায়
আনন্দ রয় সেথায় যেথায় আনন্দময় ॥
এখন যদি এসে শ্যাম খেলে এক সাথে।
তবেই রাইকিশোরী সে খেলাতে মাতে ॥

বাঁশী যত শোনে ভাবে মনে মনে
আজ কেন কুক্ষণে গেল মত বদলাতে ॥
যে মত ব্যক্ত করে তা' শুনিলে পরে
শ্যামের যদি ঝরে অশ্রু আঁখিপাতে ॥
ফেরানো যাবে না যেটা গেছে হ'য়ে।
জীবনের একটা দিন বৃথা গেল ব'য়ে ॥

এও ভাবে আবার নিজের পায়ে কুঠার
আঘাত করেছে আর উপায় নেই না স'য়ে ॥
এভাবে শ্রীমতি মনোব্যথা অতি
পেল শ্যামের প্রতি কটু কথা ক'য়ে ॥
এমন কথাও রাধার অন্তরে হয় উদয়।
বিধি সদয় হ'লে সকলই সম্ভব হয় ॥

বিধিকে বেদনায় তাই প্রার্থনা জানায়
আজ যেন শ্যামরায় এসে যায় এ সময় ॥
উঠে গেছে সবাই জলে রয় একা রাই
বাহ্যচেতন তার নাই শ্যামময় অন্তর রয় ॥
কৃষ্ণ প্রেমের অশ্রু ঝরায় শ্রীমতি
যমুনা বুক পেতে নেয় আগ্রহে অতি ॥

রাইএর অশ্রু ফোটে যমুনায় ঢেউ ওঠে
রাই আঁখিতে লোটে মোছায় দ্রুতগতি ॥
হঠাৎ আর্ত্তরবে রাই ফেরে বাস্তবে
তার সখীরা সবে করে যায় মিনতি—

রাগপ্রধান—চন্দ্রকোষ—ত্রিতাল

"রক্ষা কর রক্ষা কর আছ কে কোথায়।
দস্যু এক এসে আমাদের ধ'রে নিয়ে যায়॥
রক্ষা কর করুণাময় গোপীনাথ হে মুরারী
আমরা যে অবলা নারী বাধা দিতে নাহি পারি
হে সর্ব্বশক্তিমান হরি অসুর আমাদের নেয় হরি'
মনে প্রাণে তোমায় স্মরি বিপদে রাখ রাঙা পায়॥"
রাই কিশোরী তীরে উঠে হেরে উত্তরের পথ ধ'রে
বিশাল আকার দস্যু একজন সখীদের নিয়ে যায় হরে
তাদের করুণ আর্ত্তনাদে বনভূমি যেন কাঁদে
তাই কৃষ্ণের করুণা সেধে রাই বলে আন্তরিকতায়—
"দেখা দাও হে করুণাময় বিপদ ভঞ্জন বনমালী
গোপীদের রক্ষিলে তুমি কৃষ্ণ থেকে হ'য়ে কালী
যে তোমার চরণ আশ্রিতা কেন সে হবে ধর্ষিতা
দোষ হ'লে ক্ষমা কর তা' এখন উদ্ধার কর ত্বরায়॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—আড়ানা—তেওড়া

শ্রীরাধা লক্ষ্য করে সহসা ঘূর্ণিঝড়ে
দূরে বনের ভিতরে প্রবল আলোড়ন আনে।
মড়্ মড়্ ধ্বনি ওঠে শালতরু ভূমে লোটে
এক তরু নিয়ে ছোটে কৃষ্ণ সেই দস্যুর পানে॥
বৃক্ষ হাতে পশ্চাতে কৃষ্ণ আসে হেরিয়া
যক্ষ সাক্ষাৎ কাল ভেবে গোপীদের দেয় ছাড়িয়া
'যে জন পলাতে পারে সেই বাঁচে এ সংসারে'
এ রীতি অনুসারে যক্ষ ছোটে সমানে॥
রাই কিশোরী দূর হ'তে হেরে শ্যামের এ কাণ্ড
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শ্যাম তোলে এক শালের কাণ্ড

যক্ষের মাথা প্রকাণ্ড ভাঙে—যেন দই ভাণ্ড
অঙ্গ হয় লণ্ডভণ্ড শ্যাম যত আঘাত হানে ॥
যক্ষ ছিল কুবেরের ভৃত্যদলেরই একজন
শিরে শোভা পেত তার অমূল্য একটি রতন
মণি পেয়ে সহজে কৃষ্ণ দিল অগ্রজে
বলরাম নেশায় ম'জে কৃষ্ণকে কোলে টানে ॥

রাগপ্রধান—পরোজ—একতাল

তাজা রক্তধারা দেখে গোপিকারা
হ'য়ে চেতন হারা ভূমিতলে পড়ে।
কৃষ্ণ এসে এবার চেতন ফেরায় সবার
কিন্তু কারো যাবার ইচ্ছা নেই অন্তরে ॥
ললিতা এসে কয় ধ'রে শ্যামের ছ'হাত—
"গোপীদের আজ তুমি রক্ষিলে গোপীনাথ
তোমাকে তনুমন করেছি সমর্পণ
কৃতজ্ঞতা এখন জানাই তাই অধরে ॥"
গোবিন্দের বুকে হাত বুলায়ে কয় বৃন্দা—
"জান শ্যাম তোমার আজ করেছিলাম নিন্দা
টানিল পথ মন্দ তুমি কর বন্ধ
এখন দাও আনন্দ দৃষ্টি দাও রাই 'পরে ॥"
কৃষ্ণের কাঁধে চিবুক রেখে কয় বিশাখা—
"সার্থক হ'ল আজি শ্যাম তোমাকে ডাকা
তুমি গোপীর অধীন জানতাম না এতদিন
এখন নাচি ধিন্ ধিন্ রাইকে ধর করে ॥"

ঠুংরি—জংলা ভৈরবী—আদ্ধা

শ্যামের শোভা হয় অতুল্য রহিলে রাইএর বামে
ও মুরলীর রয় যে মূল্য বাজে বোলে রাধা নামে ॥

রাই পরশে কাতর শ্যাম তাই ত্রিভঙ্গ রূপ সুন্দর
যুগল মিলন না হ'লে শ্যাম রইত না ওঁকারের অন্দর
রাধা নামটি আগে আছে কৃষ্ণনাম রহে তার পাছে
রাধাকৃষ্ণ নামের কাছে শমন ভয় নেই পরিণামে ॥

অরিষ্ট বধ

রাগমালা ঝাঁপতাল

ভীমপলশ্রী

অরিষ্ট নামে অসুর এক ধৃষ্ট বৃষরূপ ধ'রে ব্রজে হয় দৃষ্ট
মায়াবলে সে হয়েছে সৃষ্ট ধার বিশিষ্ট তার বিশাল শৃঙ্গদ্বয়।
যেথা সেথা সে হ'য়ে প্রবিষ্ট ক'রে যায় সবার নানা অনিষ্ট
ব্রজবাসী তাই হ'য়ে অতিষ্ঠ ভাবে অদৃষ্টের লেখা ভাল নয় ॥
ব্রজরাখালগণ হয় শান্তশিষ্ট কানাই বলাই যে তাদের অভীষ্ট
সব কষ্টের কথা জানাল যখন এগিয়ে এল যে ভাই কনিষ্ঠ
কৃষ্ণ সবাকার শুধু চায় ইষ্ট অসুর বধ ব্রতে হয় একনিষ্ঠ
গোবৎসদেরও হবে যে রিষ্ট পাপিষ্ঠ বধে তাই অগ্রসর হয় ॥

ভূপালি

বৃষ তৃণ খায় নিবিষ্ট মনে সুষ্ঠুভাবে তায় কৃষ্ণ যায় হেরে
গিরি গোষ্ঠীর এক বিশাল রূপ যেন সন্তুষ্ট মনে সে ঘোরে ফেরে
এবার বৃষ হয় নিকৃষ্ট মতি আকৃষ্ট হ'ল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
এগিয়ে আসে হৃষ্টমন অতি উৎকৃষ্ট শিকার তার
সম্মুখে রয়
তৃণ সংলগ্ন ওষ্ঠ করিয়া রুষ্ট হয়ে সে করে আক্রমণ
লাফিয়ে কৃষ্ণ তার পৃষ্ঠে উঠে দু'পায়ে কণ্ঠ তার করে বেষ্টন
বৃষটি চেষ্টা করে সরিতে শ্রীকৃষ্ণে ঘৃষ্ট পিষ্ট করিতে
কিন্তু দুষ্টেরই দু'শিঙ ঘুরায়ে নষ্ট করে কৃষ্ণ তার সময় ॥

মালকোষ

মুষ্টি প্রহারে ফল হবে না তাই শ্রীকৃষ্ণ বোঝে প্রকৃষ্ট উপায়
ওর শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হু'শিঙ তুলে নেয় যেন জেষ্ঠারই লাঙ্গুল ঝ'রে যায়
মৃত্যু অষ্টি এই ষণ্ডটির অঙ্গে অষ্টে পৃষ্ঠে ঠিক প্রবেশায় শৃঙ্গে
মৃত্যুর মুহূর্তে বৃষটি বিষ্ঠা ছড়িয়ে কিন্তু গেল গোষ্ঠময় ॥

কেশী বধ

গজল—কাফি

এল বিদেশী অশ্ববেশী অসুর কেশী বৃন্দাবনে।
শক্ত পেশী শক্তি বেশি শ্যাম বিদ্বেষী মনে মনে ॥
জানে না সে হায় অশ্বের মায়ায় এগিয়ে সে যায় মৃত্যু অবধি
বুঝিতে নারে যমুনার পারে তার এবারে হবে সমাধি
ভাবে নি কংস ঘোচায়ে বংশ হবে সে ধ্বংস এ ভুবনে ॥
কৃষ্ণে দেখে সে পিছনেতে এসে লাথির উদ্দেশে পিছু পা ছোড়ে
সে লাথি না লাগে কৃষ্ণ তার আগে ঝড়ের মত বেগে নেয় হু'পা ধোরে
বজ্র মুঠায় শূন্যে উঠায় মাথাটি লুটায় অশ্বের পবনে ॥
কৃষ্ণ ঘোড়ায় চরকী ঘোরায় গাছের এক গোড়ায় ফেলে অবজ্ঞায়
ভাঙে কলেবর ফাটিল উদর রক্ত ঝরঝর ঝ'রে মাটি রাঙায়
কংসের আদেশে এল ব্রজদেশে প্রাণ গেল শেষে কেশীর যৌবনে ॥

ব্যোম বধ

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্রা

ঠেকার আসল যেমন সোম আসল শত্রু তেমনি ব্যোম
অসুর নয় তো যেন যম এল গোষ্ঠে কুমতলবে।
সেদিন খেলায় মহাধুম শব্দে কাঁপে ব্যোম—ব্রজভূম
ব্যোম বুঝে নেয় এই মরসুম যোগ দিল সে এ উৎসবে ॥

আজিকার খেলায় মজা বেশ এ খেলাটির নাম 'মেষ মেষ'
হামাগুড়ি দিয়ে চলা গায়ে গায়ে দিতে হয় ঠেশ
কিছু বালক মেষপালক হয় তাদেরই হাতে লাঠি রয়
পালক যেদিকে যেতে কয় সেদিকে যায় মেষরা সবে ॥
একটা দলের পালক হ'য়ে ব্যোম ও লেগে যায় খেলিতে
দলের ছেলেদের এক গুহায় আনে ঠেলিতে ঠেলিতে
চোখের নিমেষ না ফেলে সে পাথর দেয় গুহাদ্বার দেশে
পালক ওঠে পালক বেশে নিমেষ করে দলটি যবে ॥
একে একে সঙ্গী কমে কৃষ্ণ সবই বোঝে ক্রমে
ব্যোম ফিরিলে কৃষ্ণ তারে আক্রমিল বীর বিক্রমে
যুদ্ধ করে দু'টি মল্ল কিন্তু ব্যোম নয় কৃষ্ণ তুল্য
সে বোঝে না প্রাণের মূল্য প্রাণ টানে ব্যোম—দেহ ভবে ॥

মুক্তালতা

কীর্ত্তন

সত্য আর সাম্যের প্রবক্তা ধর্ম্মস্থাপনের উদ্যোক্তা
শ্রীকৃষ্ণ চাহিল মুক্তা সাজাতে সকল গোমাতায় ॥
গোপীদের আছে প্রেম ভক্তি তবুও সম্পদাসক্তি
বুঝে নিতে এরূপ যুক্তি অন্তরে কৃষ্ণ ক'রে যায় ॥
গোঠে তখন সকালবেলা। বসেছে রাখালদের মেলা ॥
কানাইকে সুদাম শুধাল— "কানু বল আজকের কি খেলা" ॥
গম্ভীর হ'য়ে বলে কানাই— "আজকের খেলাতে মুক্তো চাই"
শুনে বিস্ময় মানে সবাই বাদ রয় শুধু রাম একেলা ॥
"মুক্তো আবার কিঁ হবে বল"— অবাক হ'য়ে শুধায় সুবল

কানাই সবারে শুনায়ে কয় না জানায়ে মনের ছল—
"আজ আমার ইচ্ছা হয় মনে মুক্তো দিয়ে সব গোধনে
সাজাব সবাই যতনে দেখব কেমন করে ঝল্‌মল্ ॥"
সুবল এ শুনে কয় আবার— "সে কি চারটিখানি ব্যাপার ॥
হ্যাঁরে কানু অত মুক্তো কেমন ক'রে হবে জোগাড় ॥"
ঘাড় দুলিয়ে নেশার ঘোরে বলাই বলে বিজ্ঞ ভরে—
"কেনো যেটা ইচ্ছা করে নিশ্চয় উপায় আছে হবার ॥"
কানাই কয় সুবলকে ডেকে- "যা দেখি তুই খেলা রেখে ॥
মুক্তো যা আছে নিয়ে আয় রাই কিশোরীর নিকট থেকে ॥
কিশোরী হয় রাজার মেয়ে অনেক গয়না গেছে পেয়ে
সে মুক্তো সব পাবি চেয়ে যা আছে তার অঙ্গ ঢেকে ॥"
"কিন্তু রাই দেবে কি আমায়?" সুবল কানে কানে শুধায় ॥
আত্মবিশ্বাসের হাসিটি হেসে কৃষ্ণ তাই বলে যায়—
"রাই আমায় সব দিতে পারে তাড়াতাড়ি যা এবারে
বলবি আমারই নাম ক'রে তোমার শ্যাম তোমার
মুক্তো চায় ॥"

রাগপ্রধান—মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

এ আদেশে যেতে হয় কোন দোনামোনা নয়
ব'য়ে যায় খেলার সময় সুবল এবার পথ ধরে।
সে আসে দ্রুতগতি যেথা রহে শ্রীমতি
বলে ক'রে মিনতি রাইকে সমীহভরে—
"আমাকে পাঠায়েছে কানাই তোমারই কাছে
দাও এখন আমার হাতে তোমার যা মুক্তো আছে"
মুচ্‌কি হেসে শুধায় রাই— "মুক্তো শ্যামের কেন চাই?"
সুবল কয় উত্তরে তাই— "গোধন সাজাবার তরে ॥"
রাধা সখীদের সাথে উঠিল উচ্চ হেসে
সুবলকে বুঝিয়ে কয় হাসি থামিয়ে শেষে—

'হলেও কানাই রসময় এ বাসনা ভাল নয়
গো জাতি মুক্তো কভু রাখিবে না আদরে ॥
সেই ত্রেতা যুগে লক্ষ্মণ দিয়েছিল উপহার
মহাবীর হনুমানে নিজের আসল মুক্তোর হার
হনু মহাবীর বটে কিন্তু বুদ্ধি নেই ঘটে
ছিঁড়ে ফেলে মুক্তোহার মূল্যায়ন নাহি করে ॥
তোমাদের রাখাল রাজা মুক্তোর ধর্ম্ম না জানে
সাগরে ডুব দিতে হয় এরূপ মুক্তোর সন্ধানে
যে মানিক সাগর ছেঁচে পাওয়া যায় সেটা যাচে
গো বৎস সাজাতে তাই দিতে তা' মন না সরে ॥
তবে সাজিতে যদি আমার শ্যাম আপনি চায়
আমার যা' মুক্তো আছে সকলই দেব তোমায়
তুমি এস শুধায়ে আমরা আছি দাঁড়ায়ে"
কিন্তু ললিতা বলে সেই সঙ্গে ব্যঙ্গ 'পরে—

বাউল—ভৈরবী—দ্রুত দাদ্‌রা

"সইলো দেখে যা তোরা আমরা হেসে হলাম খুন।
ব্রজের রাখালের মুখে শোন আমাদের শ্যামের কি গুণ।
নিজের কানে শুনবি কথা এখানে ছুটে আয় না
গরুর গলায় মুক্তো বাঁধবে শ্যাম আজ ধরেছে বায়না
খোকা হলে ননী তুলে দিলে বায়না যেত ভুলে
ধেড়ে খোকা কি চায় বুঝতে তোদের হাড়ে ধরবে ঘুন ॥
জানা রয় আমাদের নাগর কিছুটা হয়েছে ডাগর
কিন্তু তা' হ'লে হ'ত কি গরুর প্রতি দয়ার সাগর
আমাদের চিন্তা না করে গরুর চিন্তা ওর অন্তরে—
আমরা শ্যামে সব দিয়ে পাই নাকের বদলে নরুন।

আমরা শ্যামে ভালবাসি শ্যাম তবু তো দেয় না আসি'
যক্ষ দানব মেরে এনে মণি মুক্তো রাশি রাশি
নাকের নথ দেয় না গড়িয়ে কানে মুক্তোর দুল না দিয়ে
আমাদের মুখে দেয় শুধু শ্যাম কলঙ্কের কালি চুণ ।।"

ঠুংরি—মিশ্র আহিরী ভাঁয়রো—আদ্ধা

ফেলে আসা দিন রমণী কেমন সহজে ভোলে ।
অবশ্য বিধাতার সৃষ্টি রহিত না তা' না হ'লে ।।
পিতৃমাতৃকুল রমণীর ডোবে বিস্মৃতির অতলে
পেয়ে পতি পুত্র কন্যা রয় মায়াতে ধরাতলে
গোপীরা শ্যামে কু-কথা বোলে সেদিন পেল ব্যথা
আজ ভুলে আবার শ্যামেরে নিন্দাবাক্য যায় বোলে ।।

কীর্ত্তন

সখীদের এ কথায় রাধা মনের ব্যথায়
অবনত মাথায় সুবলে বোলে যায়—
"কোর না আর দেরী বল এসে ফিরি'
মুক্তোয় গিরিধারী সাজিবারে কি চায় ।।"
"মুক্তো দেবে নাত ?" শুধায় আবার সুবল
এই শেষ বারের মত তার জেদ ক'রে সম্বল ।।
বৃন্দা জেদ না সহে "সামনে এসে কহে
"রাইএর মুক্তো নহে কোনরূপ গাছের ফল ॥
যদি গাছে হোতো শ্যামের মনের মত—
মুক্তো দিতাম কত নাড়া দিয়ে কেবল ॥
মুক্তো ঘাসের ওপর শিশিরের বিন্দু নয় ।"
বৃন্দার কথা টেনে এবার ললিতা কয়—
"সে হ'লে কুড়িয়ে তোমার হাত ধরিয়ে
দিতেমই ভরিয়ে জেন তুমি নিশ্চয় ॥

মুক্তো যা পাওয়া যায় সবই কেনে রাজায়
রাণীগণে সাজায় তাদের মন করে জয় ॥"
আর উপায় নেই সুবল তাই ফেরার পথ ধরে।
মুখ ঘুরিয়ে বলে দৃঢ় কণ্ঠস্বরে—
"বলে যাই সবাইকে বিশেষ ক'রে রাইকে
চিনলে না কানাইকে এতদিনের পরে ॥
কানাই চাহিলে প্রাণ তাও করিতে হয় দান
যদি প্রাণের সমান প্রেম থাকে অন্তরে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

বিরক্ত হ'য়ে গোপীদের প্রতি সুবল ফিরে যায় তাই দ্রুতগতি
অন্তরে ক্ষুণ্ণ সে হ'ল অতি অপমান সূচক সব কথা স'য়ে।
কৃষ্ণের সমুখে দাঁড়ায়ে সুবল নয়নে ঝরায় ব্যথার অশ্রুজল
কথা বলিতে অধর তার কেবল কাঁপে সব কথা মনে যায় র'য়ে ॥
সুবলকে দেখে কৃষ্ণ হাত বাড়ায় কয় উচ্ছ্বসিত আনন্দের সাথে—
"এই যে সুবল তুই এসে পড়েছিস্ মুক্তো সব দে ভাই আমার দু'হাতে
জানি কিশোরী আমায় দেয় যা চাই ওর ভালবাসার তুলনা না পাই"
সুবল জানে তার কাছে মুক্তা নাই তাই কাতরস্বরে কৃষ্ণে যায় ক'য়ে—
"বৃন্দা আমাকে বলেছে 'মুক্তো গাছের ফল নয় যে দেবে গাছ নেড়ে'
ললিতা বল্লে—'শিশির বিন্দু নয় যে দেবে মুক্তো শুধু ঘাস ঝেড়ে'
রাই বল্লে আমায় যেন হনুমান আমি জানি না মুক্তোর কি সম্মান
লক্ষণের দেওয়া মুক্তোহার হনু ছিঁড়ে ফেলেছে বিরক্ত হ'য়ে ॥"
কৃষ্ণ সুবলের ক্রন্দন-স্বর শুনে সান্ত্বনা দিয়ে এবারে কহে—
"মহাবীর পবন নন্দন হনুমান শ্রেষ্ঠ রামভক্ত, সাধারণ নহে
যে রামে পাওয়া না যায় নাম ভ'জে সেই রামের প্রেমে হনু রয় ম'জে
মুক্তোমালা তাই ছেঁড়ে সহজে রাম আজ্ঞাই সদা যেতে চয়
ব'য়ে" ॥

কীর্ত্তন

রাধা গোমাতায় অপমান করায় কৃষ্ণের হয় অভিমান
প্রতিশোধ নিতে এক সমান কৃষ্ণ মনে করিল পণ।
চিন্তা ক'রে যায় নীরবে এখন গৃহে গেলেই হবে
মায়ের কাছে মুক্তা পাবে তাই গৃহে করে আগমন॥
অসময়ে গোষ্ঠ ছেড়ে। কানাই বলাই গৃহে ফেরে॥
কাঁদাইয়া ধেনু শিখী ভৃঙ্গ বিহঙ্গ মৃগেরে॥
দ্বারে দেখে যশোদাকে কৃষ্ণ 'মা' 'মা' বলে ডাকে
মা দ্বারে প্রতিদিন থাকে পুত্রের আশা পথটি হেরে॥
গোপাল গোঠে গেলে পরে মাতা ব্যথা পায় অন্তরে
তৃষ্ণাতেও আসে না ঘরে অশ্রুজল রয় নয়ন ঘেরে॥
মা যেন আকাশের চাঁদ পায়। আনন্দে ছু' বাহু বাড়ায়॥
কানাই বলাই দুটি ভাইকে যশোমতি বুকে জড়ায়॥
শুধায় উৎকন্ঠিতা হ'য়ে— "এলি তোরা অসময়ে
আসিস্ নি তো অসুখ নিয়ে বল্ বাবা গোপাল বল্ আমায়॥"
উত্তরে বলিল বলাই— "মা তোমার কোন চিন্তা নাই
আমরা ভাল আছি দু'ভাই তবে শোন কানাই কি চায়॥"
মা যশোদা স্নেহভরে। গোপালের মুখ তুলে ধরে।
দেখে কমল লোচন হ'তে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে॥
মাতা ওঠে শিহরিয়া বলে অশ্রু মোছাইয়া—
"বল্ বাপ্ গোপাল কি কহিয়া বকেছে কে কিসের তরে॥
গোপাল আমার দুধের ছেলে কে তাকে কুকথা বলে
ভাসায় এমন অশ্রু জলে এ মুখ তার চোখে না পড়ে?"
গোপাল বলে—"কেউ বকে নাই মা আমি একটা মুক্তো চাই
এক্ষুনি এই মুহূর্ত্তে মা তুমি আন আমি দাঁড়াই॥"
এ কথা শুনে কয় মাতা— "ওমা এই সামান্য কথা
এর জন্যে তোর এত ব্যথা এখন ঘরে চল্ দেব তাই॥

আগে বাবা চল মুখ ধুয়ে পেটটি ভরে ননী খেয়ে
তার পরে ওই মুক্তো নিয়ে খেলা ক'রে যাবি দু'ভাই ॥"
"মা তুমি ভোলাচ্ছ আমায়।" ধাঁচ বুঝে গোপাল বোলে যায় ॥
"মুক্তো না পেলে যাব না ঘরে আমি—থাকবো হেথায়।
বুঝি আমি গেলে ঘরে আমাকে খাইয়ে তারপরে
ঘুম পাড়াবে চাপড়ে চাপড়ে বলবে—'গোপাল মুক্তো কি
চায় ?'

তোমার সঙ্গে গেলে একবার বাহির হওয়া যাবে না আর
ভাল নয় গোলমেলে ব্যাপার এখানেই ক'রে দাও উপায় ॥"
নন্দরাজ এল সেখানে। সকল কথা শোনে কানে ॥
উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চেয়ে যশোমতির পানে—
"ছেলেকে না শাসন ক'রে সব সময় রাখ আদরে
এখন গেছে মাথায় চ'ড়ে তাই গোপাল কথা না মানে ॥
হাতে মুক্তো দিলে তুলে গোপাল যদি খেলায় ভুলে
মুখের ভেতর দিয়ে ফেলে তবে কি বাঁচিবে প্রাণে ?"
যশোদা কয় শিহরণে— "তোমার কি কিছু নেই মনে ॥
গোপালকে তিরস্কার করি আমি প্রায়ই অকারণে ॥
আমি যা করি তাড়না তোমার তাতে নেই ধারণা
চিন্তা করিতে পার না যতটা রাখি শাসনে ॥
এই তো আমি সেদিন রোষে গোপালের সামান্য দোষে
বেঁধে রেখেছিলাম ক'ষে উদুখলেতে প্রাঙ্গণে ॥"
গোপাল আছে পুরোভাগে। তবুও রাজার ক্রোধ জাগে ॥
গোপালের পানে চেয়ে কয় পুত্রস্নেহ অনুরাগে—
"সে কথা মনে নেই আবার কি নিষ্ঠুর তোমার ব্যবহার
এমন বাঁধো পুত্রে আমার অঙ্গ ভরা আজো দাগে ॥"
গোপালকে বুকে জড়িয়ে নন্দরাজা যায় কহিয়ে—
"হ্যাঁ বাবা তুই মুক্তো দিয়ে কি করবি বল্ আমায় আগে ॥"

"মুক্তোরই গাছ করব আমি।" গোপাল কয় কোল হ'তে নামি'
"দেখবে সেই গাছেতে কত মুক্তো ফলবে দামী দামী॥"
গোপালের শুনে এ কথা হেসে ওঠে পিতামাতা
দেখে পুত্রের গম্ভীরতা হাসি তবু যায় না থামি'॥
নন্দরাজ গোপ হ'লে কি হয় জানে মুক্তা সাগরে রয়
কিন্তু জানে না তার তনয় এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী॥
বলরামের কাছে এসে। নন্দরাজা বলে হেসে—
"দেখিস্ যেন হারিয়ে না যায় মুক্তোটা ধুলোয় মিশে॥
লক্ষ্য রাখবি সঙ্গে গিয়ে দেখবি কোথায় দেয় পুঁতিয়ে
মুক্তোটা কুড়িয়ে নিয়ে আসবি কিন্তু খেলার শেষে।"
একি নন্দরাজার বিস্ময়! পেয়েও কৃষ্ণের মত বিষয়
চিন্তা করে না এ বিষয় তৃপ্ত পুত্রে ভালবেসে॥
বলাই কয় আপন স্বভাবে— "কিন্তু মুক্তোর গাছ গজাবে॥
আমার লাঙ্গল দিয়ে মাটি চ'ষে দিলে ঠিক ফল পাবে॥
তোমরা কিছুই নাহি জানো কৃষ্ণের কাজই ফল ফলানো
এতে সন্দেহ নেই কোন কৃষ্ণ ফল নিশ্চয় ফলাবে॥
কৃষ্ণ নাম হয়েছে রাখা ও নাম ধ'রে হ'লে ডাকা
তোর ফলের নেই লেখা জোখা এমনকি পাষাণ গলাবে॥"

রাগমালা—তালমালা

আড়ানা—ত্রিতাল

গোপালকে বুকে ক'রে মা যশোদা আনে ঘরে।
মুক্তা যত ছিল কাছে সবই এবার বাহির করে॥
সেই থেকে যেটি হয় ছোট সেই মুক্তাটি গোপাল বেছে
হাতে নিয়ে গোঠে গেল রামকে নিয়ে নেচে নেচে
মাটিতে লাঙ্গল দেয় বলাই মুক্তা বপন করে কানাই
দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর বাহিরিল মাটির 'পরে॥

অল্প সময়ে ঐ কল্প মুক্তালতাটির কলেবর
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে রচে বিশাল এক কুঞ্জ মনোহর
কুঞ্জ মাঝে রয় অষ্ট দ্বার মুক্তা ফলের কিরূপ বাহার
মঞ্জরিত কুসুমদলে অলিকুল সুখে গুঞ্জরে ॥
ঐ মুক্তা তরুর ফুলের রঙ্ প্রজাপতির রঙে মেশে
অনাস্বাদিত এক গন্ধে ব্রজভূমি গেল ভেসে
অসংখ্য ভৃঙ্গের মধুপান বিহঙ্গ দলের ঐক্যতান
সব মিশে স্বরগের নন্দন কাননেরই শোভা ধরে ॥

দেশ—ঝাঁপতাল

যে মুক্তা সাগর জলের তলে রয় প্রাণী বলে যার আছে পরিচয়
কৃষ্ণের অভিলাষ পুরণের তরে সে যে উদ্ভিদে পরিণত হয়
তা' ছাড়া প্রতি লতারই লাগে একটি মাস তবে তার ফল ফুল জাগে
এক্ষেত্রে মাত্র মূহূর্ত্ত আগে ফল ফুল শোভা পায় বপনের পরে ॥
রাখালগণ সবাই ছুটে আসিল এ দেখে সবাই মানিল বিস্ময়
মুক্তার সে কুঞ্জ ঘিরে নেচে যায় চীৎকারে বলে 'রাখাল রাজার জয়'
সবাই দু'হাতে সে মুক্তা তোলে সারিতে বসে মুক্তা রয় কোলে
তারপরে গাঁথা সব মালা হ'লে এনে দেয় মুক্তা দাতার শ্রীকরে ॥
প্রথমে কৃষ্ণ সে মুক্তা মালায় ধেনুদের সাজায় আপনার হাতে
ধেনুরাও পুচ্ছ তুলে আনন্দে হাম্বারব তোলে সাজানোর সাথে
রাখালগণ রামকে আর রাখাল রাজায় মুক্তা মালিকায় প্রাণভরে সাজায়
রাখালদের সাজায় কৃষ্ণ—রাম বাজায় তার শিঙা মেঘমন্দ্রসরে ॥

দুর্গা—একতাল

মুক্তা শোভে গাছে মুক্তা পড়ে তলায়
মুক্তার মালা ধেনু রাখালগণের গলায়
গোপীর মন্দ বলায় কৃষ্ণ যে ফল ফলায়
পূর্ণ ষোল কলায় হ'ল চরাচরে ॥
নন্দরাজ বারতা পেয়ে মুক্তালতা
দেখে ভাবে পুত্রের সে কাজ যেমন কথা
এসে ঘরে ফিরে বলে সব রাণীরে
রাণী রোহিণীরে কয় পুলক অন্তরে ॥
পুত্রের এ কৃতিত্ব দেখিতে দুই সতী
গোঠে আসে পেয়ে প্রত্যুৎপন্নমতি
পুত্র বল অনন্য ধরে মা সেইজন্য
ভাবে জীবন ধন্য তাই প্রেমাশ্রু ঝরে ॥

পরোজ-তেওড়া

উচ্ছ্বসিত আনন্দে গোপালকে কোলে নিতে
বাহু বাড়ায়ে দেখে যশোদা আচম্বিতে
এ নয় যশোদাকুমার ইষ্টমূর্ত্তি এযে তার
উজলিয়া চারিধার দিব্য আলোকে ভরে ॥
চতুর্ভুজে রয় শঙ্খ চক্র গদা আর পদ্ম
সুনীল মুখমণ্ডলে হাসিটি অনবদ্য
যশোদা করে দর্শন গোলকপতি নারায়ণ
জাগে কম্প শিহরণ ভূমে লুটায়ে পড়ে ॥
প্রণমিতে যশোদা চরণ পরশিতে চায়
নারায়ণ কৃষ্ণ হ'য়ে দু'পা পিছু হ'টে যায়
ভয়ে যেন যায় ক'য়ে— 'মা তোমার প্রণাম ল'য়ে
আমি যে পাপী হ'য়ে যাইব শমনের ঘরে ॥"

ঠুংরি—পাহাড়ি—আদ্ধা

বাস্তবে ফেরে যশোদা পুত্রে ঈশ্বর জ্ঞানটি সরে।
কৃষ্ণ নিজেই মায়ের কোলে উঠে যায় এই অবসরে।।
গোপালের মুখ চুম্বন ক'রে যশোমতি আদর জানায়
হৃদয় পাত্রে মাতৃস্নেহ আবার ভরে কানায় কানায়
ত্রুটি ক'রে আপন কর্ম্মে তাই ব্যথা পায় মর্ম্মে মর্ম্মে
ইষ্টদেব স্মরে স্বধর্ম্মে গোপালের মঙ্গলের তরে।।
কৃষ্ণ মুক্তাকুঞ্জ দেখায় মাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
আসল মুক্তা বৃক্ষে দেখে যশোদার মন যায় জুড়িয়ে
ফলে আবার লক্ষ লক্ষ যশোদা তা'করে লক্ষ্য
কৃষ্ণ চিন্তায় ভরে বক্ষ অন্য সংসার চিন্তা হরে॥
মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেছে নন্দরাজার ভোজন সময়
রোহিণীর সাথে যশোদায় গৃহে তাই ফিরে যেতে হয়
হেরে কৃষ্ণের গড়া মুক্তা কৃষ্ণ চিন্তা অবিমুক্তা
তুই রমণী হবে মুক্তা ভয়ঙ্কর ভব সাগরে।।

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ গোধূলি লগনে ডেকে বলে রাখালগণে
আজ যেন সবাই গৃহে না ফেরে।
কৃষ্ণ বলে দেয় কিছু নাম সুবল সুদাম দাম বসুদাম
পাহারা দেবে মুক্তা কুঞ্জেরে।।
মুক্তা চুরি না হয় যাতে কিছু রাখালগণ রয় রাতে
মুক্তা কুঞ্জে কৃষ্ণের এ আদেশে।
বাকি রাখালগণে নিয়া ধেনুদলে সামালিয়া
রামকৃষ্ণ চলে গৃহের উদ্দেশে।।
ধেনুগণ গোধূলি বেলায় চলেছে মুক্তাহার গলায়
ছন্দে ছন্দে কৃষ্ণ বাঁশী বাজায়।

অন্তরীক্ষে দেবতাগণ সে দৃশ্য করে নিরীক্ষণ
কি শোভা ভাষায় না বলা যায় ॥
সহস্র সহস্র ধেনু শুনে কৃষ্ণের মধুর বেণু
মুক্তা শোভিত গ্রীবাদেশ দোলায়।
গোপীরা যায় সারি সারি আনিতে যমুনা বারি
এ উদ্ভুত দৃশ্য তাদের মন ভোলায় ॥
বংশীধর মাতায় দুই শ্রবণ দুনয়ন হেরে প্রস্রবণ
বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যেন হয় বিন্দু।
সেই অসংখ্য বিন্দুরাশি চন্দ্রমা দিয়ে উদ্ভাসি'
যায় আড়ালে থেকে পূর্ণ ইন্দু ॥
গোপীরা যায় আরো কাছে দেখে পথে চলিয়াছে
ধেনুদল তাদের কণ্ঠে মুক্তাহার।
রাখালগণ চলে নাচিয়া কৃষ্ণের জয়ধ্বনি দিয়া
কৃষ্ণ সে দলে করে বিহার ॥
গোপীরা তখন ছুটে যায় অন্য ঘাটে রাইকে জানায়
কিশোরী শুনে তাই ছুটে আসে।
মিটিল রাইএর কৌতূহল মুক্তাহার পরা ধেনুদল
চলে পথে—রাই দাঁড়াল পাশে ॥
চক্ষু কর্ণের মেটে বিবাদ এরূপ সাজাতে কৃষ্ণের সাধ
হয়েছিল মনে—রাধা জানে।
এবার আসে রাধাকান্ত রাধার হৃদয় হয় অশান্ত
শ্যামের পানে তাই কটাক্ষ হানে ॥
কিন্তু বিপরীত হয় একি! কৃষ্ণ দেখেও না যায় দেখি'
যেন রাধিকায় কৃষ্ণ না চেনে।
কিশোরীর নয়নের ইঙ্গিত বৃথা হয়—শ্যাম বাজায় সঙ্গীত
রাধা নামে নয়—অন্য সুর এনে ॥

কৃষ্ণ দূরে মিলায়ে যায় সকল মুক্তাহার উজলায়
রাই কিশোরীর আশা না হয় পূর্ণ।
কৃষ্ণ যাকে কয় রাই শশি সে ভাবে আজ পথে বসি'
চন্দ্র প'ড়ে হয় চূর্ণ বিচূর্ণ॥
না ক'রে দৃষ্টিপাত কৃষ্ণ হানে আঘাত
বেদনায় অশ্রুপাত কিশোরী ক'রে যায়।
অন্য দিবস হ'লে "রাই আসি" বোলে
কৃষ্ণ যেত চ'লে হাত নেড়ে ইসারায়॥
মুখ ফিরায়ে কৃষ্ণ গেল ধীরে ধীরে।
কিশোরীর দুই আকুল নয়নের বাহিরে॥
কিশোরীর হয় মনে শ্যাম যেন এই ক্ষণে
তারই হৃদি টেনে নিয়ে চলে ছিঁড়ে॥
শ্রীরাধার দেহের ভার যেন কিছুই নেই আর
প'ড়ে যাবে এবার সে যমুনার তীরে॥
রাধিকার মনের ভাব এখনকার জানকি?
সে তখন নিজেকে ভেবে যায় জানকী।
বলে প্রমাদ গণি "দ্বিধা হও ধরণী
বংশীরব—জননী এরূপ যায় শোনা কি?
না না ও মুক্তা নয় আলেয়ার আলো হয়
কিংবা হবে নিশ্চয় বেশ কিছু জোনাকী॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—দ্রুত দাদ্‌রা

পরাণ ভ'রে লম্বা লম্বা শ্বাস টেনে জটিলা কয়—
"ও কুটিলা বল তো বাতাস কোথা থেকে খোসবাই বয়॥"
বিরক্ত হ'য়ে কুটিলা উত্তর দেয়—"জমি থেকে"
"বমি থেকে? কার বমি লো" —জটিলা শুধায় মেয়েকে
কুটিলা কয় মনে মনে, 'কি শুনতে কালা কি শোনে'
মুখে বলে—"তোমার বউ বমি করেছে বাগান ময়॥"

জটিলা কয় "তুই শুঁকে ছাখ বেড়াস্ বউএর দোষ খুঁজি'
বমিতেও খোসবাই ছাড়ে তার বউকি আমার হেঁজি পেঁজি ॥"
কুটিলা কয় সোজাসুজি— "তুই তোর ভোঁতা মুখটা গুঁজি'
খেয়ে ফেলতে পারলে বুঝি বউএর উপর তোর টান রয় ॥"
ডান হাতের তালুতে মুখের ভার রেখে জটিলা বলে—
"বদ্যি ডেকে আনতে বল্ আয়ানকে এখন তা' হলে"
কুটিলা কয়—"আসবে বদ্যি তার আগে সাজাই নৈবিদ্যি
দাদাকে বলছি তোর ছাদ্য এবার পিণ্ডি দিলেই হয় ॥"

রাগপ্রধান—বেহাগ—ঝাঁপতাল

শয়ন করেছে শয্যায় কিশোরী লজ্জায় তনুমন গিয়াছে ভরি'
নীরবে অশ্রু পড়িছে ঝরি' প্লাবিত করি' আঁখির দু'কুলে।
রাধার সখীরা আনন্দে মাতে যুক্ত করিতে বসে এক সাথে
চুরি করিবে গিয়ে সে রাতে মুক্তা আর লতাসব ঝাড়ে মূলে ॥
গোষ্ঠে আসিল এ অষ্ট সখী আঁধারে কষ্ট অনেকটা করি'
কিন্তু কি হরি' নেবে সে কুঞ্জের শিহরি' দেখে আছে প্রহরী
সুবল গোপীদের দেখে কয় ঘুরি—' "এসেছে মুক্তো করিতে চুরি
বেহায়া নেই আর তোমাদের জুড়ি চুড়ি নূপুরও এসেছ খুলে ॥
বলিহারি যাই বাহিরে এলে এ রাতে শুধু মুক্তোরই জন্য
রাইএর সখীরাই পারে করিতে এ কাজ--পারে না গোপীরা অন্য
আমাদের রাজায় ক'রে অপমান তোমরা ব্যথা দাও পেয়েছি প্রমাণ
পাবে সেই ব্যথা তাই সমান সমান সে কথা আমরা যাব না ভুলে"॥
গৃহে ফিরিবার পথ এবার ধ'রে বৃন্দা কহিল—"শোন তোরা নির্ব্বোধ
আগামী কালই এ ব্যবহারের আমরা সকালে নেব প্রতিশোধ
যে অস্ত্র আছে কিশোরীর চোখে সে অস্ত্র কারো নেই আর ত্রিলোকে
আজকের অপমান বলে যাই তোকে সুদশুদ্ধ দিতে রাখিলাম তুলে ॥"

কীর্ত্তন

প্রভাতে ওঠে কিশোরী গত দিনের কথা স্মরি'
লজ্জার সাথে মনে পেল ভয়।
অন্তরে বলে—"হে বিধি আজ আমার শ্যাম গুণনিধি
যেন আমার সাথে কথা কয়॥"
সারা বেলা আত্মহারা হ'য়ে ঝরায় অশ্রুধারা
ক্ষুধা তৃষ্ণা সবই গেল ভুলি'।
কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগে গৃহকাজে মন না লাগে
ভাবে কখন আসিবে গোধূলি॥
অপরাহ্ণ এলে পরে, সখীরা যায় রাইএর ঘরে
গত রাতের ঘটনা সব বলে।
বৃন্দা বলে—"সাজ তুই সখি এভাবে যাতে নিরখি'
মুগ্ধ শ্যাম পড়ে তোর চরণ তলে॥
এমন হানিবি দৃষ্টিশর যাতে শ্যাম কেঁপে থরথর
দু'বাহু বাড়ায়ে ছুটে আসে।
তুই পিছনে স'রে তখন আসিতে করিবি বারণ
আমরা যা' করার করিব পাশে॥"
অষ্ট সখী স্পষ্ট ভাষায় এরূপ বলে ভালবাসায়
রাইকে সাজায় মনের মত ক'রে।
আরও গাঢ় কাজল দেয় আজ কুম্ কম্ টিপ্ দেয় দুই ভুরুর মাঝ
সিঁথি দেয় উজল সিঁদুরে ভ'রে॥
যূথি মালায় খোঁপা ঢাকে অলকা তিলকা আঁকে
তাম্বুলে রাঙালো বিম্বাধরে।
শ্রীরাধায় সাজানো হ'লে সখীরা মনে যায় ব'লে
'এক তনুতে এতরূপ না ধরে॥'
চলে বৃষভানু কন্যা রূপেতে হ'য়ে অনন্যা
গোপিনীদের সমভিব্যাহারে।

মূর্ত্তিমতী যেন প্রীতি ছড়ায় অঙ্গের দিব্যদ্যুতি
যমুনা পুলিনের চারিধারে ॥
যে পথে শ্যাম ফেরে ঘরে সে পথে অপেক্ষা করে
ভাবে শ্যামে ভুলাইবে রূপে।
শ্বাস যেন হ'য়ে যায় বন্ধ স্বেদ বিন্দুতে পদ্মগন্ধ
বাহির হয় অঙ্গের প্রতি লোম কূপে ॥
এবার বাজিল মূরলী ধেনুদল হাম্বারব তুলি'
চরণে উড়ায়ে ধূলি সে পথ ধ'রে ধেয়ে আসে।
রাই কিশোরীর তনু কাঁপে শ্রবণ বধির হয় উত্তাপে
সেই কুকথার অনুতাপে বক্ষ অশ্রুজলে ভাসে ॥
কিশোরী করে কটাক্ষ। যেমন হানে বিরূপাক্ষ ॥
ধেনুদলের মাঝে হেরি' শ্যামের মূরতি আবক্ষ ॥
কিন্তু কটাক্ষ শর নীরব ব্যর্থ হয় একে একে সব
কিশোরীকে নিঠুর কেশব মোটেই করিল না লক্ষ্য ॥
শ্যাম করে না সম্বর্ধনা হয় না শ্যামের কথা শোনা
রবির কিরণ সোনা সোনা এ অপমানের দেয় সাক্ষ্য ॥

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

পথে আসিতে বোঝে রাই দেহ যেন অশরীরী।
ঘরে এসেই শুয়ে পড়ে সাঁঝের আঁধার এল ঘিরি' ॥
সন্ধ্যা না দেখায়ে বধূ সময় কা টায় শুয়ে প'ড়ে
জটিলা বলে—"ও বৌমা শুলে কেন অমন ক'রে
ও কুটিলা যা মা একবার বৌএর ব্যামো হ'ল আবার"
কুটিলা কয়—"ব্যামো নয় মা শ্যামের বামে পায় নি পিঁড়ি ॥
আজকে শ্যামের পায়াভারি নেহাৎ হ'ল বরাত জোরে
মুক্তোর গাছ লেগে গেছে মুক্তো কত পড়ছে ঝ'রে
বৌ মুক্তোর লোভ সামলায় নি গেসলো কিন্তু মুক্তো পায় নি"
বাধা দিয়ে জটিলা কয়— "তোর যেমন কথার ছিরি ॥

আয়ান এসে বৌএর অসুখ শুনলে গোমড়া করবে মুখ
বলবে আমরা বড্ড খাটাই তাই তার বৌএর করে অসুখ"
কুটিলা কয় হাত নাড়িয়ে— "বৌকে তুলছিস বেশ বাড়িয়ে
বৌ এবারে তোদের জন্যে গ'ড়ে দেবে সগ্‌গের সিঁড়ি ॥"

ঠুংরি—পিলু—আদ্ধা

কি হয়েছে রাই কিশোরীর ঘুম আসে না।
শুধু মনে হয় শ্যাম তারে ভালবাসে না ॥
কৃষ্ণ বিরহের অনলে রাধার অঙ্গ জ্ব'লে যায়
শয্যা ছেড়ে বাহির হ'ল তাই সে মুক্ত আঙ্গিনায়
বিহঙ্গ নীরব কুলায় ভৃঙ্গ অঙ্গে বস না বুলায়
গোবর্দ্ধন শৃঙ্গ' প'রে চাঁদ হাসে না ॥

কীর্ত্তন

সুগভীর নিশীথে শ্যামসরসীতে
চলিল মিশিতে রাধা স্রোতস্বিনী।
অন্তরে আশা এ শ্যাম ভালবাসায়ে
দেবে তায় ভাসায়ে হবে তায় মিশ্রণই ॥
প্রেম ঐশ্বর্য্য জয়ে এ নৈশ অভিযান।
আশ্চর্য্য কিশোরীর কৈশোর অন্তরের টান ॥
শ্যাম হেলা অসহ্য না বিসর্জ্জি' ধৈর্য্য
চলে আপন কার্য্য করিতে সমাধান ॥
আছে নিশ্চয়তা শ্যাম কহিবে কথা
শ্যামের বাহুলতা জড়াবে ভুলে মান ॥
অপরাধ আপনার রাই বুঝিতে পারে।
দয়িতে অদেয় কিছু নেই সংসারে ॥
মুক্তা তো সামান্য প্রিয়পাত্রের জন্য
হৃদয় ক'রে ছিন্ন দেবে উপহারে ॥

পেতে শ্যাম নাগরে সেতু সে না গড়ে
ল'য়ে কর্ম্মাগরে আর ধর্ম্ম ওধারে।

মুক্তালতা কুঞ্জতলে যাবে ব'লে রাধা চলে
দূরে লক্ষ মাণিক জ্বলে যেন দেবরাজের সভায়।
প্রাণমন মাতানো গন্ধ অলির গানে কি আনন্দ
কিন্তু সমুখের পথ বন্ধ তাই রাধা কুঞ্জদ্বারে যায়॥
দ্বারে প্রহরিণী শুধায়— "কে তুমি আসিছ হেথায়" ?
রাধা রূপিণী দ্বারিণী বাধা দিল আসল রাধায়॥
রাধা আজ এল যে সাজে সেই সাজে নকল বিরাজে
সেই সুর-ই তার কণ্ঠে বাজে যে সুর ঝরে রাধার কথায়॥
মায়া উদ্গাতা নারায়ণ গড়েছে মায়া কুঞ্জবন
আর এক রাধা ক'রে সৃজন তারই কণ্ঠে রাধায় বলায়—

ঠুংরি—পিলু—আদ্ধা

"কি ক'রে এখানে এলে বল কে তুমি।
নারায়ণের বিলাসস্থল এ কুঞ্জভূমি॥
আমি অষ্ট সখী নিয়ে রহি অষ্টদ্বারে
এ কুঞ্জে কোন মানবী প্রবেশিতে না পারে
তোমাকে তো নাহি চিনি দেখায় যেন পাগলিনী
শিশু নও যে ফিরিয়ে দিই হাতে দিয়ে ঝুম্‌ঝুমি॥"

কীর্ত্তন

এবারে আসল রাধা কয়— "তোমার অনুমান ঠিকই হয়॥
কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী হ'য়ে ঘুরি এ ব্রজময়॥
কখনও কৃষ্ণের দেখা পাই আমায় শ্রীচরণে দেয় ঠাঁই
কখনও বা কৃষ্ণে হারাই 'হা রাই' বলে মন সে সময়॥
তবে কাটে প্রেম শৈশব বৃদ্ধা হ'য়ে জরা সই সব
এ সব জানে আমার সই সব শ্যামেরও তো অজানা নয়॥

ঠুংরি—জংলা ভৈরবী—আদ্ধা

শ্যাম প্রেম পাগলিনী আমি রাধা।
আমার শ্যামে খুঁজে পেতে সার করেছি কাঁদা॥
শ্যামের দেখা পাব বোলে আমি এলাম এ নিশিথে
বুক ভরা আশা নিয়ে ভালবাসা ভ'রে চিতে
পুরাও আমার মনোরথ আমায় ছেড়ে দাও কুঞ্জপথ
এ মনে ব্যথা দিও না গমনে দিয়ে বাধা॥"

কীর্ত্তন

"তুমি রাধা কই না চিনি"— বিস্ময়ে কয় প্রহরিণী—
"আমিই তো শ্রীমতি রাধা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রণয়িনী॥
আমি কৃষ্ণমেঘ কোলে উজলিয়া উঠি বোলে
ও মেঘে তোমার মন ভোলে আমি রাধা সৌদামিণী"॥
এ নারী তারই রূপ ধরি' বুঝে নিয়ে কয় কিশোরী—
"আমি রাধা ব্রজেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবন বাসিনী॥"
"বৃন্দাবন বল কোথাকার?" —নকল রাধা শুধায় আবার॥
এ শুনে কিশোরী বলে বাক্য অতিশয় ক্ষুরধার—
"দেবী যমুনা বিধৌত সারা পৃথিবীর সারভূত
শ্রীবৃন্দাবন অতি পূত আমি শ্রীবৃন্দাবনের সার॥
চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বৃন্দাবনে আসে নামি'
তাই তারই উদ্দেশে আমি নিশিথে করি অভিসার॥
প্রশ্ন ক'রে যাই এবারে। তোমার নাম বল আমারে"॥
প্রহরিণী বলে তখন— "আমি রাধা রহি দ্বারে"॥
শ্রীমতি কয়—"আমিই শুধু রাধা নামে ছড়াই মধু
এল তাই শ্যাম ভ্রমর বঁধু অন্য রাধা নেই সংসারে॥
কৃষ্ণ বশ করার রহস্য যে জানিবে সে অবশ্য
রাধা নাম ধ'রে প্রকাশ্য সত্যালোয় ঘুরিতে পারে"॥

এরূপ কথার পরে বিদ্রূপ করার তরে
ডাকে উচ্চস্বরে নকল রাধা তখন—
"এই তোরা দেখবি আয় কে এসেছে হেথায়
রাধা বলে চালায় এসে ওর কথা শোন" ॥

অন্যান্য দ্বার হ'তে আরও নারী আসে।
আসল রাধায় ঘিরে দাঁড়ায় চারিপাশে ॥

রাই ওঠে চমকি' তারই অষ্ট সখী
দিব্যালোয় ঝলকি' অতি মধুর হাসে ॥
মনে মানে বিস্ময় বিলম্ব আর না সয়
এবার বিনয়ে কয় নকলদের সকাশে—

"হ্যাঁগো বল নাগো তোমরা সবে কারা।
আমার সখীদেরই মত এক চেহারা ॥

নকলরা বলে যায়— "কালা মেয়ের পাল্লায়
প'ড়ে রাতের বেলায় দেখছি পাই না ছাড়া ॥
শোন বলছি আবার আমরা শ্যাম বঁধুয়ার
কুঞ্জের একশোটি দ্বার দিয়ে যাই পাহারা ॥"

ওদের কথা গায়ে মেখে কয় রাজবালা—
"তোমরা ঠিকই বল্লে সত্যই আমি কালা ॥

সদাই কালার বাঁশী রাধা নাম প্রকাশি'
কানে সুর দেয় ঠাসি' কানে ধরে তালা ॥
তা' ছাড়া এও হবে কালার কথা ভেবে
কালা হলাম এবে ও নাম জপমালা ॥

আমি শ্যামের রাধা এ কথা খুব খাঁটি।
আমার অঙ্গেই আছে বৃন্দাবনের মাটি ॥"

নকল রাধা বলে— "সই তোরা তা' হলে
কেমন মাটি মেলে দ্যাখ্ চিমটি কাটি' ॥

রাধানাম বোলে ভুল করে নিশ্চয় বাতুল
মাটির গড়া পুতুল ও এক পরিপাটি ॥"

এ শুনে কুপিতা হ'য়ে শ্রীমতি কয়—
"এত বড় স্পর্ধা তোমাদের ভাল নয় ॥

আমার অঙ্গ আসে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসে
ছুঁতে কোন সাহসে তোমাদের ইচ্ছা হয় ॥"
কয় নকল শ্রীমতি চিম্‌টি দে জোর অতি
যাতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হ'য়ে যায় এ সময় ॥"

"তোমাদের মুখে ভাই পড়ুক ফুল চন্দন"।
আনন্দে শ্রীরাধা বলে ওঠে তখন ॥

তোমরা সব হও না যেই জানিতে ইচ্ছা নেই
কথা সত্য হলেই ধন্য হবে জীবন ॥
জানি না এই ভবে আসল রাধার কবে
কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে হওয়ার আগে মরণ ॥"

রাগপ্রধান—জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

বিরক্ত হ'য়ে নকল রাধা কয়— "আমাদের হাতে মোটেই নেই সময়
দ্বারে পাহারা সদাই দিতে হয় বল ঠিক ক'রে তুমি কিবা চাও ॥"
শ্রীরাধা বলে বল পেয়ে মনে "আমি হারায়ে ফেলি এই বনে
আমার হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ রতনে আমায় অন্বেষণ তাই করিতে দাও ॥"
নকল রাধা কয়—"হেথা সব চিন্ময় মৃন্ময় রত্ন যা হেথা সব অচল
লক্ষ্মীনারায়ণ এ বিশাল কুঞ্জে বিলাস ক'রে যায় শোন অবিরল
চিন্ময়ী রাধায় মন্ময়ী রাধা বোলে যায় দিয়ে এ কথায় বাধা
"তোমরা কি আমার দেখনি কাঁদা মিনতি করি একটিবার তাকাও॥"

চিন্ময়ী রাধা বলে তাই হেসে—
শ্রীনারায়ণের নিকটে যেতে
দ্বারী জয় বিজয় ধরেছিল ছেদ
তিন জন্ম ধ'রে ক'রে যাচ্ছে খেদ

"দ্বারে ঢুকিতে বারণ নেই আমার
সবারই আছে অবারিত দ্বার
দর্শনার্থিদের কয় 'প্রবেশ নিষেধ'
তাই বলি তোমার ইচ্ছা হয়তো যাও ॥"

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

মুক্তালতা কুঞ্জে প্রবেশে শ্রীমতি।
নয়ন সমুখে হেরে দিব্য জ্যোতি ॥
জ্যোতি সাগর মাঝে রাধা করে দর্শন
রতন পালঙ্কে রয় শায়িত নারায়ণ
পদতলে বসি' পরমা রূপসী
লক্ষ্মী পদ সেবা কোরে ভজে পতি ॥
পীতবসন ধরে প্রীত রয় শয্যাতে
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে
উজ্জ্বল নীরদ বরণ রক্ত রাঙা চরণ
নাভিস্থল কমলে রহে প্রজাপতি ॥
যক্ষ রক্ষ ঋষি দেব দৈত্য কিন্নর
নারায়ণের আগে দাঁড়ায়ে জুড়ি' কর
সবাই বন্দনা গায় সমর্পি' মন কায়
শ্রীচরণে লুটায় জানায়ে প্রণতি ॥
তুষার শুভ্র কান্তি আসিল পঞ্চানন
পরশে দু'হাতে নারায়ণের চরণ
রাম নাম পঞ্চ মুখে গেয়ে গেল সুখে
এ শুনে নারায়ণ প্রসন্ন হয় অতি ॥
বিষ্ণুর কৃপাদৃষ্টি কিশোরীর উপরে
না পড়ে তাই রাধার ব্যাথার অশ্রু ঝরে
কৃপাদৃষ্টি পেতে বসে জানু পেতে
করজোড়ে করে নারায়ণের স্তুতি—

ধ্রুপদাঙ্গ রাগমালা — তেওড়া (মধ্যলয়)

মালকোষ — কানাড়া

"তুমি প্রভু জনার্দ্দন শ্রীহরি মধুসূদন
হ'লে শ্রীনন্দের নন্দন শুধু আপন মহিমায়।
সকল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী সকলের অন্তর্যামী
অতি দুখিনী আমি রাখ আমায় রাঙা পায়॥
মহা বিষ্ণু নারায়ণ তুমি চতুর্ভুজ ধারী
কিন্তু ও রূপে তোমায় আমি চিনিতে নারি
আবার হও গিরিধারী মুছাও মোর অশ্রুবারি
মোর অঙ্গ হে মুরারি অনুতাপে জ্ব'লে যায়॥
আমার সমুখে দাঁড়াও আবার সেই দ্বিভুজ হ'য়ে
সেই ত্রিভঙ্গিম ঠামে বাঁশী অধরে ল'য়ে
হেরি মোর নটবরে আমার শ্যাম পীতাম্বরে
শুনে যাই বাঁশীর স্বরে 'রাধা রাধা' নাম হেথায়॥
শ্যাম মূরতি তোমার প্রেম করুণায় মাথা
মোহন চূড়াতে বাঁধা প্রেমোজ্জ্বল শিখিপাখা
তোমার ভ্রূ-ভঙ্গি বাঁকা কপালে তিলক আঁকা
ও রূপে মনে রাখা অতিশয় সহজ তোমায়॥

মালকোষ

হে গোঠের রাখাল রাজা এ রাধার হৃদয়েশ্বর
হে ব্রজের বনমালী মোহন মুরলীধর
হে নন্দরাজার দুলাল যশোদারাণীর গোপাল
আমার আনন্দ রসাল হে গোবিন্দ শ্যামরায়॥
আমার ইষ্টদেব তুমি তোমার দৃষ্টিতে যে রয়
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়
সৃষ্টি স্থিতি আর প্রলয় কর ইচ্ছায় ইচ্ছাময়
তুষ্ট হও করুণাময় রাখ শ্রীচরণ ছায়ায়॥

তুমি সত্য পুণ্য পাপ মিথ্যা বুদ্ধি অহঙ্কার
তুমি নির্গুণ সগুণ অনন্তাকার নিরাকার
তুমি হও পতি পিতা পুত্র মাতা দুহিতা
তুমি বিধাতার ধাতা সর্ব্বরূপ ধর মায়ায় ॥

রাগেশ্রী

তুমি সর্ব্বজীবের বন্ধু কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু
রাধাকান্ত গেপীনাথ ব্রজ গোপকুল ইন্দু
তুমি যে প্রেম মূর্ত্তিমান তুমি হও জ্ঞান অভিমান
কর আমায় অভয় দান ফিরে দেখ করুণায় ॥"
শ্রীরাধায় ভুমি থেকে কৃষ্ণ ওঠাল এবার
নারায়ণের বিলাসস্থল কিশোরী দেখে নাই আর
দ্বিভুজধারী শ্যাম তারি সেই কৃষ্ণ গিরিধারী
তার দুটি বাহু ধরি' তার নামে বন্দনা গায়—

দরবারী কানাড়া—ত্রিতাল

"শোন প্রেয়সী শ্রীরাধা তুমি হও আমারই আধা
একই আমি হ'য়ে দ্বিধা বৃন্দাবনে লীলা করি।
তোমার মনের দৃষ্টি নিয়া সৃষ্টিপালন যাই করিয়া
তুমি যে হও হরিপ্রিয়া আমি যে সবাকার হরি ॥
আমি হ'য়ে থাকি যন্ত্র তুমি সে যন্ত্রের চালিকা
মূর্ত্তিমতী প্রেম করুণা তুমি ত্রিজগৎ পালিকা
আমি মন্ত্র শাস্ত্র উক্তি তুমি দাও তাতে বাক্ শক্তি
ব্রহ্মাণ্ডে মিলন আসক্তি শুধু তোমায় আমায় স্মরি' ॥
আমি বস্তু তুমি বৃদ্ধি মিশিলে লাভ হয় সমৃদ্ধি
আমি ধর্ম্ম সর্ব্ব কর্ম্ম তুমি মুক্তি সাধন সিদ্ধি
তুমি বৃদ্ধি আমি হই মূল আমি হই বাজ তুমি হও ফুল
আমি নাগর তুমি তার কুল আমি মাঝি তুমি তরী ॥

কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়িনী চিদানন্দ বিকাশিনী
পরমা প্রকৃতি সতী মহালক্ষ্মী সুহাসিনী
তোমার কটাক্ষাঘাতে হয় সৃজন পালন লয় সমুদয়
সদা তাই গাহি তোমার জয় রাধা নাম বাঁশীতে ভরি' ॥"

ঠুংরি—ভৈরবী খাম্বাজ—আদ্ধা

মধুর ভাষায় রাধা শ্যাম আলাপে মগন।
না মিটিতে মন আশা উষা রাঙাল গগন ॥
মধুর স্বরে সুরে সুরে বলে ভোরের পাখী—
"আর ঘুমাও না রাই শ্যামের বুকে মুখ রাখি'
হেথা নেই তোমার সখী কেউ যদি যায় দেখি'
রজনী আর নেই বাকি এল বিদায় লগন" ॥

নবনারী কুঞ্জর

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

পরদিন কুঞ্জে কিশোরী এসে বলে সখীদের সুমধুর হেসে
"রূপ যৌবনের গরবে ভেসে আমরা করেছি শ্যামকে হেলা।
তাই আমরা ন'জন একত্র মিশে দাঁড়াব হেথায় হস্তিনীর বেশে
তাতে আরোহী হবে শ্যাম এসে অঙ্কুশ আঘাতে দেবে সে ঠেলা ॥"
বিশাখা আদি চারি গোপিনী দাঁড়ায়ে হ'ল হস্তিনীর চরণ
সখীদের কাঁধে মাথা পা রেখে শূন্যে দুই গোপী করিল শয়ন
চরণ-গোপীরা দু'হাতে ধরে, অঙ্গ সখীরা যাতে না পড়ে
সপ্তম গোপী শোয় সে অঙ্গ 'পরে সমুখে রয় তার দু'বাহু মেলা ॥
শ্রীরাধা শুলো বেণী ঝোলায়ে. পিছন দিকে তার মাথাটি রেখে
সমুখে নবম যে গোপী শোয় তার বাম পা রয় ঝুলে ডান পা রয় বেঁকে
তার পৃষ্ঠদেশ হয় হস্তিনীর মুণ্ড ঝোলান চরণ হ'য়ে যায় শুণ্ড
ডান পায়ের ভাঁজে ওষ্ঠ বিরাজে অনেক অঙ্গের রূপ সে দেয় একেলা ॥

কিশোরী উপুড় হ'য়ে শুয়ে রয় সমুখের দিকে পা মেলে রাখে
নবম গোপী সেই দুটি পা আঁকড়ায় দক্ষিণ জানুতে কিছু ভার থাকে
রাই কিশোরী আর তার অষ্ট সখী নীলাম্বরে রয় সব অঙ্গ ঢাকি'
বসনের ভিতর পথ যায় নিরখি' মাহুত-শ্যাম এলে হয় তো
এই বেলা ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

গোধূলি লগনে কুঞ্জে এসে দেখিল কানাই।
রাই কিশোরী অথবা তার সখীবৃন্দ কেহই নাই ॥
রাইকে চোখে দেখার লাগি ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে শ্যাম
মোহন মুরলী বাজায়ে ছড়ায় মধুর রাধা নাম
সহসা যায় চোখে প'ড়ে নীল হস্তিনী যার পথ ধ'রে
একি তাকেই লক্ষ্য ক'রে আসে যেন তারই ঠাঁই ॥
সুমুখে এসে হস্তিনী চরণ মুড়ে বসে প'ড়ে
শ্যাম বোঝে হস্তিনী পৃষ্ঠে উঠিতে আবাহন ক'রে
ভাবে—'রাই রাজার ঝিয়ারী পাঠায় হস্তিনী বাহারি
নিয়ে যেতে তাড়াতাড়ি' শ্যাম তার পৃষ্ঠে ওঠে তাই ॥

রাগপ্রধান - পরোজ—একতাল

কৃষ্ণে ল'য়ে কুঞ্জর ফেরে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥
দীপিকার মঞ্জিমা মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে ॥
এ কুঞ্জের চরণে কত মঞ্জীর বাজে
মঞ্জরিত কুসুম কি মঞ্জীরায় সাজে
হেরে খঞ্জন গঞ্জন শ্যাম নয়নে অঞ্জন
শ্যামের মনোরঞ্জন লাগি' অলি গুঞ্জে ॥
নিরঞ্জন আনন্দে ভেবে যায় নিরঞ্জন
'ঘিঞ্জি হ'য়ে লোকজন গড়ে এ পুরঞ্জন'
হয় সন্দেহ ভঞ্জন কুঞ্জদার আচ্ছাদন
তলে পঞ্জি—যৌবন সঞ্জাত এ গুণ যে ॥

রসিকতা ব্যঞ্জক শিঞ্জিত ধ্বনিতে
পঞ্জা দিয়ে শ্যাম চায় রাই পঞ্জর চাপিতে
মৃদু প্রভঞ্জনে চলে বঞ্জুল বনে
খঞ্জ ন্যায় গমনে গোপীরা সুখ ভঞ্জে ॥

রাগপ্রধান—বাহার—ত্রিতাল

করিণী পৃষ্ঠ হ'তে শ্যাম ভূমে করে অবতরণ।
আপনার করে উন্মোচন করে করিণীর আবরণ ॥
এবারে কুঞ্জর ভেঙে যায় গোপিনীরা নেমে পড়ে
শ্যামে ঘিরে দাঁড়ায় সবাই কিশোরী শ্যামের হাত ধরে
সর্ব্বাঙ্গের বসন সামালি' চোখে যৌবনের দীপ জ্বালি'
গোপীরা কণ্ঠে সুর ঢালি' বলে—না কর কাল হরণ—
"শোন শোন ও শ্যামরায় আমাদের প্রমোদের খেলায়
হারিয়ে দিয়েছ তোমায় কিশোরী আজ অবহেলায়
যে কৃষ্ণ ধরেছে গিরি তাকেই রাধা পিছন ফিরি'
ধারণ ক'রে এল ঘুরি' তুমি রইলে তুলে চরণ ॥
যতই বড়াই কর তোমার চেয়ে আমাদের রাই বড়
মানিতে হবে তোমাকে রাইএর মান অধিকতর
রাই কিশোরীর দৃষ্টি শরে তোমার মনের ক্লান্তি হরে
শ্যামপ্রিয়ার প্রেমছায়ায় তাই সদাই তুমি নাও শরণ ॥"

রাগপ্রধান—সোহিনী—তেওড়া

এ শুনে কৃষ্ণ কহে— "এ কথা মিথ্যা নহে
রাই আমার প্রাণে রহে বদলায় জীবনের গতি।
এই যে ধেনু চড়ান গোঠে গোঠে বেড়ান
সবই রাইমন হরাঁনি আমার সচেষ্ট মতি ॥"

ফুলে দেহ সাজান এই মূরলী বাজান
রাই ভালবাসে ব'লে সে কি তোমরা না জানো
যাই যমুনা পুলিনে রই সেথা রাত্রদিনে
নাহি জানি সিনানে কখন আসে শ্রীমতি ॥
রাধার রূপ মাধুরী আমি হৃদয়ে ধরি
আমি যে রাধামাধব তার পরিচয় দান করি
রাই আমার পাশে এলে দাঁড়াই দু'বাহু মেলে
এ কালো রূপটি খোলে পাই রাইএর স্বর্ণজ্যোতি ॥
এ ত্রিভঙ্গ মুরারি ভঙ্গুর রয় হ'য়ে চূর্ণ
রাই জোড়া দিয়ে তাকে গড়ে কোরে সম্পূর্ণ
কর্ত্তব্যে রাই প্রেরণা রাই আমার ধ্যান ধারণা
কিশোরীর গাই বন্দনা শোন মন দিয়ে অতি—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

শোন শোন ও বিশাখা ও বৃন্দা ও ললিতা।
দিবালোকের মত সত্য তোমাদের যা বলি তা ॥
দেখেছ প্রদীপের তলায় কিছুটা থাকে অন্ধকার
রাই আমার সেই সোনার প্রদীপ তলায় কৃষ্ণ আঁধার আমার
আমার রূপটি হলেও কালো প্রদীপে আমি তেল ভালো
রাধাশ্যাম জ্বেলে দেয় আলো রাধিকা হয় সলিতা ॥
যে বারি পান ক'রে জীবগণ তাদের জীবন ধ'রে রাখে
সে বারি তো কঠিন হ'য়ে সব ব্রহ্মাণ্ডে প'ড়ে থাকে
পেয়ে রাধার প্রেমের উত্তাপ ঘুচে যায় মলিনতা পাপ
কৃষ্ণপাত্র হ'য়ে দেয় চাপ বারি হয় বিগলিতা ॥
যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসে নেয় প্রতি প্রাণী প্রতি ক্ষণে
সে অতিশয় উষ্ণ হ'য়ে রয় সবার পাপের কারণে
পরশি' রাইএর চরণতল বায়ু হয় সুগন্ধ শীতল
যে নাম নাশে সংসার গরল বলে এ মুরলী তা' ॥ ”

প্রভাতী সুর

এ শুনে রাধিকা বলে— "শোন শ্যাম আমি কি করি ॥
তুমি আমায় বুকে নিলেও আমি হই তোমার কিঙ্করী ॥
সরোবরে স্নান করি না যতই নির্ম্মল হোক তার বারি
যমুনায় স্নান করিতে যাই যতই থাকুক তাড়াতাড়ি
দেখিব রাধারমনে তাই আসি এ দূর ভ্রমণে
আর তোমার রঙ্ ভেবে মনে যমুনার জল অঙ্গে ধরি ॥
আকাশে কালো মেঘ দেখে আমি চাতকী হ'য়ে যাই
বৃষ্টিতে ভিজিলেও আমি আমার দৃষ্টি প্রসারি' চাই
হ'য়ে আমি রাজনন্দিনী সব রঙের শাড়ী পাই দিনই
ঘরে রইলেও ননদিনী পরি আমি নীলাম্বরি ॥
আমরা দেখেছি কালো আর ঘন নীল রঙের হয় হাতী
তাই আমরা সকলে মিলে হাতীর খেলায় উঠি মাতি'
কারণ তোমায় ধ্যানের তরে গর্ব্ব হয় আমার অন্তরে
তোমার আঘাতে কাতরে রয় মন মদমত্ত করী" ॥

কাজরী—তিলক কামোদ—পল্লীগীতি ত্রিতাল

রাধাকৃষ্ণের কথা শুনে কয় গোপীরা প্রমাদ গণি'—
"অত শত কথা আমরা বুঝি না মূর্খ রমণী ॥
শুধু বুঝি রয়েছে শ্যাম দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ ঠামে
সেই শ্যামের অঙ্গ পরশি' আমাদের রাই দাঁড়ায় বামে
আমাদেরও নাহি থামে. জয় দেওয়া রাধাশ্যাম নামে
এ যুগল মূরতি ঘিরে তাই দিয়ে যাই হুলুধ্বনি" ॥

ঝুলন

রাগপ্রধান—মিঞাকি মল্লার—ত্রিতাল

অম্বরে দিগম্বর •• যেন বাজায় ডম্বরু।
আড়ম্বরী আড়ম্বর • ধ্বনি তোলে গুরু গুরু ॥

প্রলম্বিত অম্বুদ আপনায় করে জৃম্ভণ
গম্ভীর অম্বরীষে ক'রে চলে দম্ভন
হেরি রূপ কাদম্বিনীর অবলা নিতম্বিনীর
ভীতি সম্ভূতা হৃদি কেঁপে ওঠে দুরু দুরু ॥
না সম্বরি' কম্বুদল কুম্ভ শুণ্ডে ধরে
অম্বু ঢালে যেন জলাশয় সম্বল করে
কাদম্বা বিম্ব তোলে কদম্ব জম্বির দোলে
কাদম্বরী করে গান কম্বুকণ্ঠে সুরু ॥

রাগপ্রধান—জয় জয়ন্তী—একতাল

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দামামা বাজে।
থমকি থমকি কালো মেঘের মাঝে ॥
চমকিয়া চলে রূপালি চপলা
চঞ্চল পূবালিতে চাঁপাবন উতলা
বরিষে মেঘদল সরসি ধরাতল
হরষে তরুদল ফুলভারে সাজে ॥
নিবিড় ঘনে রয় আবরি' দিনরাত
রাধার মনে করে বিষাদের রেখাপাত
এ যেন শ্যাম সুন্দর হরিতে রাই অন্তর
বিছায়ে কলেবর ত্রিদিবে বিরাজে ॥

কীর্ত্তন

কিশোরীর মন ভেসে চলে মেঘের দেশে
যেন চাঁচর কেশে সেথা রহে কানাই।
তনু রয় ভবনে নয়ন আর শ্রবণে
নিয়ে যায় পবনে ডাকিলে সাড়া নাই ॥
ঊর্দ্ধে কৃষ্ণ অভ্র নিম্নে শ্যামপ্রান্তর।
অভ্রান্ত সংযোগ—নেই কৃষ্ণ শ্যামে অন্তর ॥

রাধা হেরে কান্ত মনোযোগ একান্ত
কৃষ্ণ প্রেম অনন্ত অনুভবে অন্তর ॥
হেরে রাই একান্তে প্রতি শ্যামবৃন্তে
কুসুম ফোটার অন্তে অলি রয় অনন্তর ॥
অন্তরায় চাঁদ দেখার অন্তরীক্ষে মরাল।
অশান্ত মেঘ তবু হয় না চোখের আড়াল ॥
কৃষ্ণ অন্ত রাই প্রাণ কৃষ্ণ যে অন্তর্ধ্যান
তাই কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান অন্তক যেন করাল ॥
রাধা করে চিন্তন না পড়ে তায় কৃন্তন
কেহ না দেয় সান্ত্বন না হয় দৃশ্যান্তরাল ॥

দ্রুতগতি বিদ্যুৎদ্যোতন রাধিকার ফেরাল চেতন
বোঝে রাই সংসার নিকেতন যতনে রেখেছে ঘিরে।
এবারে বৃষ্টি যায় থেমে প্রকৃতি কিন্তু থম্‌থমে
আঁধারও আসিল নেমে ধরণীতে ধীরে ধীরে ॥
সহসা ক্ষণেকের তরে। দু'পাশে মেঘদল সরে ॥
নিমেষে পূর্ণিমা শশি ধরাতল জোছোনায় ভরে ॥
আঁকা বাঁকা কিরণ রেখা মেঘচূড়াতে যায় দেখা
রাই ভাবে পত্র এক লেখা শ্যামের কাছে যাওয়ার তরে
আজি শ্রাবণী পূর্ণিমা রাধার আনন্দের নেই সীমা
শ্যামের এই প্রেমমহিমা রাধা বুঝে নেয় অন্তরে।
মেঘাঞ্জলি পূবালি বায়। মাতে লুকোচুরি খেলায় ॥
আঁধার কবলিতা ধরা কখনও জোছোনায় ডুবায় ॥
রাই মন শ্যামপ্রেমে বলী শ্যামসঙ্গ চায় কেবলই
এ সময়ে চন্দ্রাবলী আদি সখীরা এসে যায় ॥
কৃষ্ণ মেঘে মেঘ ধবলী করে যেন কোলাকুলি
এ দেখে রাধা যায় বলি' সখীদের কাছে ইসারায়—

পল্লীগীতি

"বাদল মেঘে মাদল কত গুম্‌গুমাগুম্ বাজ লো।
কাজ্‌লা মেঘে বিজ্‌লী চলে দ্যাখ্ কেমন আজ লো॥
এমন রাতে শ্যামের সাথে কাটাবো আমি সময়
নিন্দা রটুক মন্দ ঘটুক এখানে এক মুহূর্ত্ত নয়
শ্বাশুড়ী ননদিনীর ভয় আজকে আর এ মনে না হয়
শ্যামে মন যখন ম'জে রয় তখন আর কি লাজ লো॥
মন বোলে যখন কিছু আর দেহের ভেতর নেই আমার
থাক না তখন সংসারের কাজ প'ড়ে সবই যা রয় করবার
ওরাও আজ করে না ঘরবার সুযোগ আছে এখন সরবার
শ্যামের কাছে করব দরবার সেই হবে আজ কাজ লো॥
ভেতর অঙ্গ রসিয়ে দিল প্রেমে দু'নয়ন উজলে
বাহির অঙ্গের ক্ষতি কি হয় বৃষ্টিতে একটু ভিজিলে
আঁজলা ভরে জল ধরে নে মুখ ধুয়ে কাজল দে টেনে
সাঁঝ বেলার ফুল তুলে এনে যেমন পারিস সাজ লো॥"

কীর্ত্তন

কিশোরীকে সঙ্গে ক'রে রাধাকুঞ্জের পথ ধ'রে
গোপীরা যায় সাজি' ফুলভারে।
হেরে গুল্ম তরুলতা বৃষ্টিধারায় সজীবতা
পেয়ে বিরাজে পথের দু'ধারে॥
কিশোরী বুঝে নেয় শ্রাবণ এনেছে সবারই যৌবন
তাই কুসুম ফোটে—কিশলয় জাগে।
রাধিকার ততোধিক জড় হয় যৌবন বিষ—জরজর
হয় অঙ্গ তাই কৃষ্ণ অনুরাগে॥
প্রভেদ আছে শুধুমাত্র লতা পত্র কুসুম গাত্র
শীতল পরশ দেয় অঙ্গে বরষায়।

কিন্তু রাই দেহ বল্লরী তোলে যে যৌবন লহরী
তাহে উত্তাপ রহে শ্যাম পিপাসায় ॥
কৃষ্ণ প্রেমার্ঘের এ প্রভা রচিল স্বর্গীয় শোভা
তাহে ঝিরিঝিরি বারি ঝরে ॥
যেন তুষার ঝঞ্ঝা মাঝে প্রথম রবিকর বিরাজে
সোনা ছড়িয়ে উদয় শিখরে ॥
কৃষ্ণপ্রেম উপভোগ আশে রূপবৈভব নিয়ে আসে
গোপীরা কুঞ্জে মনের রভসে ।
গোপীরা হেরে শিহরি' লতা কুঞ্জকে আবরি'
নারে বৃষ্টি আনিতে স্ববশে ॥
এলে পরে গোপীবল্লভ নারিবে এ লতা পল্লব
রক্ষিতে শ্রীঅঙ্গ বৃষ্টি থেকে ।
সকলের কুঞ্জে প্রবেশি' গোপীরা বোঝে অন্বেষি'
বৃষ্টি নিরোধক পত্র নেই ঢেকে ॥
অন্বেষণ এবার হ'ল শেষ পায় বংশীবটের তলদেশ
বৃষ্টি না পড়ে পত্রাচ্ছাদনে ।
হেথায় ত্রিভঙ্গরূপ ধরি' শ্যাম বাজায়ে যায় বাঁশরী
নিতি সঙ্গে নিয়ে রাখালগণে ॥
হেরে শিখিদল নেচে যায় কোকিলপাপিয়ারা গান গায়
মৃগমৃগী বেড়ায় বটতলে ।
আশ্রয় পেয়ে উপযুক্ত গোপীরা কণ্ঠ উন্মুক্ত
ক'রে প্রেমে 'জয় রাধা শ্যাম' বলে ॥

মেঘ মেদুর রাতে গোপীরা এক সাথে
নূতন খেলায় মাতে দেয় খেলার 'ঝুলন' নাম ।
দুই ঝুরি সংযোজন ক'রে হবে সৃজন
যে ঝুলন তায় দু'জন দুলিবে রাধাশ্যাম ॥

আভূমি লুণ্ঠিত প্রাচীন বটের ঝুরি
গোপীগণের মন আজ ক'রে নিল চুরি ॥
গোপীকারা ছোটে ঝুরি ধ'রে ওঠে
মুখে হাসি ফোটে করে হুড়াহুড়ি ॥
দুটি ঝুরি ধরে ভূমির কিছু 'পরে
গিঁট দিয়ে যোগ করে লাগায়ে চাতুরি ॥
হিন্দোল সৃজন করে গোপীরা আনন্দে।
আন্দোলন করে তা' কেমন ছন্দে ছন্দে ॥
বয় পূবালি মন্দা দেয় রজনীগন্ধা
হিন্দোলে—তাই সন্ধ্যা ভ'রে দেয় সুগন্ধে ॥
গাঁথে সখীবৃন্দ মালা এনে কুন্দ
পরিবে গোবিন্দ গলে মণিবন্ধে ॥
ঝুরিতে জড়ালো মাধবী মালতী।
সাজায় জাতী যুথি বেলার মালা গাঁথি ॥
আসন কাষ্ঠখণ্ডে বসায়ে সেই দণ্ডে
নেচে যায় দোর্দণ্ডে প্রেমানন্দে মাতি' ॥
মজার খেলা পেলে ঝুলনটি দেয় ঠেলে
দোলে অবহেলে দোলার নেই বিরতি

হেনকালে এল কালা গলে পরে বনমালা
রাধা নামে সুর ঢালা বাঁশী বাজাতে বাজাতে।
অষ্টসখী সম্বর্ধনায় এনে শ্যামে সেই ঝুলনায়
বসায়ে মৃদু জোছোনায় লাগিল ফুলে সাজাতে ॥
শ্যামের বামে রাইকে তুলে বসায়ে ঝুলন দেয় খুলে ॥
গোপীরা ঠেলে দেয়—ঝুলন ওঠে নামে দুলে দুলে ॥
চারিদিক সুগন্ধে ভরে অলিকুল এসে গুঞ্জরে
কি অপরূপ শোভা ধরে বংশীবট যমুনার কূলে ॥

অষ্টসখী দোল দিয়ে যায় রাধাশ্যামের জয়গান গায়
আঁচলে রাখা ফুল ছড়ায় স্থানটি ভরে ফুলে ফুলে ॥
যমুনা ভরা তরঙ্গে । যোগ দিল এ প্রেমরঙ্গে ॥
লক্ষ মুকুর শোভে যেন তার শুভ্র ফেনিল অঙ্গে ॥
হিন্দোল যখন নামে ধীরে যমুনা উত্তুঙ্গা শিরে
লক্ষ্য ক'রে যায় তার তীরে প্রাণের কৃষ্ণে রাধার সঙ্গে ।
হিন্দোল আবার ওঠে যখন দৃষ্টি করি' সম্প্রসারণ
রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন হেরে তার তরঙ্গ ভঙ্গে ॥
আজ ধন্য হ'ল বংশীবট । আঁকে হিয়ায় এ দৃশ্যপট ॥
বহু জন্মের পুণ্যফলে তাকে স্থান দেয় যমুনা তট ॥
দেখে এ যমুনাতীরে বিষ্ণু এল সশরীরে
হ'ল গোপিনীদের ঘিরে প্রপঞ্চ রঙ্গমঞ্চে নট ॥
রক্ষিতে আপনার সৃষ্টি বিলাতে করুণা দৃষ্টি
কৃষ্ণ নামে অশ্রুবৃষ্টি ঝরায়ে সত্য হয় প্রকট ॥

বাউল

কুটিলা জটিলার কাছে বউএর কথা কয় খুলে—
"ভর সন্ধে বেলায় মাগো ছ্যাখ্‌গে বউ আছে ঝুলে ॥"
জটিলা কানে কম শোনে রেগে কয় মেয়েকে তেড়ে—
"কবে থেকে বল্‌ছি রান্না ঘরের ঝুল দিতে ঝেড়ে
কথা তুই কানে তুলিস না আয়ানকেও ঝাড়তে বলিস না
বউএর অমন মুখ চাঁদপানা কালো ঝুল গেল বুলে ॥"
কুটিলা আরও রেগে কয়— "আ মর কালা বুড়ি
তোর মুখটাও কালো করব জ্বেলে খড়ের নুড়ি
আমি কোথায় গেলুম বোলে বউএর গুণ দেখ্‌গে ঝোলে"
জটিলা কয়—"বেগুন ঝোলে ? আন না মাগো বেগুন তুলে ॥"

কুটিলা কয় "আমি কিছুই তুলব না তুই তুলবি কেবল
তবে সেটা বেগুন নয় মা এবারে তুই তুলবি পটল
তোরই কেবল পেয়ে নাই আমাদের বউ হয়েছে রাই
নন্দ ঘোষের বেটার সঙ্গে মিশে কালি দিচ্ছে কুলে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—আভোগী কানাড়া—তেওড়া (মধ্যলয়)

দোলে রাধা নটবর দোলে বট তরুবর
দোলে সব জঙ্গম স্থাবর এ দোলার অবসান নাই।
শ্যাম করে রাসে বিহার তুলে দেয় প্রেমোপহার
গোপীরা এ ব্যবহার পেয়ে ঝুলন গড়ে তাই ॥
যেথা হ'তে এ ঝুলন ঊর্দ্ধ পানে উঠে যায়
ক্ষণিকের পরে আবার ফিরে আসে যে সেথায়
ঝুলন যখন ঊর্দ্ধে রয় জীবগণের সুখভোগ হয়
অবতরণের সময় জীবের দুখ রয় সদাই ॥
এ ঝুলনের দোলন কাল সকলেরই সমান নয়
যারে কাল অধিক ঠেলে তারই জীবন দীর্ঘ হয়
মানবের যাওয়া আসা ঝুলনের সাথে মেশা
বিধির গড়া ঝুলনায় দুলে চলে তাই সবাই ॥
মানবের জীবন দোলে পদ্ম পত্রে নীর হ'য়ে
কাল পবনের আঘাতে সহসা যায় গড়িয়ে
নিম্নে ব্রহ্ম সরসী তার বারিতে যায় মিশি'
ব্রহ্মনীর হয়ে শিশির পদ্মপত্রে নেবে ঠাঁই ॥

ঠংরি—মিশ্র রাগেশ্রী—আদ্ধা

দোলে শ্যামরায় ফুল ঝুলনায়।
শ্রীমতি সনে সুমৃদুল বায় ॥

দোদুল দোলে শ্যাম চরণ তুলে
মধুলিহ যায় শ্রী চরণতল বুলে
গোধূলির লাল রঙ্ যেন কমল ফুলে
ত্রিজগতের মধুরিমা সবই রাঙা পায় ॥
নিদালি নয়নে শ্যাম চাহে চারিপাশ
গোপিকাদের বাঁধে যেন বিজলীর পাশ
মেটে মনের আশা হয় যেন মদালসা
বিগলিত ভালবাসা রয় আঁখি ধারায় ॥
দোলা দিতে অঙ্গ লাগে শ্যামের চরণ তলে
দোলা দিতে হুলহুলী তাই গোপীদলে
আনন্দে যমুনা সই জলে করে থৈ থৈ
তাথৈ তাথৈ নেচে গোপিনীরা গান গায়—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে দোলনা দে।
দোলনা দেরে দোলনা দেরে দোলনা দেরে দোলনা দে ॥
দোলনায় রাইকে বসায়ে বাহুডোরে শ্যাম বাঁধে ॥
দোলনা দোলে নাহি থামে তালে তালে ওঠে নামে
রাই রয়েছে শ্যামের বামে জয় দেরে রাধাশ্যাম নামে
রাই আবেশে মধুর হেসে মাথা রাখে শ্যামের কাঁধে।
অঙ্গ হ'তে জ্যোতি ঝরে চারিদিকে ঠিক্‌রে পড়ে
ছোট্ট বংশী বটের তলায় রাধাশ্যামের রূপ না ধরে
কোন্দল না কোরে ডুব দেয় চাঁদ দেখে হিন্দোলের চাঁদে ॥
রাধা শ্যামের বাঁশী টানে কিন্তু বাজাতে না জানে
মুখে বুলায় বুকে বুলায় মিশে যাতে যায় প্রাণে
শ্যামে দেখায় জিহ্বায় ঠেকায় মজে শ্যামের লালার স্বাদে ॥
জয় রাধে গোবিন্দ বলে দোলনা দে ॥

মান

রাগপ্রধান—বাহার—ত্রিতাল

শ্রীবৃন্দাবনে আজি পূর্ণিমা রজনী।
চন্দ্রমা ঝরে যেন চূর্ণ চন্দ্রমাণ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে কদম্ব শাখে শাখে
দোয়েল কোয়েল শ্যামা পাপিয়া পিয়ারে ডাকে
ভ্রমর কুসুম কোলে সুগন্ধ পবনে দোলে
মৃগাঙ্গে মৃগী যায় ঢ'লে কি উজল নয়নের মণি॥
সুশ্রী মৃণাল বনে বিশ্রাম করে মলয়
সহস্র ফুলরেণু অঙ্গে মিশ্রিত হয়
করে কমল পত্রোপর মরালী মরালে আদর
সোনালী অধরে অধর প্রেমের যেন সঙ্গিনী॥
শ্যামে দরশণ করিতে মধুবনে গোপীগণ
গোধূলি লগণ হ'তে করিয়াছে আগমন
রূপে রসে সবে গীর্ণা হৃদি সম্পদে সম্পূর্ণা
গোপীকারা হয় উৎকর্ণা শুনিতে মূরলী ধ্বনি॥

কীর্ত্তন

বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্যাম প্রেম পিয়াসিনী
কিশোরী এসেছে কুঞ্জে আপন।
আজিকার পূর্ণিমারাতি মধুর প্রেমানন্দে মাতি'
কৃষ্ণ সাথে করিবে যাপন॥
গতকাল সন্ধ্যা লগনে কৃষ্ণ তাকে বিদায় ক্ষণে
এ কথা জ্ঞাপন ক'রে যায় স'রে।
পঞ্চেন্দ্রিয় ছুঁয়ে হাতে বোঝায় পঞ্চদশীর রাতে
আসিবে রাধা কুঞ্জের বাসরে॥

সখীদের ল'য়ে কিশোরী এসেছে তাই শীঘ্র করি'
প্রতীক্ষা ক'রে যায় প্রেমাবেশে ॥
কিশোরী ভাবে অন্তরে এই বুঝি শ্যাম এসে পড়ে
বনমালা গলে নাগর বেশে ॥
মোহন চূড়া বামে বাঁকা তাহে বাঁধা শিখিপাখা
অলকা তিলকা রয় শ্রীমুখে ।
অঙ্গে শোভে পীতধড়া মূরলী বাম হাতে ধরা
দাঁড়ায় যেন এসে তার সমুখে ॥
ঐ যেন বাজায় মূরলী ডাকে রাধা রাধা বলি'
শ্যামের সেই মধুর হাসি অধরে ।
সে যেন না বোলে কথা বাড়ায়ে তার বাহুলতা
শ্যামের কটিদেশ জড়ায়ে ধরে ॥
দৃষ্টি দেয় শ্রীচরণতলে দ্যাখে কোটি মানিক জ্বলে
কৃষ্ণের রাতুল চরণের নূপুরে ।
সে যেন কুড়াতে গিয়া শ্যাম চরণে যায় পড়িয়া
তার জীবনের সব আশা যায় পুরে ॥
শ্যাম যেন দু হাতে তুলে তার দুটি বিম্বধর খুলে
তার মুখে আঁকে প্রেমের আলিপন ।
সে হ'তে চায় শ্যামের দাসী কিন্তু শ্যাম তায় ভালবাসি'
আলিঙ্গনে বাঁধে বক্ষে আপন ॥
শ্যাম যেন তার চিবুক ধরে বলে গদ গদ স্বরে
'বল রাই তোমার কি অভিলাষ ।'
সে যেন কথার উত্তরে শ্যামের দুটি বাহু ধরে
গান গেয়ে জানায় মনের বিলাস—

ঠুংরি—পিলু—আদ্ধা

"আমার কি মনের অভিলাষ তোমাকে জানাই ।
গোপনে এসে তোমাকে চমকায়ে দিতে চাই ॥

তুমি নিরজনে বসি' যখন বাজাবে বাঁশী
আমি তব দু'নয়ন চাপিব পিছনে আসি'
যে নাম কর বাঁশীর সুরে সে নাম বোলো কণ্ঠস্বরে
যেন ও নাম ক্ষণ তরে আমি শুনিতে পাই ॥

কীৰ্ত্তন

গোপীরা ত্যাগ ক'রে লজ্জা রচে শ্যামের বাসর শয্যা
করে নানা তোরণ সজ্জা কুসুম লতা গুল্ম দলে।
শুনে রাইএর কণ্ঠগীতি দৃষ্টি পড়ে সখীর প্রতি
বোঝে রাই উতলা অতি আশ্বাস দান ক'রে তাই বলে—
"গানে দুখের সুর কেন রাই আয় আমরা আনন্দের গান গাই॥
হেথা শ্যামের আসা ভিন্ন অন্য আর কোন গতি নাই ॥
তোরই রূপে রয় আকর্ষণ নিশ্চয় পাবো শ্যামের দর্শন
মিছে করিস্ অশ্রু বর্ষণ আয় তোকে সাজানো দেখাই ॥
শ্যামের তৃষ্ণা লাগতে পারে জল রেখেছি তাই ভৃঙ্গারে
মঙ্গলঘট রেখেছি দ্বারে অমঙ্গল হবে না তাই ॥
কুলাঙ্গে রয় মুকুর রাখা। তার ওপরে কঙ্কতিকা ॥
শয্যাতে গাত্র আচ্ছাদন রেখেছি তায় আতর মাখা ॥
পেতে রেখেছি ঐ আসন সেথা রবে শিরভূষণ
এখানে ফল আদি অশন কোণে তাম্বুল আছে ঢাকা ॥
ঝারিতে ভরা আছে জল ধোয়াবি শ্যামের চরণতল
মোছাতে তোর আছে আঁচল বাতাস দিতে রয় এই পাখা ॥
শয্যায় রয় ফুলের অলঙ্কার। বদলের মালা যূথিকার ॥
রজনীগন্ধায় গেঁথেছি তোর সিঁথি পাটি চমৎকার ॥
আছে মধুর গন্ধ ঢালা কনক চাঁপা বেলার মালা
ভালবাসে যেটি কালা এই সেই মালতী লতার হার ॥
ত্রুটিহীন হয় এই অনুষ্ঠান শ্যাম করিলেই হয় অধিষ্ঠান
জানি শ্যাম প্রেমে নিষ্ঠাবান করবে না রাইকে পরিহার ॥"

নানা কথায় মাতি' হ'ল অনেক রাতি
কোথায় জীবন সাথী এখনও না আসে।
ধৈর্য্য আর না পারে রাখিতে এবারে
চিন্তার পারাবারে গোপিকারা ভাসে॥

কোথা গেল আজি কৃষ্ণ হৃদি-রঞ্জন।
ক্রন্দনে গোপীদের ধৌত নয়ন অঞ্জন॥

কেউ করেছে আত্তি নয়ত হয় বিপত্তি
কিন্তু এটাও সত্যি কৃষ্ণই বিপদ ভঞ্জন॥
কাটে বহু সময় অশ্রুতে প্লাবন বয়
লোহিত বরণের হয় আঁখি খঞ্জন গঞ্জন॥

বাসর সজ্জা সবই তাই বৃথা হ'য়ে যায়।
মধ্য রাতি হ'ল এল না শ্যামরায়॥

অশান্ত অন্তরে পথে বসি' পড়ে
কপোল চেপে ধরে ভেঙে পড়ে ব্যথায়॥
কভু পথে চলে কিন্তু চরণ টলে
আবার কুঞ্জতলে ফেরে তৃণ শয্যায়॥

রাইকিশোরীর হৃদয় আরও হয় অশান্ত।
মধ্যযামিনী যায় নাহি আসে কান্ত॥

বৃদ্ধি পায় উদ্বেজন স্বেদও করে সৃজন
কোথা শ্যাম আপন জন হৃদি রয় উদ্ভ্রান্ত॥
তনু পায় লঘিমা হয় সুপ্তির প্রতিমা
রাই-মন ধৈর্য্যের সীমা হ'ল অতিক্রান্ত॥

এবার কিশোরীর মন যায় শক্তি সঞ্চারি'।
ভূমি ধ'রে দাঁড়ায় নেই যে গিরিধারী॥

অশ্রু কাজল ধুয়ে ঝরে গণ্ড বেয়ে
সেই দণ্ডে শুকায়ে হ'ল বিষহরী॥
রাই প'ড়ে ভূতলে দেখে সখীদলে
ভগ্নস্বরে বলে দু'নয়ন বিস্ফারি'—

পল্লীগীতি—মিশ্র দেশ—দ্রুত দাদ্‌রা

"তাইতো এতো রাতি হ'লো শ্যাম এল' কইলো।
শ্যামকে পাব কোথা যাব বল আমাকে সইলো ॥
হৃদয় দহে কি বিরহে আমার অঙ্গ যায় জ্ব'লে
মালার ফুল শুকিয়ে গিয়ে সবই ঝ'রে পড়ে কোলে
যে শ্যাম তরে ফুলে সাজা সে শ্যামই এখন দেয় সাজা
অত পান আতরে সাজা সবই পড়ে রইলো ॥
ঝিক্ মিকিয়ে তারকার দল মিলিয়ে গেল আকাশে
চাঁদটাও তো আর হাসে না রঙ্‌টাও যেন ফ্যাকাশে
যমুনা কলধ্বনিতে উস্‌কন না দেয় ধমণীতে
ঐ গোবর্দ্ধন গিরি হ'তে ভোরের হাওয়া বইলো ॥
পই পই ক'রে বলে কাল আসবে সাঁঝে আবার কাল
সকাল সকাল তাই সাজিয়ে বাসর সকলে হই নাকাল
জানি আমাদের শ্যাম সম্বল আমাদের দম্ভে শ্যামই বল
একা শ্যাম দেখা না দিয়ে দেয় পাকা ধানে মইলো ॥"

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল

শ্যামের কিছু না পেয়ে বারতা গোপীদের মুখে ফোটে না কথা
বিরাজ ক'রে যায় তাই নীরবতা রাধা কুঞ্জটির সর্ব্বদিক ঘিরে।
গোপীদের ছিল এরূপ ধারণা করে না কভু শ্যাম প্রতারনা
রাইকে তখন তাই ক'রে তাড়না দেখে রাই ভেসে যায়
অশ্রুনীরে ॥
কথা দিয়ে শ্যাম কথা না রাখে এ কেমন শ্যামের হয়
প্রেমের ধারা
আনন্দ দেওয়া দূরে থাক শুধু ঝরায় সবাকার নয়নের ধারা
সুদীর্ঘ রাতি বুঝি বা পোহায় কৃষ্ণের আসা পথ চাহিয়া
আশায়
প্রেমের অর্ঘ সব সাজানো হিয়ায় প্রাণনাথ কৃষ্ণ না আসে ফিরে ॥

ভোরের শিশিরে তাই সঞ্জীবতা পেল না কুঞ্জের কুসুমলতা
শ্যাম অদর্শনে গন্ধ বিহীনা ঝ'রে পড়ে ফুল তাই যথা তথা
পবনের গতি হ'য়ে যায় মন্থর বিষাদের ভারে আক্রান্ত অন্তর
যমুনার ও মন দুখে হয় কাতর পাথরের মত নির্জ্জীবা তীরে ।।
সেই সন্ধ্যা থেকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাক দিয়ে নীরব হয় কুঞ্জের বিহঙ্গ
দ্বিগুণ উৎসাহে কৃষ্ণনামের গুণ গুনগুনিয়ে চুপ করে সব ভৃঙ্গ
সবারই বৃথা হয় স্বরভঙ্গ না পেল পরম প্রিয় শ্যাম সঙ্গ
অশ্রুবাষ্প যে দহি' মন অঙ্গ ঢাকে পূর্ণিমার এ রজনীরে ।।

রাগমালা—তালমালা

শঙ্করা—ত্রিতাল

নিজ নিজ কুঞ্জ রচি' গোপীরা রয় শ্যাম সাধনায় ।
এরূপ এক নিভৃত কুঞ্জে চন্দ্রাবলী রাতি কাটায় ।।
সম্বন্ধে রাধিকার ভগ্নী রয় সর্ব্বরূপ গুণাবলি
কৃষ্ণ গুণ গানে মগ্না সদাই থাকে চন্দ্রাবলি
কৃষ্ণ প্রেমে রয় অচলা জানে বহু ছলা কলা
যৌবন ভারে হয় বিহ্বলা কৃষ্ণে সম্ভোগ করিতে চায় ।।
রাধা কুঞ্জে আসার পথে কৃষ্ণ চলে সন্ধ্যারাতে
সহসা দেখা হ'য়ে যায় কৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর সাথে
জোৎস্না পড়ে অরণ্যময় হ'য়ে যায় দৃষ্টি বিনিময়
ধ'রে আগেকার পরিচয় চন্দ্রাবলী কয় প্রার্থনায়—

দরবাড়ী-কানাড়া—তেওড়া

"শ্যাম তুমি কোন দিনই আমার কুঞ্জে আস না
আজ ধরিতে পেরেছি পুরাও মন বাসনা
সব জীবই কর সৃষ্টি জীবে দাও সমান দৃষ্টি
কর করুনা বৃষ্টি .. এস মিলি দু'জনায় ।।"

গোপিকার এ নিমন্ত্রণ প্রেমময় করে গ্রহণ
চন্দ্রাবলী সুযোগ পায় শ্যামে করে সম্মোহন
শ্যাম আনন্দে রয় মগন শেষ রাতে রাঙে গগন
হেরি শ্যাম বিদায় লগন বলে সুমধুর ভাষায়—
"চন্দ্রাবলী এখন আর আমায় রেখ না ধ'রে
কিশোরীর সঙ্গে দেখা করিব নিশি ভোরে"
চন্দ্রাবলী সেই ক্ষণে আর একবার আলিঙ্গনে
বেঁধে সাশ্রু নয়নে কৃষ্ণে জানাল বিদায় ॥

কীর্ত্তন

সর্ব্ব নদীর গতি রহে সিন্ধুর প্রতি
শেষে মিশে অতি বিশাল বারিধি হয়।
রাধার চিন্তা নানা পায় শেষে মোহনা
একেই বাঁধে দানা তাই সখীগণে কয়—
"নিজেদের দুর্ভাগ্য নিজেই আমরা গড়ি।
আপন কর্ম্মফলে নানা দুখে পড়ি ॥
যে অমূল্য নিধি দিল আমায় বিধি
তারে কুঞ্জাবধি আনি নাই হাত ধরি' ॥
পথের মধ্যখানে ছিল কেউ সন্ধানে
পেয়ে শ্যামকে টেনে নিল আপন করি' ॥
এ বিষয়ে আমি আর না মানি বিস্ময়।
শ্রেষ্ঠ বিষয় শ্যাম যে সব রসে রসময় ॥
জেনেছি পীতবাস পুরায় তার অভিলাষ
কৃষ্ণকে যে বিশ্বাস করে তার কৃষ্ণ হয় ॥
যে আকুল অন্তরে কৃষ্ণে চিন্তা করে
শ্যাম রয় তার শিয়রে শ্যাম কারো একার নয়"
কিশোরীকে বলে ললিতা সেই ক্ষণে—
"এমন কথার উদয় হয় আমারও মনে ॥

শ্যাম কাটাচ্ছে রাতি প্রেমানন্দে মাতি'
কোন গোপীর সাথী হ'য়ে কুঞ্জ বনে ॥
'ধন্য হে শ্যাম ধন্য রাই রূপলাবণ্য
তুচ্ছ করি' অন্য নারী চাও গোপনে' ॥
কপট শ্যাম বাঁশীতে ডাকে রাধে রাধে।
গাছের পাড়ে তলার কুড়োয় মনের সাধে ॥
শ্যামকে দিয়ে যাই ধিক্ এ কেমন শ্যাম প্রেমিক
নারী একের অধিক চায় মনে—না বাধে ॥
এ যদি সত্য হয় ব্রজ এবার নিশ্চয়
ভরিবে—দেরী নয় শ্যামের অপবাদে" ॥
"অমন কথা তোরা শোনাবি না আমায়"।
দুখের ওপর দুখ পেয়ে রাই ব'লে যায়—
"গুণে শ্যাম অতুল্য রয় শিশুর সারল্য
তাই তার কথার মূল্য থাকে না—ভুল হওয়ায় ॥
শ্যামই তো করে দান প্রেম কিংবা অপমান
তাই তুই আমার সমান দাতা এক শ্যামরায় ॥
হয়ত শ্যাম অন্যত্র বেশী আনন্দ পায়।
অতটা আনন্দ পায় না হয়ত হেথায় ॥
যেথায় সুখী হবে সেথায় শ্যাম থাক্ তবে
আমরা না হয় সবে তুলে নেব ব্যথায় ॥
ভালবাসি যারে সর্ব্ব ত্যাগ স্বীকারে
পেতে দেব তারে সংসারে সে যা চায় ॥

ঠুংরি—ভৈরবী—আদ্ধা

শ্যাম আসে না মুখের কথায়।
শ্যাম আসে মহাভাবের প্রেমে নীরবতায়

ব্যথার বৃন্তে যদি প্রেম কুসুম ফোটে
সে অশ্রু রেণু লুটিতে কৃষ্ণ ভ্রমর জোটে
শ্যামে না টানে কুল বকুল বেলাদি ফুল
কৃষ্ণ পাওয়া যায় নেই ভুল আর্ত্তি আকুলতায়" ॥

রাগপ্রধান—ললিত—একতাল

কুহু কুহু স্বরে পিকদল কুহরে ।
পদ্ম গন্ধ পেয়ে গোপীগণ শিহরে ॥
মুহুর্মুহু শোনা গেল কুঞ্জে কেকা
নাচে পুচ্ছ মেলে পেয়ে কৃষ্ণের দেখা
গুন্ গুন্ গান অলিগায় কুসুম দল মেলি' চায়
মধুর গন্ধ ছড়ায় মৃগদল বিহরে ॥
বিদূরিত করে প্রকৃতি বিষাদে
সজীবতা সবে পায় প্রেম আস্বাদে
হয় সব ব্রজাঙ্গনা উল্লাসে মগনা
কিন্তু দেয় মন্ত্রনা রাই কর্ণ কুহরে—
"ঐ যে শ্যাম আসে রাই তুই হ'য়ে যা সাবধান
ভুলবি না তুই খুবই করেছিস্ অভিমান
তুই নোস্ মোটেই ফ্যাল্‌না শ্যামের হাতের খেলনা
না হ'য়ে তুই চাল্‌না তোর চাল শেষ প্রহরে" ॥

ধ্রুপদাঙ্গ—গুর্জ্জরি তোড়ি—তেওড়া

শ্রীমুখে মধুর হাসি বাম করে ধ'রে বাঁশী
রাই এর সমুখে আসি' দাঁড়ায় শ্যাম ধীরে ধীরে ।
সখীরা কেউ করে না শ্যামে আজ অভর্থনা
নেই কোন আলোচনা না দাঁড়ায় শ্যামকে ঘিরে ॥

কিশোরীর মুখখানি অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তারই ফাঁকে শ্যাম হেরে যেন কি বিষাদ মাখা
শ্যাম করিতে দোষ ক্ষালন করে কর্ত্তব্য পালন
রাই পদে দৃষ্টি চালন কোরে কয় নত শিরে—
"প্রানাধিকা রাই আমার তোমার নয়ন তুলে চাও
দেখ আমি এসেছি আমাকে প্রেম ভিক্ষা দাও
যদি দোষ হ'য়ে থাকে ক্ষমা কর আমাকে
ভাসাব না তোমাকে আর কভু অশ্রুনীরে ॥
হেরি' পূর্নিমা ছিলাম শক্তি পূজাতে মগন
চেতনা ফিরায়ে দেয় ঊষা রাঙায়ে গগন
তাই ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে এসেছি তোমার পাশে"
এ শুনে বৃন্দা হাসে কয় শ্যামের পানে ফিরে—

রাগপ্রধান—দুর্গা—ঝাঁপতাল

"নারী আসক্তি শক্তি পূজা নয়।
তোমাকে দেখে বুঝি মহাশয় ॥
ডুবে ডুবে জল তুমি খেলে ঢের
ভেবেছ মনে পাইনি কিছু টের
লজ্জা নেই তোমার রাধা কুঞ্জে ফের
এসে গুণের দাও মিথ্যা পরিচয় ॥
সর্ব্বাঙ্গে তোমার সম্ভোগের চিহ্ন
বেশ ভূষা মালা সব ছিন্ন ভিন্ন
ক্লান্তিতে ভরা দেহ যে অন্য
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও ঘন ঘন বয় ॥
রতি সমরে রমণী সঙ্গে
সিঁদুর মেখেছ তোমার সব অঙ্গে
ধরা পড়েছ ঐ স্বরভঙ্গে
নখের আঘাতে হচ্ছে রক্ত ক্ষয় ॥

বনমালা রয় ও কণ্ঠ ঘিরি'
তাতে অর্দ্ধেক ও কুসুম না হেরি
গালে লাল তাম্বুল এ কেমন ছিরি"
এ কথার উত্তর কৃষ্ণ দিয়ে কয়—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

"এল তন্দ্রা বলি যখন দিতে ছিলাম রাতে।
পাঁটার রক্ত লাগে গায়ে বলির সাথে সাথে ॥"
বৃন্দা বলে "তন্দ্রা বলি দিলে এ কথা ঠিক
নাম বোঝাতেও লজ্জা নেই ধিক্ শ্যাম তোমায় ধিক্ ধিক্
'চ' এর স্থানে বলছ 'ত' অবাক হয়ে মানছি 'থ'
পাঁটার রক্ত তোমার সেটা হবে না আর বোঝাতে।
আর একবার সত্যি বলতো সিঁদুর কেন বুকে"
কৃষ্ণ একটু ভেবে নিয়ে বলে গম্ভীর মুখে—
"সিঁদুর ছিল কলার পাতে উড়ে এল জোর হাওয়াতে"
ললিতা কয়—"ঠিকই সিঁদুর লাগে অমন জোড় হওয়াতে ॥
বার বার তিন বার সত্যি বল গায়ে কিসের আঁচড় ?
ব্যাড়া ডিঙ্গাত্তনি নিশ্চয়ই নওতো তুমি চোর ছ্যাচড়"
শ্যাম বলে "কাঁটার আঁচড় পাই আমি যে জবাবনে যাই"
গোপীরা কয়-"রাই জবাব নে কাঁটা কি থাকে জবাতে ॥"

রাগপ্রধান—যোগিয়া—ত্রিতাল

মৃদুভাষে রাধা বলে মনে পেয়ে বল
"ওকে আজ তোরা সই চ'লে যেতে বল ॥
সারা রাতি জেগে আছি ব্যথায় ভরা অন্তর
ভালে লাগে না শুনিতে ওসব কথা অবান্তর
এখন হৃদি হারায়ে যাব অশ্রু ঝরায়ে
কৃতঘ্না ধরা ভরায়ে ফেলিব নয়ন জল ॥

জানি সুখ দুখ বিধি তুই ই করেছে সৃজন
গড়েছে তাই গৃহ কোন আবার অরণ্য বিজন
দুখে এ মন হবে ধন্য আশ্রয় হবে অরণ্য
তবু জীবনে নগন্য প্রশয় পাবে না ছল ॥
চাঁদের কলঙ্ক আছে তবু রয় সারা রাতি
কালাচাঁদ আমার রয় না সে কেমন আমার সাথী
চাঁদ ও গেছে ডুবে কালাচাঁদ ও কি হবে”
শ্যাম বলে ক্রন্দনের রবে ধ'রে রাই পদতল—

আধুনিক সুর—দাদ্‌রা

“চাঁদ বলে যদি হই অভিহিত
তুমি সে চাঁদের জোছোনা।
তোমারে প্রথম দেখার পরে আমার
জীবনে প্রেমের সূচনা ॥
ভুল করা মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম
ভুল ঘেরে মন প্রেম ঘেরে মর্ম্ম
যেথা মেলামেশা এত ভালবাসা
সেথা নীরব ভাষা নয় সমালোচনা ॥
তুমি জান বিধি হ'লে প্রতিকুল
অবচেতন মনে হ'য়ে যায় ভুল
দিলাম এবার কথা কথার আর অন্যথা
হবে না জীবনে রয় অনুশোচনা ॥
আমি যে এসেছি অনেক আশা নিয়ে
তুমি মুখ ফিরায়ে তবু রবে প্রিয়ে
তোমার বিরাগ হানে ব্যথা আমার প্রাণে
চেয়ে আমার পানে অশ্রু মোঁছোনা” ॥

কীর্ত্তন

এবিধ সাধ্য সাধনায় শ্রীরাধা মুখ তুলে না চায়
কৃষ্ণ হ'ল আকুল চিন্তায় মান ভাঙাতে নাহি পারে।
আকুলি বিকুলি তরে স্বেদবিন্দু শ্রীঅঙ্গ ভরে
পদ্মাক্ষিতে অশ্রু ঝরে তবু রাই-চরণ না ছাড়ে ॥
কৃষ্ণ অলঙ্কার খোলে সব। যত আছে অঙ্গের বৈভব ॥
শিরোভূষণ কর্ণাভরণ রাই-চরণে রাখে মাধব ॥
শিখিপাখা দিয়ে গড়া ভাঙিল সেই মোহন চূড়া
বাঁশী রাধা নামে ভরা রাধার চরণে রয় নীরব ॥
যে মালা নয়নানন্দ রাই-চরণে মাখায় গন্ধ
রেখে বাজু মণিবন্ধ রাই-চরণে শ্যাম করে স্তব—
"তুমি পরমা প্রকৃতি হও কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্তিমতী
সত্যালোক বর্ত্তিকা হও ধরায়।
প্রেমানন্দ স্বতঃস্ফূর্ত্ত দৃষ্টিতে হতেছে মূর্ত্ত
সৃষ্টি তাই সবৈশ্বর্য্য ছড়ায় ॥
এই যে দেখি ধেনু চরে পুষ্প শস্য চরাচরে
সে সবই তোমার চরণ পরশে।
তোমারই হাস্য ধ্বনিতে ভরেছে বিশ্ব সঙ্গীতে
শুনে প্রাণী তাই রহে হরষে ॥
পরশি' তোমার পদতল সমীরণ সদা রয় শীতল
তাই গ্রহণে প্রাণী রাখে প্রাণ।
এই নদী বিশাল বারিধি তুমি তার অন্তরের নিধি
তাই বারি জীবন ক'রে যায় দান ॥
তোমার অশ্রুর এক এক বিন্দু গড়েছে তারাদল ইন্দু
সূর্য্য অঙ্গ-জ্যোতির একটি কণা।
তোমার উচ্চারিত বাক্য জগতে দিতেছে সাক্ষ্য
হ'য়ে বেদ পুরাণ মন্ত্র বন্দনা ॥

আমি রথী তুমি হও রথ আমি পথিক তুমি হও পথ
তুমি সতী চিদানন্দময়ী।
তুমি বৃদ্ধি দয়া বুদ্ধি যে কোন কর্ম্মে দাও সিদ্ধি
শক্তি দিয়ে তুমি করাও জয়ী ॥
তুমি আলো আমি ছায়া বাঁধে আমায় তোমার কায়া
দুই তনু ধরি শুধু মায়ায়।
রুচিরা শুচি শালিনী শান্তি মরীচি মালিনী
রাখ আমায় তোমার রাঙা পায়" ॥

তবুও নীরব রাই মুখে তার কথা নাই
গোপিকারা সবাই পাশে দাঁড়ায়ে রয়।
না হেরি' আর উপায় গোপীদের কাছে যায়
অন্তরের বেদনায় সবারে কৃষ্ণ কয়—

রাগপ্রধান—আহিরী ভাঁয়রো—ত্রিতাল

"উপকার কর আমার তোমরা ব্রজললনা।
আমার হ'য়ে রাইএর কাছে তোমরা কিছু বলনা ॥
শোন শোন সখী বৃন্দা তুমি রাই ছায়ার বাসিন্দা
রাইকে বল 'শ্যাম ভালো' পরে আমার কোরো নিন্দা
জানি রাই যদি হয় কায়া তুমি হবে তারই ছায়া
আমার ওপর তোমার মায়া নেই বুঝি তাই টলনা ॥
আমার দূতী হ'য়ে তুমি রাইকে বোঝাও ও ললিতা
জানি তুমি রাইএর মনে সদা রও প্রতিফলিতা
রাই তোমার শুনিবে কথা করিতে নারে অন্যথা
বল গিয়ে 'শ্যাম তোকে করে নি মোটেই ছলনা' ॥
আমার হ'য়ে কিছু বল রাইকে তুমি ও বিশাখা
জানি আমি রাধা তরুর তুমি যে শাখা প্রশাখা
বৃথা হয় আমার এই ডাকা রাইএর মুখ আঁচলে ঢাকা
আমার হ'য়ে ডাকবে তুমি সঙ্গে আমার চলনা" ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

গোপিকারা সবাই বলে— "আমরা কি জাঁনি ।
শুধাও নিতো অন্য কুঞ্জে যাবার আগে নীলমণি ॥
তোমার কথার অনেক ধার আমাদের কেন নেবে ধার ?
দেখাও তোমার ও অশ্রুধার কাজ হবে নিশ্চয় মানি ॥
যেমন তুমি করেছ ছল এখন কান্নায় হ'লে উছল
মান ভাঙানোর পথটি পিছল বুঝে মোদের চাও বাণী ॥
ছিল পতি সন্তান শ্বশুর ছিল ধর্ম্ম জ্ঞান সুরাসুর
সুড়সুড়ি দিয়ে বাঁশীর সুর নেয় মোদের কুঞ্জে টানি' ॥
একুল ওকুল গেল দুকুল ঝরেও গেল আশার মুকুল
তবু মোদের প্রেমে আকুল হয় না তোমার মনখানি" ॥

রাগপ্রধান--বাগেশ্রী—ঝাঁপতাল

কৃষ্ণ ব'লে যায় আপন বৈভবে ।
"আমিও সুখী ছিলাম এ ভবে ॥
আমাকে রাজা ক'রে রাখালগণ
সেবা করিত দিয়ে প্রাণমন
দিত ফল তুলে খেতাম মুখ খুলে
আমাকে ফুলে সাজাত সবে ॥
আমার বাঁশীর সুর প্রতি রাতিদিন
প্রেমে ভাসাত যমুনা পুলিন
প্রতিদিন গোঠে বৎসগণ জোটে
মোর কোলে ওঠে তাই হাম্বারবে ॥
বাঁশীর সুর শুনে তোমরা আপনি
এসে মজালে কটাক্ষ হানি'
দেখাও কুঞ্জপথ লিখে নাও দাসখৎ
সিদ্ধ মনোরথ হয় সবার তবে" ॥

কীর্ত্তন

এতক্ষণে গোপিকারা হেরে শ্যামের অশ্রুধারা
রাধিকায় সান্ত্বনার দ্বারা বোঝাতে লাগিল সবাই।
কিছু আগে তারা বলে রাই যেন মান ক'রে চলে
এখন শ্যামের দুখে গলে হৃদয় তাদের ব'লে যায় তাই—
"রাই এবার তুই মুখ তুলে চা। ফিরবে না হ'য়ে গেছে যা॥
দ্যাখ্ শ্যাম কেমন কোরে ধোরে আছে তোর দু'টো রাঙা পা॥
এবারের মত ক্ষমা কর্ অন্তত ঘোমটা তুলে ধর্
ভয়ে শ্যাম কাঁপে থরথর্ পরশেও কি বুঝিস না তা?
তুই অবহেলার আঘাতে চাস্ কি শ্যামের বুক ফাটাতে
কথা বল্ তাই শ্যামের সাথে এবারে মুখে ফোটা রা"॥

কে যেন কারে কয় রাই অভিমানে রয়
সখীদের অনুনয় সবই যায় বিফলে।
শেষ চেষ্টা শ্যাম করে রাইএর চরণ ধরে
আর অতি কাতরে কিশোরীকে বলে—

আধুনিক—দাদ্‌রা

"এত ডাকি তোমায় বুক ভেঙে যায়
তবুও সাড়া না পাই।
সকলই আছে মোর তবু যে আঁখিলোর
বলে আমার কিছু নাই॥
হৃদয়ে প্রেমের অনির্ব্বাণ শিখা
কাঁপে অভিমান-পবন দিলে দেখা
কিন্তু সে না নেভে আরও প্রেম সৌরভে
ছড়ায়ে যায় যে সদাই॥

তোমারে হেরিতে আমি ভালবাসি
বুক ভরা প্রেম ল'য়ে তাই বারে বার আসি
আমার মনের মুকুর তোমায় প্রাণের ঠাকুর
গ'ড়ে দেখায়—দেখি তাই ॥
ভূমি পেলাম আমি তোমার জীবন ঘিরি
তাহে ওঠে আমার অটল প্রেমগিরি
তাই অনন্নুকম্পার ভূমিকম্পে তোমার
গিরি টলাতে না চাই" ॥

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ যত বলে রাধা তত জ্বলে
দেয় বিরহানলে ক্রোধ ঘৃতাহুতি।
রাই-চরণ শ্যাম চাপে তাই কেবল রাই কাঁপে
বিনা অনুতাপে কয় সখীদের প্রতি—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

"ও যদি নিজে না যায় দে সই ওকে সরায়ে।
এ জীবন আর কাটাব না কারো সাথে জড়ায়ে ॥
একা এসেছি জগতে একাই যেতে হবে চ'লে
এ জীবনে কারো অঙ্গে তাই পড়িব না আর ঢ'লে
হয়ত কেউ আপন স্বভাবে মনে মনে সদাই ভাবে
বহুমুখী প্রেমই ভবে জীবনটা দেয় ভরায়ে ॥
তোরা সকলে থাকিতে দু'চোখের পীড়ন কেন হয়
তাই আদেশ দিলাম ও যেন আর আমার সমুখে না রয়
তোরা ওর নড়াটা ধ'রে রেখে আয় ব্যাড়া পার ক'রে
কোন ফল হবে না ওরে ও চোখের জল ঝরায়ে" ॥

গোপীরা কয়—"ওঠো নাগর হাতে ধর তোমার বাঁশী
রাইএর আদেশ চল তোমায় পগার পার ক'রে আসি
ডাগর হয়েছ বাহবা হাঁটি হাঁটি চল পা—পা
এবার তোমার শেষ হয় কাঁপা। বোস হাত পা ছড়ায়ে" ॥

কীর্ত্তন

শ্যামকে কিছু দূরে রাখি' ফিরে এল সকল সখী
কিন্তু তারা রাইকে ডাকি' পাচ্ছে না যে কোন সাড়া।
রাই যে ভূমে প'ড়ে লোটে সঞ্চালিয়া মাথা কোটে
ব্যথায় যেন বনে ছোটে ফণী একটি মণিহারা ॥
গোপিকারা বলে সবাই— "তোকে উতলা হ'তে নাই ॥
শ্যামকে দূরে রেখে এলাম তোরই তো আদেশ মত রাই ?
এখন তুই কিছু ধৈর্য্য ধর আবার আসিবে নটবর
কিন্তু শ্যামের সঙ্গে এরপর তোর কথা নিশ্চয় বলা চাই ॥
এ কথা তোর উচিত বোঝা শ্যাম তোকে দিয়েছে সাজা
শ্যামের মাথায় ব্যাথার বোঝা তুই ও মানে চাপালি তাই ॥"
সকল সখী মিলি রাইকে বসায় তুলি'
মোছায় ঘোমটা খুলি' অশ্রুজল অঞ্চলে।
সখীদের হাত ধরে তবু অশ্রু ঝরে
প্রেমানুতাপ ভরে রাই গোপীদের বলে—
"আর কভু আমি মান করিব না সখি।
এনে দেরে শ্যামে নয়ন ভ'রে দেখি ॥
যা' এসেছে মুখে বলেছি তা' দুখে
বেদনা শ্যাম বুকে সয়েছে অনেকই ॥
শ্যাম ধরেছে চরণ করিনি তায় বারণ
অশিষ্ঠ আচরণ করেছি কত কি ॥
সইলো শ্যামের কাছে আমি মেনেছি হার।
বৃথাই আমি শ্যামকে করেছি পরিহার ॥

এখন যে অনুমান করি কি পরিমাণ
প্রেমে করে শ্রীমান আমার মনে বিহার।
এ বিষয়ে নেই ভুল শ্যাম আহার শ্বাসের মূল
শ্যাম নীহার আমি ফুল শ্যাম আমার গলার হার
আমায় এনে দেরে তোরা আমার কৃষ্ণ।
দ্যাখ আমার এ অধর কতটা সতৃষ্ণ॥
করিস নি আর দেরী কৃষ্ণকে আন ঘেরি'
পরাণ ভবে হেরি করিস্‌নি আর প্রশ্ন॥
এখনই কৃষ্ণে আন করিস নি কথা আন
এখনও আছে প্রাণ এখনও বুক উষ্ণ॥
দাঁড় করারে আমার সমুখে গোবিন্দে।
দু'নয়ন বিস্ফারি' হেরি প্রেমানন্দে॥
আর যে ব্যথা না সয় পাকে ঘোরে হৃদয়
মূহুর্ত্ত দেরী নয় গোবিন্দে আন বৃন্দে।
কৃষ্ণ যায় না ফেলা নিয়ে আয় এই বেলা
ক'রে শ্যামে হেলা করব না আর নিন্দে॥
ওরে তোরা এনে দে আমার মাধবে।
এখন ও দাঁড়িয়ে রয়েছিস নীরবে॥
তবে দেখ দাঁড়িয়ে প্রাণকৃষ্ণে স্মরিয়ে
পড়িব গড়িয়ে আমার মরণ হবে॥
আগেই রাখি বোলে আমার মরণ হোলে
এ দেহ শ্যাম কোলে তুলে দিবি সবে॥
আমাকে নাকাল আর করিস নি কাল হরি'।
আমার বুকে এনে দে সই আমার হরি॥
জ্ঞানের উদয় থেকে এ জগত না দেখে
রাখি' হিয়ায় ঢেকে কৃষ্ণ প্রেম আহরি'॥

করিতে সমর্পণ কৃষ্ণে উতলা মন
তনু রয় অনুক্ষণ জাগ্রত প্রহরী ॥
গিরিধারী আমায় ডাকে বোলে 'প্যারী।
আমি কৃষ্ণে ছেড়ে থাকিতে কি পারি ?
বলেছে শ্যাম সুন্দর আমার চোখ ইন্দিবর
তাই শ্যামের চরণ' পর দেব চোখ উপাড়ি' ॥
শ্যাম আমার অরজা আমার প্রাণের রাজা
মানিক অনেক খোঁজা সাগর দিয়ে পারি ॥
তোরা সই এনে দে আমার শ্যাম নাগরে।
নয়ত ভেসে যাব এ অশ্রু সাগরে ॥
কৃষ্ণে আন প্রীতিতে ছেড়ে দে অতীতে
কথা জীব জগতে ভেঙে দেয় যা' গড়ে ॥
মরিলে নেই ক্ষতি যদি দৃষ্টি স্থিতি
করি কৃষ্ণের প্রতি এ সংসার আগরে" ॥

বাউল—ভৈরবী মিশ্র

রাধার সন্ধানে কুটিলা কুঞ্জ যায় উকিমারি'।
বৌএর মানের কথা ঘরে মাকে কয় তাড়াতাড়ি—
"আজকে মজা হয়েছে মা বৌ কোরে মান কাঁদে"
কানে খাটো জটিলা কয়— "কি বল্লি বৌ মান রাঁধে ?
কত ভাল বৌ নে বুঝে সারকুড়ে মান খুঁজে খুঁজে
আমারি জন্যে সকাল বেলায় রাঁধে মানের তরকারি ॥"
কপাল চাপড়ে কুটিলা কয় হতাশায় মুখ ক'রে নীচু—
"অমন কোরে বল্লুম তোকে বুঝলি আমার কথা কচু"
জটিলা এবার শুনে কয়— "কচু রান্না করে মান নয় ?
হড়্‌ড়োড়ে কচু মা আমি বিনি দাঁতে খেতে পারি ॥"

কুটিলা রেগে বোলে যায়— "তোল মা এবার কানের খোল"
জটিলা আন্দাজে বলে— "বুঝেছি বৌ রঁাধে ওল
জানিস্ মা ওল্ নয় ফ্যাল্না ভাল লাগে ওলের ডালনা"
কুটিলা কয়—"ওল খেয়ে যা ওলা ওঠায় যমের বাড়ি।"

কীর্ত্তন

বুঝে নিয়ে রাইএর কথা গেল বিশাখা ললিতা
শ্যাম সুন্দর রয়েছে যেথা কুঞ্জ সীমানার বাহিরে।
অবাক বিস্ময়ে দেখে যায় অসহায় হ'য়ে শ্যাম মূর্চ্ছায়
প'ড়ে আছে তৃণ শয্যায় ভাসে শ্রীমুখ আঁখি নীরে॥
ললিতা তাই বসে পড়ে। অঞ্চল দিয়ে বাতাস করে॥
রাইকে সংবাদ দিতে চলে বিশাখা এই অবসরে॥
এ শুনে রাই ছুটে আসে হাওয়ার ভবে উর্দ্ধশ্বাসে
ব'সে পড়ে শ্যামের পাশে যতনে শির তুলে ধরে॥
নিজের কোলে নিয়ে টানি' মোছায় আঁচলে মুখ খানি
বিশাখা দিলে জল আনি' বুলিয়ে দেয় কপোল' পরে॥
বাতাস করে আঁচল দিয়া। শ্যাম চাহে নয়ন মেলিয়া॥
হেরে তার শির কোলে নিয়ে বসে আছে তারই প্রিয়া॥
ছু'জনে চায় নির্নিমেষে প্রথম রশ্মি রবির এসে
রাধা শ্যামের মুখে মেশে বেদনা নেয় নিঙাড়িয়া॥
রাই এর আনন্দ না ধরে ঝোঁকে শ্যামের মুখোপরে
রাই অধর তাই শ্যাম অধরে প্রেমাবেশে যায় মিশিয়া॥

আধুনিক—কার্ফা

শ্যামল তৃণ শয্যায় শ্যাম
কিশোরী রয় সমুখে।
শ্যাম চাঁদ রাধা জোছোনা
টানে আপনার বুকে॥

গোপিকারা সারা ধরা হেরে শুধু কৃষ্ণময়
আপন হারা হ'য়ে সবাই গাহে রাধাকৃষ্ণের জয়
রাধা কৃষ্ণের অনুরাগে অন্তরে গভীর প্রেম জাগে
বিধির কাছে দয়া মাগে
যেন তারা রয় এ সুখে ।।
গোপীদের সঙ্গীতে সাড়া দিয়ে বিহঙ্গেরা গায়
নাচায় শিখী আনন্দ পায় মৃগ মৃগাঙ্গে ঠেশে চায়
রাই বড় না কৃষ্ণ বড় এ বিষয়ে ঘোরতর
তর্ক করে তরু' পরে
শারী শুক মুখে মুখে ।।
ভূমে পদ্ম ফোটে বোলে ভ্রম করে ভ্রমর ভ্রমরী
মধুময় রাধাশ্যাম চরণ ভ্রমণ ক'রে যায় গুঞ্জরি'
পেয়ে সব সৌন্দর্য্যের আকর সম্ভ্রম জানালো রবিকর
গোপীরা এবার অগ্রসর
হয় গৃহ অভিমুখে ॥

অন্যভাবে ও **'মান'** গাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে ইহাকে
'কলহান্তরিতা' বা **'মান ভিক্ষা'** বলে।

কলহান্তরিতা

রাগমালা তালমালা

কেদারা—ঝাঁপতাল

সে সন্ধ্যায় হেরে পূর্ণিমা তিথি অন্তরে ল'য়ে কৃষ্ণপ্রেম প্রীতি
আপনার কুঞ্জে এল শ্রীমতি অষ্ট-সখীও রয়েছে সাথে।
গতকাল কৃষ্ণ আপন কেশ ধরি' বোঝায় যেকুঞ্জের নামটি কিশোরী
সে কুঞ্জে সন্ধ্যায় আগমন করি' রাই সাথে মিলন করিবে রাতে ॥

কুঞ্জের সাজ সজ্জা বহুক্ষণ আগে শেষ হ'ল ফুলে আর লতা পাতায়
প্রথমে সবাই নৃত্য গীত করে হাসি তামাসায় কুঞ্জবন মাতায়
কিন্তু এর পরে রাত্রি গভীর হয় এ কুঞ্জে কৃষ্ণের হ'ল না উদয়
কুচিন্তায় রাধার ব্যাকুল হয় হৃদয় অশ্রু ঝ'রে যায় তাই আঁখিপাতে

দুর্গা—একতাল

এদিকে কিশোরীর কুঞ্জে আসার জন্য
আসিতে ছিল শ্যাম পথটি ধ'রে অন্য
কৃষ্ণে সব গোপী চায় চন্দ্রাবলী সেথায়
ছিল—দেখিতে পায় কয় এসে সাক্ষাতে—
"হে শ্যাম তুমি হ'লে সকল গোপীর বল্লব
তোমার তরে কাঁদি মোছাও আঁখি পল্লব"
এরূপ কথা বলি' শ্যামে চন্দ্রাবলী
রতির গুণাবলি প্রকাশে পটাতে ॥
কামে জ্বর জ্বর শ্যাম তার কুঞ্জে আসে
চন্দ্রাবলী কৃষ্ণে বাঁধে বাহু পাশে
সম্ভোগের লালসায় বসন দূর হ'য়ে যায়
নিদ্রা যায় দুজনায় সুকোমল শয্যাতে ॥

মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় বিহঙ্গের গানে ভোরে
কিশোরীর কুঞ্জে যাওয়ার কথা যায় মনে প'ড়ে
বসনে অঙ্গ ঢেকে চন্দ্রাবলীর কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে শ্যাম ঢোকে রাধা কুঞ্জে প্রভাতে ॥
"এই যে রাই কেমন আছ" ? শ্যাম বলে তাড়াতাড়ি
সখীরা হেসে ওঠে শ্যাম অঙ্গে দেখে শাড়ী
রাই ব্যাথা পেয়ে প্রাণে অতি ক্রোধে রয় মানে
সম্পূর্ণ ঘোমটা টানে কৃষ্ণে মুখ না দেখাতে।

নানা সাধ্য সাধনায় কৃষ্ণ রাধিকায় ডাকে
কিন্তু রাধা না সাড়া দেয়—দুর্জ্জয় মানে থাকে
কৌশলে কালো বরণ খোলাতে চায় আবরণ
না পারি করে বরণ রাই চরণ আপন হাতে ॥

যোগিয়া—ত্রিতাল

রাধিকার মানের কাছে হার মেনে শ্যাম গোপীদের কহে—
"তোমরা আমার হ'য়ে রাইকে বোঝাও যাতে মান না রহে"
গোপীরা কয় উচ্চ হেসে— "এলে তুমি এ কোন বেশে
ধরা প'ড়ে গেলে শেষে মেয়েদের কাপড় পরাতে ॥"
উষার আলোয় তাকায় কৃষ্ণ আপনার বেশভূষার পানে
বোঝে চন্দ্রাবলীর কাপড় পড়েছে সে অসাবধানে
কৃষ্ণ এ বিপদ হ'তে পার চাপা দিতে চায় সব ব্যাপার
কয় আনন্দ ল'য়ে অপার ওরা বিশ্বাস করে যাতে—
"বলাই দাদা শাড়ী পড়ে আমি দাদার পাশে ঘুমাই
ভোরে আসার সময় হেথায় কাপড়টা পাল্টে গেছে তাই"
বৃন্দা কয়—হ'য়ে "ঠোঁট কাটা— "হাতে কেন রক্তের ফোঁটা"
কৃষ্ণ বলে—"দাদার পাটা লাগে—কাটে নখাঘাতে" ॥

কীর্ত্তন

শুনে এ কথা অবান্তর রাধার হয় ক্ষোভিত অন্তর
শ্যাম সাথে রাখিতে অন্তর উঠে দাঁড়ায় মনের বলে।
শ্যাম তোষণ করে সমানে কিন্তু রাধা এ না মানে
চরণ ছাড়িয়ে নেয় মানে দ্রুতগতি গৃহে চলে ॥
ভঙ্গ দিয়ে রঙ্গাসরে। ব্রজাঙ্গনারাও আজ সরে ॥
কৃষ্ণ আপন হাতে অশ্রু মুছে নেয় এই অবসরে ॥
কৃষ্ণ দেখে কোথাও নেই রাই মনে অতি ব্যথা পায় তাই
বোঝে ফুলেরও গন্ধ নাই গান নেই অলির কণ্ঠস্বরে ॥

বুঝে শ্যামের অন্তর ব্যাকুল যমুনা আর না বয় কুল্‌কুল্‌
শীর্ণা হ'য়ে ত্যাগ করে কুল ভয় পেয়ে ত্রিলোকেশ্বরে ॥
কৃষ্ণ ভাবে নেই আপন জন। দেবে তাই তার প্রাণ বিসর্জ্জন ॥
কিন্তু যমুনায় ডুব দেবার জল নেই—সেও করে তাই বর্জ্জন ॥
কি হবে প্রাণ ধরাতলে রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণ চলে
নেমে পড়ে কুণ্ডের জলে মনে সাহস ক'রে অর্জ্জন ॥
কিন্তু কৃষ্ণের বৃথাই উদ্দেশ ডোবে না কোথাও কটিদেশ
ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাই দেয় আদেশ কণ্ঠস্বরে ওঠে গর্জ্জন ॥
"কুণ্ড তোমার আন বারি। আমি যাই সন্তাপ নিবারি' ॥"
কুণ্ডেশ্বরী অহঙ্কারে বলে ক'রে বাড়াবাড়ি—
"প্রভু এ কুণ্ডের জল নিয়া পাপী ত্রাণ পায় মাথায় দিয়া
রাখাল গণ যায় পান করিয়া এ জল—ছেড়ে পাচন বাড়ি ॥
তাই আমার জলের আছে নাম এতে ডুবে মরিলে শ্যাম
এঁদোরূপ হবে পরিণাম তাই তুমি চ'লে যাও বাড়ি ॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

শ্যামের পিছু পিছু বৃন্দা আসে রাধা কুঞ্জের ঠাঁই।
দ্যাখে শ্যাম নেমে যায় কুণ্ডে কিন্তু কুণ্ডের সে জল নাই ॥
বৃন্দা বলে—"হে শ্যাম কালকে রাতে অতি শ্রমের ফলে
তোমার ভেতরটা শুকালো তৃষ্ণা মেটাও তাই কি জলে?"
শ্যাম কহে—"শোন তা' হ'লে যাই কুণ্ডের মাপ পাব বোলে
কিন্তু কুণ্ডের জল যায় চ'লে মুস্কিলে পড়েছি তাই ॥"
বৃন্দা বলে—"মিথ্যা কথা এখনও মুখে বাহির হয়
আমি শুনেছি তোমাকে কুণ্ডদেবী রাধা যা' কয়
ঠিক কথাই শ্রীমুখে আসে গেলে যে মাপ পাবার আশে
সে মাপ পাবে রাইএর পাশে কর তা' যা' বলে যাই ॥

রাইএর নিকটে যাও তুমি যোগী ভিখারীর বেশ ধ'রে
প্রেমের ঝুলি নিয়ে তাতে রাইএর মান নাও ভিক্ষা ক'রে
যোগীর বেশ যদি তুমি চাও কাত্যায়ণীর ধ্যান ক'রে যাও
কাত্যায়ণীর ধ্যানে আমরাও কৃষ্ণ পতি পাই—যা' চাই ॥"

কীর্ত্তন

সমস্যার হবে সমাধান শ্যাম করে কাত্যায়ণীর ধ্যান
যে সর্ব্ব দেব দেবীর প্রধান সে অসহায় হয় আপনি।
কৃষ্ণ ডাকে করজোড়ে নয়নে অশ্রু যায় ঝ'রে
চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়ায় আসি' কাত্যায়ণী ॥
নরমুণ্ডের মালা গলে। কপালে ত্রিনয়ন জ্বলে ॥
বাম করে নৃমুণ্ড খড়্গ মুদ্রা রয় ডান করতলে ॥
ডান উর্দ্ধকর অভয়দানে ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানে
এলোকেশে কৃষ্ণের পানে চায় তাতে সবদিক উজলে ॥
কিন্তু রূপ ক'রে সম্বরণ দ্বিভুজ ধ'রে বলে তখন—
"বল বাবা কি প্রয়োজন" কৃষ্ণ আশ্বাস পেয়ে বলে—
"মা আমায় যোগীর বেশ ধরাও। আমাকে গৈরিক বসন দাও ॥
বাবার মত আমার মুখে সারা অঙ্গে ভস্ম ছড়াও ॥
শিখি পাখা চূড়া খুলি' দাও মা শিরে জটা তুলি'
দাও মা আমায় ভিক্ষার ঝুলি কমণ্ডল রুদ্রাক্ষের মালাও
অন্তর্য্যামিনী মা জানে তারই কন্যা রহে মানে
মান ভিক্ষার তরে সেখানে জামাই যাবে—বিপদ রয় তাও
কৃষ্ণের পানে চেয়ে মনে ব্যথা পেয়ে
তাই কাতরা হ'য়ে মা কাত্যায়নী কয়—
"এ জানি হ'য়ে মা তোমার কি মহিমা
কিন্তু দেখি সীমা তোমার রূপের না হয় ॥
তাই ভস্ম মাখাতে তোমাকে না পারি
ননীর মত অঙ্গে আঘাত দিতে নারি ॥

বসন দেব তোমায় জটা দেব মাথায়
কমণ্ডল দেওয়া যায় নিয়ে যেঁতে বারি ॥
কিন্তু ভিক্ষার ঝুলি দিতে কাঁধে তুলি'
আকুলি বিকুলি করে প্রাণ আমারই ॥
তুমি আমার পতির ইষ্ট জানে সবে।
তাই ভিখারীর গুরু ভিখারীই তো হবে ॥
যোগীর ধর্ম কি যে গুরু আজ তা নিজে
আচরি' সহজে শেখাক্ শিষ্যে তবে ॥
এ মিনতি কেবল ত্যাগ কোরো যোগীর ছল
আপন কার্য্যে সফল তুমি হবে যবে ॥"

বাউল

কাত্যায়নীর দেওয়া যোগীর বসন ভূষণ কৃষ্ণ পায়।
শিখি পাখা চূড়া খুলে মাথায় জটাভার চাপায় ॥
পীতবসন ছেড়ে কৃষ্ণ গেরুয়া বসন পরে
রুদ্রাক্ষের মালা দেয় গলে হাতে—বনমালা সরে
অঙ্গে মাখে ভস্ম ধূলি কমণ্ডল হাতে নেয় তুলি'
বাঁশী ছেড়ে নিল ঝুলি নুপুর না রয় রাঙা পায় ॥
বনপথে যেতে কৃষ্ণের ভীম বৃষটি চোখে পড়ে
বৃষ ছুটে এসে কৃষ্ণে উঠিয়ে নেয় পিঠের 'পরে
ছোটে নন্দপুরীর পানে কৃষ্ণ ঘোরায়—সেঁ না মানে
ভীম যে পোষা কৃষ্ণ জানে তাই যায় না দেখে উপায় ॥
সকাল বেলায় আপন কাজে গোপ গোপিকারা চলে
বৃষোপরে যোগী দেখে 'ঐ মহাদেব' মনে বলে
পথের মাঝে বালকের দল এ দেখে বিস্ময়ে বিহ্বল
সবাই হাত তালি দেয় কেবল চীৎকারে ধরা কাঁপায়

কীর্ত্তন

গোপালের আসা পথ চেয়ে যশোদা আছে দাঁড়িয়ে
এ সময় নন্দ ভবনের দ্বারে।
সহসা তার চোখে পড়ে তাদেরই ভীমের উপরে
নবীন এক যোগী আসে এ ধারে॥
যশোদা করে প্রণিপাত এ যেন মহাদেব সাক্ষাৎ
বালকের বয়স ধরেছে তবে।
রোহিণীরে ডাক দিয়ে যায়— "দিদি চ'লে এস হেথায়
আজ তোমার মহাদেব দর্শন হবে॥"
এদিকে কৃষ্ণ চায় মনে যেতে কিশোরীর ভবনে
কিন্তু বৃষ ফ্যালে হেথায় এনে।
বৃষের গলায় হাত বুলিয়ে নিতে নারে সামালিয়ে
রাশ নেই যে রাখিবে কৃষ্ণ টেনে॥
দ্বারে এসে বৃষ থামে বাধ্য হ'য়ে কৃষ্ণ নামে
যশোদা রোহিণী কৃষ্ণে ঘেরে।
উচ্চতায় গোপালের মত একই রূপ ভাব ভঙ্গী যত
মুখ ও এক দুই মা বিস্ময়ে হেরে॥
যশোদা তুলে নেয় বুকে আদর ক'রে বলে মুখে—
"বাবা আমার গোপাল তোমার মত।
গোঠে গিয়েছে কাল থেকে সন্ধ্যায় ফিরে এলে তাকে
দেখাব—তোমার সাথে মিল কত॥
তুমি ননী খাও তাই একা তোমার যখন পেলাম দেখা
শুধু মুখে দেব না তো যেতে।
তুমি মা বল আমাকে তোমার ও মুখের মা ডাকে
আনন্দে এ প্রাণ উঠিবে মেতে॥"
রাতে ভোরে শ্রমের ফলে কৃষ্ণের উদর ক্ষুধায় জ্বলে
ভাবে ভালই হোল তাই সে কহে—

"মা যদি কষ্ট পাও প্রাণে তবে ননী দাও এখানে
গৃহীর ঘরে যাওয়া উচিত নহে ॥"
শুনে একইরূপ কণ্ঠস্বর মায়ের মন আরও হয় কাতর
কৃষ্ণে ননী খাওয়ায় উদর ভ'রে।
কৃষ্ণ আয়ান গৃহে চলে পিছন ফিরে মাকে বলে
"আসিব মা সন্ধ্যায় সন্ধি ক'রে ॥"

প্রভাতী সুর—কার্ফা

মহামায়ার দেওয়া যোগীর রূপটি ধ'রে কৃষ্ণ চলে।
আয়ান গৃহের অভিমুখে শ্যামতরু ছায়া তলে ॥
পদব্রজে চলে কৃষ্ণ ভুবন ভোলান রূপ ধ'রে
গোপ বালক বালিকারা নিকটে আসে ভিড় ক'রে
অমন সাধু দেখে নি আর মনে আনন্দ পায় অপার
আবালবৃদ্ধ বণিতা প্রণাম করে দলে দলে ॥
ব্রজের যুবতী গোপীরা চিনিতে নারে কৃষ্ণেরে
নবীন যোগীর পানে চেয়ে তাই কারো আঁখি না ফেরে
কিন্তু কেউ ধরিতে নারে যোগী আয়ান গৃহের দ্বারে
এসে দাঁড়ায়ে এবারে মধুর কণ্ঠে গানে বলে—

ঠুংরি—তিলক কামোদ

"ভিক্ষাং দেহি ভিক্ষাং দেহি
আমায় ভিক্ষা দাও তোমরা গৃহী ॥
জেন তোমাদের আমি খুবই ভালবাসি
তাই প্রেম ভিক্ষা নিতে দ্বারে দ্বারে আসি
জীবের বিপদ ভঞ্জন সবার নয়ন রঞ্জন
ভিখারী এক সাধারণ আমি নহি ॥"

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

একথা শুনে জটিলায় কুটিলা কয় তাড়াতাড়ি—
"কোথা থেকে জুটিল মা এমন জোয়ান জটাধারী ॥"

জটিলা আন্দাজে শুনে বলে—"ও মুখপুড়ি
গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করিস্ আমায় বলছিস্ জা'টে বুড়ি
কুটিলা রেগে কয়—"আঃ মর মা তোর মাথায় পোরা গোবর
গতর খাটিয়ে নে খবর দ্বারে এসেছে ভিখারী॥"
পুণ্য হবে জটিলা যায় যবের চূর্ণ পাত্রে ল'য়ে
কিন্তু জটিলাকে দেখে যোগী বিনয়ে যায় ক'য়ে—
"আমি ব্রত পালনে রই সধবার হাতে ভিক্ষা লই
অন্য সময়ে এমন নই ভিক্ষা দেয় যে কোন নারী॥"
ঘরে ফিরে জটিলা কয়— "ও বৌমা তুমি যাও তবে
মেয়ে আমার স্বামী খাকী ওর হাতের ভিক্ষা না লবে"
কুটিলা কয় পথে নামি'— "আগে খেয়েছি সোয়ামী
এবার তোকে খাব আমি দেখি কেমন এ না পারি॥"

কীর্ত্তন

জটিলার আদেশে চলে দ্বারদেশে
রাধা ভিক্ষা পাত্র হাতে।
বুঝে নেয় এ সময় অন্য কেউ যোগী নয়
শ্যাম আসে তার মান ভাঙাতে॥
কিশোরীও এ চায় তার প্রাণ যে জ্ব'লে যায়
এতক্ষণ কৃষ্ণ বিরহে।
তাই রাধা উল্লাসে বহির্দ্বারে আসে
নয়নে প্রেমাশ্রু বহে॥
বক্ষ ওঠে কেঁপে প্রতি পদক্ষেপে
ঘর্ম্ম চরণ বেয়ে ঝরে।
অলক্তক হয় তরল ফোটায় রক্ত কমল
চরণ চিহ্ন যেথা পড়ে॥

রাই করে অনুভব কৃষ্ণের রূপ বৈভব
আঁকা রয় তার হিয়াতলে।
অবগুণ্ঠন খুলে তাকায় শ্রীমুখ তুলে
কৃষ্ণে এরূপ কথা বলে—

ভজন—ভাঁয়রো—কার্ফা

"হে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার একি মূরতি।
বিরহ জ্বালার ওপরে জ্বালা দেয় জ্যোতি॥
একটি কোটি রবি দু'টি নয়ন জ্বলে
ধূর্জ্জটির মত তোমার রুদ্রাক্ষ মালা গলে
আবার হও বংশীধারী বনমালা গলায় পরি'
আমি যে ব্রজনারী নহি পার্ব্বতী॥
ব্যাঘ্র চর্ম্মে কেমনে মুছিব অশ্রু আমার
পীতাম্বর তাই পরে নাও মুখ লুকাতে কোলে তোমার॥
আমি ব্রজ কুলবালা শ্যামপ্রেম পিয়াসিনী
কেন হয়েছ সন্ন্যাসী নই আমি সন্ন্যাসিনী
হও শ্যামল কিশোর নব চূড়া বেঁধে অভিনব
আমি দাসী হ'য়ে রব জানায়ে নতি॥"

কীর্ত্তন

এ কথা শ্রবণের পরে কৃষ্ণ বুঝে নেয় অন্তরে
কিশোরীর মান গেছে দূরে মিলনে যা' রয় অন্তরায়।
মনস্কাম হয়েছে পূর্ণ সফল মাখা ভস্ম চূর্ণ
পরীক্ষায় হ'য়ে উত্তীর্ণ আনন্দে কৃষ্ণ বলে যায়—

কাজরী—জংলা ভৈরবী—কার্ফা

"তোমার মন বীণার ঝঙ্কার শুনিতে আমি ভিখারী।
ওঁকারের মাঝে রহিতে চাই তোমাকে তাই আঁকাড়ি'

অপরাধ ক্ষমা কর তাই হর্ষে গ'লে নাম লও 'রাধা'
আরাধ্যা দেবী যে আমার নও তুমি শুধু মোর আধা
তোমার প্রেমে চিরদিনই আমি যে রয়েছি ঋণী
তোমায় আমি চিন্তায় চিনি' হই চিন্তামণি নাম ধারী ॥"

কীর্ত্তন

শুনে শ্যামের কথাগুলি কিশোরীর মন ওঠে তুলি'
স্থান কাল পাত্র সব যায় ভুলি' বসে শ্যামের চরণ তলে।
মাটিতে রয় ভিক্ষাপাত্র আপন অঞ্চল আছে মাত্র
তাতে শ্যাম চরণতল গাত্র মুছায়ে নিয়ে রাই বলে--

ঠুংরি—মিশ্র কাফি—আদ্ধা

"তুমি আমার প্রাণের রাজা রয়েছ হৃদয়ের মাঝে।
আমায় সাজা দিতে তুমি এসেছ ভিখারীর সাজে ॥
তোমায় অদেয় কিছু নাই এ দেহ মন সবই তোমার
তোমারই দেওয়া মান করি তুমিই সে মান ভাঙ্গ আবার
যে বাঁশী তোমার অধরে সে বাঁশী নারীরূপ ধরে
সে এই রাধা—যেমন স্বরে বাজাও সে তেমনই বাজে ॥
শিশুকাল হ'তে আমার মন তোমার রূপে আছে ম'জে
তুমি অন্তর্যামী—আমায় জেনে ধরা দাও সহজে
তাই আড়াল করিতে তোমায় আমার দু'নয়ন ব্যথা পায়
তবু তোমায় দিলাম বিদায় দেখা হবে আবার সাঁঝে ॥"

কলঙ্ক ভঞ্জন

রাগমালা—তালমালা

ধ্রুপদাঙ্গ—দেশী তোড়ি—তেওড়া

একদিন নন্দভবনে সবে রয় ক্ষুন্ন মনে
গোপাল রয় অচেতনে শায়িত মাতৃ কোলে।

প্রতিদিনের অভ্যাসে সাজিয়া গোষ্ঠবেশে
নৃত্যগীত করার শেষে মূর্চ্ছাতে পড়ে ঢ'লে ॥
রাখালদের ক্রন্দন ধ্বনি প্রবেশিলে শ্রবণে
যশোমতি রোহিনী ছুটে আসে প্রাঙ্গনে
কোলে তুলে গোপালে শীতল জল দেয় কপালে
কৃষ্ণ আঁখি না মেলে ডাকে না 'মা' বোলে ॥

ভূপালি—ত্রিতাল

বলরাম শিঙা বাজায়ে কৃষ্ণের চেতন ফেরাতে চায়
চীৎকার ক'রে ডেকে বলে— "ও কানু আমার কোলে আয়
আয়রে ভাই এবারে উঠে যেতে হবে যে রে গোঠে
ঐ ছাখ্ তোকে নিতে জোটে ব্রজের রাখালগণ সকলে ॥
চোখ মেলে ছাখ্ চারিদিকে দাঁড়ায়েছে কত ধেনু
ওরা গোঠে যেতে না চায় না শুনে তোর মোহন বেণু
ওরে ভাই কানু উঠে পড়্ তোর অধরে মূরলী ধর্
শুনে মূরলীর মধুর স্বর ধেনুদল গোঠে যাক্ চ'লে ॥"

জৌনপুরী—একতাল (মধ্যলয়)

আকুল ক্রন্দনে কয় যশোদা রোহিণী—
"প্রাণ গোপালকে বাঁচাও ওমা কাত্যায়ণী
বলি মানত ক'রে রক্ত বক্ষ চিরে
দেব তোমায় ধ'রে গোপাল ভাল হ'লে ॥
সর্ব্ববিপদভঞ্জন কোথা হে নারায়ণ
ফিরায়ে দাও প্রভু গোপালেরই জীবন
গোপাল চোখ না খোলায় আমার বুক ভেঙে যায়
অসহ্য বেদনায় অঙ্গ যে যায় জ্ব'লে ॥"

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

নন্দরাজার পাশ সংবাদ গেলে পর
সে ছুটে আসে আপন ভবনে
ছ্যাখে যশোদা গোপালকে কোলে
নিয়ে আর্ত্তনাদ করে প্রাঙ্গনে
গোপালের বাঁশী যত অলঙ্কার
দূরে পড়ে রয় ধূলায় একাকার
নন্দরাজাও তাই করে হাহাকার
কম্পনে ভূমে পড়িল ট'লে ॥
সকলে ছ্যাখে যশোদার কপাল
কঙ্কনের ঘায়ে কেটে রক্ত বয়
রাজা করাঘাত ক'রে যায় বুকে
মাটিতে মাথা কুটেও কাতর নয়
রাজারাণীকে সান্ত্বনা দিতে
ব্রজবাসীরা ব্যথা পায় চিতে
নন্দভবনের আজ চারিভিতে
ভরে বিষাদের কলরোলে ॥

পল্লীসঙ্গীত- -দ্রুত দাদ্‌রা

লোকের ভিড়ে দেখা গেল
নবীন এক কিশোর সে সময়।
আপনায় কবিরাজ বোলে
সে গোপেদের দেয় পরিচয় ॥
লোকের মুখে সংবাদ পেয়ে
উপানন্দ এগিয়ে যায়
কবিরাজকে অভর্থনা
ক'রে আনে গভীর আশায়
লোকদের বলে উচ্চস্বরে
"পথ ছাড় সবাই সত্বরে
এসেছেন চিকিৎসার তরে
বড় কবিরাজ মহাশয়" ॥
নবীন কবিরাজের বরণ
গোপালেরই মত নীল
যে দেখে সেই ভাবে 'ছুটি
কিশোরের মাঝে এমন মিল
শুধু ভিন্ন রঙের বেশ
কিন্তু এক চাঁচর চিকণ কেশ
কমল নয়নে প্রেমাবেশ
দাঁড়ালে ত্রিভঙ্গ ভাব রয় ॥'
বৈছে সহসা সমুখে
হেরে নন্দরাজা বলে
"ভাল হ'য়ে উঠলি গোপাল
বাঁচলি বাপ্ আয় রে কোলে"
তখন রাজার দৃষ্টি পড়ে
যশোদার কোলের উপরে
সেথায় পুত্রে দেখার পরে
গোপের রাজা মানে বিস্ময় ॥

কবিরাজ এসেছে শুনে তাকায় রাণী নয়ন মেলে
ঠিক গোপালের মত আর এক গোপাল সে দেখিতে পেলে
এক গোপাল তার কোলে শুয়ে আর এক গোপাল রয় দাঁড়িয়ে
দুই গোপালকে কোলে নিয়ে বসিতে যশোদার সাধ হয়॥
চারিধারে সমবেত ব্রজবাসী ভাবে সবে
'গোপাল ভাল না হ'লে ঐ কিশোরকে আট্‌কালেই হবে
অঙ্গে দিলে পীতধড়া বেঁধে দিলে মোহন চূড়া
ওকেই হবে গোপাল করা— আলো করিবে নন্দালয়'॥

কীর্ত্তন

এ কিশোর কবিরাজ এসে নন্দরাণীর পাশে বসে
সবে ঘিরে চারিপাশে নীরবে দৃশ্য দেখে যায়।
বৈদ্য গোপালের হাত চেপে গম্ভীরভাবে নাড়ী টেপে
কিন্তু সারা বাহু ব্যেপে কোথাও বৈদ্য নাড়ী না পায়॥
রোগীর নাসিকার গহ্বরে। বৈদ্যরাজ তার আঙ্গুল ধরে॥
কিন্তু নিঃশ্বাস পড়ে না তাই বৈদ্যের কপাল রেখায় ভরে॥
কৃষ্ণের বক্ষে চেপে শ্রবণ বৈদ্য ঝুঁকে পড়ে তখন
কিন্তু না পায় প্রাণের স্পন্দন বৈদ্য নানা চিন্তা করে॥
কৃষ্ণের মুখে মুখ আপনার দিয়ে বৈদ্য করে ফুৎকার
বিম্বাধর মিশে একাকার একই মুখ আর একের 'পরে॥
দু'টি নীলমুখ পাশাপাশি। রঙ্‌এ রঙ্‌এ মেশামিশি॥
দিনের আলোয় উজল কালোয় ভরে ওঠে দশদিশি॥
মা যশোমতির মনে হয় 'ব্যাধি করিতে নিরাময়
নিজে নারায়ণ দয়াময় বসেছে তার পাশে আসি'॥
এ দেখে ভাবে বলরাম 'এবার ব্যাধির হবে আরাম
জড়াবে কানাই প্রাণারাম আবার আমায় ভালবাসি'॥
কনুই জানুদেশে অঙ্গুলি রয় কেশে
কবির ভাবাবেশে ব'সে রয় কবিরাজ।

পড়ে পুঁথির লেখা কপালে যায় দেখা
কুঞ্চিত সব রেখা— করে যেন কি কাজ ॥

বৈদ্যরাজ ব'সে রয় চিন্তায় মুখ ভার ক'রে।
সেই দেখে যশোদা বলে সকাতরে—

"কেন রও নীরবে গোপাল কি আর তবে
ভাল নাহি হবে বল বাবা মোরে" ॥
এ শুনে বৈদ্য কয় "এখনও রয় সময়
উপায় হবে নিশ্চয় রও মা ধৈর্য্য ধ'রে" ॥

"বল বাবা বৈদ্য কিসে হবে উপায়"—
রাণীর সাথে কথায় রাজা কণ্ঠ মিলায় ॥

বৈদ্য শুনায়ে কয়— "ঔষধ তো সঙ্গেই রয়
অনুপানেরই হয় কেবল ঝঞ্ঝাট ধরায়" ॥
এ শুনে কয় মাতা— "অনুপান রয় যেথা
আমি যাব সেথা এনে দেব তোমায়" ॥

কবিরাজ বলে বিচারি' "এতে চাই এক সতী নারী
আনিবে অনুপান বারি যে এই ঔষধে মেশাতে।"
উল্লাসে কয় নন্দরাণী— "আমি আনিব এখনি
আমাকে বোঝাও বাখানি' তাই সহজ সরল ভাষাতে ॥"
গম্ভীর হ'য়ে বৈদ্য বলে— "মাতাদের আনীত জলে
ঔষধে সুফল না ফলে থেক না মা অমন আশায়।"
এ শুনে উপানন্দ কয়— "এ ব্রজে সতী অনেক রয়
এ শুনে আসিবে নিশ্চয় কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসায় ॥"
বৈদ্য কহে উচ্চরবে— "সতীত্বের পরীক্ষা হবে।
গোপনারী যে যেখানে আছ ব্রজে শোন সবে ॥
যমুনার দু'পারে গিয়া এ মাথার চুল জোড়া দিয়া
দুই বৃক্ষে দেব বাঁধিয়া সেতু নির্ম্মাণ হবে তবে ॥

সে-ই জল দেবে আনিয়া
এই কেশ সেতুর উপর দিয়া
তিনবার পারাপার করিয়া
যে নারী ফিরিবে যবে ॥
এ কাজ শক্ত নহে অত।
এর পরেরটায় ঝঞ্ঝাট যত ॥
আমি কলসী দেব এক
তাতে ফুটা রবে শত ॥
যমুনার জল তাতে ক'রে
আনিবে সম্পূর্ণ ভ'রে
যদি এক ফোঁটা যায় প'ড়ে
কাজ হবে না মনের মত ॥
তোমরা কথা বুঝে নিলে
এখন সতী জল আনিলে
আমার কথা যাবে মিলে
সতী খোঁজায় হও তাই রত ॥'

বৈদ্যের কথার পরে
চিন্তিত অন্তরে
সতীর সন্ধান করে
যশোদা এবারে।
কুটিলা সমুখে
পড়িল তাই বুকে
আশা নিয়ে দুখে
যশোদা কয় তারে—
"ও বোন তুই এসেছিস আমার এ বিপদে।
ভালই হ'ল তবে তুই-ই জল এনে দে ॥
তুই আমার নিজের বোন
সতী থাকতে এমন
কেন হবে মরণ
আমার কেঁদে কেঁদে ॥"
এ কথা যশোদার
এতই হয় ক্ষুরধার
কুটিলার হৃদি দ্বার
খুলে গিয়ে বেঁধে ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

একেই তো কুটিলা মনে
ভাবে সে এক সতী।
তার ওপরে অনুরোধ
করে যশোমতি ॥
তাই কুটিলা বৈদ্যরাজের
সমুখে দাঁড়াল আসি'
সেই দেখে গোপীদের মাঝে
চলে চাপা হাসাহাসি
কুটিলাকে এক নারী কয়
"কুটিলা তোর এ কম্ম নয়
চুলের সেতু ভার কি লো সয়
তুই যে মোট্রা অতি ॥"

কুটিলা অন্তরে ভাবে 'যেমনই হোক তার চেহারা
এতটা এগিয়ে এসে আর কখনও যায় কি ফেরা' ?
মুখে বলে—"সতী যারা হাওয়ায় ভর ক'রে যায় তারা
হোক না সেতু চুলের দ্বারা নেই কো কোন ক্ষতি" ॥
বৈদ্যের হাত থেকে কলসী কুটিলা নেয় গর্ব্বভরে
এগিয়ে যায় কেশের সেতু পার হ'য়ে জল আনার তরে
ঢোলক বাজে ঢ্যাং কুড়্কুড়্ রামের শিঙা বাজে মধুর
কুটিলার বুক কাঁপে দুর্ দুর্ চলায় মন্দ গতি ॥
মাথার চুল ছিঁড়ে বৈদ্যরাজ গিঁট দিয়ে সবই দেয় জোড়া
যমুনার দুই পারে গিয়ে বাঁধে পেয়ে গাছের গোড়া
কুটিলা যেই রাখিল ঠ্যাং জলে শব্দ হ'ল ঝপাং
যদিও সে থপ্থপে ব্যাং সাঁতারের নেই শকতি ॥
হাবুডুবু খায় কুটিলা লোকে টেনে আনে কূলে
জল খেয়ে ঠিক জালার মত কুটিলার পেট গেছে ফুলে
বৈদ্যরাজ পেটে দিল চাপ কুটিলা বলে—"বাপ্রে বাপ্"
বৈদ্য বলে—"জল বার করার এই হ'ল পদ্ধতি ॥"

কীর্ত্তন

না বাহির হয় উপায় যশোদা কেঁদে যায়
নারীদের পানে চায় দ্যাখে জটিলাকে।
জানে যশোমতি তার মাতা এক সতী
কোরে তাই মিনতি বোলে যায় মাতাকে—
"মাগো নাতির জন্যে তুমি জল এনে দাও।
তোমার মেয়ের দিকে একবার মুখ তুলে চাও ॥
তুমি না হারিবে তুমি ঠিক পারিবে
এ বিপদ তরাবে মাগো এখনই যাও ॥
বহু বরষ ধ'রে তুমি ধ্যান জপ ক'রে
স্বর্গের সিঁড়ি গ'ড়ে পুণ্যবলে রাখাও ॥"

এদিকে তোষামদ ক'রে চলে বৃন্দা।
জটিলাকে বলে হ'য়ে নাছোড়বান্দা—

"তুমি ওগো ঠাকরুণ কেন হও অকরুণ
দেখাও কি সতীর গুণ নিয়ে নিজের ধান্দা॥
তুমি যাও এবারে সুনাম কিনিবারে
যেন কেউ না পারে আর করিতে নিন্দা"॥

একেই জটিলা হামবড়া তার উপর হয় ধরা করা
ধরাকে সে দেখে সরা সহজে রাজী হ'ল তাই।
তাকে যখন দেশের রাণী সতী বোলে নিল জানি'
নিশ্চয় সে দেবে জল আনি' এ বিষয়ে সন্দেহ নাই॥
জটিলা পায় উদ্দীপনা। আর না করে দোনামোনা॥
বৈদ্যের কাছে গেল কন্যার পুরাতে মনোবাসনা॥
হেথা গোপীদের হয় গিস্‌গিস্ জটিলাকে দেখে নিশ্‌পিস্
হ'য়ে তোলে ধ্বনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বহু আলোচনা॥
জটিলা ছাখে সেখানে কুটিলা চেয়ে তার পানে
তাই মা ঘৃণার দৃষ্টি হানে কন্যায় মনে দেয় গঞ্জনা॥

বাউল

মাথার কেশ ছেঁড়ে বৈদ্যরাজ কেশে দিয়ে পাক।
কেশে গলা ঝেড়ে বৃন্দা তাই বলে হ'য়ে অবাক—
"শোন শোন ও বৈদ্যরাজ কোরো না আর অমন কাজ
করবে ঠাট্টা দেবে গাঁট্টা তোমার মাথায় মানব সমাজ
সতীর পরীক্ষা লাগিয়া তোমার সব চুল উঠে গিয়া
মাথায় প'ড়ে যাবে তোমার মস্ত বড় টাক॥"
এ কথা শুনে বৈদ্য কয়— "তাতে আমার নেইকো ভয়
সতীর চরণ পরশ পেলে আবার মাথায় নতুন চুল হয়
সতী আছে বৃন্দাবনে এ ধারণা আমার মনে
মাথায় চুল গজাবে বাজলে সতীর জয়ঢাক॥"

রাগমালা তালমালা

ভূপালি—ত্রিতাল

সময় নষ্ট না ক'রে আর বৈদ্য কেশ যুক্ত ক'রে যায়।
কেশের সেতু গ'ড়ে দিয়ে পার হ'তে বলে জটিলায় ॥
জটিলা এগিয়ে চলে এই কেশের সেতুর গোড়াতে
তাই দেখে কুটিলা পিছু ছোটে খোঁড়াতে খোঁড়াতে
দুবার মাথা ঘুরে পড়ে উঠে ছুটে মাকে ধরে
ব'লে মাকে নীচুস্বরে কেউ যাতে না শুনিতে পায়—
"ভাল কথা বলি তোকে মা তোর জল আনা উচিত নয়
ঐ কেল্টে ছোঁড়াটা ম'লে জানবি আমাদের ভাল হয়
ও ম'লে আপদ যায় চুকে আমরা তখন থাকবো সুখে
বউ যাবে না কুঞ্জ মুখে ঘরের কাজ ছেড়ে দু'বেলায় ॥"

বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

ক্রোধে জটিলা কুটিলায় ব'লে— "মুখ নাড়িস্ নি তুই নোস্ আমার মেয়ে
অসতী হ'য়ে একসঙ্গে থেকে তুই আমার মাথা গিয়েছিস্ খেয়ে
আমি বলি কি বউ আমার মন্দ এখন দেখছি চোখ আমারই অন্ধ
অন্যে পটিয়ে করে আনন্দ পেটেরই মেয়ে লুকিয়ে আমায়" ॥
কুটিলাও ক্রোধে জ্ব'লে উঠে কয়— "আ মর্ আমি তোর ভালোরই জন্যে
বল্‌লাম্ যাতে না বেঘোরে প্রাণ যায় নিন্দেও করিতে না পারে অন্যে
তোর বাপের রক্তে দোষধরা চালে সেতু ছিঁড়ে তাই পড়েছি জলে"
এ কথা শুনে জটিলা বলে গলা ফাটিয়ে যেন ঢাক পেটায়—

দুর্গা—একতাল

"আমার বাপ তুলবি না ছিল না তার গলদ
তোরই বাপই বরং ছিল কলুর বলদ
পেটে তার দিই নি চাপ দিলে বেরুত পাপ
তার মতনই তোর বাপ্ ডুবে ডুবে জল খায়"

কুটিলা কয়—"ভালো কথায় মা হলি পর
বুঝেছি শমন তোর ওপর করেছে ভর
তোকে ফেরাই—সাধ্য নেই আমার—তাই ছাদ্দ
করতে আমি বাধ্য চার দিনেরই মাথায় ॥"

আহিরী ভাঁয়রো—তেওড়া

লোকে হাসে তাই ঝগড়া মা মেয়ে করে না আর
জটিলা সেতুর উপর দিল বেতো পায়ের ভার
সেতু যায় ছিন্ন হ'য়ে জটিলা হুমড়ি খেয়ে
জলে পড়ে তাই মেয়ে বলে চীৎকারে—কান্নায়—
"ওগো কে কোথায় আছ তুলে দাও আমার মাকে"
লোকেরাও জলে নেমে ওঠাল জটিলাকে
বেশী করে নি জল পান লোকেরা ছিল সাবধান
কুটিলা কয়—"কেন কান দিলি না আমার কথায় ॥"

কীর্ত্তন

মাথার ওপর সূর্য্য এল—হয় না কার্য্য
যশোদা তাই ধৈর্য্য হারায়ে বৈদ্যে কয়—
"ও বাবা কি হবে হেরে গেল সবে
আমাকেই তো তবে এ জল আনিতে হয় ॥"

যশোদার এ কথা শুনে বৈদ্য কহে—
"এ রূপ বলা মাগো তোমার উচিত নহে ॥

আমার শাস্ত্রে বলে মাতার আনা জলে
কোন ফল না ফলে ব্যাধি একই রহে ॥
তোমার মত মাতা আর নেই তাই এ কথা
বলছ—কি যে ব্যথা বুঝি তোমায় দহে ॥

তবে গণনাতে আমি দক্ষ অতি।
গুণে দেখতে পারি আছে কি না সতী ॥

মনে না মানি ভয় আমার তো মনে হয়
বিধি হবে সদয় নিশ্চয় তোমার প্রতি ॥
আমার আছে খড়ি দেখি চেষ্টা করি'
থাক ধৈর্য্য ধরি' আমার এ মিনতি॥"

অঙ্গনে ঘর আঁকে বৈদ্য খড়ি দিয়া।
একটি ঘরে আঙুল দেয় নয়ন মুদিয়া ॥

অধর ওঠে কাঁপি' বলে সে ঘর চাপি'—
"আছে সতী গোপী শ্রীরাধা নাম নিয়া" ॥
এ কথা শোনার পর বাদকগণ হয় তৎপর
শিঙা খোল ঢাকের 'পর বোল ওঠে বাজিয়া ॥

বৈদ্যরাজের আদেশ মানি' শ্রীরাধা কোথায় রয় জানি'
ছুটে চলে নন্দরাণী আনন্দে বিহ্বলা হ'য়ে।
এবার রাধায় যায় নিরখি' অন্তর যেন রয় তার দুখী
ঘিরে আছে যত সখী যশোদা তারে যায় ক'য়ে—
"শোন বউ বলি তোমারে। যা' বলেছে গণৎকারে ॥
আমার গোপালকে বাঁচাতে তুমি ছাড়া কেউ না পারে ॥
তুমি হও এ ব্রজে সতী তাই তোমায় করি মিনতি
মেনে বৈদ্যের এ পদ্ধতি কেশের সেতুতে যাও পারে ॥
তিনটি বার পারাপার ক'রে ফুটা কলসীতে জল ভ'রে
বৈদ্যের সমুখে দাও ধ'রে ঔষধ তৈরী হোক্ এবারে" ॥
যশোমতির এরূপ কথায়। অষ্টসখী বলে সেথায়—
"রাণী মা এ কথা বলে ভাব্ দেখি রাই কত ব্যথায় ॥
এত ক'রে বলছে যবে রাই তুই গিয়ে জল আন তবে
সে জলে শ্যাম ভাল হবে সবাই তোকে রাখবে মাথায় ॥
শ্যাম কমল নয়ন মুদে রয় এদৃশ্য কি তোর প্রাণে সয়
তোর ভাল হবে রে নিশ্চয় বদনাম হবে তোর অন্যথায় ॥

গুরুজন করে অনুনয়। তাই অবাধ্য হ'তে কি হয় ?
পাপ করিস নি তুই জীবনে তবে তোর জাগে কেন ভয় ?
ভেবে দ্যাখ্ তোদের এক বাড়ী থাকিস্ তোরা তিনটি নারী
দু'জন লজ্জা পায় না পারি তুই সে লজ্জা ঢাক্ এ সময় ॥
মনে তোর দ্বিধা রহিলে রাণীমার পানে চাহিলে
তোর কোন পথ তা' যাবে মিলে মনে তোর থাকবে না সংশয় ।।"
রাধাও শ্যামে ভালবাসে। দূর করে দ্বিধা চিন্তা সে ।।
যশোদাকে প্রণাম ক'রে বৈদ্যরাজের কাছে আসে ॥
বৈদ্য কেশে গ্রন্থি দিয়া দু'পারের বৃক্ষে বাঁধিয়া
সেতু নির্ম্মান সমাধিয়া দূরে গিয়ে মধুর হাসে ।।
রাধা যায় যমুনার কূলে দাঁড়াল সেই বৃক্ষমূলে
ছিদ্র কলসী নেয় তুলে কার্য্যে সফল হবার আশে ।।

রাগমালা তালমালা

দেশ—ঝাঁপতাল

রাধা কুণ্ঠিতা হয় গুরুজনে শ্রীমুখ ঢাকে তাই অবগুণ্ঠনে
আকণ্ঠ কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদনে পরশে কেশের সেতু ডান হাতে ।
কেশ থেকে এল শ্যামাঙ্গের আঘ্রাণ পুলকে নেচে ওঠে রাধার প্রাণ
বৈদ্যরাজ তবে শ্যামই হয় প্রমাণ তাই বৈদ্যের এত মিল শ্যামের সাথে॥
শ্রীরাধা ভাবে কেমনে চরণ পরশিবে এ কৃষ্ণেরই যে কেশ
সেই ক্ষণে আবার ভাবে এতে নেই অপরাধ কারণ শ্যামেরই আদেশ
প্রাণাধিক প্রিয় শ্যাম কেশের সেতু লুকিয়ে চুম্বন করে সেই সেতু
ওঠে সেতুতে—ওড়ে জয় কেতু কমল চরণে থাকে আগাতে ।।
কেশের সেতুকে কৃষ্ণজ্ঞান ক'রে কৃষ্ণে ধ্যান করে রাধা অন্তরে
কৃষ্ণেরই আদেশ মাথা পেতে নেয় তাই তিনবার সেতু পারাপার করে
এ বিশ্ব সংসার কিশোরী ভোলে ভাবে সে রহে শ্যামেরই কোলে
মলয় পবনে কেশ সেতু দোলে কি শোভা ধরে নীল যমুনাতে ॥

বসন্ত—একতাল

যমুনার জলে যায়   শ্রীরাধা এরপরে
ছিদ্র কলসীতে   যমুনার জল ভরে
জল রয় কানায় কানায়   না পড়ে তার আনায়
মাতা আশীষ জানায়   মনের সাধ মেটাতে ॥
এ গাঢ় কৃষ্ণ প্রেম   এ নয় জল সাধারণ
ইন্দু সম—বিন্দু   পড়িবে কি কারণ
রাধার ক্লেশ নিবারণ   তরে—বৈদ্য ধারণ
ক'রে—মন্ত্রোচারণ   ক'রে চায় শোনাতে ॥

দরবাড়ী কানাড়া—তেওড়া

কলসী কোলে রেখে   বৈদ্যরাজ ঔষধ গোলে
শ্রীরাধায় আপন হাতে   পান করাতে যায় বোলে
কিশোরী দুই শ্রীকরে   ঔষধের পাত্র ধরে
আনন্দ অশ্রু ঝরে   কমল আঁখির দুই পাতে ॥
রাধার চম্পকাঙ্গুলি   লাগে শ্যামের অধরে
রাধাশ্যামের শ্রীঅঙ্গ   কম্প পুলকে ভরে
শ্যামাধর হয় উন্মুক্ত   অনেকক্ষণ রয় অভুক্ত
রাধা—জল ঔষধযুক্ত   ঢালে শ্যামের জিহ্বাতে ॥

বাহার—ত্রিতাল

শ্রীরাধার শুদ্ধ প্রেম এ যে   এ নহে শুধু ঔষধি
গলদ্ধকরণ করার পর   বারি যায় হৃদয় অবধি
কৃষ্ণ মেলে কমল আঁখি   যশোদার মন হ'ল সুখী
ব্রজবাসীরা এ দেখি'   নৃত্যগীতে সবাই মাতে ॥
নন্দরাজা বৈদ্যরাজে   এ সময় করে অন্বেষণ
কিন্তু না দ্যাখে বৈদ্যকে   সে করেছে আত্মগোপন
শুধু দ্যাখে নন্দরাণী   রাধায় বসায় কোলে টানি'
রাধার ডানে রয় নীলমণি   যশোদার অঙ্ক শয্যাতে ॥

প্রভাতী সুর—কার্ফা

রাই কিশোরীর ব্রজধামে সতী বোলে নাম ছড়ালো।
এতদিনের পর শ্রীরাধা ব্রজবাসীর মন হরালো॥
বাৎসল্য প্রেম আছে যত মা যশোদার হৃদয় পাত্রে
রাধার পরশে উছলি' পড়ে রাধাকৃষ্ণের গাত্রে
ভাবে 'রাধা কৃষ্ণ কোলে তার জীবন যেন যায় চ'লে'
তাই 'রাধাকৃষ্ণের জয়' বোলে চুপে চুপে মন ভরালো॥
নন্দরাজা ভাবে মনে— 'কি কর্ম্মফলে জীবনে
দেখিতে পাই রাধাকৃষ্ণের রূপ মাধুরী নয়নে
যেন জন্ম জন্মান্তরে রাধাকৃষ্ণ এ রূপ ধরে
আমার কাছে এসে করে আমার আঁধার ঘর আলো'॥
গোপ গোপী ভাবে যত 'জীবনে সৌভাগ্য কত
সুখে দুখে চিত্তে যেন যুগল মূর্ত্তি রয় সতত'
অষ্ট সখী সবই জেনে দ্রুতপায় ধান দূর্ব্বা এনে
নন্দরাজায় সামনে টেনে আশীর্ব্বাদও করালো॥
রাখালেরা ভাবে 'রাইকে মানায়েছে কানুর বামে
এবার থেকে ডেকে যাব রাইকে 'রাখাল রাণী' নামে
রাখালরাজা হৃদয় জুড়ে রাখাল রাণী রইবে শিরে'
রাখাল রাজার বাঁশীর সুরে রাণীর নূপুর-সুর ঝরালো॥
(যশোদা নন্দে প্রণমি' সবাই জয় রাধাশ্যাম বলো।)

বর্ষাভিসার

রাগমালা তালমালা

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

শ্রাবণী অমাবস্যা তিথিতে সুনিবিড় ঘন আঁধার নিশীথে
কৃষ্ণ আসে শ্রীরাধার স্মৃতিতে মূরতিমতী পিরীতি গড়ে।

শ্যামের সাথে যা' হ'ল রতি রণ তার দৃশ্য করে রাধিকায় পীড়ন
কৃষ্ণ পরশের জাগে শিহরণ কৃষ্ণময় জগৎ দৃষ্টিতে পড়ে ॥
বাতায়ন পথে কিশোরী হেরে কৃষ্ণ মেঘের কি মধুর লাবণী
ঘন আঁধারে দৃষ্টি না চলে একাকার হ'ল আকাশ অবনী
ভাবে শ্যাম যেন কয় ইসারাতে রবে সে কুঞ্জে এই বাদল রাতে
রাধার মিলিতে তাই কৃষ্ণের সাথে প্রবল বাসনা জাগে অন্তরে ॥

দুর্গা—একতাল

কিশোরী সখীদের তাই পাঠালো ডেকে
ওরা এলে বাহির হ'ল গৃহ থেকে
সরণী সরসা গোবিন্দই ভরসা
অবিরাম বরষা ঝর ঝর ঝরে ॥
পথ ফুলশয়ন নয় নয়ন গোচরও নয়
নয়ন ধারার মত বারি বয়ানে বয়
আলো দেয় বিজলি জল নয়নজুলি
পাশে কলকলি' কানায় কানায় ভরে ॥
সড়ক না দেখা যায় এ ঘোর বরখায়
পরখ ক'রে নিতে দু'চরণ হড়কায়
যেন সব তারকা হয়েছে করকা
ভড়কায় লতিকা হেরে পাতার 'পরে ॥

মিঞাকি মল্লার—তেওড়া

বনপথে আঁধারে এগিয়ে যায় কিশোরী
আপন অঙ্গের জ্যোতিতে পথ আলোকিত করি'
মুগ্ধ হেরে ফণী জ্বলে তার মাথায় মণি
কৃষ্ণের নীলকান্তমণি ভেবে স্ববক্ষে ধরে ॥

রাধার রূপের কাছে ম্লান হ'য়ে ভাবে বিজলি
রাধার রূপ ধার করিবে তাই কাছে ওঠে জ্বলি'
স্ফটিকের স্তম্ভ ভেবে রাই ধরিতে যায় যবে
সখীরা কলরবে রাধায় বাধাদান করে ॥

মেঘ—ত্রিতাল

মেঘমালা জলধারা বরিষণ করে সঘনে
মেঘরসে গোপিনীদের বসন ও বসে জঘনে
আসিবে মিলনের লগন তাই আনন্দে চিত্ত মগন
নৃত্য ক'রে যায় গোপীগণ এসে রাধার কুঞ্জ ঘরে ॥
গোপীরা দীপ জ্বেলে ছাখে সে কুঞ্জে কৃষ্ণ না লুকায়
তাই সিক্ত বসন নিঙাড়ি' বেণীমুক্ত ক'রে শুকায়
কিশোরী করিতে মজা দ্বারে অর্গল দিল সোজা
শ্যাম এল বৃষ্টিতে ভেজা কয় কুঞ্জদ্বার খোলার তরে—

রাগপ্রধান—সুরদাসী মল্লার—ত্রিতাল

"কুঞ্জের দ্বার খোল রাই।
বাহিরে বারিধারায় আমি ভিজে যাই ॥
তুমি ভালবেসে আমায় দিতে পার প্রাণ অবধি
তবে কেন চাও তুমি ভিজে আমার হোক ব্যাধি
জানিব কি আমি তবে তুমি আমায় ছেড়ে রবে
নিঠুরা তোমরা সবে মায়া মমতা নাই ॥"

কীর্ত্তন

দ্বার বিচ্ছিন্ন করে সংযোগ কৃষ্ণ বলে হবে তার রোগ
এ কথা করে উপভোগ গোপীরা সেই কুঞ্জে রহি' ॥
কষ্ট দিয়ে রাখাল রাজায় সবাই আনন্দ পায় মজায়
হাসির কলরোল্ শোনা যায় তার মাঝে রাধা যায় কহি'—

রাগপ্রধান—শুদ্ধ মল্লার

"ডাকাডাকি কর এমন কে তুমি কও তাড়াতাড়ি
এখনে এলে কি ক'রে বল তোমার কোথায় বাড়ি ॥
কাকুতি মিনতি কর যাতে আমাদের দয়া হয়
ডাকাতি করিবে তুমি তোমার মতলবটা ভাল নয়
আগাগোড়া দাও পরিচয় আমার সখীরা সাথে রয়
বুঝিব তুমি পাও কি ভয় আমরা সকলে বিচারি' ॥"

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ যে হয় প্রেমের সাগর তার উপর গোপীদের নাগর
তাই খোলাতে কুঞ্জ আগর বলে কথা রগড় ক'রে।
পরীক্ষা করিতে ছলে ভিজেও নিজে বৃষ্টির জলে
দ্বৈতবোধক কথা বলে গোপিনীদের চিত্ত হ'রে—
"আমি যে তোমাদের হরি।" গোপীরা কয়—"মরি মরি
হরি অর্থে সিংহ হয় তাই এখান থেকে পড় সরি'।"
কৃষ্ণ তখন বলে আবার— "জান তো বিশ্বে কৃষ্ণসার
আমি সেই—এখন খোল দ্বার" কিন্তু রাই বলে গো ধরি'—
"কৃষ্ণসার এক প্রকার হরিণ অনেক পাই আমরা প্রতি দিন
ও হরিণ নেওয়া সমীচীন হবে না তাই মনে করি।"
কৃষ্ণ বলে কথার উপর— "আমার নাম হয় ধরণীধর" ॥
গোপীরা উত্তর দেয় চটপট— "সাপ নিয়ে করিব না ঘর।"
কৃষ্ণ বলে "আমি অজ কুঞ্জে নিয়ে আমায় ভজ"
রাই বলে উঠায়ে ভুজ— "ছাগল বড় অনিষ্টকর।"
কৃষ্ণ বলে তাড়াতাড়ি— "আমি হই সুদর্শন ধারী"
বলে যত গোপনারী— "শকুনি এন মরার পর" ॥
কৃষ্ণ কয় হ'য়ে অশান্ত— "আমারই নাম গোপীকান্ত ॥
এখন তোমরা দ্বার খুলে দাও পথশ্রমে আছি শ্রান্ত" ॥

এতক্ষণে গোপীরা কয়— "দ্বার খোলা সে তো কিছুই নয়
তোমায় দিয়েছি মন হৃদয় যদি চাও দেব তাই প্রাণ তো ॥"
শ্রীরাধা দিল দ্বার খুলে শ্যামে নিল বুকে তুলে
গোপীরা গায় দুলে দুলে নাচায় দেহ আদ্যপ্রান্ত—

কাজরী—কাফি—আদ্ধা

"এ আমাদের মনের মত নাম।
গোপীকান্ত নামটি তোমার জপি অবিরাম ॥
ইন্দিবর প্রেমের ও তনু তাতে অনুরাগের রেণু
যে অধরে সুধা ছড়ায় পরশে তায় মোহন বেণু
বঙ্কিম নয়ন কাম ধনু দাঁড়াও ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥
তোমার বরণ উজল কালোয় চরণ ভরা উষার আলোয়
কোটি মদন হার মেনে যায় এক অঙ্গে ও রূপ না কুলোয়
তোমায় দেখে ভালোয় ভালোয় জীবন যেন কাটে শ্যাম ॥
পাশে রইলে রাধা সোনা তোমার রূপের নেই তুলনা
ও যুগল মূর্ত্তি হেরিতে যোগির যুগ যুগের বাসনা
হোক্ আমাদের বাঁশী শোনা রাই উজলি' থাকুক বাম ॥"

দোল

কীর্ত্তন

ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথি শ্যামলিমায় ভরা ক্ষিতি
কিশলয়ে বনবীথি সেজেছে অতি মনোহর।
নানারঙের নানা ফুলে গুঞ্জরি' ভ্রমর যায় বুলে
তাদের মধুর গন্ধ তুলে মলয়ের গতি হয় মন্থর।
দোয়েল কোয়েল পাপিয়া গায়। ভোর বেলায় কৃষ্ণের ঘুম ভাঙায়।
কমল আঁখি মেলি' কৃষ্ণ হেরে উষা গগন রাঙায় ॥
পদ্ম পলাশ মেঘের বরণ করে শ্যামের অন্তর হরণ
যে বরণের নিজের চরণ সে বরণই বিলাস জাগায়।

আনন্দময় নন্দদুলাল হেরিল বসুন্ধরা লাল
বাহির রঙে প্রেমে আলাল তাই সবারে রাঙাতে চায় ॥
পুত্রে ওঠায় মা যশোদা। মুখ ধোয়ান হয় সমাধা ॥
অলকা তিলকা এঁকে হ'ল শিরে চূড়া বাঁধা ॥
রঞ্জক দ্রব্য রাজার ঘরে সাজান রয় থরে থরে
গোপাল তারই বায়না ধরে ননী খাওয়া হ'লে আধা ॥
যা' কিছু চাহে নীলমণি না দিলে তা' খায় না ননী
তাই যশোদা দেয় আপনি পুরায় পুত্রের সাধ সর্ব্বদা ॥
"হ্যাঁরে গোপাল রঙ্‌ কি হবে?" মাতা শুধায় উচ্চরবে ॥
কাছে অনেক রঙের ভাণ্ড এলে কৃষ্ণ বলে তবে—
"এ খেলার নাম হোলী খেলা ফাল্গুনী পূর্ণিমার বেলা—
আজি—তাই হবে রঙ্‌ মেলা এ রঙ্‌ দেব নেব সবে ॥
মাগো হ'লে অপরাহ্ণ পাঠিও অনেক মিষ্টান্ন
করব সবাই উদর পূর্ণ রঙ্‌ খেলা শেষ হবে যবে ॥"
কানাই বলাই প্রথমে যায়। প্রাঙ্গণে তুলসী তলায় ॥
তুলসী মঞ্চের সবদিকে আতর দেওয়া আবীর ছড়ায় ॥
এবার রামকৃষ্ণ দুই ভাই এ রাজা আর দুই মাতার পায়ে
আনন্দে আবীর ঠেকায়ে চরণ ছুঁয়ে প্রণাম জানায় ॥
রোহিণী আর রাজারাণী রামকৃষ্ণকে বুকে টানি'
দেয় কপালে আবীর আনি' আদরে চুম্বন ক'রে যায় ॥
রাখালগণও আসে এবার। রঙ্‌ হেরি মানে চমৎকার ॥
কত রঙ্‌ রয় নানা ভাণ্ডে গোলাপ নির্য্যাস আতর আবার ॥
হেরে সবে কানুর পানে আবীর কপালের মাঝখানে
শ্যামলে লাল আভা আনে আঁখি ফেরে না কারো আর ॥
রাখালগণ কানুর আদেশে রঙ্‌ ভরা পাত্র নেয় এসে
যায় সবাই গোঠের উদ্দেশে কাঁধে তুলে নিয়ে সে ভার ॥
নেচে চলে কানাই বলাই। আজ আনন্দের আর সীমা নাই ॥

ঘন ঘন শিঙা বাজে বংশীরব শোনা যায় সদাই ॥
নন্দালয়ের প্রবেশ দ্বারে দুই মাতা দাঁড়ায় দুই ধারে
রামকৃষ্ণকে হেরিবারে এ দাঁড়ানো প্রতিদিন চাই ॥
সহসা করে নিরীক্ষণ দ্বারের উপর আবীর লেপন
ক'রে গেছে দু'টি নন্দন লাল বিন্দুতে কি শোভা তাই ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—দ্রুত দাদ্রা

রাজার আদেশ না মানিলে দণ্ড হয় ভারী।
বংশ দণ্ড দিয়ে তৈরী হ'ল তাই সব পিচকারী।
রাখালগণ পরমানন্দে 'রাখাল রাজার জয়' বোলে
যমুনা থেকে জল এনে পাত্রে পাত্রে রঙ্ গোলে
ধন্যা যমুনা এই সঙ্গে রহিবে সে শ্যামের অঙ্গে
আনন্দে তরঙ্গ ভঙ্গে তীরে পড়ে আছাড়ি' ॥
রাখালগণে হ'ল এবার কৃষ্ণের দ্বিধাভক্ত করা
দ্বিধা নেই এ রঙের যুদ্ধে পিচকারী আছে রঙ্ ভরা
এক দলের বলাই নিয়ামক অন্যদলের কানাই নায়ক
ভালবাসা পরিচায়ক যুদ্ধ হয় রকমারি ॥
দুই দলের সবাই রাঙিল রাঙে মাঠের দূর্ব্বাদল
রাঙে তরুলতা পাতা রাঙে চারধারের বনতল
নানা রঙে রাঙিল ফুল রঙিন হ'ল যমুনা কূল
ধেনু মৃগ শিখী ভীমরুল সবাই হ'ল রঙ বাহারী ॥

রাগমালা—ঝাঁপতাল

বৃন্দাবনী—সারং

যমুনায় বারি আনিতে গিয়া গোপিকারা যায় লক্ষ্য করিয়া
রঙিন জলস্রোত চলে বহিয়া তাই মনে অবাক বিস্ময় মানে।
ধ্বনি উঠিছে রাখালরাজার জয় শোনে বৃন্দাদি সখী সমুদয়
নিতে হয় তবে খেলার পরিচয় এগিয়ে চলে তাই গোষ্ঠ পানে

কুটিলার সঙ্গে জটিলা আসে সেনান করিতে আজও যমুনায়
শোনে হা রে রে হা রে রে চীৎকার দূর হ'তে তারা তাই মনে ভয় পায়
হেরিল আবার লাল যমুনার কূল ভাবে তা' হ'লে যুদ্ধ হয় তুমুল
কুটিলা ছোটে এবার বুঝে ভুল মা জটিলাকেও সেই সঙ্গে টানে ॥
বাতের ব্যাধিতে ত্বু'চরণ ফোলা বুড়ি জটিলা ছুটিতে নারে
সে হ্যাঁচ্‌কা টানে ছিট্‌কে গিয়ে তাই প'ড়ে যায় আবার কুটিলার ঘাড়ে
দু'জনের হাঁটু কাঁকরে ছড়ে 'ওরে বাবারে মরিরে' করে
উঠিতে দু'জন দুজনায় ধরে কুটিলা বলে পথের মাঝখানে—
"দু কানের মাথা খাওয়ার পরে তুই দু' চোখের মাথা খেলি মা এবার
তোকে বাঁচাতে গিয়ে তাই দেখছি নিশ্চয়ই মরণ আজ হবে আমার
অসুররা এসে পড়িল বোলে শকুনি হব বেঘোরে ম'লে
চ'লে যেতাম ঠিক একেলা হ'লে তোর জন্যে এবার মরিলাম প্রাণে ॥"

ভূপালি

রঙ্‌ যুদ্ধ হেরে সে পথে বন্দা রাইকে এ সংবাদ বলিতে চলে
হেরে জটিলা কুটিলার অঙ্গে পথের ধূলা তাই রসিয়ে বলে—
"তোমরা বুঝি সব আবীর না পেয়ে হোলীখেলে যাও তাই ধূলো নিয়ে
তা' হ'লে যাও না দু' মায়ে ঝিয়ে গোঠে আবীর আর রঙের সন্ধানে ॥"
ব্যাপার বুঝিতে পেরে কুটিলা মনে ক্রোধ চেপে কয় মুখে হেসে—
"আমরা ভেবেছি অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ হয় রক্ত যমুনায় ভাসে"
বৃন্দা এ শুনে চীৎকার ক'রে কয়— "রঙ্‌ নিয়ে খেলা কোন যুদ্ধ নয়
লাল রঙের সাথে আবীরও যে রয় যমুনার জলে ভাসে উজানে ॥"
জটিলা এবার ব্যাপার বুঝে নেয় কুটিলাকে কয় অতি আমোদে—
"এ লাল জল তুলে নে লো কুটিলা ব্যাসমে মেখে হবে লাল বোঁদে"
শুনে কুটিলা রাগে বুঁদ হ'য়ে ঝাল ঝেড়ে তখন মাকে যায় ক'য়ে—
"ঐ লাল বোঁদে তোর লাল পড়া মুখে চিতেয় উঠিয়ে দেব শ্মশানে ।"

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

রাইএর কাছে গিয়ে বৃন্দা কয় আনন্দে—
"ও রাই আজ দেখে আয় গোঠে তোর গোবিন্দে ॥
ব্রজ রাখালগণে শ্যাম আজ নিয়ে সঙ্গে
খেলে হোলী—আবীর রঙ্ মেখে সব অঙ্গে
নেই আর সেই শ্যাম বরণ এক অঙ্গ এক চরণ
করবে তোর মন হরণ আতরের সুগন্ধে ॥"
বৃন্দার মুখের সংবাদ সর্ব্বত্র যায় র'টে
তরুণী গোপীরা ছুটে এল গোঠে
নেয় রঙ্ পিচকারী রাখালগণের কাড়ি'
দাঁড়ায় সারি সারি শ্যামের সাথে দ্বন্দ্বে ॥
এবারে দু'টি দল কিশোর আর কিশোরীর
হয় রঙ্ দেওয়া নেওয়া মাখামাখি আবীর
লাল আবীর শ্যামরায় রাইএর মুখে ছড়ায়
রাই তখন বোলে যায় গানের ছন্দে ছন্দে—

ঠুংরি—মিশ্র ভৈরবী—যৎ

"অমন ক'রে শ্যাম আবীর দিও না চোখে।
রাঙা চোখে পথে গেলে কি বলবে লোকে ?
প্রেম অনুরাগের আবীর ভরা আছে হৃদয়ে
না বলা ব্যথা পাই কেশব সে সব ব'য়ে
রয়েছে আমার সই সব এ ব্যথা তাই সই সব
তোমার তরে আশৈশব প্রেম বৈভব বই বুকে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—হিন্দোল—তেওড়া

নিত্য নেশার তাড়নে ভঙ্গ দিয়ে এ রণে
বলরাম যায় কাননে ফুলরস পানের তরে।
বলাইএর শুভ্র তুষার শ্রীঅঙ্গের বর্ণ নেই আর
রঙ আবীরে লালাকার কেশ হ'তে রঙ্ ও ঝরে ॥

ব্রজের গোপীরা রঙ্ দেয় তাদের আগে যাকে পায়
তবু দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে যেথা শ্যামরায়
গোপীরা দল বিপক্ষ শ্যামের প্রশস্থ বক্ষ
কটাক্ষে ক'রে লক্ষ্য কুঙ্কুম আবীরে ভরে ॥
কৃষ্ণ হেরিল প্রচুর আবীর তার বুকের মাঝে
রাইকে টানিল বুকে রাই আবীরে তাই সাজে
শ্যাম বুকে রাই বিরাজে রাই যেন মরে লাজে
রাই বুকে কি স্থর বাজে কৃষ্ণ শোনে অন্তরে ॥
রাধা শ্যামের এ মধুর যুগল মূরতি হেরে
ব্রজের গোপগোপীদের আর দু'নয়ন না ফেরে
শ্যাম এবার সুযোগ পেয়ে রাইএর শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে
মনের কথা জানায়ে এ গান গায় মধুর স্বরে—

ঠুংরি—তিলং—আদ্ধা

"রাই তোমায় রঙে রাঙাতে ভাল লাগে।
তবে আবীর রঙে নয় সে প্রেম অনুরাগে ॥
কি হবে পিচকারী আছে এ বাহুডোর
চাই না যমুনা জল আছে এ আঁখি লোর
কি হবে আতর ঢালায় গন্ধ রয় বনমালায়
বক্ষে জড়াতে তোমায় তাই মনে সাধ জাগে

কীর্ত্তন

শ্যামের বামে রাই কিশোরী কি শোভা হয় মরি মরি
গোপ গোপীরা আনন্দে মাতে।
রাধাশ্যামের চরণ তলে আবীর মাখা দূর্ব্বাদলে
কমল রেণু রয় যেন একসাথে ॥
হেরিয়া এ দৃশ্যাবলি ঈর্ষায় জ্বলে চন্দ্রাবলী
শ্যামে আবীর দিতে চায় জড়ায়ে।

এগিয়ে আসে সেইক্ষণে শ্যামে বেঁধে আলিঙ্গনে
রঙে শ্যামের বক্ষ দেয় ভরায়ে ॥
শ্যাম চিরকালের প্রেমময় শ্যামে যে চায় শ্যাম তারই হয়
চন্দ্রাবলীর মনের সাধ পুরায়।
চন্দ্রার মুখে আবীর লেপে আপন শীতল বক্ষে চেপে
গোপীর যৌবনের উত্তাপ জুড়ায় ॥
এ দৃশ্য দেখে কিশোরী শ্যামের পাশ থেকে যায় সরি'
অশ্রুজলে মুখের আবীর মোছে।
অন্য গোপীরাও সুযোগ পায় শ্যামে জড়ায়ে রঙ্ মাখায়
শ্যামালিঙ্গন না পাওয়ার দুখ ঘোচে ॥
কৃষ্ণ প্রেমে বিগলিতা শ্যামের কাছে যায় ললিতা
অঞ্জলি ভরা আবীর তার হাতে।
আর এক শ্রেষ্ঠা প্রণয়িনী তাই তারে শ্যাম চিন্তামণি
আলিঙ্গনে বাঁধে সাথে সাথে ॥
শ্যামের দ্বারা কবলিতা হ'য়ে ভেবে যায় ললিতা
তার দেহটা যদি যেত গ'লে।
শ্যামের নখানি হ'য়ে সে কাল সাগরে যেত ভেসে
হে কৃষ্ণ করুনাসিন্ধু ব'লে ॥
শ্যামে পাশে পায় বিশাখা দুই হাতে তার কুঙ্কুম রাখা
মাখাতে চায় শ্যামের সুন্দর মুখে।
জাপটা জাপটি করি' বিশাখার দুই বাহু ধরি'
কৃষ্ণ তারে টেনে নিল বুকে ॥
আবীর আবৃত নিজের গায় বিশাখার মুখটি ঘ'ষে যায়
বিশাখার অঙ্গে কম্প যায় ভ'রে।
আবেশে পড়ে ভূতলে বিধাতায় অন্তরে বলে
'দাও শ্যামের নখরঞ্জনী ক'রে' ॥

বৃন্দাকে শ্যাম সমুখে পায় আবীর ভরা অঙ্গে জড়ায়
চায় অনিন্দনীয় আঁখি মেলি'।
বৃন্দাও জয় রাধাশ্যাম বোলে কুঙ্কুম দেয় শ্যামের কপোলে
ভাবে সার্থক জন্ম হয় রঙ্ খেলি' ॥
এখন যদি হয় তার মরণ পাবে তবে শ্যামের চরণ
নয়নে হেরি' প্রাণের গোবিন্দ।
প্রেমের রঙ আবীরে ভেসে দেহ যেন হেথায় মেশে
বৃন্দাবনের হ'য়ে ধূলিবৃন্দ ॥

শ্যাম হ'য়ে প্রেমময় গোপীদের মাঝে রয়
সহসা মনে হয় দলে নেই কিশোরী।
আকুল নয়নে চায় কিন্তু কোথাও না পায়
অন্বেষণ ক'রে যায় এ দল হ'তে সরি' ॥
বংশীবটের তলে দাঁড়াল শ্যাম এসে।
কিশোরীকে হেথায় পায় শ্যাম অবশেষে ॥

বসিয়া বিরলে চিবুক করতলে
চলে আঁখিজলে কিশোরীর বুক ভেসে ॥
অঝোর অশ্রুধারায় রঙ্ আবীর ধুয়ে যায়
গড়ায়ে লাল রেখায় দূর্ব্বাদলে মেশে ॥
পশ্চাতে আসে শ্যাম টিপে টিপে চরণ।
দুই করপল্লবে চাপে রাধার নয়ন ॥

রাই কিশোরী বোঝে এসেছে শ্যাম খোঁজে
চির চেনা এযে একান্ত আপন জন ॥
হাতে দেয় ঝট্‌কানি ছাড়ায় মুখখানি
মানে রয় মানিনী না ক'রে সম্ভাষণ ॥
কৃষ্ণ এবার বসে রাধার দখিন পাশে।
প্রিয় রাই নাম ধ'রে প্রেম ভরে সম্ভাষে ॥

কে যেন কারে কয় রাই নীরব হ'য়ে রয়
রাঙায় রাই চরণদ্বয় কৃষ্ণ কথার আঁশে ॥
শ্যাম সফল না হ'য়ে প্রেমাকুল হৃদয়ে
গানে গেল ক'য়ে রাই গান ভালবাসে—

ঠুংরি—কাফি—আদ্ধা

"রাই কিশোরী শোন তোমারে বলি—
তোমার প্রেমঅনুরাগে খেলি হোলি ॥
চাহে আমার এ মন তোমারই চরণ
অন্যের সাথে শুধ্ করি বিচরণ
তোমার প্রেমকমলে গুন্ গুন্ গেয়ে চলে
অনুরাগ রেণু্ দলে এ মন হ'য়ে অলি" ॥

কীর্ত্তন

অধোবদনে রাই তার রোদনের শেষ নাই
সাধে শ্যাম কৌশল করি'।
নেয় রাধার কেশদাম বাধাতেও সাজায় শ্যাম
ডেকে যায় রাধা নাম ধরি' ॥
আপন অঙ্গ শীতল কিশোরীর করতল
পরশ করায় বাহু এনে।
কভু পৃষ্ঠদেশে কভু আগে এসে
রাইএর তনু জড়ায় টেনে ॥
রাইএর পঞ্চাঙ্গুলি আপন কোলে তুলি'
আপন অঙ্গুলি দেয় ফাঁকে।
শ্যামল আর সোনালী একের পর এক মিলি'
বিনুনিতে চিত্র আঁকে ॥
পাছাকোলা করি' তুলে দোল দেয় হরি
নিজের দুই চরণের মাঝে।

তবু রাই-কণ্ঠস্বর না শোনে নটবর
রাই মুখ নত করে লাজে ॥
আবার ভূমে রেখে শিখিমুকুট থেকে
কৃষ্ণ নেয় এক শিখিপাখা।
রাই-কর্ণ কুহরে ঘোরায়—রাই শিহরে
অবগুণ্ঠনে দেয় ঢাকা ॥
রাই গণ্ডের অশ্রুজল শ্যাম গণ্ড নেয় দখল
ঘ'ষে ঘ'ষে সবই মোছে।
জিহ্বাও সহায়তা করে তবু কথা
রাই না বলে—মান না ঘোচে ॥
এবার শ্যাম সাহসে হাঁটু গেড়ে বসে
রাইচরণ তুলে নেয় আগে।
আপন নয়ন কোলে নেয় অঙ্গুলি দ'লে
বোঝে রাই প্রেমানুরাগে—
তারই চরণ 'পরে নাম লিখিবার তরে
শ্যাম কাজল আঙুলে ধরে ॥
তাই কথা কয় শুধু 'একি কর বঁধু'
শ্যামে জড়ায় সোহাগ ভরে ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

রাধাশ্যামের অন্বেষনে আসে গোপগোপীগন।
বংশীবটে এসে করে রাধাশ্যামে দরশন ॥
বটের ঝুরি দিয়ে দোলা গড়া ছিল এর আগে
গোপীরা তায় আবীর কুম্‌কুম্ আতর দেয় অনুরাগে
রাখালেরা ফুলে সাজায় দোলায় বসায় রাখাল রাজায়
শিঙা ঢোলক বাঁশী বাজায় প্রেমানন্দে হয় মগন ॥

গোপীরা রাই কিশোরীকে সাজায়ে ফুলের মালায়
কোলে কোরে তুলে এনে বসিয়ে দিল দোল্লায়
রাইকে রেখে শ্যামের বামে দোল দিয়ে যায়—নাহি থামে
জয় দেয় রাধাশ্যামের নামে ধ্বনিতে ফাটে গগন ॥
মা যশোদা আজি অনেক পাঠায়ে দিল মিষ্টান্ন
উদর পূরণ হ'ল সবার মধুর লাগে অপরাহ্ন
মিষ্টান্ন ইতরে জনা বিতরে রাই—যায় না গোণা
ধন্য ভিতরে রসনা আর বাহিরে দু'নয়ন ॥

ভার খণ্ড

রাগপ্রধান—ভাঁয়রো-ঝাঁপতাল

ভগবান কৃষ্ণ অগতির গতি তাই যাদের কিছু না রয় সঙ্গতি
তাদের কাছে তার সর্ব্বদাই গতি তাই ব্রজবাসীর এ সৌভাগ্য হয়।
গোপকুলেরও রয় এমন রীতি অবস্থার কিছু রইলেও উন্নতি
গোপীদের গিয়ে বাজারে নিতি দধি আদি হয় করিতে বিক্রয় ॥
গোপেদের কর্ম্ম হয় দুগ্ধ দোহন সংগ্রহ করা গোধনের আহার
গোপবালকগণ গোচারণ করে গোধন করিতে নারে পরিহার
প্রৌঢ়া অভিজ্ঞা যত গোপিনী প্রস্তুত ক'রে যায় দধি ক্ষীর ননী
নগরে গিয়ে বেচে তরুণী সদল বলে যায় তাই নেই কোন ভয় ॥
রাজার ঝিয়ারি হয়েও কিশোরী প্রায় প্রতিদিন যায় মথুরার হাটে
তবে তার সঙ্গে চলে ভার বাহক এ সম্মান জোটে লক্ষ্মীর ললাটে
পাশে আরও সব যায় ব্রজাঙ্গনা কি তাদের সংখ্যা এ যায় না গোণা
তা' ছাড়া লোকের রয় আনাগোনা মথুরার পথে দিনে সব সময় ॥
মথুরায় গিয়ে আপনার দ্রব্য বিক্রয় ক'রে যা মিলে যায় কড়ি
তা' দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও নেয় সেথায় ক্রয় করি'
এ ভাবে মনের যত সখ মেটায় পুলক আমোদে সময় কেটে যায়
তা ছাড়া পথে অনেক সময় পায় সখীদের কাছে মনের কথা কয় ॥

কীর্ত্তন

মথুরার পথ আলো করি' চলিয়াছে রাই কিশোরী
নীলাম্বরী শাড়ী শোভে অঙ্গে !
দধি ননী ভাণ্ডে ভরি' নিয়ে চলে বাঁকোপরি
বৃদ্ধ ভার বাহক শ্রীরাধার সঙ্গে ॥
গোপিকারা দলে দলে দ্রুত পদে পথে চলে
দেরী হ'লে হয় না বেচাকিনি।
শ্রীমতীর পায়ে বাজে মল চন্দ্রহার করে ঝলমল্
বাজে চুরি কঙ্কন আর কিঙ্কিনী ॥
সহসা কমলের গন্ধ পেয়ে গতি করে মন্দ
পথের দু'পাশের বন লক্ষ্য করে।
সখীদের বলে দাঁড়াতে কিন্তু তারা যায় তাড়াতে
তাই রাধা সবার পিছনে পড়ে ॥
কিশোরীর সমুখে এসে এবার কৃষ্ণ দাঁড়ায় হেসে
করে রাইএর পূর্ণ গতিরোধ।
রাধা ভাবে ভালই হবে শ্যামও সাথে চলুক তবে
তাই গান গেয়ে করে অনুরোধ—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

"তুমিও শ্যাম চল আমাদের সাথে।
তোমায় দেখে বোধ হয় তোমার সময় আছে হাতে ॥
ওহে ত্রিভঙ্গ মুরারি নাও আমাদের সঙ্গ
পথে যেতে যেতে তোমার দেখব কত রঙ্গ
যেতে হয় যমুনা পারে সেখানে কে কার ধার ধারে
অচেনা মুখ রয় চারধারে কেউ কথায় না কান পাতে ॥

কখনও বা শুনতে পাব তোমার মোহন বাঁশী
কখনও বা রসিকতায় করব হাসাহাসি
আসলে লাভ যেটা হবে সেটা জানলেও মনে রবে
না জানলে বুঝে নাও তবে চোখের ইশারাতে ॥”

কীর্ত্তন

কিশোরী কটাক্ষ হানে কৃষ্ণ এর মর্ম্ম সব জানে
নিজেও এ চায় তাই সম্মত হয় ॥
কিন্তু কেউ রহিবে পাশে এটা শ্যাম না ভালবাসে
কিশোরীকে তাই আভাষে কয়—

ঠুংরি—পিলু—আদ্ধা

“সাধ জাগে মনে তোমায় একেলা পেতে।
তবেই অন্তরের কথায় থাকা যায় মেতে ॥
চলার পথের কভু শেষ নাহি হয়
বলার কথা প্রিয়ায় অশেষ যে রয়
ভালবাসায় পাই হরষ রহিলে প্রানের পরশ
সে পরশ পেতে চাই পথে যেতে যেতে ॥”

কীর্ত্তন

বুঝিল শ্রীরাধা ভার বাহক হয় বাধা
না ক’রে তাই দ্বিধা বাহকে দেয় ছেড়ে।
শ্যাম গুণনিধি মিলায়ে দেয় বিধি
কিন্তু সঙ্গে দধি কহে তাই শ্যামেরে—
“তবে তুমিই তুলে লহ আমার ভার!
আমার সবই তোমার তুমি যে শ্যাম আমার ॥”
এ শুনে কয় কানাই “বেশ তবে হবে তাই
আর কোন চিন্তা নাই ভার নিলাম তোমার ॥”

বাঁকা শ্যাম বাঁক তোলে দধিভাণ্ড ঝোলে
পবনে তা' দোলে হেরিতে চমৎকার ॥
শ্রীরাধার ভার ল'য়ে চলেছে গোবিন্দ।
বামে প্রিয়তমা পায় মনে আনন্দ ॥

কপট চূড়ামণি চায় সকল গোপিনী
হোক অগ্রগামিনী গতি হয় তাই মন্দ ॥
দেখাল ছল ক'রে ননী দধির ভারে
যেন চলতে নারে ব্যথিত তার স্কন্ধ ॥
কিশোরী দেখিল পথে আর কেহ নাই।
শ্যামকে কহিল তাই "দ্রুত চল কানাই ॥
যত সখী আছে পা চালিয়ে গেছে
পড়ে অনেক পিছে রয়েছি আমরা তাই ॥
ওরা সব এতক্ষণ হাটে ক'রে গমন
বেচা কেনা কেমন ক'রে চলে সবাই ॥
এর পরে খরিদ্দার হবে যে তাই দুর্ল্লভ।
শোন শোন ওহে রাধিকা বল্লভ ॥"

শ্যামরায় যায় ব'লে "খরিদ্দার না পেলে
বিলাব তা হ'লে পাবে সাধু সল্লভ ॥
এখন তরুতলে তোমার আঁচল মেলে
বসি দোঁহে মিলে আছে পত্র পল্লব ॥"
এ কথা কিশোরীর ভাল নাহি লাগে।
কৃষ্ণে কহে আবার তাই প্রেমানুরাগে—

"আমি মেয়ে ছেলে যাই লম্বা পা ফেলে
তুমি এমন গেলে ধরব ওদের আগে ॥
তোমারই দিক থেকে পা উঠছে না দেখে
আমি উঠছি আঁতকে অজানা ভয় জাগে ॥"

ঘর্ম্মাক্ত কৃষ্ণ কলেবর এবার ত্রিভঙ্গ নটবর
ব'সে প'ড়ে পথের উপর আপনার কাঁধের ভার নামায়।
ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে হাঁপানির যেন টান ধরে
হাঁ ক'রে জিহ্বা বার করে অবাধে কাঁধে হাত বুলায়॥
কিশোরী জিজ্ঞাসা করলে—"একেবারে বসে পড়লে ?"
শ্যাম বলে "কি করব বল দম বেরুবে এক পা নড়লে॥
ব্যথা হ'য়ে গেছে কাঁধে কথা বলতে গলায় বাধে
আবার পা দু'টোও বাদ সাধে উল্টে পড়ব এক পা সরলে॥
কাঁধটা ফুলে হ'ল আলু তেষ্টায় আমার শুকনো তালু
এ পা দুটো হবে চালু এই ননীতে এ পেট ভরলে॥"

পল্লীগীতি - দ্রুত দাদ্‌রা

মথুরায় ননীর দাম অনেক কিশোরী তাই দেয় উত্তর—
"মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও বলি তোমায় দাম ও দর"॥
কথা কেড়ে কৃষ্ণ বলে "ঠিক বলেছ তুমি রাই
দামোদর নাম আমার আছে ত্রিজগতে জানে সবাই"
রাই কিশোরী লজ্জা পেয়ে শ্যামরায়ে গেল ক'য়ে—
"বেশ তো দামোদর নামেতে ডাকবো তোমায় অতঃপর॥
তোমার মনের ইচ্ছা মত ধরলাম তুমি করলে ভোজন
কিন্তু তাতে কমবে না তো পসরা আর দেহের ওজন
আসলে ভার করে বহন তোমার দুই ত্রিভঙ্গ চরণ
মোটের ঐ ভার পেটে গেলে একই ভার হয় কষ্টকর॥
আমি দেখি বাহকেরা তেলের পাত্র সঙ্গে রাখে
এসব ব্যথায় পায়ের গুলোয় ঘ'ষে ঘ'ষে সে তেল মাখে
আমার মাথায় আছে তেল হাত বোলালে পাবে অঠেল"
শ্রীরাধা তেল দিচ্ছে তাকে বুঝে কয় মুরলীধর—

কীর্ত্তন

"হড়কে যদি পড়ে যাই। নর্দ্দমায় নিতে হবে ঠাঁই ॥
তোমার হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গুক অবশ্য আমি সেটা চাই ॥
তবে যদি এক কাজ কর বগল দাবায় আমায় ধর
তবে হয়েও পড় পড় চলে যাব সন্দেহ নাই ॥
আর এক উপায় দিই বার ক'রে তুমি যদি যাও পা ধ'রে
যেতে পারি নাওবা প'ড়ে কোনটা তুমি চাও বল রাই" ॥
"তোমার হ'ল পায়াভারি"— বলে রাই রাজার ঝিয়ারি ॥
"একা পেয়ে নাস্তা নাবুদ করছ বেশ বুঝিতে পারি"
একথা শুনে কৃষ্ণ কয় "নাস্তা করিলে ভালই হয়
পেটে খেলে কাঁধে সয় ক্ষিদে আর সহিতে নারি" ॥
রাধা কয় প'ড়ে ফাঁপড়ে "লোকেরা দেখছে হাঁ ক'রে
তুমি ছিলে গিরি ধ'রে এতো সত্যি গিরিধারী" ॥

পিছনে দু'টি কর মেলে—তায় দেহের ভর
রাখিল শ্যামসুন্দর বসি' দূর্ব্বাদলে।
রাইএর মুখোপরে করুণ দৃষ্টি ধরে
অশ্রুর ফোঁটা ঝরে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে—

"দুর্ব্বল হ'য়ে গেছি আমি তাই সেই থেকে।
দুহাত কাঁপে দেখ দু'হাতে হাত রেখে ॥

ধরেছি গিরি বন তুমি ধর যৌবন
দুটোরই এক ওজন কই কথা না ঢেকে ॥
আবার তোমার প্রেমে ছুঁয়ে তোমায় বামে
সদাই ঘেমে ঘেমে গেছি আমি বেঁকে ॥"

"শঠতা কাপট্যের তুমি শিরোমণি"—
লজ্জায় রেঙে রাধা কয় কটাক্ষ হানি'।

"আচরণ কি তোমার জেনেছি বারে বার
তবুও ভুল আবার করলেম এটা মানি ॥

কোর না আর মজা দিও না আর সাজা
ওহে রাখাল রাজা সয় না যে হয়রানি ॥”
"আমার যে হয় রাণী সইবে সে হয়রাণি”—
কৃষ্ণ কয় কিশোরীর মুখের কথা টানি' ॥
“রাণী হ'লে কায়া রাজা হ'লে ছায়া
রাজার ওপর মায়া নিশ্চয় দেখায় রাণী ॥
তুমি আমায় দেখে নিলে সঙ্গে ডেকে
হয়রানি কাকে কে করছে আমি জানি ॥”

বাউল—মিশ্র ভূপালি—দ্রুত দাদ্‌রা

রাই কিশোরী বলে এবার শ্যামেরই কথা কেটে—
“তোমার সঙ্গে পারবে না কেউ কথায় উঠতে এঁটে ॥
তুমি উস্‌খুস্‌ করছিলে তাই সঙ্গে নিলেম দয়ায়
আক্কেল সেলামী দিয়েও তো পথে এখন চলা দায়
আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মুখে যা' আসে যাও ক'য়ে
আক্কেল গুড়ুম ক'রেও কি শ্যাম তোমার সাধ না মেটে ॥
জানা ছিল উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে
তার ওপর তুমি আকাশের চাঁদ তো হাতে পেলে
নিজের কোলে টানছো ঝোল দধি আমার হ'ল ঘোল
বাঘা তেঁতুল—ও বুনো ওল দেখ বাঁক নিয়ে যায় হেঁটে ॥”
কৃষ্ণ উঠে প'ড়ে বলে— “কি কর কি কর রাই
রমণীদের বাঁক তুলে যে কাঁধে নিয়ে যেতে নাই
তোমার কিছু নেই ঘাবড়াবার দরকার নেই আমায় দাবড়াবার
ব'য়ে দেব—রাবড়ি খাবার পড়লে আমার পেটে ॥”

ধ্রুপদাঙ্গ—ভীমপলশ্রী—তেওড়া

এ শুনে রাধিকা কয়— “যত ননী সাথে রয়
করিব হে প্রেমময় মথুরায় সমরপণ ॥”

কৃষ্ণ কয় ঠুকে ভূমি— "ঠিকই বলেছ তুমি
করিয়াছি যে আমি মথুরায় সমর পণ ॥"
রাধা ক্ষুণ্ণ মনে কয়— "মথুরায় করবে আপন
আপন কি ভাব না শ্যাম আমাদের এ বৃন্দাবন ?"
কৃষ্ণ এর উত্তরে কয়— "জান তো আমার হৃদয়
সবার তরে হ'য়ে রয় সদা সর্ব্বত্র আপন ॥
আপণ হই যখন সবে কোরে যায় বেচা কিনি
আপন হই সবাই যখন ফেরে আমাকে চিনি"
রাই কয়—"এখন দাও অংশ যাতে না হয় দই ধ্বংস
জেনেছি তোমার অংশ সর্ব্বজন করে বহন ॥"
কৃষ্ণ কয়—"ক্ষুধায় মরি মুখে দাও ভাণ্ডের অশন
প্রেমের ঐ কটাক্ষ বান বুকে না কোরে অসন
ক্ষুধায় অঙ্গ জ্ব'লে যায় দু'চোখ অশ্রুবান নামায়
শম দাও মালা সম কোরে মোর কণ্ঠ বেষ্টন।

আধুনিক—কাফা

তুমি আছ আমি আছি দুজনেই কাছাকাছি
তবে কেন মিছামিছি কথায় বিবাদ।
এ মধুর হিল্লোলে তরুছায়ে এস চ'লে
না বলা কথা ব'লে মেটাই মনসাধ ॥
আলো ঝলমল এই নির্ম্মল দিবসে
যেটাই চাহিবে তুমি আমি যে দিব সে
যা'কিছু আছে আমার জেন সে সবই তোমার
তবু ক'রে অধিকার দেখ কি আহ্লাদ ॥
তোমার আঁখির তলে রয়েছে গোলাপ
আরও লাল হবে তারা কোরে প্রেমালাপ
হাতে হাত চেপে চেপে মজিব তনুর উত্তাপে
সাজাব প্রেমকলাপে না কোরে প্রতিবাদ ॥"

ঠুংরি—ভৈরবী - আদ্ধা

রাধাশ্যাম প্রেমাবেশে রহে দুজনে
তরুতল মুখরিত পিককুজনে ।।
নীপ পল্লবে কুসুম প্রতীপ ঋতুর
শাখে শাখে শিখী নাচে হ'য়ে প্রেমাতুর
ঘুম ঘুম দু'নয়নে প্রিয়তমের চরণে
আপনারে সঁপে রাই প্রেমপূজনে ।।

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

অশ্রু কম্প পুলক রাধার অঙ্গ ঘিরে ।
রাধিকার কোলে শ্যাম আঁখি বোজে ধীরে ॥
হেরে রাধাশ্যামের অনুরাগ মৃগকুল
রাধাশ্যামে ঘিরে নাচে গাহে বুলবুল
চোখে দু' চোখ রেখে শুক সারিও দেখে
ব্রজসখা ঘুমায় দখিনা সমীরে ॥
শ্যামল ও সুকোমল দূর্ব্বাদলোপরে
কৃষ্ণ অঙ্গ মিশে দিব্য শোভা ধরে
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা কিশোরী শিয়রে
রবিকরের ঝর্ণা ঝরে বৃক্ষ শিরে ॥
পিয়া পিয়া গাহে সহসা পাপিয়া
রাধা দাঁড়ায় শ্যামের দু'বাহু চাপিয়া
পশরা ফেলিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া
রাই কিশোরী নিজের গৃহে গেল ফিরে ॥

দান খণ্ড

কীর্ত্তন

বেলা দ্বিতীয় প্রহরে গব্যদ্রব্য ভাণ্ডে ভ'রে
মথুরা যাবার পথ ধ'রে ব্রজাঙ্গনারা চ'লে যায়

এক নীপ কুঞ্জের সমীপে রাধায় হেরি' চুপে চুপে
কৃষ্ণ দ্রুত পদক্ষেপে সহসা সেথা বাহিরায় ॥
কিশোরীর নয়নে বিস্ময়। এ যেন সে শ্যাম কিশোর নয় ॥
মোহন চূড়া যায় না দেখা শিরে শিখি পাখাও না রয় ॥
শিরোপা এক লোহিত বরণ শিরে করিয়াছে ধারণ
দাঁড়িয়ে রয় কালো বরণ চিনিতে কিছু দেরী হয় ॥
শ্যামের হাতে নেই বাঁশরী হাতে শরের কলম ধরি'
দৃষ্টিতে বিজ্ঞতা ভরি' সকল ব্রজনারীদের কয়—

পল্লীগীতি—কার্ফা

"মথুরাগামিনী গোপী চলার পথে থেমে যাও।
তরুমূলের ছায়াতলে বিশ্রাম করে নাও ॥
শুনেছ কি পারনি কর কংসরাজ করেছে ধার্য্য
সে কর তুলে নেবার আবার আমাকেই দিয়েছে কার্য্য"
এ কথায় রাধা দেয় উত্তর— "ঠিক বলেছ তোমার শেকড়
গজিয়েছে তলে তলে তুলে নেব জান না তাও ॥"
কৃষ্ণ কহে—"সাধে কি আর তোমাদের বলে গয়লানী
শুধু খবর রাখ দুধে মেশাতে হয় কত পানী
ছানা ননীর গাঁট কাটা দই এ সবের ওপরও কর লই
আমি রাজ কর্ম্মচারী হই এ খবর তো তোমরা না পাও ॥"
ললিতা কয়—"ঠিক বলেছ তুমি একটি গাঁট কাটা হও
রমণীর গিঁট খুলে কড়ি নিতে পথে দাঁড়িয়ে রও"
কৃষ্ণ বলে "কর না দিলে কড়া হ'তে হয় তা' হ'লে
দু'হাতে কড়া পরে কি রাজার নিকটে যেতে চাও ॥"
বৃন্দা বলে—"কড়া পেলে রাঁধি গাদা গাদা ছ্যাচড়া"
শ্যাম বলে "পাঠিয়ে দিও এখানে তবে এক চ্যাংড়া"
কিশোরী কয় হেসে এবার "তাহ'লে শ্যাম করছ স্বীকার
তুমি একজন চ্যাংড়া-ছ্যাচ্ড়া রমণীর মনে দুঃখ দাও ॥

কংসরাজা দিল তোমায় ডাকাতি করার অধিকার
ননী চুরি ছেড়ে এখন করবে তুমি গোপী শিকার
অত্যাচারী রাজার দানী পথে করে রাহাজানি
বেলা বাড়ে পথ ছেড়ে দাও মিছেই আমাদের ভয় দেখাও॥"
কৃষ্ণ বলে—"যতই আমায় বুড়ো আঙুল দেখাও তোমরা
জেন ধেনু আর চরাই না হয়েছি বেশ হোমরা চোমরা"
গোপিনীগণ বলে হাসি'— "তোমার দম্ভ ভালবাসি
শোধ দেব এরপরে আসি' কি কর চাও এখন তা' জানাও॥"

রাগপ্রধান—দুর্গা—ঝাঁপতাল

"যে কোন কর হলেই আমার হয়" [কর=খাজনা]
শিরোপাধারী শ্যামকিশোর কয়॥ [কর=হাত]
"বেশী তো চাই না তোমাদের কাছে
চক্ষুলজ্জা যে আমারও আছে
তোমাদের সাথে আমার রয়েছে
অনাদি কালের চেনা পরিচয়॥
এক লক্ষ্য রেখে যাও তো সবাই [গোপীরা ভাবছে চোখের
আমাকে চক্ষুর লক্ষ্যর জন্য চাই· দৃষ্টির জন্য একলক্ষ মুদ্রা কর চাই]
অধর কর ভেব না কিছু নাই [কৃষ্ণ বলিতে চায় তার
চতুরগুণ থাকলে কেটে যাবে ভয়"॥ কাছে ধরিবার অযোগ্য
কিশোরী বলে— "জানি শ্যাম জানি কোন প্রাণীর হাত নেই,
চতুরতায় যে হও গুণমণি যার চাতুর্য্য আছে সে তাই ভয় পায় না]
হে চতুর বর্গ কর চাতুর্য্য [এক অর্থে হে চতুর
হে চতুর ভুজ এ গুণও ভাল নয়॥" চাতুর্য্য বর্গ (ত্যাগ)

শ্যাম কয়—"চতুর্ভুজ-	ধারী কেবল	কর। হে চতুর—হাত
দেয় সকলেরে	চতুর বর্গ ফল"	এগুনো (বাড়ান) ভাল
বৃন্দা হেসে কয়—	"আরও কত ছল	নয়]
তোমার জানা রয়	বল মহাশয়"॥	
কৃষ্ণ কয়—"আমার	সবই রয় লক্ষ্যে	[গোপীরা ভাবছে শ্যামের
ষড়্‌গুণ করো	স্ফীত বক্ষে	কর ধার্য্য সবই লক্ষ
এ পেলে তবে	আমার আনন্দ	মুদ্রায় উঁচু বুকের জন্য
রাজার ষড়্‌গুণ	আগে যেন রয়॥	ছয় গুণ বেশী কর কংস
		রাজকে পাঠাতে হয়
তোমাদের ষড়	অঙ্গে আশ্চর্য্য	—শ্যামও আনন্দ পায়]
তোমাদের কণ্ঠে	রয় স্বর ঐশ্বর্য্য"	[ষড় অঙ্গ-দুই হাত,
রাই কয় "আমাদের	ষড়ৈশ্বর্য্য নেই	দুই পা, কটিদেশ ও
তোমারই আছে	এ জানি নিশ্চয়"॥	মস্তক]
শ্যাম কয়—"ধরিব	আমি কর গণি	[তোমাদের আনা বস্ত্র
না ছাড়িব	নীত অম্বর মনি	মণি অলঙ্কার গণিয়া
(না ছাড়িব নি—	তম্ব রমণী)	কর ধার্য্য করিব
অষ্টগুণ করও	চাই এখনি	(গোপীরা শুনছে শ্যাম
বিলম্ব হ'য়ে	গেছে অতিশয়॥	প্রশস্থ নিতম্ব যুক্তা
		রমণীর সংখ্যা গুনিয়া
		হাত ধরিবে এবং
		আটগুণ কর নিবে।
		কৃষ্ণ বলছে তোমরা
		অষ্টগুণ করো (দয়া,
		ক্ষান্তি, অনসূয়া শৌচ
		অনায়াস, মঙ্গল অ-
		কার্পণ্য, অস্পৃহা এই
		অষ্টগুণ অর্জ্জন কর]

ভাল কোট-ই পদ — আমার যে তাই
করি' যোগাড় না — নিলে রক্ষা নাই
সবচেয়ে ভাল — ঐ কিশোরী রাই
সে আমার মন তাই — ক'রে নিল জয়" ॥

[ভাল আশ্রয় স্থলই আমার চরণ। এ আশ্রয় না নিলে কেউ রক্ষা পায় না। গোপীরা শুনছে 'গোপীদের কটি, পায়ের গোছা ভাল তাই কড়ি যোগাড় না করে নিলে কংস রাজার কাছে আমার রক্ষা নাই'।]

কীর্ত্তন

বোঝে গোপিকারা — শ্যামের কথার ধারা
তাই নাহি দেয় সাড়া — সবাই নিশ্চুপ রহে।
কিশোরী পায় আহ্লাদ — পুরণ হয় মনের সাধ
তবুও প্রতিবাদ — ক'রে মুখে কহে—

"পেকেছে শ্যাম তোমার বুদ্ধি আগের চেয়ে।
তোমার লোভ বেড়েছে ঐ শিরোপা পেয়ে ॥

শিরে পা দিতে চাও — রাজী আছি তা' দাও
কিন্তু আমায় জানাও — কি দেখিছ চেয়ে ॥
দেখে তোমায় চাওনি — মনে হয় রমণী
এর আগে দেখনি — বিস্ময় নয়ন ছেয়ে" ॥

শ্যাম সুন্দর ব'লে যায়—"দেখে যাই রূপ তোমার
যে যৌবনের লাগি কর এ অহংকার ॥

ভরেছে সব অঙ্গ — যৌবনের তরঙ্গ
তার উপরে সঙ্গ — নিয়েছে অলংকার ॥

অমূল্য রতনে হৃদয় নিকেতনে
রেখেছ গোপনে ইচ্ছা ফাঁকি দেবার ॥
কিন্তু'আমি তোমায় দেখি সোজাসুজি।
দাঁড়ায়ে সমুখে আমার নয়ন বুজি' ॥
যা' আমি চাই সদাই তুমি তুলে দাও নাই
এবার আমায় দাও তাই রাজারই কর বুঝি ॥
তোমার দেখি রূপ গুণ সবার চেয়ে দ্বিগুণ
রয় ছাই চাপা আগুন পেলাম এখন খুঁজি" ॥

রাই কিশোরী সক্রোধে কয়— "যারা ধেনুদল নিয়ে রয়
তারাই এমন নির্লজ্জ হয় এ কথাটা আমরা জানি।
সবার ঘরে চুরি ক'রে বুকের পাটা গেছে বেড়ে
কদম্ব আস্তানা ছেড়ে কর পথে তাই মস্তানি" ॥
শ্যাম কিশোর বলে ক'রে ছল— "আমায় হেনেস্তা করার ফল—
পাবে এবার হাতে হাতে দিতে হবে যার যা' সম্বল ॥
দানীর সব কথা না শোনা রাজারই অবমাননা
ফল কি ভীষণ হয় জাননা জরিমানা বাড়ে কেবল ॥
যে না মানে নিয়মবিধি নিয়ে যাই তারই হাত বাঁধি'
আমি রাজার প্রতিনিধি আমার আছে অকুতোবল ॥
এক লক্ষ দান সজ্জা প্রতি— দিলে পাবে অব্যাহতি ॥
প্রতিটি সজ্জার হিসাবে ভ'রে যাবে আমার নথি ॥
দেখি খোঁপা ভরা মালায় গজমতি হার ও গলায়
কর্ণ শোভে স্বর্ণ বালায় লাল সিঁদুরে ভরা সিঁথি ॥
কুম্‌কুম্ টিপ আছে কপালে কাজল আছে চোখের কোলে
অধর রাঙানো তাম্বুলে আল্‌তা পায়ের রাঙা অতি ॥"
বাধা দিয়ে শ্রীরাধা কয়— "এসব দানের সামগ্রী নয় ॥
আল্‌তা সিঁদুর কাজল কুম্‌কুম্ সকল বধূরই অঙ্গে রয় ॥

বিকিকিনির দ্রব্য 'পরে রাজার দানীরা দান ধরে
অঙ্গ আর বেশভূষার তরে দানের প্রথা হয় না প্রত্যয় ॥
নারীর যৌবনে দৃষ্টিদান নারীকে করা অসম্মান
হ'তে পারে না এ বিধান যৌবনে কার কিবা দায় হয়॥"
কৃষ্ণ বলে—"সে তোমার দায়। অত যৌবন রয় কেন গায়" ॥
রাধা কয়—"বিধি বাদ সাধে দেখছি আমার বেঁচে থাকায়॥
ঘরে আছে ননদিনী পথে আছে মহাদানী
দেহে আছে রূপ লাবণী তিন অরি তিন দিকে দাঁড়ায় ॥
যমুনায় আত্ম বিসর্জ্জন দেব আর রাখবো না জীবন"
বাধা দিয়ে কথায় তখন দানী শ্যাম সুন্দর ব'লে যায়—
"ডুবিবে জলে যমুনার। দেখেছ কি বরণ তাহার ?
যমুনার নীল বরণের মিল খুঁজে পাবে অঙ্গে আমার ॥
ভাল কথা বলি শোন মিছেই কপালের দোষ গোণ
এতে দোষ হবে না কোন আমার ভিতর ডুব দাও এবার ॥
এখানেই মিশিতে হবে দেরী ক'রে কি লাভ তবে
তাই ডুব দাও আনন্দ রবে— এ হৃদয় শান্তি পারাবার॥

ধ্রুপদাঙ্গ—শুদ্ধ সারং—তেওড়া

রাই বিনোদিনী তোমায় তাই নিবেদন ক'রে যাই
তোমাকে দেখার তরে আমি যে ব্যাকুল সদাই ॥
ধেনু চরাবার ছলে থাকি যমুনার কূলে
আকর্ষিতে তোমারে দাঁড়াই কদম্ব মূলে
চরণে চরণ দিয়া থাকি ত্রিভঙ্গ হইয়া
জড়ানো মিলন প্রথা কেমন তা' তোমায় জানাই ॥
ধরি আমি ছদ্মবেশ হেরিতে পদ্ম আঁখি
তোমার প্রেম ভালবাসা পেতে উৎকণ্ঠায় থাকি
আমি যে তোমার দানী তোমারই প্রেমে ঋণী
কেমনে শুধিব তার উপায় খুঁজে নাহি পাই ॥

আলোকলতা নেয় যেমন অন্য তরুতে আশ্রয়
ও তরুর রসে পুষ্টা হয় তবু সে তুষ্টা নয়
তেমনই আমার যে হয় এ প্রাণ রহে মরুময়
তোমার প্রেম ভালবাসা এত পাই তবুও চাই" ॥

কীর্ত্তন

শ্যামের কথার শেষে রাধা প্রেমাবেশে
শ্যামের শ্রীমুখ এসে চাপে করতলে।
শ্যামের বক্ষে মাথা রেখে হয় আনতা
কণ্ঠে আকুলতা শ্যামরায়ে বলে—

"তুমি চিন্তা ক'রে দেখ চিন্তামণি।
তোমার তরেই আমি দধি পসারিণী ॥

যদি দর্শন তোমার পাই আমি একটিবার
তাই পথে হই যে বার নাম লই কলঙ্কিনী ॥
জল আনিবার ছলে যাই কদম্বতলে
কত কথা বলে আমায় ননদিনী ॥

সেজেছি—করিতে তোমার মনরঞ্জন
আমার আশা—শুধু পাই তোমায় নিরঞ্জন ॥

যখন তখন তোমায় দর্শন করার আশায়
রয় এ আঁখির পাতায় খঞ্জন গঞ্জন অঞ্জন ॥
মুখে তাম্বুল রহে তোমার অধর দহে
কর তাই আগ্রহে আমারই মান ভঞ্জন ॥

মৃগমদ মাখি এ অঙ্গে আনন্দে।
বন্দিনী হব যে তোমার বাহুবন্ধে ॥

মালা রয় করধীর— তোমার বক্ষে এ শির
রাখিলে হও অধীর তুমি মধুর গন্ধে ॥

কঙ্কন বালা হাতে নূপুর চরণেতে
মোর আসা জানাতে বাজে ছন্দে ছন্দে ॥
তুমি যে আমারি আমি যে তোমারি।
প্রাণে প্রাণে মিশে রও জানিতে পারি ॥
তুমি আমার রও তাই আমারও মরণ নাই
বেঁচে যায় এ মীন রাই পেয়ে শ্যামবারি ॥
আমার শ্বাস বায়ু শ্যাম প্রবেশি' অবিরাম
কি যে শান্তি আরাম দেয় বলিতে নারি ॥

ঠুংরি—খাম্বাজ—আদ্ধা

শ্যাম আমার অহঙ্কার তোমারই পরশে।
হরষ জাগে মনে তোমারই হরষে ॥
জনম অবধি আমি শ্যাম হেরি নিরবধি
তোমার অদর্শনে বহে সদা অশ্রুনদী
তোমার হ'য়ে প্রেয়সী হয়েছি যে রূপসী
যে ভরসা আমি চাই তুমি হিয়ায় ভর সে ॥"

বাউল—মিশ্র ভৈরবী

দানী দাঁড়ায় সব গোপীদের এবার অভয় প্রদানি'
গোপিকারা বলে রাইকে শ্যামের বাম পাশে টানি' ॥
"বেচাকিনি করতে এসে রাইকে দিলাম বেচে
শ্যামকে কিনি শ্যাম আপনি দেখায় এরূপ যেচে
কাছে তোরা আয় লো সখি 'বর বধুকে যা লো দেখি'
ওরা করে চোখাচোখি— স্বর্গ ধরায় দেস আনি' ॥
রাই দাঁড়ায়ে শ্যামের বামে শিরোপা ধর দু'শির ঢাকি'
শুভ দৃষ্টি হচ্ছে ওদের আমরা হেরি পাশে থাকি'
দেখলো হাসি সুধা ঝরা উলুধ্বনি দে লো তোরা
রাধাশ্যামের জয়ে ভরা আকাশ বাতাস ধরণী ॥"

নৌকা বিলাস

রাগপ্রধান—পূরবী—মধ্য ত্রিতাল

বেলা প'ড়ে এল হাটে বন্ধ হ'ল বেচাকিনি।
যমুনার পার ঘাটে এল ব্রজের যত পসারিণী॥
দিবাকর বসেছে পাটে আবীরে যেন অঙ্গ লাল
শ্যাম সুন্দর যমুনার জলে তরী 'পরে ধরেছে হাল
শ্যামঅঙ্গে লালের আভা একি নয়নলোভন শোভা
ভূভারহারীর এ প্রভা হ'ল যমুনার সঙ্গিনী॥
চঞ্চল পবন আঘাতে যমুনায় জাগে তরঙ্গ
রোমাঞ্চে ভরেছে যেন যমুনার প্রতিটি অঙ্গ
তরণীটি দুলে দুলে আসে যমুনার এ কূলে
গান গেয়ে যায় পরাণ খুলে' কৃষ্ণ গোপীদের না চিনি-

ভাটিয়ালি—কার্ফা

"আমি পারে নিয়ে যাই।
সবারে পার করব ব'লে নদীতে তরী ভাসাই॥
যেমনই স্রোত হোক না কেন এ তরীতে পড়ে না টান
এ তরীতে জল ওঠে না যতই উঠুক ঝড় তুফান
যেমনই ঢেউ আসুক ছুটে চলি ঢেউ এর মাথায় উঠে
কাল নদীর জল যতই ফোঁসে আমি ক'ষে হাল চালাই॥
যতই আঁধার হ'য়ে আসুক কাল মেঘে ছেয়ে গগন
ও সব কাল'র ধার ধারি না খুশিতে আমি রই মগন
আমার চোখের মণি দীপে আলো দেয় দিগন্ত ব্যেপে
আমি শুধু হালটি চেপে উদাস নয়ন তুলে চাই॥
এ তরণী নয়কো তৈরী মায়াতরুর শুক্‌নো কাঠে
এ তরণী পাই নি আমি ভবের বিকিকিনির হাটে
এ তরী যে গড়া প্রেমে চল্‌তে চল্‌তে না যায় থেমে
আমার হালে মহাকালে বেঁধে আমি তরী বাই॥

কীর্ত্তন

মথুরার ঘাটে তরণী লাগায়ে কৃষ্ণ আপনি
নেমে প'ড়ে তীর ধ'রে আগায়।
গোপীরা এ ঘাটে ফেরে অন্য তরী না যায় হেরে
পারের চিন্তা মনে ভয় জাগায়॥
রাজধানীর ঘাট সাধারণ নয় ব্রজের লোকজন পারাপার হয়
তাই এঘাটে বহু নৌকা থাকে।
গোপীরা বুঝিতে নারে কৃষ্ণ—লীলা করিবারে
মায়াবলে সকল নৌকা ঢাকে॥
গোপীরা চারিদিকে চায় দূরে শ্যামে দেখিতে পায়
কি যেন কাজ করে পিছন ফিরে।
গোপীরা নির্ভয় অন্তরে সেথায় গিয়ে লক্ষ্য করে
শ্যাম ভিজে বালির ঘর গড়ে তীরে॥
যার প্রেমে গোপীরা মজে সে আজ সোজা শিশু সেজে
বালির খেলাঘর গড়ে আর ভাঙে।
একে তো গোধূলি বেলা তাতে দেখে মজার খেলা
গোপীরা হাসি প্রেম লজ্জায় রাঙে॥
বৃন্দা কয়—"ও শ্যাম মুখ তোলো বেলা গেল সন্ধ্যা হোলো
একি কর এমন সময় হরি।
তোমাকে চিনিতে পারি তুমি যে পারের কাণ্ডারী
তোমারই দেখি শুধু রয় তরী॥
সাঙ্গ হ'ল বেচা কেনা তোমার বসা চলিবে না
তোমায় পরিশ্রম করিতে হবে।
তোমার প্রেম করেছি আদায় পার করা যে তোমারই দায়
অগতির গতি যে তুমি ভবে॥
যখনই পড়ি বিপদে রক্ষা কর পদে পদে
দারিদ্রে সম্পদে তুমি সাথী।

আমরা যে নারী অবলা তোমার কাছে উচিত বলা
কে রক্ষিবে এসে গেলে রাতি ॥
আমাদের জীবনের এ পণ তোমারে ভাবিব আপন
তাই সমর্পণ করি এ মন তোমায়।
তাই এমন ফিরায়ো না মুখ দেখে আমাদের ফাটে বুক
পার ক'রে দাও ওহে শ্যামরায় ॥"

কথা শোনে কে কার কৃষ্ণ নানা প্রকার
বালি দিয়ে প্রাণী গড়ে।
বিরাট শিশু এযে বিশ্ব ল'য়ে নিজে
ভাঙা গড়ার খেলা করে ॥
দেখে নামে আঁধার ললিতা কয় এবার—
"শোন বুড়োধাড়ি খোকা।
তুমি দিয়ে ফাঁকি করিছ চালাকি
বুঝিয়া আমাদের বোকা ॥"
বালি পায়ের উপর— কৃষ্ণ গ'ড়ে যায় ঘর
পিছু না চেয়ে কয় এবার—
"চালা ঘরে থাক তবু বোঝ নাক
চালা কি? শুধাও আবার।"
বিশাখা হেসে কয়— "এ যদি খোকা হয়
মোদের কাছে ধরবে বায়না"
বৃন্দা কয় সাহসে "মাঝি হ'য়ে ব'সে
আছে তীরে তরী বায় না" ॥
কৃষ্ণ পিছু ফেরে কয় গোপীদের হেরে
"তোমরাই খুকী ধর বায়না।
যাব খেলা করি' ঠিক আছে দাও কড়ি
কোটি গুণে ধর বায়না।

ভিজে বালির সব ঘর শুকিয়ে গেলে পর
তবে ধরিব ও হাল।
খস্‌বে কথা যেমন করতে হবে পালন
আমায় দাস করনি বাহাল।
কও যা আসে মুখে দেখ চেয়ে বুকে
বুঝিবে কে কচি খুকী।
ভিক্ষার চাল তার আবার কাঁড়া আঁক্‌ড়া বিচার
চক্ষু নেই তার আবার উকি ॥"

বুঝে নেয় গোপীগণ তরী একটি যখন
হেথায় শ্যামে তখন চটান ভাল নয়।
তাই সুমধুর হেসে আরো কাছে এসে
কৃষ্ণ প্রেমাবেশে বলে ক'রে বিনয়—
"তোমার একথা শ্যাম সত্য আর সুমধুর।
যথার্থ বলেছ আমরা অন্ধ আতুর ॥

তুমি তাই ধ'রে হাত নিয়ে যাও গোপীনাথ
হ'য়ে আসে যে রাত যেতেও হয় বহুদূর ॥
আমরা ভয় না মানি কিন্তু সঙ্গে রাণী
এনেছি তায় টানি' ফিরিবে ব্রজপুর ॥"
শ্যাম শুধায় গোপীদের কথার উপর জিনি'—
"কি নিয়া রাই রাণী হয় বল দিকিনি ॥"

গোপীরা পায় মজা বলে—"রাখাল রাজা
বিনি মুদ্রায় সোজা রাইকে নিলে কিনি ॥
ঋণ মাথার ওপরে শুধিবে কি ক'রে
থাক জীবন ধ'রে রাইএর কাছে ঋণী" ॥
কৃষ্ণ বলে—"তোমরা কথাটা বোঝ নাই।
কি কি নিয়ে রাণী হয়েছে বল রাই" ॥

আহীরীগণ কহে "মিছে রাণী নহে
রূপ অলংকার রহে রাই অঙ্গে দেখ তাই ॥
বসন ভূষণ রতন ছেড়ে দিলেও যৌবন
আছে অসাধারণ রাইএর অঙ্গে সদাই ॥
কি নিয়ে তরী। এবার বল তুমি কি নিয়ে তরী"
কৃষ্ণ যায় কহিয়া "কৃষ্ণ নামটি নিয়া
যাইবে তরিয়া সন্দেহ না করি ॥
কৃষ্ণ নাম যে করে শমন তারে ডরে
কৃষ্ণ তারই তরে নিজে রয় হাল ধরি' ॥"

গোপিকারা বলে তরীর কথা তুলি'—
"আমরা যা' শুধালাম সে কথা যাও ভুলি'

যেটা নিয়ে খেলা— করিছ জল ঘোলা
সে তো কাঠের চেলা গাঁথা কতকগুলি ॥
রাই ও কাঠের নায়ে পরশিলে পায়ে
তুমি ধন্য হ'য়ে ভরবে প্রেমের ঝুলি ॥
আমাদের রাই গোরি। গড় সোনার তরী ॥
তরীতে রয় যেন সোনার ছড়াছড়ি ॥
সে তরীতে ব'সে রাই-রঙ্ যাবে মিশে
তুমি একটি পাশে রবে কাল হরি ॥
তোমার পা দু'খানা করে তরী সোনা
আমাদের রয় শোনা এখন যাই নেহারি" ॥

রাম অবতারের ঘটনা ব'লে যায় সব ব্রজাঙ্গনা
শ্যাম না ক'রে দোনামোনা এর উত্তরে গেল ক'য়ে—
"মাঝির পায়ের পরশ পেতে সোনা হয়নি কাষ্ঠ হ'তে
এক আরোহী পায়ে ছুঁতে তরী গেল সোনার হ'য়ে ॥
এ তরী কি সোনার হবে? রাই শ্রীচরণ দেবে যবে ॥

তা' হ'লে তোমাদেরও নাম পুরাণে সব লেখা রবে" ॥
গোপীরা বলে কণ্ঠ ক্ষীণ— "ও মাঝি যদি হ'ত দীন
রাইএর পা ছুঁয়ে সর্ব্বাঙ্গীন সোনা হ'ত তরী ভবে ॥
যে তরী করে স্বর্ণময় সে নিজেই রাই পরশে হয়
কালোসোনা সব গুণময় কথা আর কি আছে তবে" ॥
এতক্ষণে কিশোরী কয়— "কথায় কথায় কাটে সময় ।
খেয়াঘাটে মাঝি নতুন বেলাও পড়েছে সন্ধ্যা হয় ॥
এ সময়ে দিনের আলোয় পার হ'য়ে যাই ভালয় ভালয়
আমাকে ভয় দেখায় কালোয় কালোর আবার অনেক গুণ রয় ॥
শোন তোরা সই আমার কথা রাখ এখন এই রসিকতা
এরূপ আলাপ যথা তথা করাটা মোটেই ভাল নয় ॥
ঐ আবার দেখ ওঠে তুফান । বাড়ে যমুনার জলের টান ॥
বুঝিতে পারি তরীকে বেয়ে যেতে হবে উজান ॥
ভয় হচ্ছে তরীতে ব'সে অকূল পানে না যাই ভেসে
কোন কূল পাব না শেষে এ কূল ও কূল হবে সমান ॥
এ যে নতুন মাঝি তাই সই ভাবছি কূলে পাবেনা থৈ"
শ্যামরায় তখন কথার খই ফুটিয়ে করে উত্তর দান—

ভাটিয়ালি—দ্রুত দাদ্‌রা

"আমি নতুন নেয়ে নই ।
অন্য নেয়ে আমার চেয়ে
পুরান আর আছে কই ॥

প্রাণী বিহীন এ ধরাতে শুধু ছিল জল রাশি
অনন্ত নাগ শয্যায় আমি সে সময়ে ছিলাম ভাসি'
থেকে কেবল জলে জলে পদ্ম ফোটে নাভিস্থলে
ভব সাগর পার হ'তে তাই কাণ্ডারী নেই আমা বই

ভবের হাটে বেচাকেনায় যারা আমায় থাকে ভুলে
তারা আমার পায় না তরী শেষের দিনে এসে কূলে
আমার নাম করা পারানী না পেলে তরী না আনি
সব হিসাব মেলাতে জানি পারের কড়ি গুণে লই ॥"

কীর্ত্তন

এ শুনে গোপিকারা কয় "পারের কড়ির নেই'তো সঞ্চয়
মন বলিতে কিছু না রয় আমাদের ভিতরে যে আর।
কৃষ্ণ মোহন বাঁশী বাজায় সেই সুরে আমাদের মজায়
নিজের মত ক'রে সাজায় আমাদের মতের নেই দরকার ॥
অজানা ছিল যে তখন। মাঝিকেও দিতে লাগে মন ॥
কানে তুলো দিয়ে থাকতাম্ জানা গেলে হবে এমন ॥
অন্তর গেছে শ্যাম ডাকাতে কি নেবে মাঝি ডাকাতে
এ বুকে যদি কান পাতে মাঝি তবে বুঝবে কারণ ॥
চুরি করে বংশীধারী মাঝি ও করে বাটপাড়ি
ব্যাপারী হ'য়ে কি পারি নদী পাড়ি দিতে এ পণ ॥"
কৃষ্ণ বলে কূলে বসি'— "তোমরাই ভাল আমি দোষী ॥
তোমাদের কথা হৃদয়ে গেঁথে গেল কানে পশি' ॥
তোমরা সবাই দিয়ে পাড়ি চ'লে গিয়ে যে যার বাড়ি
দুধ ভাত খেয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি নিদ্রা যাবে যত খুশী ॥
আমি তখন ঘরে গিয়া খড়ের শয্যা বুকে নিয়া
তোমাদের শ্রী মুখ ভাবিয়া বুড়ো আঙুল যাবো চুষি' ॥
এ পরিশ্রম নয় ঘোল মওয়া। হাতে ধ'রে থাকা মোয়া ॥
এ যে ঝিকি দিয়ে উজান কাটিয়ে হাল ধ'রে বাওয়া ॥
এ নয় তোমাদের টিপ পরা অথবা গড়া তাল বড়া
খেঁচে যাবে হাতের নড়া তোমাদের কি ? খাবে হাওয়া।

এ নয় ঘোষের গায়ে পড়া হাসিতে গালের টোল পড়া
সইতে হয় পালে টান পড়া কত কষ্ট যায় না কওয়া॥
পণ যদি না দাও তা' হ'লে সাঁতার কেটে যাও না চ'লে॥
নৌকাতেই পার হ'তে হবে কোন শর্ম্মা যায় নি ব'লে॥
সত্য কথা বলিতে কি তোমাদের যা গতর দেখি
এক একটি যেন হয় ঢেঁকি খুব ভার দেবে নৌকার খোলে॥
ননী খাও সবাই খুব চেপে তার উপর যৌবনের তাপে
ঘৃত বেরুবে লোম কূপে জল বিঁধবে না সাঁতার দিলে॥
বাপ্‌রে ঐ ভার নিয়ে টানা। কি যে কঠিন ব্যাপার খানা॥
পুরান নাবিক ব'লে তাই ও বিদ্যাটাও আছে জানা॥
ভাবছ তোমরা চোখ ঠেরায়ে দেবে আমায় হাল ধরায়ে ?
নড়ব না পেট না ভরায়ে বাঁধাবো না প্রেমের দানা॥
এক একটি রমণীর এবে তিন গুণ পণ দিতে হবে
হাতে গুনে পাব যবে নাও চড়তে করবো না মানা॥"

এ নয় রসিকতা এ যে প্রগল্‌ভতা
গোপীরা পায় ব্যথা কৃষ্ণ যত বলে।
এবার মনের সাধে লেগে যায় বিবাদে
ব'লে যায় শ্যামচাঁদে উপহাসের ছলে—

"কতই জান শ্যাম তুমি ছল চাতুরি।
এ গুণের প্রশংসা করি ভূরি ভূরি॥

রূপে তুমি সুন্দর বুদ্ধিতে ধুরন্ধর
বাটপাড়ির গুণধর ননী ক'রে চুরি॥
সারা দিবস ধ'রে গোধন চারণ ক'রে
পায়ে কড়া প'ড়ে গেল গোঠে ঘুরি'॥

তুমি থাক সদাই চুরি করার তালে।
ছাড়া কাপড় পেলেও তুলে রাখ ড্যালে॥

তোমার মোহন বাঁশী তোমার মধুর হাসি
তোমার হাঁচি কাশি ভরা মায়াজালে ॥
হ'য়ে বহুরূপী যত ছিল গোপী
সবার চুপি চুপি মন নিলে আড়ালে ॥"

কৃষ্ণ হেসে বলে—"তোমরাও বা কম কিসে।
তোমাদের নয়নের দৃষ্টি ভরা বিষে ॥

হাটে ঘাটে বেড়াও হাসিতে বিষ ছড়াও
বুকে আগুন ধরাও গায়ে প'ড়ে মিশে ॥
কথায় আঁটতে পারে কে রয় এই সংসারে
না কাটিলে ধারে কাট ভারে পিষে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—মেঘ—তেওড়া

সহসা গুরু গুরু মেঘ ডাকা হ'ল শুরু
কাঁপিল দুরু দুরু বক্ষ সকল গোপিনীর।
রেখায়িত বিজলি হয় চারিদিক উজলি'
ঘন মেঘের কুণ্ডলি গগনোপর করে ভীড় ॥
তট প্লাবিয়া ছোটে রঙ্গে বিপুল তরঙ্গ
জলোচ্ছ্বাস উঠে ভেজায় ব্রজাঙ্গনাদের অঙ্গ
ফেনিল হয় ঢেউ ভঙ্গে যেন কাল ফণী রঙ্গে
খেলে যমুনার সঙ্গে পেয়ে মৃদু উষ্ণ নীর ॥
ঝটিকার দাপাদাপি তরু শির ওঠে কাঁপি'
আঁধার ও নেমে আসে সর্ব্ব দিগন্ত ব্যাপী
অসংবৃতা সব গোপী আপন বক্ষাঞ্চল চাপি'
'অবগুণ্ঠন আরোপি' ঢাকে আপন আপন শির ॥

কীর্ত্তন

এ ভয়ঙ্কর দুর্যোগ হেরি' বলে সকল গোপনারী—
"দাও শ্যাম আমাদের পার করি' দেব রাই এর সব অলংকার।

আছে এতে মুক্তা মণি এমন সুন্দর আর দেখনি
পার তবে কর এখনি আমাদের সবুর সয় না আর ॥"
"তোমরা সবাই বলছ তো বেশ" হেসে বলিল হৃষিকেশ ॥
"গোয়ালার পো বটে কিন্তু ঘটে বুদ্ধিরও আছে লেশ ॥
একে তো ননীচোর আমায় ব'লে সবাই বদনাম ছড়ায়
তার ওপর যদি গয়না পায় লাঞ্ছনার আর থাকবে না শেষ॥
দড়ি বেঁধে আমার হাতে ঘোরাবে লোক পথে পথে
ঘোল ঢালিবে আমার মাথে মুণ্ডন করি' আমার এ কেশ ॥

আমার চাঁচর চিকুর ফেলিবে করি' দূর
আমার এ সুমধুর মুখশ্রীটা যাবে।
পিতামাতা দুখে ব্যথা পাবে বুকে
তোমরা শুধু দেখে মহানন্দ পাবে ॥
তার ওপর আবার দুই রায় বাঘিনী ও রয়।
তাদের বউএর গয়না নিয়েছি জানলে হয় ॥
গালাগালির চোটে ঘাস হবে না গোঠে
ছাড়তে হবে ভিটে আমাকে তাই নিশ্চয় ॥
তার উপর আয়ান ঘোষ দেবে আমাকে দোষ
বউকে দিতে সন্তোষ মন রাখা কথা কয় ॥
তা' ছাড়া রাই এর মন কেমন ধারা দাতা।
কেবলই আমি নয় জানে আমার মাতা ॥
মুক্তা চেয়েছিলাম তার এমন আর কি দাম
আমার ক'রে বদনাম বলেছিল যা' তা' ॥
কেহ চাইলে কিছু দাঁড়ায় ঘুরে পিছু
হৃদয় ক'রে উঁচু দেয় না ছেঁড়া কাঁথা ॥

ঠুংরি—পাহাড়ি—আদ্ধা

ঘোষে যা দেয় কড়ি দেখে নিতে হয় ঘ'ষে,
রোষ থাকলেও মনে সবার প্রেমে হিয়া থাকে র'সে ॥

বশ আমার যদি হও তবে আমার নায়ে যাবে বসা
দশ আঙুলে দশ আংটি জানি কারো ভাল দশা
রাজকোষ থাকিলেও কারো নায়ে নিই দর ক'ষে" ॥

কীর্ত্তন

বৃন্দা কয়—"কৃষ্ণের জিব নানা ছল ধরে তা' আছে জানা
তাই কোন কথাই আট্‌কায় না" এশুনে কৃষ্ণ ব'লে যায়—
"তোমার কথা গেল মিলে কৃষ্ণের জীব তোমরা সকলে
ছলা কলা রয় দখলে" রাই কয় বাধা দিয়ে কথায়—

টপ্পা—সিন্ধু খাম্বাজ—ত্রিতাল

"তোমার যা' চাই বল শ্যাম যাচাই কোরো না।
সেটা না চাই তোমায় নাচাই তুমি ময়ূরও না ॥
জানি তোমার পেশা পেশাই
দর কষা সেও যেন কষাই
কথা মশা দিয়ে মশাই কামড়ে ধোরো না ॥"

কীর্ত্তন

কথায় কথায় কাটে সময় ঝড় ও বৃষ্টি বর্দ্ধিত হয়
গোপীরা তাই বিনয়ে কয়— "এবারপারক'রেদাও মাঝি।
ধারে তবে আজ আর কাজ নাই নগদ তোমাকে দিচ্ছি তাই
সোনার প্রতিমা জেন রাই— বাঁধা রাখছি—হও রাজী" ॥
"রাই তো আসল পারের কড়ি"— কৃষ্ণ কয় রাধার হাত ধরি' ॥
"রাধানাম লহ আঁকাড়ি' ভব সাগর যাবে তরি ॥
"শ্রীরাধানাম নিলে মুখে উন বল হয় দুন বুকে
শেষের দিনে পরম সুখে পেয়ে যাবে পারের তরী ॥
রাধিকার প্রেম অতি শুদ্ধ হিয়ায় রহে অবরুদ্ধ
আমারে করে উদ্বুদ্ধ তাই কর্ত্তব্য পালন করি ॥

পেয়ে রাইএর প্রেমরাশি। রাধা রাধা বলে বাঁশী ॥
শিখি পাখা শিরে ধরি শিখি ভক্তি প্রেম বিন্যাসি'॥
পেয়ে রাধার প্রেমের সঙ্গ সজীবতায় শ্যামল অঙ্গ
তনু তাই হ'ল ত্রিভঙ্গ অধর ধরে মধুর হাসি॥
রাই রেণু যেন কমলে শ্যাম অলি যেন তার কোলে
পীতবাস ধরি তাই ছলে রাই অঙ্গে মিলন প্রত্যাশী॥
তুমি আমার আনন্দ রাই। কাতর হই অদরশনে তাই॥
তোমায় দেখব বলে রাখাল হ'য়ে গোঠে ধেনু চরাই॥
সাজিয়াছি পসারিণী গনক, বৈদ্য, নাপিতানী
তোমার প্রেম যাচিতে দানী ভারী হ'য়ে ভার ব'য়ে যাই॥
তোমার অনুরাগ সাধিয়া আমি হয়েছি বেদিয়া
আমার হৃদয় নিবেদিয়া তোমায় কাণ্ডারীরূপে চাই"॥

প্রভাতী--কার্ফা

তরণীর পাশে গোপীরা এসে কিশোরীর হাত ধরে।
কৃষ্ণের বামে দাঁড় করায়ে কৃষ্ণে রাধা অর্পণ করে॥
সোনার বরণী রাধিকায় শ্যাম তরণী 'পরে উঠায়
রাধাকৃষ্ণের চরণ ছুঁয়ে যমুনার ঢেউ তীরে লুটায়
ঝটিকা বৃষ্টি যায় থেমে গোধূলি আসিল নেমে
রাধাকৃষ্ণের রাঙা প্রেমে লাল রঙ শোভে রবি করে॥
হাল ধরেছে কৃষ্ণ যেথায় রাধা ব'সে সেথায় বামে
গোপীরা ওঠে তরীতে তরী ছোটে নাহি থামে
কিশোরী উড়নী উড়ায় হেরে যমুনার প্রাণ জুড়ায়
শ্যাম আপন প্রতিজ্ঞা পুরায় এ লীলায় যমুনা 'পরে॥
জন্মাষ্টমীর রাতে কৃষ্ণ বলেছিল যমুনার পাশ
রাধায় নিয়ে তারই বুকে করিবে এই নৌকা বিলাস
রাখা হ'ল সেই অঙ্গীকার সঙ্গ পেল সব গোপিকার
রাধাকৃষ্ণের জয় বারেবার দেয় গোপীরা পুলক ভরে॥

কংসের ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান

ধ্রুপদাঙ্গ—বিলাসখানি তোড়ি—তেওড়া

এদিকে মথুরানাথ স্বপ্ন দেখে কাটায় রাত
গগনে হয় উল্কাপাত ঝঞ্ঝাবাত অগ্নিবৃষ্টি।
সূর্য্য আর চন্দ্রগ্রহণ একসঙ্গে করে দর্শন
কংস ভাবে মনে মন একি সব অনাসৃষ্টি ॥
কভু হেরে কৃশাঙ্গী কুৎসিতা ছিন্ন নাসা
চক্ষুর লাল কোটর যুক্তা বিধবা মুক্ত কেশা
কেশে কাল সর্প ঝোলে কঙ্কালের মালা গলে
বিবাহ করবে ব'লে কংসের চায় শুভদৃষ্টি ॥

রাগপ্রধান—ললিত—একতাল

কংসের নিদ্রা ভাঙে অন্তরে পেয়ে ভয়।
সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত ঘন ঘন শ্বাস বয় ॥
শয্যা ত্যজি' কংস ভূমে দাঁড়াতে চায়
কাঁপে সারা অঙ্গ চরণও ট'লে যায়
শোনে বাজে সানাই কিন্তু ঘরে কেউ নাই
বিবাহের ব্যাপার তাই বোঝে কিছু না হয় ॥
প্রভাতে প্রাসাদে সানাই বাজে নিত্য
কংস ডাকা মাত্র এসে গেল ভৃত্য
ডাকায় পণ্ডিতগণে তাদের পায় সেইক্ষণে
স্বপ্ন যা' রয় মনে সব অকপটে কয় ॥
পণ্ডিতরা এসেছে মুখও ধোয়নি জলে
কংসের কথা শুনে শিখা নেড়ে বলে—
"শাস্ত্রের পেলাম টিকা দরকার নেই বটিকা
ভূত প্রেত বিভীষিকা দেখায়—ও কিছু নয়" ॥

ভৈরবী—কাফ্‌ণ

কংসের চোখে তবুও সে বীভৎস দৃশ্য রয় ভেসে।
ভাবে তার মৃত্যুর আগে কেউ শমন দেয় প্রেতিনীর বেশে
জন্মাষ্টমীর রাতের কথা মনে প'ড়ে যায় তখনই
গগনে দিব্য জ্যোতিতে মনোরমা সেই রমণী
অষ্টভুজা দেবী সেজে কয় কণ্ঠে বীণা যায় বেজে
"তোরে কংস বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে" ॥
এর পরে শুনেছে কংস কৃষ্ণকায় বালকের কথা
বধিতে পাঠায় রাক্ষসী— অসুরদল বালক রয় যথা
কেউ ফেরেনি তাই,তার চিত্ত চঞ্চল—এখন হয় প্রায়শ্চিত্ত
ভগ্নীবধ না করায়—নিত্য দুশ্চিন্তা গ্রাসে তায় এসে ॥
কৃষ্ণাতঙ্কে কংস তমাল তরু দেখে ভাবে 'একে' ?
শিহরে কৃষ্ণকায় ভৃত্য, নীল গগন, যমুনা দেখে
অন্তরে হয় কৃষ্ণের উদয় কৃষ্ণ চিন্তায় কাঁপে হৃদয়
কংসের নয়ন রয় কৃষ্ণময় কৃষ্ণ পেয়ে বসে শেষে ॥

কীর্ত্তন

কংস যাদের নাশে তারাই কংসের পাশে
ভূত প্রেত হ'য়ে আসে প্রাণ অতিষ্ঠ করে।
রক্তপিণ্ডের সেই শব করে এখন উৎসব
তাদের মুখ অঙ্গ সব কংসের মনে পড়ে ॥
যে শিশুদের শানে আছাড়িয়া মারে।
তারাই আঙ্গুল দিয়ে দেখায় এখন তারে ॥
মাংসপিণ্ড সবল হ'য়ে গড়ায়—লাল বল
লাফে ওঠে কেবল পড়ে কংসের ঘাড়ে ॥
চোখে মুখে লাগে ভরায় রক্তের দাগে
কংস ছোটে আগে ধরিতে না পারে ॥
কংস হেরে যাদের জীয়ন্ত সে পোড়ায়।
জলন্ত অবস্থায় তারা,এসে জড়ায় ॥

রাজ অঙ্গ যায় পুড়ে তাদের ইচ্ছা পুরে
কেউ নেই এ রাজপুরে আজ সে একা ধরায় ॥
যাদের পুঁতে মারে তাদের কঙ্কাল তারে
জড়ায়—হাড়ে হাড়ে ঠক্ঠক্ শব্দ ছড়ায় ॥
কংস বোঝে যাদের মারে—কেউ মরেনি।
তার সে কর্মে যবনিকাও যে পড়েনি ॥
বিষ্ণু ভক্ত বোলে যাদের চড়ায় শূলে
তারা রয় তার কোলে সরালেও সরেনি ॥
যাদের ফাঁসায় ভুঁড়ি তারা পচা নাড়ি
নিয়ে দেয় সুড়সুড়ি কাপড়ও পরে নি ॥
কংস বোঝে এখন বাঁচিবার নেই উপায়।
অন্যে শাস্তি দিয়ে নিজেই সে শাস্তি পায় ॥
উপেক্ষি' দৈববল আক্ষেপ হ'ল সম্বল
ক্ষেপে ভূমি কেবল পদক্ষেপে কাঁপায় ॥
দর্পে তার পথ পিছল তাই আঁখি ছলছল্
পতন আনিতে ছল ক'রে মরণ আগায় ॥
রাজসভায় রাজসিংহাসনে ব'সে কংস ভাবে মনে
যে ভুল সে করে জীবনে সংশোধন যাবে না করা।
সহসা কর্ণ কুহরে কণ্ঠ সঙ্গীত প্রবেশ করে
নারদ এল এরই পরে গেয়ে এ গান মধু ঝরা—

রাগপ্রধান—পুরিয়া ধানেশ্রী—ত্রিতাল—মধ্যলয়

"জগতে বাস কোরো না কেউ হরিনাম ছাড়া।
হরি হরি হরি ব'লে ঝরাও নয়ন ধারা ॥
জগতে তোমার ওপরে যদি কেউ করে অত্যাচার
তুমি তা' সহ্য করে যাও হরি করিবে বিচার
সুখ দুখ কৃষ্ণে দিও এখানের কেউ নয় আত্মীয়
হরিই তোমার পরমপ্রিয় নামে হও আপন হারা ॥

দেহ থাকিলেই হয় মরণ তাই পারে যেতে হয় শেষে
তাই ভেলা সংগ্রহ কর হরিনামকে ভালবেসে
আসিলে কালরাত্রি কালা স্বজন তোমার হবে কালা
তোমার ডাকে চিকন কালা একমাত্র দেবে সাড়া ॥"

নারদের রয় হরিভক্তি কিন্তু তা' দূর করার শক্তি
কংসের নেই তাই সে বিরক্তি না দেখায়ে আহ্বান করে।
নারদ আসন নিয়ে শুধায় রাজা কি রয় কোন চিন্তায়
কংস ভূতের কথা জানায় সে শুনে নারদ গান ধরে—

বাউল-মিশ্র ভৈরবী

"ত্রিজগতে পঞ্চভূতে সবাকার তনু গড়া।
ব্যোমের ভাগটা বেশী হ'লে লোকে খায় গাঁজা গড়গড়া ॥
তেজের ভাবটা বেশী যাদের তারা খায় তেজ পাতার ফোড়ন
মরুত ভাগটা অধিক হ'লে ফুরুত ফুরুত ওড়ে তার মন
পুরুত ডাকে বিয়ের তরে উরুত বাজায় গর্ব্ব ভরে
কুরূপ নিয়েও তুরুপ মেরে ধরাকে ভাবে সরা ॥
অপ্ অংশটি বেশী রইলে অপকর্মের সম্ভাবনা
ক্ষিতি ভাগটা অধিক হ'লে কুম্ভকর্ণই হবে জানা
কেউ বা জয় ক'রে যায় মাটি আনে লোকের মাথাকাটি
নিজের কবর নিজে কাটে তাই হবার আগে জরা ॥"

কীর্ত্তন

এ কথা শুনে কংস কয়— "আমার কিন্তু ভূত তেমন নয়
আমার শুধু দুশ্চিন্তা হয়— আমার শত্রু আছে বেঁচে।"
নারদ অট্টহাস্য করে পট্ট বসন মুখে ধরে
বলে এবার উচ্চ স্বরে গুণে গুণে তিনবার হেঁচে—
"সত্য হয় রাজার অনুমান। প্রকৃতই রাজা বুদ্ধিমান ॥

হাঁচি টিক্‌টিকি মানে না যে জন-বোকা নেই তার সমান॥
যতই তোমায় বলুক লোকে আমি নিজে দিবালোকে
বেঁচে আছে দেখি চোখে মা দেবকীর অষ্টম সন্তান॥
যেমন ননী খেয়ে পুষ্ট তেমনই ডান পিটে তুষ্ট
তাতেই গোকুলবাসী তুষ্ট মনে ভাবে সে ভগবান॥
মজেছে সবাই প্রেমে তার। সে নাকি কৃষ্ণ অবতার॥
ব্রজ রমণীদের নিয়ে যমুনায় সে কাটে সাঁতার॥
বাঁশী বাজায় তুলনা নাই প্রেম করে রাধা হ'য়ে রাই
কৃষ্ণে আড়াল করে না তাই কখনও সে চোখের পাতার।
রাজা করে ব্রজের রাখাল ব্রজের লোক তার স্নেহের কাঙ্গাল
সে অতি আদরের তুলাল নন্দ যশোমতি মাতার॥"

রাগমালা—ঝাঁপতাল

মেঘ

এ কথা শুনে কংস কয় হাসি' "তবে এ কথাও শুনুন দেবর্ষি
আপনি শিলায় আছাড়ি' নাশি দেবকীর অষ্টম গর্ভের নন্দিনী"।
নারদ কয় শুনে কংসের সে কথা "যে কন্যা তুমি বধেছ সেথা
সে মা যশোদার হয় জঠর জাতা মন দিয়ে শোন সে সব কাহিনী॥
মনে কি পড়ে সেই সে ভাদরের রাতে রয় কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি
প্রলয়ের মত প্রবল বারিপাত ঝটিকায় কেঁপে উঠিল ক্ষিতি
পাষাণে ঘেরা কারাগার ঘরে তখনই প্রসব দেবকী করে
এক পুত্র অঙ্গে যার জ্যোতি ঝরে অপরূপ রূপ নীলের লাবণী॥

দেশ

মাতা দেবকী পিতা বসুদেব পুত্রকে দেখে অশ্রুতে ভাসে
আকুল হৃদয়ে বিষ্ণুকে ডাকে নব জাতককে বাঁচাবার আশে
সহসা দৈববাণী যায় হ'য়ে 'বসুদেব তোমার পুত্রকে ল'য়ে
এখনই চ'লে যাও নন্দালয়ে যেথা রয় যশোমতি রোহিণী'॥

কারাগার দ্বারে রক্ষীরা সবে দৈবশক্তিতে রয় ঘুমঘোরে
বসুদেব পুত্রে বুকে তুলে নেয় চলে গোকুলের জানা পথ ধ'রে
নাগরাজ বাসুকী তার ফণা ধরে বৃষ্টিতে রক্ষা শিশুকে করে
পথ দেখানোর ভার রয় শিবার'পরে যোগমায়ারলীলা একি মোহিনী॥

দরবাড়ী—কানাড়া

সমুখে পড়ে দুকুল প্লাবিনী যমুনা কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায়
জলধারা দুই ভাগ হ'য়ে সরে বসুদেব সে পথ ধ'রে হেঁটে যায়
গোকুলের পথে দেখে দুর্যোগ নাই দ্বার খুলে ঘুমায় নন্দের লোক সবাই
প্রবেশ করিল নন্দালয়ে তাই ঘরের পথ দেখায় রাতের চাঁদিনী॥
যশোদার ঘরে বসুদেব ছাখে সদ্যজাতা এক কন্যাকে নিয়া
যশোদা ঘুমায়—কন্যার শ্রীমুখে দিব্যজ্যোতি এক রয় উদ্ভাসিয়া
বসুদেব আপন পুত্রকে রেখে সেই কন্যা তুলে নেয় আপন বুকে
কারাতে ফেরে দিব্য আলোকে মায়াঘোর কাটে—শেষ হয় যামিনী॥"

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

নারদে কংস যায় ব'লে "নন্দঘোষ ও কি তা' হ'লে
বসুদেবের সাথে মিলে রয়েছে এ হীন চক্রান্তে॥"
মহর্ষি বলে "নন্দঘোষ? না—না সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ
মিছে ক'রে তার ওপর রোষ তাকে এ সবে চাও টান্‌তে॥"
কংস কয় "বাধা দেবেন না নেব বসুদেবের মাথা"
নারদ হেসে কয় "শান্ত হও বসুদেব পালাবে কোথা?
তার চেয়ে ছেলেদের এনে বসুদেবের চোখের সামনে
কৃষ্ণে যূপকাষ্ঠে টেনে মাথাটা পেড়ে নাও জ্যান্তে॥"
কংস বলে "কেষ্টার ওপর আপনার কেন এত ক্রোধ
নারদ কয়—"কেষ্টা বেটা চোর চেষ্টা ক'রে নিই প্রতিশোধ"
কংস কয় "আমিও শুনি কেষ্টা চোরের শিরোমণি
চুরি ক'রে খায় সে ননী গোপীরা পারে না জান্‌তে॥"
নারদ কয় "চুরি করেছে আমার যেটা আরও নরম

সেটা চুরি করায় আমার হয় না কিছু ধরম্ করম্
কেটে তিলক্ রসকলি বিশ্ব ভুবন খুঁজে চলি
পেলে তারে বুকে তুলি কণ্ঠীতে বাঁধি একান্তে॥"
কংস বলে "আমি ধর্‌তে বড় বড় অসুর পাঠাই
যে গেল সে ফিরল না আর এখন আমার সে অসুর নাই"
নারদ কয় "শোন মহারাজ কৌশলে সম্পন্ন হয় কাজ
ছলে নিমন্ত্রণ ক'রে আজ অক্রুরকে তাই পাঠাও আন্‌তে॥"

রাগপ্রধান—ভূপালি—ত্রিতাল

ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে কংস অসুরপতি
এই ছলে নিমন্ত্রণ পাঠায় বৃন্দাবনে দ্রুত গতি॥
এই ধনুকে দেবাদিদেব পাশুপত অস্ত্র যুজে
কতবার সংহার করেছে নানা দৈত্য দানব নিজে
নন্দীশ্বর পেয়েছে পরে নন্দী দেয় বান রাজার করে
বান দেয় পরশুরামেরে কংসে দেয় রাম মহামতি॥
কংসনাথ মহাদেবের তাই পূজার আয়োজন হয় বিশেষ
এ যজ্ঞের নিমন্ত্রণ লিপি পায় কোশল মগধ সকল দেশ
সাজিল মথুরা পুরী পত্র পুষ্পে রকমারী
তোড়ন নির্ম্মিত সব পথে নৃত্য গীতের নেই বিরতি॥
বিশেষ নিমন্ত্রণ লিপিতে কংস লেখে নন্দরাজে
"আমার ভাগিনেয় কৃষ্ণ বলরাম তোমায় জানাই যে
তুমি ওদের সঙ্গে করি' আসিবে মথুরা পুরী
ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেবে অবশ্য অতি॥"

কীর্ত্তন

কংসের কাছে নিয়ে বিদায় মহর্ষি নারদ চ'লে যায়
কংস বধের হ'ল উপায় সমস্যার হ'ল সমাধান।
মনে মনে কৃষ্ণে বন্দে এমন কি যশোদা নন্দে
বীণা যন্ত্রে প্রেমানন্দে ক'রে যায় হরিগুণ গান—

ভজন—যোগিয়া—কাফ।

"কে বুঝিবে তোমার লীলা তুমি না জানালে পরে।
তুমিই সবারে পথ দেখাও লোকে ভাবে সে পথ করে॥
তুমি বোঝ কখন কোথায় তোমার আসার হয় প্রয়োজন
তোমার সৃজিতদের দিয়ে সেখানেই করাও আয়োজন
রক্ষিবারে উক্ত সুজন ত্যাগ কর আপন প্রিয়জন
পাপীকেও কর না বর্জ্জন ডাক দেয় যদি ভক্তি ভরে॥
বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে অখণ্ড দিতে তোমার প্রেমছায়া
কত লীলা দেখাও সৃজি' অঙ্গ হ'তে মহামায়া
লোকে বুঝিল না তবু তুমিই রাম—কৃষ্ণ হও কভু
তুমিই যে এক ঈশ্বর প্রভু তোমার প্রেম ভিন্ন নাম ধরে॥"

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ

রাগমালা—তালমালা

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

যদি না হবে বিধির হৃদি ক্রুর তবে কেন এই আসিবে অক্রূর
ব্রজের আনন্দ করিবারে দূর রাম কৃষ্ণে নিয়ে যাবে মথুরায়।
অক্রূর এ লিপি দেয় নন্দরাজে নন্দ পড়া না জানে—রয় লাজে
অক্রূর পড়িলে সে সংবাদ বাজে বজ্রের মতনই ব্রজরাজ হিয়ায়॥
নন্দ কিছুক্ষণ থেকে হতবাক্ সাশ্রু নয়নে অক্রূরকে বলে—
"আমি তো বৃদ্ধ গিয়ে কি হবে গোপালকেও নিয়ে গেলে তা' হ'লে
আমি কি নিয়ে থাকিব হেথায় ভেঙে পড়িব বিচ্ছেদের ব্যথায়
অথচ মহারাজের এ কথায় অমান্য করার নেই কোন উপায়॥
নীলমণি আমার নয়নের মণি ক্ষণেক না দেখে ভুবন অন্ধকার
গোপাল যে আমার এ প্রাণের বায়ু দম বন্ধ হ'য়ে যাবে তাই এবার
বিধি কপালে এই লেখে শেষে রাজার লোক পুত্রে নিয়ে যায় এসে
আমাকে এবার অশ্রুতে ভেসে জীবন কাটাতে হবে বেদনায়॥"

ললিত—একতাল

সুবল সুদাম আদি রাখালগণে বলে
"কানু ছাড়া ব্রজে আমাদের কি চলে
কানু গেলে স'রে আমরা যাব ম'রে
কে আর অমন ক'রে চরাবে গোমাতায়॥
রাখালরাজা আমরা কাকে করিব আর
বংশীরবে ধেনু কে করিবে যোগাড়
অসুর রাক্ষস দেখে তাদের বধিবে কে
কানুকে তাই রেখে রথ নিয়ে হও বিদায়॥"

যোগিয়া—তেওড়া

যশোদা করে শ্রবণ এ কথা লোকের মুখে
মর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ে করাঘাত হেনে বুকে
রোহিণী ছিল পাশে যশোদায় ভালবাসে
শীতল জল নিয়ে আসে যশোদার মুখে ছিটায়॥
রোহিণী বাতাস করে নন্দরাণীর জ্ঞান ফেরে
গোপালকে বুকে পেতে চারিদিকে যায় হেরে
এ সংবাদ পেয়ে নন্দ ছুটে যায় যেন অন্ধ
কথা হ'য়ে যায় বন্ধ কাঁদে শুধু দু'জনায়॥

মূলতান—ত্রিতাল

গোষ্ঠ থেকে ফিরে এল কানাই বলাই এ সময়ে
লোকের মুখে সংবাদ শুনে রাজরাণীকে যায় ক'য়ে—
"বাবা মা তোমরা শান্ত হও কেন মিছে এ কষ্ট সও
কোন ভয় নেই নিশ্চিন্ত রও ক্ষতি কি নিমন্ত্রণ রক্ষায়॥
কত বড় ভাগ্যের কথা এ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ পাওয়া
দেখা যাবে কত ঋষি ভাল মন্দ যাবে খাওয়া
আমাদের একটুও ক্ষতি করার কারও নেই শকতি
তোমাদের করি মিনতি থাক তোমরা নির্ভাবনায়॥"

কীর্ত্তন

কংস পাঠালো রথ নন্দের নেই অন্য পথ
শেল নিতে হবে বুক পেতে।
ধর্ম্ম যজ্ঞানুষ্ঠান যশোদার ওড়ায় প্রাণ
কৃষ্ণও এ যজ্ঞে চায় যেতে ॥
রাণীর তনু কাঁপে কয় আকুল রিলাপে
অক্রুরকে সম্বোধন ক'রে—
"কে তুমি আসিলে একি সংবাদ দিলে
বাঁচি কি ক'রে প্রাণ ধ'রে ॥
গোপালকে কোলে পাই দৃষ্টিশক্তি রয় তাই
অন্ধ হই কৃষ্ণে না হেরে।
প্রাণ গোপাল যায় গোঠে শান্তি পাই না মোটে
দ্বারে রই যাবৎ না ফেরে ॥
গোপাল এলে বুকে চুম্বিয়া তার মুখে
চলিবার শক্তি পাই তবে।
গোপালের লাল গালে এ মুখ না লাগালে
দেহ জড়পিণ্ড হবে ॥
তোমাদের জানা নাই আমার গোপাল সদাই
খেতে শুতে আমায় খোঁজে।
আমি ঘুম পাড়ালে মাথায় হাত বোলালে
তবেই গোপাল আঁখি বোজে ॥
গোপাল ঘুমায় সুখে আমি নিয়ে বুকে
ওর পাশে শুয়ে থাকিলে।
ওঠে না ভোর হ'লে আমি 'গোপাল' ব'লে
মাথার কাছে না ডাকিলে ॥
আমি নিয়ে কোলে মুখটি না ধোয়ালে
গোপাল থাকে বাসি মুখে।

ধ'রে দিলে ননী খায় না যে আপনি
আমি খাওয়ালে খায় সুখে ॥
বসন নিজ হাতে জানে না পরিতে
পরাতে হয় তাই আমাকে।
যদি অন্যে বাঁধে শিখিপাখা—কাঁদে
'মা' ব'লে আমায় ডাকে ॥
অলকা তিলকা অন্যের হাতে আঁকা
গোপালের মনে না ধরে।
রগড়ে মুছে দিয়ে আমার আঙ্গুল নিয়ে
চন্দন ছুঁইয়ে টিপ্ পরে ॥
আমাকেই প্রভাতে প্রাণ গোপালের হাতে
ধরিয়ে দিতে হয় বাঁশী।
মধুর হেসে তখন গোঠে করে গমন
মুখে ব'লে যায় 'মা আসি' ॥"

কীর্ত্তন

রামকৃষ্ণ বোঝে মথুরায় তাদের যেতে দিতে না চায়
মা যশোদা পিতা ব্রজপতি।
বাঁধে স্নেহে পাকে পাকে সান্ত্বনা দেয় এ বিপাকে
কিন্তু নন্দ বলে রাণীর প্রতি—
"এ চিঠিতে লেখা যে রয় গোপালের সঙ্গে পরিচয়
ভাগ্নারূপে মহারাজের আছে।
কংস কি ক'রে হয় শালা আমি তো গোপ--রয় গোশালা
রাণী বুঝিয়ে কও আমার কাছে" ॥
যশোদা কয়—"প্রজাসূত্রে ভগ্নী আমি—আমার পুত্রে
মহারাজ ভাগ্নে বলেছে তাই।
গোপালের রূপ গুণ সব জেনে আসলে নিতে চায় টেনে
খলের কভু ছলের অভাব নাই" ॥

কংসের মন রাণী আবিষ্কার করেছে—এবার পরিষ্কার
হ'ল এ ব্যাপার তাই নন্দ বলে—
"মহারাজের লোকজন কত সেনাপতি শত শত
আমার গোপালকে না নিলেও চলে ॥
রাম তো আমার বন্ধুর ছেলে চলে যাবে আমায় ফেলে
সম্বল শুধু সবেধন নীলমণি।
কংসের বাপ নয় আমার শ্বশুর আমার গোপালও নয় অসুর
যে যেতে বল্লে যাবে তখনই ॥
আমরা বনের গোয়ালা হই কারো সাতে পাঁচে না রই
কারোপর খাটাই না কোন জোর।
ধার করি না—সুদ দিবার নাই খুদ কুঁড়ো যা' জোটে তাই খাই
এখানেও পড়েছে কংসের নজর ॥
গোয়ালে দুধ দুয়ে আনি ননী তৈরী করে রাণী
দুধের ছেলে গোপাল গোধন চরায়।
ননী দধি বিক্রি ক'রে যা' পাই আগে রাখি ধ'রে
রাজার কর—ভয়ে যদি সুদ চড়ায়।
এবার বৃদ্ধ হ'য়ে পড়ি গোপাল আমার অন্ধের নড়ি
বুড়ো বাপ্ মাকে দেখার নেয় দায়।
সেই গোপালকে নেওয়া মানে আমাদের বধ করা প্রাণে
কেমনে রামকৃষ্ণে দিই বিদায়" ॥

কীর্ত্তন

ব্রজে যথা তথা রটিল বারতা
রামকৃষ্ণ দুই ভ্রাতা চলেছে মথুরায়।
বৃন্দা পথে শোনে আসে কুঞ্জবনে
অতি ক্ষুন্ন মনে শ্রীরাধায় ব'লে যায়—
"ও কিশোরী মিছেই গাঁথিস্ তুই ফুলহার।
কার গলায় পরাবি বনমালা এবার ॥

এখুনি শ্যামরায় চলেছে মথুরায়
বিচ্ছেদ অনল পোড়ায় ব্রজে মন সবাকার ॥
এসেছে কংসের রথ আমাদের ধ্বংসের পথ—
যদিও রয় দাস খত— তবুও পরিষ্কার ॥"

এ কথায় রাধিকার ছুঁচ ফুটিল কেবল।
রক্ত বিন্দু জাগে যেন একটি কুঁচফল ॥

এ রক্ত মোছে না বোঝে না সূচনা
হয়—নিতে অচেনা শেল বুকে—ধ'রে বল ॥
মালা গাঁথা চলে রক্ত যা' আঙুলে
উচ কুচ মূলে পড়ে হ'য়ে টল্‌মল্‌ ॥

বৃন্দা বলে—"ও রাই আঙুলটা নে চুষে।"
এ কথায় রাই বলে রেগে উঠে ফুঁসে—

"এ তুই বলিস কিরে এঁটো হবে যেরে
মালা প্রাণেশ্বরে দেব কোন সাহসে ॥
অলুক্ষণে কথা ঘোরায় আমার মাথা
এমন রসিকতা করে কি মানুষে ॥"

বৃন্দা বলে এবার অশ্রু ক'রে পুঁজি—
"আমার কথা রাই তোর বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

সংবাদ শোনার পরে যাই নি কারোর ঘরে
তোকে বলার তরে এলাম সোজাসুজি ॥
চল্‌ যাই পথের ধারে দেখা হ'তে পারে
'শ্যামকে হবে পরে' বৃথাই খোঁজাখুঁজি ॥

হয়ত রথে উঠে পড়েছে এতক্ষণ।
শ্যাম যায় কংস রাজার রাখিতে নিমন্ত্রণ ॥

মথুরা নগরে ধনুর্যজ্ঞ করে
কংস তাই অক্রুরে রথে পাঠায় এখন ॥

দাঁড়াব রাজপথে দেব না রথ যেতে
আমরা সব একসাথে করিব আক্রমণ ॥”

রাধা কয়—“তবে চল্ আর না কোরে দেরী।
আমার কেমন হরি রথোপরে হেরি ॥

আগে দেখে আসি কৃষ্ণ ধ'রে বাঁশী
বাড়ায় শোভা রাশি গোঠে কদম্বেরই ॥
হয় আজ ত্রিভঙ্গ ঠাম ঠারে কি নয়ন বাম
বলে কি রাধানাম ও বাঁশী বাঁশেরই ?”

কে যেন আজ বিনা বাধায় ছুটিয়ে নিয়ে যায় রাধায়
আজীবন কৃষ্ণ প্রেম সাধায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় চলে।
বৃন্দা আদি গোপিনীগণ রাধায় করে অনুগমন
সহসা বাহু উত্তোলন ক'রে বৃন্দা রাইকে বলে—
“ও রাই ঐ দ্যাখ্ ওড়ে ধূলি। অশ্ব ছোটে হ্রেষা তুলি' ॥
চল্ আমরা সমুখে গিয়ে দাঁড়াই ও রথটা আগুলি' ॥
এ ব্রজ শ্যাম ক'রে নিঃস্ব দেখি কেমন হয় অদৃশ্য
দেখি কেমন আগায় অশ্ব দ'লে মোদের দেহগুলি ॥
যাচা বুক ভরা আঁখিজল ঢেলে পথ করিব পিছল
যাবে না—পিছুবে কেবল অশ্ব চাবুক মারে ভুলি' ॥
কিশোরী মনের ভয় নাশি'। দাঁড়ায় রথের আগে আসি' ॥
কৃষ্ণের পানে হাত তুলে কয়— “ও শ্যাম তোমাকে জিজ্ঞাসি ॥
আমাদের কিছু না ব'লে মথুরায় কেন যাও চ'লে
তবে কি মথুরায় হ'লে তুমি কারো প্রেম প্রত্যাশী ?
আমাদের মন কর কর্ষণ চাই তোমার প্রতিদিন দর্শন
এ বুঝে কর আকর্ষণ দিয়ে গলায় প্রেমের ফাঁসি ॥”
কৃষ্ণ গোপীদের যায় ছলি'। রথোপর থেকে যায় বলি'—
“শোন সবাই আমরা দু'ভাই কি জন্যে মথুরায় চলি ॥
জেন্ এ এক বিধির বিধান রাজারা শক্তির দেয় প্রমাণ
ধনুর্যজ্ঞের তাই অনুষ্ঠান করে কংস মহাবলী ॥

আমরা দু' ভাই শক্তি ধরি তাই পাঠায় নিমন্ত্রণ করি'
পুনরায় আসিব ফিরি' ধনু ভেঙে মুখ উজলি' ॥"
এবার ললিতা ব'লে যায়— "শোন নিঠুর ও শ্যামরায় ॥
থাকিতে পারি না আমরা একদিন ও না দেখে তোমায় ॥
যজ্ঞ ধনু ভাঙার আগে যোগ্য তনু পুরোভাগে
তোমার তো মায়া না লাগে দলিয়া যাও রথের চাকায় ॥
সদাই মনে শ্যাম নাম জ'পে তোমাতে তনু মন সঁপে
পেলাম না—পায় কংস ভূপে ক্রিয়া যজ্ঞের অহমিকায় ॥

কীর্ত্তন

অবস্থান বিসরি' শোকার্তা কিশোরী
পড়ে রথচক্র তলে।
কেশাগ্র রথ গেলে যাবে মৃত্যুর কোলে
তবু ভয় না পেয়ে বলে—
"অক্রুর বলি তোমায় দয়া কর আমায়
যেও না আমার শ্যাম নিয়া।
আমার হৃদয় তবে ছিন্ন ভিন্ন হবে
যেও না এ ব্যথা দিয়া ॥
আমি অভাগিনী দুখিনী গোপিনী
বেঁচে রই শ্যাম-দর্শন ক'রে।
শ্যাম—এ প্রাণের আধার পরশমণি রাধার
তাই শ্যামে নিও না হ'রে ॥
শ্যাম একমাত্র সঙ্গী নেয় ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী
আমার মন প্রেমে ভরাতে।
শ্যামের পূজি চরণ বুকে করি ধারণ
শ্রীপদে অশ্রু ঝরাতে ॥
শ্যামের ও মুরলী বাজে রাধা বলি'
তাই ব্রজে আমার নাম রাধা।

শ্যাম বাজাক রাধা নাম শুনিব অবিরাম
তুমি দিও না তায় বাধা ॥
কংস মহারাজা কেন দেয় এ সাজা
তার তো কোন অভাব নাই।
কত পরম সুন্দর বীর যুবক শক্তিধর
কংসে ঘিরে রয় সদাই ॥
রয় অতুল ঐশ্বর্য্য এতেই যজ্ঞের কার্য্য
সফল হবে নেই সন্দেহ।
কংসের বহু আছে আমার শুধু কাছে
একটি শ্যাম রয়—আর নেই কেহ ॥
কি নিয়ে প্রাণ ধারণ করিব—তাই বারণ
কার তোমায় শ্যামকে নিতে।
এ যদি না শোন আমি হব জেন
অনাথিনী পৃথিবীতে ॥

কাজরী—আহিরী ভাঁয়রো—কার্ফা

প্রিয়তম শ্যাম আমায় ছেড়ে যেও না চ'লে।
তোমারই প্রেমে রাঙানো এ হৃদয়খানি দ'লে ॥
হের নয়নে আমার কত অশ্রু বহে
আগেই বিরহ চিন্তায় আমার অন্তর দহে
এ তনুতে প্রাণ আমার আর বুঝি না রহে
কম্পনে পড়িতে চায় মরণ কোলে ঢ'লে ॥
তবে যদি বৃথা হয় আমার এত অনুনয়
শেষ বারের মত আমার কাছে এস প্রেমময়
একটিবার চাহ যেন নয়ন এ নয়নে রয়
শেষবার বাজায়ে যাও বাঁশী রাধা ব'লে ॥

কীর্ত্তন

পিছু হ'তে আসে ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে
গোপালের উদ্দেশে মাতা যশোমতি।
হাতে ননীর পাত্র রথোপরে নেত্র
জ্ঞান রয় কিছুমাত্র চীৎকারে কয় অতি—
"গোপাল গোপাল বাবা একবার যা দাঁড়িয়ে।
যাত্রার আগে ননী তোকে দিই নি খাইয়ে॥
মা ছুটে রথ ধরে তাই ননী সব পড়ে
তবু রথোপরে পাত্র দেয় বাড়িয়ে॥
গোপালের শ্রী মুখে শূন্য পাত্র রাখে
কৃষ্ণ পরম সুখে ঘ্রাণ নিয়ে যায় ক'য়ে—
"মাগো এমন ননী কখনও আর খাই নি
এতদিন ধ'রে তো খেলাম কত ননী॥
ননী দাও অধরে প্রতিদিন আদরে
তাই এ দেহ গড়ে এ মধুর লাবণী॥
এ স্নেহ বাৎসল্য ভুবনে অমূল্য
মাগো তোমার তুল্য আর কেউ নেই জননী॥"
ললিতা আগে এসে কয়— "হে শ্যাম তোমার পাষাণ হৃদয়
একটুও মমতা না রয় কোন ব্রজাঙ্গনার প্রতি।
মানুষের কথা দাও ছেড়ে পশুদের পানে যাও হেরে
তারাও দেখ তোমায় ঘিরে জানায় সকরুণ মিনতি॥
শ্যামলী ধবলী পিউলি। হেরে তোমায় নয়ন তুলি'॥
তোমায় যেতে বারণ করে ওদের ঐ চাহনি গুলি॥
ওদের নয়নে অশ্রুজল অবলাদের ঐ তো সম্বল
ওদের পানে চাইলে কেবল যাওয়ার কথা যাবে ভুলি'॥
হের পথে মৃগ শিখী লুকায়—অশ্রুসিক্ত আঁখি
ভূতলে তারা মুখ রাখি' চঞ্চলতায় মাখে ধূলি॥

হের বসন্ত চ'লে যায় । তোমারই সাথে মথুরায় ॥
চারিদিকে নীরবতা আর কোকিল পাপিয়া না গায় ॥
কুসুম কলি না মঞ্জরি' গন্ধ না দিয়ে যায় ঝরি'
উত্তর দাও উত্তরী পরি' কেন কাঁপি উত্তরের বায় ?
শোন অলি কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমানন্দে আর না গুঞ্জে
হে শ্যাম তোমার মহৎ গুণ যে আনন্দ দিয়ে যাও সবায় ॥
যেও না হে আনন্দময় । যাচ্ছ শুনেই শ্বাস বন্ধ হয় ॥
রথ হ'তে নেমে পড় তাই সবার উপর হ'য়ে সদয় ॥
হের দূরে নীল যমুনা এখনই হ'ল উন্মনা
আর না রহে কলস্বনা বিষাদে উজান আর না বয় ॥
আমাদের এ কথা ঠেলে এভাবে মথুরায় গেলে
সূক্ষ্ম দেহে ফিরে এলে দেখিবে মৃতা সবাই রয় ॥"
কৃষ্ণ বলে শ্রীমুখ তুলে— "ব্যাপার বোঝ নি কেউ মূলে ॥
কাল আমি আসিব ফিরে তোমাদের রব না ভুলে ॥
তোমরা আছ হৃদয় মাঝে সেটা দেখানো যায় না যে
বলতো এ বক্ষ নিজে কেটে দেখাই আমি খুলে ॥
আমি তোমাদের প্রেম প্রীতি কত যে পেয়েছি নিতি
চিরদিন স্মরি' সে স্মৃতি আনন্দে মন উঠ্‌বে দুলে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—দরবারী কানাড়া—তেওড়া

'শ্যাম ফিরিবে' পায় কথা পথ ছেড়ে দিয়ে সেথা
গোপীরা ছিন্ন লতা প'ড়ে রয় দলে দলে ।
রথচক্র তাই ঘোরে বক্র রেখা যায় প'ড়ে
মিথ্যা প্রক্রিয়া ধ'রে চক্রী মথুরায় চলে ॥
কর্ত্তব্য করিবারে কৃষ্ণ চলেছে রথে
ব্রজের এ লীলা শেষ হয় গোপীরা বসে পথে
শ্যামের এ অবহেলা বুকে দেয় শেলের ঠেলা
কি দিল বিদায় বেলা লেখা রয় অশ্রুজলে ॥

অচেতন রাধা প'ড়ে অঙ্গে রয় পথের ধূলি
সখীরা হাত লাগায়ে সে তনু ধরে তুলি'
কৃষ্ণ নামে জ্ঞান আবার ফিরে এল রাধিকার
মর্ম্মভেদী হাহাকার ক'রে কাতরে বলে—
"কোথা শ্যাম হৃদয়েশ্বর কোথা শ্যাম প্রাণসখা
বারেক ফিরে এসে দাও এ অনাথারে দেখা"
বিফল হয় এত ডাকা রাধায় গেল না রাখা
শ্রীতনু অশ্রুমাখা আবার পড়ে ভূতলে ॥

ঠুংরি—মিশ্রভৈরবী—আদ্ধা

কৃষ্ণ নেই ব্রজে গোপীদের কে কারে ওঠায়।
কৃষ্ণ তরু গেছে স'রে ছিন্ন ব্রততী লোটায় ॥
অগ্নি শলাকা রয় বুকে ভাবে যত গোপনারী
তীর বেঁধা বলাকা যেন প'ড়ে আছে সারি সারি
অলকা তিলকা আঁকা শ্যামের শ্রীমুখ শুধু স্মরি'
ব্যথা অশ্রু সরোবরে প্রেমের কমল ফোটায় ॥

রাগপ্রধান—জয় জয়ন্তী—ত্রিতাল

বিষ্ণুর পরম ভক্ত অক্রূর বোঝে কৃষ্ণ হয় অবতার।
ব্রজের কৃষ্ণ প্রেম নেহারি' কৃষ্ণে কয় বিনয়ে এবার—
"অভিভূত হলাম প্রভু ব্রজে কৃষ্ণপ্রীতি দেখে
তরু প্রাণী বেঁচে আছে তোমা 'পরে মতি রেখে
তোমার প্রেমে বিভোর সবাই তোমার চিন্তা করে সদাই
ওদের কাঁদিয়ে তোমায় তাই আনা উচিত হয় নি আমার ॥
কিন্তু কি করিব তোমার পিতা মাতা কারাগারে
হাহাকার ক'রে তোমাকে কেঁদে ডাকে বারে বারে"
কৃষ্ণ শুনে এরূপ কথা অন্তরে পায় গভীর ব্যথা
অক্রূরকে ব'লে যায় সেথা নয়নে বহে অশ্রুধার—

"পিতামাতা চরম দুখে
কালাতিপাত ক'রে চলে
আমি পরম সুখে আছি
সঙ্গে নিয়ে গোপীদলে"
কৃষ্ণ ছুড়ে ফ্যালে বাঁশী
অনুতাপ দেখা দেয় আসি'
খোলে চূড়ার কেশ রাশি
কণ্ঠের বনমালা হার ॥

বাউল—মিশ্র-ভৈরবী—কার্ফা

রাম কৃষ্ণকে রথে নিয়ে
অক্রুর মথুরায় চলে।
যমুনার ধারে এসে সে
কৃষ্ণে শুনায়ে বলে—
"প্রভু তোমরা রথে বস
আমি সিনান সেরে আসি
ব্রজের যমুনায় যারে যাও
তোমরা এত ভালবাসি"
অক্রুর তাই শুদ্ধ অন্তরে
জলে ডুব দেয় সিনান তরে
ব্রহ্ম সনাতন নাম করে
ঘাটটি পেয়ে বিরলে ॥
জলের মধ্যে অক্রুর হেরে
কৃষ্ণ বাজায়ে যায় বাঁশী
বনমালা মোহন চূড়া-
অধরে সেই মধুর হাসি
জল হ'তে শির তোলার পরে
হেরে কৃষ্ণে রথোপরে
ভাবে 'এমন হয় কি ক'রে
কৃষ্ণ রথে আর জলে ॥
কৃষ্ণ ছিঁড়ে বনমালা
ফেলে পথে বাঁশীর সাথে
কি ক'রে সেই মালা এল
বাঁশী এল কৃষ্ণের হাতে'
ডুব দেয় ভুল ভাঙিবার তরে
আবার চায় জলের ভিতরে
কৃষ্ণ চিন্ময় মূর্ত্তি ধরে
সে দেখে কুতূহলে ॥
অক্রুর মনে করে তখন
কৃষ্ণ গোপীদের যা' কহে
'গোপীরা কৃষ্ণকে পাবে
কৃষ্ণ ব্রজ ছাড়া নহে'
সে ভাবে তা' কি ক'রে হয়
তারে বুঝায় তাই দয়াময়
কৃষ্ণ ব্রজে রয় সব সময়
চিরকাল প্রতি পলে ॥

মথুরা লীলা

রজকাসুর বধ ও মালাকরকে কৃপা

রাগমালা তালমালা

ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

অক্রুরের রথে মথুরা নগর রামকৃষ্ণ পৌঁছায় গোধূলিরও পর
অক্রুরের গৃহে রাত্রিবাসের পর বাহিরে এল রামকৃষ্ণ প্রাতে।
রামকৃষ্ণ বোঝে নগর দর্শনে মথুরা অতি সুন্দর ভুবনে
যেখানে যেটা মানায় তা' এনে কংস ভোলে নি নগর সাজাতে ॥
বলরাম বলে—"এ সুন্দর রাজ্যে আমাদের পোষাক মনের মত নয়
কিন্তু যথার্থ বসন কোথায় পাই অর্থ আমাদের কাছে তো না রয়"
কৃষ্ণ কয়—"দাদা শাস্ত্র দেয় বিধান শত্রুপুরীতে ছল আর বল প্রধান
বলে সমস্যার হবে সমাধান ঐ দেখ রজক—বসন তার মাথে ॥"

ললিত—একতাল

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপযোগী বসন
ল'য়ে রজক পথে করিতেছে গমন
রজক এলে কাছে কৃষ্ণ বসন যাচে
ভাড়া—জানা আছে— ওরা চায় খাটাতে ॥
কিন্তু কংসের বসন রজক ধুয়ে আনে
ভাড়া দেবার নামে ভয় পেয়ে যায় প্রাণে
কয় রামকৃষ্ণে হেরি'— "যাবে যমের বাড়ী
তাই তোমাদের পারি শ্মশান বেশ পরাতে ॥"
কৃষ্ণ বলে—"সাজাও যাতে আশা পুরে
আমরা রাজার ভাগ্‌নে যাব তাই রাজপুরে"
রজক কয়—"দুপুরে গরু চড়াস—পুড়ে
গেছিস্ তাই—উপুড়ে থাক্—কাজ কি তোর কথায় ॥"

মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

কৃষ্ণ তার রূপের নিন্দা সহ্য করিতে নারে
রজকাসুরে বলে— "কালোই ভালো সংসারে"
রজক কয়—"কেমন ভালো দেখি তোকে এবারে
ধোবি পাটে আছাড়ে মারব তুলে দু'হাতে ॥"
কৃষ্ণ রজকের গণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করে
বসন হয় লণ্ড ভণ্ড প্রকাণ্ড অসুর মরে
রাম বলে—"চড় দণ্ডে অসুর বধিস এক দণ্ডে
বসন পাই রজক গণ্ডে একটি চপেটাঘাতে ॥
কিন্তু ভাই বসন পরা আমাদের যে জানা নাই
চল্ আগে গিয়ে দেখি যদি তাঁতি খুঁজে পাই"
পাওয়া গেল তন্তুবায় রামকৃষ্ণে বসন পরায়
কিন্তু কৃষ্ণের পরশ পায় তাই প্রেমানন্দে মাতে ॥

জৌনপুরী--ত্রিতাল

এবার চাই পুষ্প আভরণ রামকৃষ্ণ পথ পানে চায়
দেখে এক মালাকার আসে ফুলহার অনেক পশরায়
বলরাম কয় "ও মালী ভাই আমাদের ফুলের মালা চাই
কিন্তু আমাদের কড়ি নাই পারবে কি মালা যোগাতে॥"
এক দৃষ্টি দিয়ে রামকৃষ্ণে মালী দেখিতে লাগিল
অশ্রু কম্প পুলক মালীর প্রেমে সর্ব্বাঙ্গে জাগিল
দৃষ্টি কৃষ্ণের মুখোপরি রেখে বলে "মরি মরি
এই গোলকবিহারী হরি পড়ে আমায় দৃষ্টিপাতে ॥
সব মালা দেব তোমাদের যদি পর হাতে আমার
তোমাদের অঙ্গের পরশে নিশ্চয় আমি হব উদ্ধার"
রামকৃষ্ণ রাজী হ'য়ে যায় মালী নিজ হাতে সাজায়
সাজায়ে মহাতৃপ্তি পায় প্রেমানন্দও পায় সেই সাথে॥

কুব্জা মিলন

কীর্ত্তন

রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবের সাজ চায় মথুরার রাজপথ ধ'রে যায়
'ভাবে বসন ফুলহার পায় চন্দনের শুধু প্রয়োজন।
সহসা হেরে এক নারী পথে আসে কুৎসিত ভারি
কিন্তু দু'ভাই যায় নেহারি' তার হাতে বিবিধ চন্দন ॥
সে যায় পথের ধারে ধারে। সোজা হাঁটিতে না পারে ॥
সামনের দিকে ঝুঁকে চলে অতি বিশাল কুঁজের ভারে ॥
মাথায় পড়েছে বিরাট টাক গোল মুখটি যেন বোলতার চাক
তাতে বসন্তের দাগ থাক্ থাক্ গায়ের রঙ্ মেশে আঁধারে ॥
গলগণ্ড রয় গলাময় গজদন্ত—নাক চ্যাপ্‌টা হয়
খোঁড়া—পাদুটো সমান নয় ট্যারা চোখ চায় ঠারে ঠারে ॥
কৃষ্ণ পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। সে নারী কৃষ্ণের পানে চায় ॥
নারী ভাবে—'মরি মরি এ রূপ ধরে কোন দেবতায়' ॥
কৃষ্ণ তাকে যায় জিজ্ঞাসি'— "কে তুমি—কি নাম রূপসী"
নারী বলে—"কংসের দাসী লোকে কুব্জা বলে আমায় ॥"
শুধায় আবার নন্দনন্দন— "চল্লে কোথায় এমন হন্‌হন্"
কুব্জা বলে—"ঘ'ষে চন্দন প্রতিদিন দিতে হয় রাজায় ॥"
কৃষ্ণ বলে—"কুব্জা দাঁড়াও। আমাদের ঐ চন্দন মাখাও।"
কুব্জা সবিনয়ে বলে— "মাখাই—যদি পায়ে স্থান দাও ॥"
কৃষ্ণ বলে—"হে সুন্দরি তুমি আমার প্রাণেশ্বরি
রাজী হও তো বুকে ধরি পায়ে কেন স্থান নিতে চাও ॥"
কুব্জা বলে—"কিন্তু প্রভু কুব্জা আমি—চাও কি তবু"
বলে করুণাময় বিভু— "কুব্জা সমুখে এসে চাও ॥"

রাগমালা—তেওড়া

—আড়ানা—

কৃষ্ণ দাঁড়াবার আদেশ দেয়—কুব্জা পায় প্রেমাবেশ
তার মনে ভয়ের নেই লেশ চেয়ে রয় কৃষ্ণের পানে ॥

কুব্জার দু'পা সেইক্ষণে কৃষ্ণ চাপে চরণে
কুব্জার চিবুক ধারণে মুখটা ওঠায় একটানে ॥
পরম পুরুষের পরশ কুব্জায় রূপসী করে
তিলত্তমার মত সে পরম সুন্দর রূপ ধরে
কুব্জার জীবন হয় ধন্য পায় যৌবন-রূপ-লাবণ্য
কিন্তু দৃশ্য এক অন্য কুব্জা হেরে সেখানে—

—মালকোষ—

'রমণীয় কাননে সুন্দর কুটীর বিরাজে
দুই ধনুর্দ্ধারী সেথা এক রমণী রয় মাঝে
কুব্জা বোঝে এই শ্রীরাম পাশে যে—লক্ষ্মণ তার নাম
মাঝে সীতা—তাই প্রণাম করে সে আকুল প্রাণে ॥
কুব্জা হেরে সেথা এক রাক্ষসী নারীর বেশে
রামকে মালা পরাতে চাহিল ভালবেসে
রাম তাকে করে বারণ- সে না শোনে—তাই লক্ষ্মণ
করে তার নাসাচ্ছেদন সে পলায় অভিমানে' ॥

—বসন্ত—

কুব্জা বোঝে 'সেই নারী সুর্পনখা রাক্ষসী
সে নিজেই সুর্পনখা নাকটাও তাই ছিল খসি'
ত্রেতাযুগে যার কাছে নিজে গিয়ে প্রেম যাচে
সে এবার আসিয়াছে ডাকে প্রেমের আওভানে'
কুব্জা বুঝে নেয় 'রাবণ এ যুগে হ'ল কংস
রামচন্দ্র কৃষ্ণ হ'য়ে কংসে করিবে ধ্বংস-
জ্যেষ্ঠ হ'ল কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ হ'ল জ্যেষ্ঠ
দু'ভাই করিবে ইষ্ট ভক্তদের অভয় দানে' ॥

রাগপ্রধান—বাহার—ত্রিতাল

কুব্জা সযতনে সাজায় বসুদেবের দুই নন্দনে।
প্রেমানন্দে সুগন্ধময় নানাবিধ চন্দনে ॥

অলকা তিলকা আঁকে তার ফাঁকে লাল চন্দন ভরে
দুই চন্দনে শ্রীমুখে কি সুন্দর শোভা ধারণ করে
নাসা 'পরে রসকলি টানে প্রেমরস সকলই
কুব্জা ঢালে ফুলের কলি রামকৃষ্ণের চরণ বন্দনে ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

পরমা সুন্দরী কুব্জা আসে আপনার ঘরে ॥
পাশের বাড়ীর বৃদ্ধা তাকে দ্যাখে কৌতূহল ভরে॥
কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কুব্জাকে শুধাল ডেকে—
"তোমায় তো আগে দেখি নি এলে তুমি কোথা থেকে ?"
কুব্জা ব্যাপার ভেবে পায় না এখনও দেখেনি আয়না
বোঝে বুড়ী দিতে চায় না সে কড়ি যা' ধার করে ॥
অবাক হ'য়ে কুব্জা বলে "মাসি তোমার হ'ল একি
আমি কুব্জা চিন্‌তে তুমি পারছ না আমাকে দেখি'
কালই তুমি এসে আমার তিন কুড়ি কড়ি নিলে ধার
মতলবটা বল কি তোমার ফাঁকি দিতে চাও পরে ॥"
নিজের গালে চড় বসিয়ে বৃদ্ধা কোপে বলে তবে—
"অবাক করলি মা তুই আমায় তোর কাছে ধার করলাম কবে ?
ধার নিয়েছি কুব্জার কাছে তাতে তোর কি বলার আছে ?"
কড়ি হাত ছাড়া হয় পাছে কুব্জা কয় উচ্চস্বরে—
আমিই তো কুব্জা আমাকে চিন্‌তে কেন হচ্ছে দেরী
এ চীৎকারে পাশের লোকজন এসে এ রগড় যায় হেরি'
সবাই বলে তাড়াতাড়ি— "কুব্জা গেছে রাজার বাড়ী
তোমায় তো চিনতে না পারি" কুব্জা বিপদে পড়ে ॥
কুব্জা ভাবে—'ভালই হোলো ভবে একা থাক্‌বো আমি
তবে আমার আপন হবেন কৃষ্ণ—যিনি জগৎস্বামী
আমার বলতে যা' কিছু রয় আজ থেকে সবই কৃষ্ণের হয়'
এভাবে ভুবন কৃষ্ণময় হেরে কুব্জা চোখের 'পরে ॥

কংস বধ

রাগমালা তালমালা

বৃন্দাবনী সারং—ঝাঁপতাল

পুরাতে জনগণের মনস্কাম কংসালয়ে যায় কৃষ্ণ বলরাম
বৈষ্ণব রূপ ধরে নয়নাভিরাম রয় ফুলমালা শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
রামকৃষ্ণে দেখা গেল এবারে কংস আর লোকজন চিনিতে পারে
কুবলয়াপীড় হস্তি রয় দ্বারে কংস ছাড়িতে আদেশ দেয় তখন॥
হস্তি রামকৃষ্ণের পথরোধ করে কৃষ্ণ মাহুতকে কয় স'রে যেতে
মাহুত হস্তিকে উস্কাইয়া দিল হস্তি ক্ষেপিয়া যুদ্ধে যায় মেতে
শুণ্ড উঠায়ে কুণ্ডলি পাকায় কৃষ্ণের পানে সে সরোষে তাকায়
সহসা যেন শম্পা চমকায় কৃষ্ণ দন্ত তার করে উত্তোলন॥
সে বিশাল দন্তে কৃষ্ণ একটি বার হস্তির মস্তকে আঘাত ক'রে যায়
আঘাতে উচ্চ বৃংহিতধ্বনি ক'রে গজরাজ পড়ে ভূশয্যায়
মাহুতাসুরও পড়েছে আগে হস্তি পড়ে তার উপরিভাগে
বিশাল হস্তির চাপ তার দেহে লাগে নাড়ি ভুঁড়ির হয় বহির আগমন॥

ভীমপলশ্রী—একতাল

যজ্ঞ ধনুর পূজা সত্যক করে যেথা
রামকৃষ্ণ দুটি ভাই ছুটে আসে সেথা
ধনু আপন কোলে কৃষ্ণ যখন তোলে
সত্যক ওঠে বোলে "কোর না এ স্পর্শন।।"
কৃষ্ণ বলে—"কেন? স্পর্শে কি দোষ করে
আমি ওঠাই ধনু ভঙ্গ করার তরে"
সত্যক পুরোহিত কয়— "এ তোমার কর্ম্ম নয়"
কৃষ্ণ জানু'পরে করে ধনুঃস্থাপন।।
কংসের পুরোহিত কয়— "কি কর কি কর
কে কোথায় রয়েছ এ বালককে ধর"
কৃষ্ণ দিয়েছে টান ধনু ইক্ষুর সমান
ভেঙ্গে হ'ল খান্ খান্ সবাই করে দর্শন॥

পূরিয়া ধানেশ্রী—ত্রিতাল

কংসের এ যজ্ঞে এসেছে বহু সাধু মুনি ঋষি
তারা এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য হেরে সভায় বসি'
হেরে এই সেই বিশ্বপিতা সাধুজনের পরিত্রাতা
দুষ্কৃতদের দণ্ডদাতা গোলকবিহারী নারায়ণ ॥
এইতো জনক রাজার সভায় সে বার করে ধনু ভঙ্গ
এ যে সেই বিধাতার ধাতা সব দেবতা যার নেয় সঙ্গ
ধারণ করে ঐ কলেবর ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বর
গ্রহাদি চন্দ্র দিবাকর অগ্নি বরুণ ইন্দ্র পবন ॥
রমণীরা মদন মোহন ব'লে ধরে—করে না ভ্রম
কংস বোঝে তার অন্তিম কাল এসেছে সেই—কালান্তক যম
বাহু তুলে করে চীৎকার— "চানুর মুষ্টিক একে সংহার
ক'রে আমার নাও উপহার কণ্ঠের হার যাতে রয় রতন ॥"

মালকোষ--তেওড়া

চানুর মুষ্টিক এ দু'জন মহাবীর মহামল্ল
পরাক্রমে কেহ নাই ভুবনে এদের তুল্য
কংসের স্নেহে কাটে কাল ননী খায় সকাল বিকাল
এখন এল কংসের কাল তাই এরা করিবে রণ ॥
বাজিল রণভেরী কাঁপিল রণ চত্বর
চানুর মুষ্টিক দু'জনে এগিয়ে আসে সত্বর
মুষ্টিক পরাৎপরে পর ভেবে ঝাঁপাল পর পর
রামমুষ্টিতে হয় ফাঁপর করে পরলোক গমন ॥
চাণুর কৃষ্ণকে শূন্যে তোলে দুই জানু ধ'রে
কেশব চাণুরকে টানে তার কেশাকর্ষণ ক'রে
চাণুর ভূতলে পড়ে কৃষ্ণ তার বক্ষোপরে
চানুর চানাচুর—পরে স্থাণু হয়—লভে মরণ ॥

কংসের আদেশে অস্থ মল্লরা হয় আগুয়ান
কুট, শল, কোষল আদি নাম কিন্তু সবারই যায় প্রাণ
কংসের গেছে সব আসল কেউ নেই নিতে তার কুশল
মুষল ধারীরা কৌশল ক'রে করে পলায়ন।

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্রা

কংস ডাক দিল কণ্ঠস্বর ক'রে উচ্চতর—
"কে কোথায় আছ ভাই সকল আমায় রক্ষা কর॥
আমি তোমাদের মহারাজ আজ আমাকে তোমরা বাঁচাও
বসুদেবের এই পুত্রদের নগর থেকে দূর ক'রে দাও
বধ পিতা উগ্রসেনে নন্দকে এখানে এনে
শৃঙ্খল পরাও পায়ে—টেনে ওর সম্পত্তি হর॥
বধ কর বসুদেবেরে শত্রু আমার জন্মাবধি"
কৃষ্ণ কংসে কয় সম্বোধি'— "তার আগে তোমাকে বধি
তোমার নেই কোন সু-বোধই পীড়ন কর নিরবধি
তুমি হেথায় হবে বোধি যেমন ব্যাধি ধর॥"
কৃষ্ণ লম্ফ প্রদান করে কংসের মঞ্চোপরে ওঠে
কেশ ধ'রে অনেক নীচেতে ফেলে—কংস ভূমে লোটে
গিরিধারী দেয় গুরুভার অসুর—গুরু মরে এবার
গুরু গুরু মেঘ ডেকে কয় যেন 'হর হর'॥

প্রভাতী সুর—কার্ফা

পাপিষ্ঠ কংসকে কৃষ্ণ বিনাশিল তৃণ সম।
কংসের অষ্ট ভ্রাতা আসে নেই তাদের বল পরাক্রমও॥
তৃণ যেন ধেয়ে আসে ওড়ে দেখে মহীরুহ
কৃষ্ণ সকলকে বধিল যুদ্ধে আর রইল না কেহ

হিংসাপরায়ণ রয় কংস সবংশে তাই হ'ল ধ্বংস
দুর্বৃত্তদের বাকী অংশ কয় "প্রভু আমাদের ক্ষম ॥"
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

বসুদেব দেবকীর কারামুক্তি লাভ

কীর্ত্তন

দুষ্টের দমন সাধি' ওঠে অন্তর কাঁদি'
কৃষ্ণ জন্মাবধি পিতামাতা ছাড়া।
রাম কৃষ্ণ দু'টি ভাই অস্থির মতি হয় তাই
ক্ষুধা তৃষ্ণাও যে নাই চলে যেথা কারা ॥
পিতৃমাতৃ ভক্তির দেখায় পরাকাষ্ঠা।
পিতামাতা সমেত সকল প্রাণীর স্রষ্টা ॥
কুসুম কোমল হৃদয় পেয়েছে সুসময়
বিলম্ব আর না সয় দেখায় কর্ম্মে নিষ্ঠা ॥
ঘুচায় কলুষ কালো আনে শান্তির আলো
ন্যায় নীতি যা' ভালো জাগায় সত্যদ্রষ্টা ॥
কংসের নিধন বার্ত্তায় কারাগার রক্ষীগণ।
বন্দিগণে ফেলে করেছে পলায়ন ॥
মূর্ত্তিমান অত্যাচার মর্ত্তের এই কারাগার
মুক্ত আজ তারই দ্বার নেই এখন নিপীড়ন ॥
রাম আর কৃষ্ণ আসে ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে
পিতামাতার পাশে বন্দিতে শ্রীচরণ ॥
দু'বাহু বাড়ায়ে দু'টি পুত্র পড়ে।
বসুদেব দেবকীর চরণের উপরে ॥
মুক্ত করে শৃঙ্খল আনন্দে হয় বিহ্বল
কমল আঁখিতে জল নেমে ভূমে ঝরে ॥

অঙ্গে বৈষ্ণব সজ্জা মনে দৈন্য লজ্জা
কৃষ্ণ ভূমি শয্যা নিয়ে কয় জোড় করে
"মা আমরা এসেছি দেখ একবার চেয়ে।
আমরা ছাড়িব না আর মা তোমায় পেয়ে॥"

পুত্রের পেয়ে গন্ধ কেঁদে নয়ন অন্ধ
মায়ের কি আনন্দ অশ্রু ধায় বুক বেয়ে॥
কম্পিত বাহুদ্বয় যেখানে পুত্র রয়
ধীরে অগ্রসর হয় কণ্ঠস্বর যায় ক'য়ে—

"কে রে কৃষ্ণ এলি আয় আমার এ কোলে।
জুড়ালি আমার প্রাণ আমাকে মা বোলে॥

গর্ভে ধরেও তোকে দেখি একবার চোখে
তাই তোর এই মা ডাকে এ হৃদয় যায় গ'লে॥
রেখেছি প্রাণ ধ'রে দেখব কোলে তোরে
আয় বুকের ওপরে এ বুক যাচ্ছে জ্ব'লে॥"

দেবকীর অঙ্গুলি থর থর কেঁপে।
বুলায়ে যায় কৃষ্ণের মুখ মণ্ডল ব্যেপে॥

কৃষ্ণ আসে আগে মা ধরে সোহাগে
অশ্রু কম্প জাগে পুত্রে ধরে চেপে॥
রামকৃষ্ণ দেবকীর পবিত্র অশ্রুনীর
কারাগারকে মন্দির গড়িল প্রলেপে॥

বসুদেব রামকৃষ্ণের পেল স্নেহালিঙ্গন।
ভরে অশ্রু কম্প পুলকে তনুমন॥

কারায় থেকে বন্ধ অন্ধকারে অন্ধ
তবু সত্যসন্ধ হ'য়ে কাটায় জীবন॥
পুত্র তার ভগবান আজ মুক্তি করে দান
কৃষ্ণ প্রেমে তার প্রাণ উথলায় ক্ষণে ক্ষণ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসন দান

রাগমালা—তালমালা

বাগেশ্রী—ত্রিতাল

রামকৃষ্ণ ফেরে প্রাসাদে ল'য়ে জনক জননীরে।
কৃষ্ণ এ আনন্দেও হেরে উগ্রসেন রয় আঁখি নীরে ॥
উগ্রসেনের কাছে গিয়ে কৃষ্ণ বলে ক'রে বিনয়—
"মহারাজের এ শোক কেন কংস আপনার পুত্র নয়
ও আপনার ক্ষেত্রজ হয় দ্রমিল দানবের ও তনয়
যদুবংশের রক্ত না রয় অসুর রক্ত ছিল ঘিরে ॥
এ যদুকুলের আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ
রাজ্য ভার গ্রহণ করুণ তাই কেউ করিবে না অনিষ্ট
যদু বংশীয় পুরুষগণ কংসের অত্যাচারে তখন
দেশ ছেড়ে করে পলায়ন এবার তারা আসবে ফিরে" ॥

আড়ানা—তেওড়া

মাতামহ উগ্রসেন চিন্তা করে মনে মন—
'বলে রাজ্যলাভ করেও কৃষ্ণ ছাড়ে কি কারণ
শুনেছি এমন কথা কৃষ্ণ করে শঠতা
কথা না রেখে ব্যথা দেয় বহু গোপিনীরে' ॥
মুখে বলে উগ্রসেন— "আমি বৃদ্ধ দুর্বল তাই..."
কথার মাঝে কৃষ্ণ কয়— "আপনার কোন ভয় নাই
আমার রাজ্যরক্ষা ভার শত্রু নিধন কাজ আমার
বিচার কার্য্য আপনার রাজ মুকুট রবে শিরে ॥
আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রে যাই
উচ্চ সম্মানের তরে রাজ্য শাসনের লোভ নাই

ক্লিষ্টজন ডাকে সদাই কংসে বিনাশ করি তাই
পাপ মুক্ত করিতে চাই আমি এই পৃথিবীরে" ॥

সোহিনী—একতাল

উগ্রসেন কয়—"তুমি সত্যই প্রজাপালক
মহাশক্তি ধর হলেও তুমি বালক"
সর্বশক্তিমান কয়— "ধর্ম্মেই সব শক্তি রয়
ন্যায় পথেই সম্ভব হয় বধিতে বলীরে ॥"
উগ্রসেন কয়—"যদি কংসের মিত্র সবে
এ রাজ্য আক্রমণ করে তো কি হবে?"
সর্ব্বজ্ঞানাকর কয়— "এ ধর্ম্মের রাজ্য হয়
ধর্ম্মই করিবে জয় নিশ্চয় বিধর্ম্মীরে" ॥
উগ্রসেন কয়—"ধর্ম্ম হয় কি রাজার গুনে?"
সর্ব্বগুণাকর কয়— "রাজার গুণ নিন শুনে
ক্ষান্তি শৌচ দয়া মঙ্গল অনসূয়া
অনায়াস অস্পৃহা উদারভাব গভীরে ॥"

বেহাগ—ঝাঁপতাল

উগ্রসেন এবার তুষ্ট হ'য়ে যায় রাজসিংহাসনে আরোহন করে
এ রাজ্য সুষ্ঠ পরিচালনায় কৃষ্ণের নামে দিক দিগন্ত ভরে
যদু কুলোদ্ভব পুরুষ নারীগণ শোনে মথুরায় হয় দুষ্টের দমন
আবার দেশে তাই করে আগমন বসবাস করে যমুনার তীরে ॥
পরে অবশ্য প্রতিশোধ নিতে কংসপক্ষীয় কিছু অসুর দল
সুযোগ অন্বেষি' মথুরা প্রান্তে সমবেত হয়—দেখায় কিছু বল
কিন্তু রাম কৃষ্ণ জানে নানা ছল জানে বিবিধ যুদ্ধেরও কৌশল
তাই ভয়ে পলায় দুর্বৃত্ত সকল অসুর মুক্ত হয় নগর অচিরে ॥

রামকৃষ্ণের উপনয়ন

কীর্ত্তন

এখন মথুরা নগরে পরম শান্তি বিরাজ করে
মুনি ঋষিরা যায় আসে কত।
সে দিন আসে গর্গ মুনি বসুদেব সে কথা শুনি'
মুনির কাছে গিয়ে হয় প্রণত॥
পাদ্য অর্ঘ পাওয়ার পরে গর্গ বলে স্নেহ ভরে—
"আমি পুরোহিত এই যদুকুলে।
কৃষ্ণ নাম রাখি এই সূত্রে আমিই দেখে তোমার পুত্রে
যাই যখন নন্দালয়ে গোকুলে॥
কৃষ্ণ নামের গুণ অনন্ত এ নাম নিলে তাপ হয় অন্ত
শোক বিলাপ থাকে না পাপ যায় দূরে।
দুর্ব্বলেরা বল পায় মনে দুর্বৃত্ত ভঙ্গ দেয় রণে
এ নাম ভীত করে সুরাসুরে॥
এ নামে আনন্দ অপার ভব সিন্ধু হ'য়ে যায় পার
যে জন কৃষ্ণ নাম ভজনা করে।
এর পরে আসিবে সেই কাল লোকে দুখে হবে নাকাল
কিন্তু তরিবে কৃষ্ণ নাম তরে॥
এখন বলি তোমার কাছে আর একটা কাজ বাকী আছে
রামকৃষ্ণের উপনয়ন হয় দিতে।"
সভাসদেরা কয় সবে— "নিশ্চয় এবার দিতে হবে
ক্ষত্রিয়ের সংস্কার হয় মানিতে"॥
রাজপণ্ডিত কয় কথা ভিন্ন— "বার বৎসর খায় গোপান্ন
রামকৃষ্ণের উপনয়ন কি হবে?"
ব্রজরাজ নন্দ রয় হেথায় এ কথা ঢোকে না মাথায়
তবু কয় আর না থেকে নীরবে—

"জাতির কথাতে অবশ্য ব্রজগোপ সকলে বৈশ্য
আমার ছেলের দিতে হবে পৈতে।"
গর্গ বলে "উপনয়ন ক্ষত্রিয়াচারে দাও এখন"
নন্দ কয় কথা না পেরে সইতে—
"ক্ষত্রিয় জাত কোথায় পেলে কৃষ্ণ তো আমারই ছেলে"
গর্গ কয়—"শোন নন্দ যা' কই।
এর পর তোমার কি মনে হয় কৃষ্ণের গোপ ব'লে পরিচয় ?
কৃষ্ণ ঘোষ ব'লে করিবে সই ?
কৃষ্ণ তোমারও পুত্র নয় বসুদেবেরও নয় তনয়
রামকৃষ্ণ অন্বয়—এক অবতার।
এক বিষ্ণু দুই মূর্ত্তি ধরে এল প্রাণীর হিতের তরে
পাপ নাশি' হরিবে অবনী ভার ॥"
এ কথা নন্দ না বোঝে বৃদ্ধ গোপ বলে সহজে—
"একি বল্লে তুমি মুনি হ'য়ে।
দুধের ছেলে গোপাল আমার তার কাঁধে দেবে ননীর ভার ?
আমার গোপাল সে ভার যাবে স'য়ে ?
আমি গরীব বনে থাকি তবু আমি লোকজন রাখি
ননী ব'য়ে নিয়ে যেতে হাটে।
গোপাল তুই ব্রজে চল্ তবে নইলে তোকে বইতে হবে
বাঁকে ক'রে ননী পথে ঘাটে ॥"
গর্গ বলে—"নন্দ তোমার পুত্রে বইতে হবে যে ভার
সে ভার বইতে অন্য কেউ না পারে।"
রামকৃষ্ণের হয় উপনয়ন বহু লোকে পায় নিমন্ত্রণ
ধুম্ ধাম্ হ'ল যেমন হয় সংসারে ॥

নন্দ বিদায়

রাগমালা তালমালা

গুজ্জরী তোড়ি—ঝাঁপতাল

ব্রজরাজ নন্দ আছে মথুরায় ভাই উপানন্দ আছে তার সেবায়
এ ত্বু'টি গোপে তাই শুনিতে পায় যে সকল কথা ছড়ায় রাজ্যময় ॥
প্রজারা বলে—"রামকৃষ্ণ ত্বু'ভাই ক্ষত্রিয়—অসীম শক্তি ধরে তাই
রামকৃষ্ণই রাজা আমাদের ভয় নাই অসুরগণ সদাই মানে পরাজয় ॥"
উপানন্দকে নিয়ে তাই নন্দ আড়ালে এরূপ কথা ব'লে যায়
"আমার মনে হয় আমার গোপালকে বসুদেব ফাঁকি দিয়ে নিতে চায়
বসুদেব রামকে রাখিতে পারে গোপালকে আট্‌কায় কোন অধিকারে
গোপাল জন্মেছে রাণীর জঠরে যশোদার আমার গোপালই হৃদয় ॥
তবে যে শুনি বসুদেব করে মথুরায় ধর্ম্ম রাজ্যেরই স্থাপন
এ কথা মিথ্যা সেই প্রবাদ চলে 'যে আসে লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ'
এ আবার কেমন ধর্ম্ম ন্যায় নীতি এ কি দেখানো সখাকে প্রীতি
আমার পুত্রকে বসুদেব স্থিতি করায়ে দিচ্ছে মিথ্যার পরিচয় ॥"

আশাবরী—একতাল

বসুদেবের কাছে গিয়ে নন্দ বলে
"অনেকদিন রই হেথায় আর না থাকা চলে
ব্রজে তোমার সখী গোপালকে না দেখি'
রাঙা করে আঁখি কেঁদে কেঁদে নিশ্চয় ॥
আর তো কোন ভয় নেই রামকে তুমি রাখ
পত্নী পুত্র নিয়ে তুমি সুখে থাক
আমায় বিদায় দাও তাই গোপালকে নিয়ে যাই
ত্বুপুরের দেরী নাই আঁধার হ'লে হয় ভয় ॥"

যখনই গোপালকে সঙ্গে নিয়ে চলি
দোলায় ব'সে আমি কি করি তাই বলি
গোপালকে নিই কোলে কারণ দোলা দোলে"
বসুদেব যায় বোলে চোখে নিয়ে বিস্ময়—

যোগিয়া—ত্রিতাল

"কৃষ্ণে বিদায় দেব কি ভাই কৃষ্ণ তো দেবকীর ছেলে
দৈবাদেশে কাজ করেছি তাই তুমি পালিতে পেলে"
নন্দ বলে "একি কথা কেন আমার ঘোরাও মাথা" ?
বন্ধু পাবে বিষম ব্যথা জেনেও তখন বসুদেব কয়—
"যে রাতে যশোদা সখী প্রসবিল এক তনয়া
সে রাতে কৃষ্ণে প্রসবে দেবকী—কি দৈবীমায়া
আমি দৈববাণীর বশে দুর্যোগে গোকুলে এসে
কৃষ্ণে রেখে সখীর পাশে কন্যা নিয়ে যাই সে সময়।।
কংস বধিয়াছে যাঁকে সে সখী যশোদার কন্যা
আমার কৃষ্ণের প্রাণ বাঁচায়ে নন্দরাণী হ'ল ধন্যা
করিল যতনে পালন স্নেহ ঢেলে অসাধারণ
যে সব কথা করি শ্রবণ জীবনে তা' ভুলিবার নয়।।
তাই তুমি শুধু সখা নও তুমি আমার প্রাণের মিতা
আমার দুই পুত্র রাম কৃষ্ণ তুমি তাদের পালক পিতা
কারাগারে হ'য়ে বন্ধ কেঁদে কেঁদে ছিলাম অন্ধ
রামকৃষ্ণকে তুমি নন্দ পাঠালে তাই মুক্তিলাভ হয়।।"

কীর্ত্তন

বসুদেবের কথা গুলি শুনে নন্দ স্থান যায় ভুলি'
হৃদয় আকুলি বিকুলি করে যেন কি হারায়ে।
গোপালকে তার পুত্র জানে এতে সন্দেহ কোন্ খানে ?
তাই সে অবাক বিস্ময় মানে বলে কণ্ঠস্বর জড়ায়ে—

"এ কথা আমি না মানি। কি কথায় কি ফেল্লে আনি' ॥
এ ব্যাপার হ'লে আমাকেও জানাত ঐ দৈববাণী ॥
করিনি কোন অপরাধ দৈব কেন আমায় দেয় বাদ
জানলে করিতাম প্রতিবাদ এ বিপদ নিতাম না টানি' ॥
আমার হ'ত না দুর্মতি আমরা গোপ—সরল অতি
সে সুযোগ নিয়ে নিয়তি আমাদের যায় ব্যথা হানি' ॥
এ অতি নিষ্ঠুর পরিহাস। ধরায় কে করিবে বিশ্বাস?
এ শোনা অবধি বুকে ঠেলা দিয়ে যায় নাভিশ্বাস ॥
জানিতাম মিথ্যা না বল তুমি সত্য পথে চল
গোপালের রূপ ঢল ঢল দেখে তোমার নিতে হয় আশ ॥
আমার গোপাল হওয়ায় পরে এসেছি মথুরাপুরে
দেখা করি তোমার ঘরে তখন বল নি আমার পাশ ॥"
ব্রজরাজ হাঁপাতে থাকে। অশ্রু গড়ায় বুকের ফাঁকে ॥
বসুদেব তাই নন্দের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখে ॥
সখা ভাসে অশ্রুজলে বসুদেব মোছায় অঞ্চলে
বন্ধুকে বুঝায়ে বলে প'ড়ে এরূপ ঘোর বিপাকে—
"তুমি সখা ভাল জান মিথ্যা বলি না কখনও
এ কথা নহে সাজান শপথ ক'রে কই তোমাকে ॥
এ যে অপ্রিয় সত্য হয়। মানি বিশ্বাসের যোগ্য নয় ॥
আপন পুত্র ব'লে তবু কৃষ্ণের দিয়ে যাই পরিচয় ॥
না পেলে তোমার উপকার না পেলে করুণা তোমার
কারা হ'তে আমি উদ্ধার জীবনে পেতাম না নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ সব বুঝিতে পারে ঐ দেখ আসে এ ধারে
শুধাও কৃষ্ণের ব্রজে ফিরে যেতে কি এখন ইচ্ছা রয় ॥"
নন্দ কয় বিপদ না গণি'— "শোন ও বাবা নীলমণি।
আমার সঙ্গে ব্রজে ফিরে চল বাপ্ তুমি এখনি ॥

ব্রজে তোমার রাখাল ভাইগণ তোমার জন্যে করে রোদন
কেঁদে কেঁদে হয় অচেতন তোমার মাতা ল'য়ে ননী" ॥
কৃষ্ণের কিছুই অজানা নয় যশোদার স্নেহে বাঁধা রয়
তাই নন্দরাজার কাছে কয় পৌরুষ জাগায় কণ্ঠের ধ্বনি—

কাজরী—পাহাড়ি—আদ্ধা

"কে কার পিতা কে কার মাতা কে কার তনয়।
পরমাত্মার কণা সবাই বিষ্ণুমায়াতে বদ্ধ রয় ॥
কুসুম ফুটে রূপ দেখায় তার পবনে তার গন্ধ বিলায়
অলি ব'সে তার রেণুতে অন্য ফুলের রেণু মিলায়
ফল জন্মে মিশ্রণের তরে সে ফলে আবার বীজ ধরে
বীজ খ'সে মাটিতে পড়ে আবার বৃক্ষের জন্ম হয় ॥
কর্ম্মফলে জন্ম লভি' প্রাণী সুখ শোক ভোগ করে
সৃষ্টিরক্ষায় সন্তানরূপে মোহসুখেরই ফল ঝরে
সর্ব্বত্র এই একই চিত্র আত্মার গতি হয় বিচিত্র
মায়াতে রয় শত্রু মিত্র প্রকৃত কেউ কারো নয় ॥"

কীর্ত্তন

কৃষ্ণ যে কথা কয় হৃদয়ঙ্গম না হয়
নন্দ বিমূঢ় ভাবে চায়।
নন্দের কাঁপে অঙ্গ হয় কণ্ঠস্বর ভঙ্গ
একি রঙ্গ প্রকাশ পায় ॥
সে চায় কৃষ্ণের সঙ্গ অশ্রুধার—ভুজঙ্গ,
সম বক্ষে নেমে আসে।
এই বুঝি সে দংশন করিবে তাই স্পন্দন
থাকে নন্দের বুকে ত্রাসে ॥
আসে ট'লে ট'লে কৃষ্ণে টানে কোলে
সকরুণ নয়নে বলে—

"বাবা গোপাল আমার তোর কি একদিনও আর
মথুরাতে থাকা চলে ॥
ব্রজে তোর জননী হাতে নিয়ে ননী
পথপানে চেয়ে আছে ।
অন্নজল ত্যাগ করে কাঁদে শুধু ঘরে
নিদ্রাও না আসে তার কাছে ॥
অন্যের রাজপ্রাসাদ ছাড় পিতামাতার নে ভার
আমরা চেয়ে রই তোর মুখে ।
নিজের কুঁড়েয় থাক্‌বি খুদ্ কুঁড়ো যা' পাবি
তাই খাবি তুই মনের সুখে ॥
গেছি বুড়ো হ'য়ে আমার সঙ্গে র'য়ে
আমার কাঁধে মেলা কাঁধ্ ।
চল গোপাল এ সময় আর যে দেরী না সয়
ভাঙ্গে আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ॥
ক্ষত্রিয় ভাল নয় কেউ-ই সরল না হয়
নিয়ে শুধু রয় বিবাদ ।
তুই বাপ্ ঘরের ছেলে ঘরে চল্—এ ফেলে
এ রাজপোষাক দে সব বাদ ॥
এ না মানায় তোকে সে কাজল কই চোখে
মুক্তাহার কই মোহন চূড়ায় ॥
কোথায় শিখিপাখা অলকা তিলকা
বনমালা বুক না জুড়ায় ॥"
নন্দ চিন্তা করে 'সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের তরে
গোপাল লোভে পড়ে ব্রজে না যেতে চায় ।'
কৃষ্ণ নন্দেব সম্পদ বোঝালেও হয় বিপদ
কৃষ্ণ তাঁই পশ্চাৎপদ না হ'য়ে ব'লে যায়—

"ধর্ম্মের জন্যে যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের কাজ।
ধর্ম্মরাজ্য গড়ায় তাই আমার রাজার সাজ ॥
ধর্ম্মরাজ্য গড়ি আমি যদি সরি
আবার এ নগরী নেবে অসুর সমাজ ॥
তাই ঘরে ফিরে যাও মাকে সান্ত্বনা দাও
আমি—ব্রজে জানাও— ব্রজে করি বিরাজ" ॥
কান্নায় ভেঙে প'ড়ে নন্দ বলে আবার—
"হ্যাঁ বাবা নীলমণি এই কিরে তোর বিচার ?
আমি কোন মুখ নিয়ে বল তোর মাকে গিয়ে
বলিব শুনিয়ে এ কথা সান্ত্বনার ॥
সে রয় তোকেই চেয়ে তোর আসা পথ চেয়ে
বিশ্বের সবার চেয়ে সেই মা তোর আপনার ॥
আছাড় কাছাড় করে যে গোপাল বিহনে।
'গোপাল ফিরিবে না' তাকে কই কেমনে ?
শোন্ বাবা নীলমণি তোর ঐ মাকে চিনি
হ'য়ে উন্মাদিনী তোকে খুঁজবে বনে ॥
আমার যে তুই সম্বল গোপাল আর অশ্রুজল
শেষেরটাই থাক্ কেবল সঙ্গী হোক্ মরণে ॥"
কৃষ্ণের মুখ চুম্বন ক'রে স্থির হয় নয়ন
নন্দের জাগে কম্পন বাহ্যচেতন হারায়।
উপানন্দ ধরে তোলে দোলার 'পরে
ফেরে আপন ঘরে— কৃষ্ণ দিল বিদায় ॥

রামকৃষ্ণের সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষা

মিশ্র ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল

রামকৃষ্ণের বিদ্যা অর্জ্জনের বিহিত দেয় গর্গ-যদু কুলের পুরোহিত
রামকৃষ্ণের হ'য়ে গেলে উপবীত যায় সান্দীপনি মুনির কাছে তাই।

রামকৃষ্ণ করে মুনিকে প্রণাম মুনি শুধাল দু'ভায়ের কি নাম
কৃষ্ণ কয়—"আমি কৃষ্ণ আর এই রাম আমার অগ্রজ তাই হয় জ্যেষ্ঠ ভাই।।

সান্দীপনি কয় "অধ্যয়ন তরে কি কি পুঁথি রয় দাও আমায় গুণে"
রামকৃষ্ণ বলে—"পুঁথি আনি নাই শিখিব গুরুর মুখ থেকে শুনে"
মুনি পাঠ দিল ওদের সমুখে রামকৃষ্ণ বলে তৎক্ষণাৎ মুখে
রামকৃষ্ণের গুণে অন্তরের সুখে ভাবে সে এমন ছাত্র দেখে নাই॥
সান্দীপনি কয়—"দেখছি তোমাদের পাঠ দিতে আমার আনন্দ যত
শিক্ষা করিতে তোমাদেরও তো আগ্রহের সঙ্গে আনন্দ তত
আজীবন অধ্যাপনা করার পর তোমাদের পেলাম প্রথম শ্রুতিধর
এমন ভক্তিমান নিষ্ঠাতে তৎপর অপর মেধাবী ছাত্র তো না পাই॥
তোমাদের এমন শিক্ষা দেব যে এরপরে তোমরা যাবে যেখানে
সেখানেই সবাই সন্তুষ্ট হবে তোমাদের বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানে
থাকিবার তরে দিলাম এই কক্ষ শয্যার তরে নাও লতা আর কক্ষ
বিশ্বে হবে না কেউ সমকক্ষ তোমাদের কাছে বিদ্যায়—এ জানাই।।"

কীর্ত্তন

রামকৃষ্ণ গুরু গৃহে রয় পাঠ অভ্যাস করে সব সময়
সেবা যত্নের ত্রুটি না হয় গুরুমাতা স্নেহবতী।

একমাত্র পুত্র ছিল তার ঘিরে নিয়ে ছোট্ট সংসার
জাগিয়ে বুকে হাহাকার শমন নিল—নিঠুর অতি ॥
রামকৃষ্ণে পেয়ে একসাথে। ব্রাহ্মণী স্বর্গ পায় হাতে ॥
রামকৃষ্ণে পাঠাল বিধি যেন স্নেহের কোল ভরাতে ॥
পুত্রশোক তার চেপে বুকে দিন কাটিত অতি দুখে
রামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণীর মুখে এল তাই হাসি ফোটাতে ॥
বিধি এখন হ'ল সদয় রাম আর কৃষ্ণ দুই পুত্র হয়
ব্রাহ্মণীর ভ'রে যায় হৃদয় রামকৃষ্ণের ভালবাসাতে ॥
রামকৃষ্ণ প্রণমি' বলে— "মাগো আমরা তোমার ছেলে ॥
তোমার কাছে থাকবো আমরা যতদিন না বিদ্যা মেলে ॥"
কৃষ্ণ বলে শিশু মনে— "মা আমি কৃষ্ণ নাও চিনে
থাকি না আমি জীবনে আমার দাদা রামকে ফেলে ॥
গুরুদেবের বিদ্যা আছে শিখিব সবই তাঁর কাছে
তোমার কাছে স্নেহ যাচে এ প্রাণ—ধন্য হই মা পেলে" ॥
ব্রাহ্মণী স্নেহে ব'লে যায়— "আয় বাবা আমার কোলে আয় ॥
একটি ছেলে গেছে আমার দুটি ছেলে বিধি মিলায় ॥
এক কৃষ্ণ বরণ নারায়ণ আর এক শঙ্কর শুভ্রবরণ
ভরিল আমার প্রাণমন এতদিনে হরি মুখ চায় ॥
তোরা বাবা তুষ্ট হবি বল্ কি প্রকার সেবা লভি'
আমি যোগাড় করব সবই এমন সৌভাগ্য কেবা পায়"।
বলরাম বলে তখনি— "আমরা ভালবাসি ননী ॥
সবচেয়ে ভালবাসে এই আমার ছোট ভাই নীলমণি ॥
শোন মাগো বলি তোমায় ননী পেলে ভাই কেড়ে খায়
চুরি করে—যদি না পায় ভাইটি গুণের গুণমণি ॥
খেত কেবল মায়ের হাতে সুখ পায় না নিজে খাওয়াতে
প'ড়ে থাকে সবই পাতে এখনও ভাই বড় হয়নি" ॥
ব্রাহ্মণী হেসে যায় ক'য়ে— "বেশ তো আমি দেব খাইয়ে" ॥

কৃষ্ণ রামের কানে কানে বলে এ কথা না স'য়ে—
"দাদা তুই হলি যেন কি এসব কথা বলে নাকি ?
ভাগ্যিস্ এ মা বকাবকি করলে না এ কথা ল'য়ে"॥
কৃষ্ণ চোখ রগ্‌ড়ায় হেরিয়া ব্রাহ্মণী কয় কোলে নিয়া—
"তোর মা যেমন যায় করিয়া তেম্‌নি করব তোর মা হ'য়ে" ॥

কেটে যায় দিনগুলি কৃষ্ণে কোলে তুলি'
ব্রাহ্মণী কাজ ভুলি' ননী দেয় শ্রীমুখে।
কৃষ্ণ পাঠে থাকে চোখে চোখে রাখে
স্বমাতৃসত্ত্বাকে জাগায় সদাই বুকে ॥

ব্রাহ্মণী ধুয়ে দেয় রামকৃষ্ণের সব বসন।
মলিন যে মানায় না অমন অঙ্গের বরণ ॥

যাতে পুত্র দু'টি না পায় কোন ত্রুটি
রাখে ভোরে উঠি' মুখ ধোয়ার আয়োজন ॥
আগেই পাঠে বসার যোগায়ে দেয় আহার
সে সময় বুঝিবার দেয় না—ক্ষুধা কেমন ॥

সে দিনে ঢুল আসে কৃষ্ণের সন্ধ্যারাতে।
বিদ্যাভাসে নিশ্চল লেখনী রয় হাতে ॥

গুরুদেব দেখে কয়— "পাঠ অভ্যাসের সময়
কেন উপস্থিত হয় নিদ্রা আঁখিপাতে ?
উদর পূর্ত্তি নিশ্চয় অধিক মাত্রাতে হয়
তাই মনোযোগ না রয় দেহ ভার হওয়াতে"॥

বলরাম কয় বলার তরে ক'রে চুল্‌বুল্—
"গুরুদেবের এরূপ ধারণা হয় নি ভুল" ॥

কৃষ্ণ বলে তখন "কি করব মা এমন
খাওয়ায় ক'রে যতন তাই আমার আসে ঢুল" ॥

কৃষ্ণের কথা শুনি' বুঝে নিল মুনি
তবে তার ব্রাহ্মণী যত নষ্টের হয় মূল ॥
"ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণী" মুনি ডাক ছাড়ে ॥
ব্রাহ্মণী আসিয়া দাঁড়াইল দ্বারে ॥
মুনি বলে রোষে "বুঝি তোমার দোষে
কৃষ্ণের পাঠাভ্যাসে ক্ষতি হয় এবারে ॥
কৃষ্ণে ভালবেসে খাইয়ে ঠেসে ঠেসে
ভাল করতে এসে লাগছ অপকারে ॥"
ব্রাহ্মণীও দ্বিগুণ চীৎকারে ব'লে যায়—
"দরকারে তুমি তেল দাও নিজেরই চরকায় ॥

তোমার কাজ বিদ্যাদান আমার মায়ের সমান
রেখে কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকা উচিত সেবায় ॥
দিন রাত্রির পাঠ নেওয়ার ফল—অস্থি চর্ম্ম সার
তাই কর্ত্তব্য আমার নজর রাখা খাওয়ায় ॥"
স্নেহে ভরা গুরু গৃহে রামকৃষ্ণ রয়।
চন্দ্রকলা সম বিদ্যা বর্দ্ধিতা হয় ॥
গুরু মুগ্ধ মেধায় যা' সর্ব্বমুখে ধায়
কোন কিছুর বাধায় অটল সর্ব্ব সময় ॥
গুরুমা রূপ সুধায় ডুবে তৃষ্ণা ক্ষুধায়
ভুলে এ বসুধায় ভাবে কি শান্তি রয় ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

যে যেমন চায় সে তেমন পায় সবার মন ভরে ধরায় ॥
গুরু গৃহেও ধেনু আছে রামকৃষ্ণ তাঁদের চরায় ॥
ধেনুর এমন যতন নারে করিতে কোন রাখালে
গুরু মা ভাবে 'তবে কি পতি তার এ সব শেখালে ?'
গোধন নিয়ে কৃষ্ণ চলে গা ধুইয়ে দেয় নদীর জলে
ব'সে আবার তরুতলে গো-বৎসে বুকে জড়ায় ॥

নানা লতা পাতা আনে
পূজার ঘরের সুগন্ধ রয়
দুগ্ধজাত দ্রব্য দেখে
"এত দুগ্ধ কোথা থেকে
ব্রাহ্মণী কয়—"আমার দু'টি
রামকৃষ্ণের আসার পর থেকে
কৃষ্ণ জল দেয় তরুমূলে
সকাল সন্ধ্যা ফুলে ফুলে
নব নব কত তরু
সব সময় সব ফল পাওয়া যায়
ময়ূর হরিণ নানা পাখী
বুঝি কৃষ্ণে বুকে রাখি'

রাম কৃষ্ণ গোধনের তরে
আজকাল যেন গোয়াল ঘরে
মুনি কয় পত্নীকে ডেকে—
পাও আজকাল ঘড়ায় ঘড়ায় ॥"
লক্ষ্মীমন্ত পুত্র এল
সংসারে শ্রীবৃদ্ধি পেল
একটি দিনও যায় না ভুলে
পূজার সাজিটি ভরায়॥
জন্মায় আমাদের কাননে
এমন দেখি নি জীবনে
সব সময় আমি যাই দেখি'
কৃষ্ণ পদ্মগন্ধও ছড়ায়" ॥

কীর্ত্তন

জ্ঞানবৃদ্ধ মুনি এসব কথা শুনি'
পত্নীকে কয় উপদেশে—
"অন্তরে জাগে ভয় এ মায়া ভাল নয়
অধিকে ধিক্কার দেয় শেষে ॥
ভাল যা' জগতে ভাসে কালের স্রোতে
আজ আছে কাল আর না থাকে।
আমার আমার কোরে বেঁধে স্নেহের ডোরে
কেউ যেন কাউকে না রাখে ॥
সুদৃশ্য যা' কিছু যেতে নেই তার পিছু
করিতে নেই পাবার আশা।
ভগবানের সৃজন এই ব'লে ভরাও মন
ঈশ্বরের কর প্রশংসা ॥

কর্ত্তব্য পালিবে স্নেহ প্রেম ঢালিবে
সেবায় দেবে তোমার সঙ্গ।
যেমনই হোক সুজন চাহিবে না দু'জন
এক হরির হও অন্তরঙ্গ॥
যার যেটা প্রয়োজন মেটাতে আয়োজন
কর দিয়ে ভালবাসা।
সব প্রাণী প্রিয়জন মান—কিন্তু ওজন
ক'রে মেশ ভাসা ভাসা॥
প্রত্যেকে বহু চায় সত্যই কি সবই পায় ?
পাওয়া জড়ায় কর্ম্মফলে।
পেলেও হারাবার ভয় তাই সে জন সুখী হয়
যার কিছু নেই ধরাতলে॥
রামকৃষ্ণ দু'টি ভাই বিদ্যা লভিবে তাই
এসেছে আমাদের কাছে।
ওরা যাবে ফিরে তাই কি ওদের ঘিরে
পুত্রলোভ করিতে আছে ?
যত্ন দাও প্রাণ পণে ও রত্ন প্রাণ মনে
না চাও—হবে আপন ব'লে।
শুনিলে এ কথা পাবে না খুব ব্যথা
ওরা যখন যাবে চ'লে॥"

রাগমালা তালমালা

দরবাড়ী কানাড়া—তেওড়া

সর্ব্ব জ্ঞান বিদ্যার স্রষ্টা ন্যায় নীতি সত্যদ্রষ্টা
জ্ঞান বিদ্যা লাভে নিষ্ঠা দেখায় গুরু ভবনে।
মেনে নেয় শাস্ত্রের বিধান অধ্যয়ন তপের সমান
বিদ্যা করে বিনয় দান তার ফল শিষ্টাচরণে॥

চারিবেদ উপনিষদ সব বেদান্ত বেদাঙ্গে
রামকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'য়ে যায় একই সঙ্গে
বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ধনুর্ব্বেদ সর্ব্ব অস্ত্রে
অশেষ দক্ষতা লভে দু'ভাই অনুশীলনে ॥
দেবতা মুনি প্রণীত সব তন্ত্র দর্শন স্মৃতি
পরা অপরা বিদ্যা নীতিমার্গ রাজনীতি
কলা বিদ্যা চৌষট্টি অধ্যয়নে পায় তুষ্টি
চৌষট্টি দিনে কৃষ্ণ কয় প্রাপ্তি নিবেদনে—
"আপনার কৃপায় প্রভু সর্ব্ব বিদ্যা হয় অধীন
কিন্তু গুরু দক্ষিণা বিনা সব হয় ফলহীন
মিটায়ে এ মহাদায় আমরা তাই নেব বিদায়
কৃপা ক'রে বলে দিন কি অভিলাষ রয় মনে ?"

পূরবী—ত্রিতাল

মুনি কৃষ্ণের কথা শুনে মনে হরিষে বিষাদ পায়
অন্যের প্রসাদ যাতে প্রাসাদ হয় সে না চায় তাই ব'লে যায়—
"আমায় কি দেবে দক্ষিণা কিছুরই অভাব বুঝি না
তাই একমাত্র পুত্র বিনা সবই আছে এ ভুবনে ॥
তোমাদের যে গুরুমাতা তাই তোমাদের কাছে পেয়ে
এ ক'টা দিন সুখে ছিল তোমাদের পুত্র মুখ চেয়ে
তোমরা চ'লে গেলে নিশ্চয় ওর আবার ভাঙ্গিবে হৃদয়
আমার মায়াহীন প্রাণ এ সয় জীবন মরণ সন্ধিক্ষণে ॥
সত্যসন্ধ হ'য়ে আমি ধর্ম্মে রাখি অন্ধ বিশ্বাস
তবু সিন্ধু উঠে এসে পুত্রে আমার করিল গ্রাস
আমার আর আমার ব্রাহ্মণীর ঝরেছে যত অশ্রুনীর
তত নীরও করেনি ভিড় গ্রাসিতে পুত্র রতনে ॥"

কেদারা—একতাল

অশ্রু জাগে কৃষ্ণের নয়ন কমলে
গুরুকে সান্ত্বনা দিয়ে এবার বলে—
"পেলাম কে কোন সূত্রে নেয় আপনার পুত্রে
এনে এই মুহূর্ত্তে দেব তায় চরণে ॥"
গুরুমা দাঁড়ায়ে ছিল তখন দ্বারে
কৃষ্ণের কথায় বাধা দিয়ে কয় এবারে—
"যেও না যম কাছে ওতে বিপদ আছে
তোমরা থাক বেঁচে সুখ পাব জীবনে ॥"
কৃষ্ণ কয় "মা তোমার শুধিবার নয় স্নেহ
তবু দেব কিছু যা' পারে নি কেহ
অসাধ্য কাজই নয় আমার এতে নেই ভয়
তোমার পুত্রে নিশ্চয় আনিব যতনে ॥"

বাউল—মিশ্র তিলক কামোদ—কার্ফা

গুরুর আগার ছেড়ে সাগর পানে রামকৃষ্ণ চলে
"জাগরে জাগরে সাগর" দূর থেকে দু'ভাই বলে ॥
রামকৃষ্ণ দাঁড়াল তীরে সাগর ধোয়ায় চরণ নীরে
মূর্ত্তিমান করজোড়ে কয় আতঙ্ক কণ্ঠস্বর ঘিরে—
"প্রভু বলুন এ কিঙ্করে শুভাগমন কিসের তরে
যা' আদেশ দেবেন আমারে পালন করব এই পলে ॥"
কৃষ্ণ বলে—"ওহে সিন্ধু তোমায় আমার বন্ধু জানি
তবে সান্দীপনি মুনির পুত্রে কেন নিলে টানি'
ফিরায়ে দাও আমার হাতে সম্বন্ধ রয় তোমার সাথে
তুমি পালক শ্বশুর আমার— লক্ষ্মী ছিল সিন্ধুতলে ॥"
সিন্ধু বলে—"প্রভু আমার এতে কোন অপরাধ নাই
চন্দ্র সূর্য্য টানে তাই তীর ছেড়ে বহু দূর চ'লে যাই
সেই ঢেউএ অসুর পঞ্চজন মুনি পুত্রে করে হরণ
শঙ্খমধ্যে গিরিগুহায় রয় সে লবণ সাগর জলে ॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—মালকোষ—তেওড়া

লবণ সাগরের অঙ্কে শঙ্খ মধ্যে নিঃশঙ্কে
ডুবে রয় পাপপঙ্কে এ মহাসুর পঞ্চজন।
এ শঙ্খের বিশাল আকার কোন অস্ত্র তীক্ষ্ণধার
গাত্র ছিদ্র করিবার শক্তি না করে অর্জ্জন॥
রামকৃষ্ণ গিয়ে লবণ সাগরের গিরি গুহায়
মহাসুর পঞ্চজনে নাম ধ'রে ডাক দিয়ে যায়
পঞ্চজন তার মুখ বাড়ায় হেরি' কৃষ্ণ কহে তায়
"মুনির পুত্রকে আমায় এই ক্ষণে কর অর্পণ॥"
পঞ্চজন ক্রোধে বলে— "সে গেছে যমালয়ে"
এ কথা বুঝে নিয়ে কৃষ্ণ তখন যায় ক'য়ে—
"আরে শঠ পাপাচারী তুই ও যা যমের বাড়ী"
শ্রীকৃষ্ণের তরবারি করে তার শিরশ্ছেদন॥
পঞ্চজনের সে শঙ্খ রামকৃষ্ণ তুলে ধ'রে
ধৌত ক'রে অসুরের কলেবর বাহির ক'রে
শঙ্খ অতি সুদৃশ্য ফুৎকারে কাঁপে বিশ্ব
'পাঞ্চজন্য' নাম দিয়ে কৃষ্ণ ক'রে নেয় আপন॥

প্রভাতী সুর—কার্ফা

শমন দমন রামকৃষ্ণ যায় এবার শমন পুরীর দ্বারে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খে কৃষ্ণ শমনে ডাক দেয় ফুৎকারে॥
শমন পুরী কেঁপে ওঠে ভয়ার্ত্ত শমন বাহিরায়
সম্মুখে রামকৃষ্ণে হেরে করজোড়ে কয় ভরসায়—
"অধম গৃহে করুন প্রবেশ বলুন করুণায় কি আদেশ"
বলরাম কয় "বল্লে তো বেশ ধন্যবাদ জানাই তোমারে॥
তোমার অতিথি সৎকারে বিতৃষ্ণা রয় সবাকারই
এখনও কাজ বাকী ধরায় তাই আমরা কি যেতে পারি?

আবার তোমার রাজোদ্যানে চীৎকার শুনিতে হয় কানে
মাংস পোড়া গন্ধ ঘ্রাণে এলে বমন হ'তে পারে ॥"
কৃষ্ণ এবার হেসে বলে— "শোন মন দিয়ে হে শমন
সান্দীপনি মুনির পুত্র হেথা করেছে আগমন
মুনি পুত্রে দাও ফিরায়ে থাকিতে না চাই দাঁড়ায়ে
প্রণাম ক'রে হাত বাড়ায়ে শমন যায় আপন আগারে ॥
ক্ষণেক পরে ফেরে শমন মুনি পুত্র রহে সাথে
কৃষ্ণের কোলে তুলে দিল শমন আপনারই হাতে
করজোড়ে দাঁড়ায়ে রয় রামকৃষ্ণ অতি সুখী হয়
ফিরে এল মুনির আলয় নিয়ে গুরু ভ্রাতারে ॥

কীর্ত্তন

গুরুভাইকে আনার কারণ না শুনে গুরুমার বারণ
গুরুর আশীষ শিরে ধারণ ক'রে রামকৃষ্ণ বাহিরায় ॥
ব্রাহ্মণী শয্যায় সেই থেকে সংসার ধর্ম ফেলে রেখে
অঙ্গন আছে ধূলায় ঢেকে বুঝে কৃষ্ণ ডাক দিয়ে যায়—
"মা এসে দেখ বাহিরে। আমরা এসে গেছি ফিরে ॥
দেখ কাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি তোমার কুটিরে ॥"
গুরুমা তখন বাহিরায় আপন পুত্রে নেহারি' যায়
পুত্র মায়ের কোলে ঝাঁপায় দু'বাহু মার কণ্ঠ ঘিরে ॥
বিস্ময়ে মা অভিভূতা মুখে নাহি আসে কথা
ভোলে এত দিনের ব্যথা ভাসে পুলক অশ্রুনীরে ॥
গুরুও তখন এসে যায়। আপন পুত্রে দেখিতে পায় ॥
রামকৃষ্ণ প্রণাম করিল গুরুদেব আর গুরুমাতায় ॥
ডান বাহু বর্দ্ধিত করে যজ্ঞ উপবীতও ধরে
দেয় রামকৃষ্ণের শিরোপরে— গুরুদেব আশীর্ব্বাদ জানায় ॥
গুরুমা রামকৃষ্ণের চিবুক ধ'রে পরশে নিজের মুখ
পরম স্নেহে ভ'রে যায় বুক তিন পুত্র বিধাতা মিলায় ॥

ভেসে আনন্দাশ্রু জলে। সান্দীপনি মুনি বলে—
"এমন শিষ্য পেলাম বহু জনমের তপস্যার ফলে ॥
তোমরা আমার হ'য়ে দক্ষিণ ত্রিভুবন ক'রে প্রদক্ষিণ
যমপুরীর দক্ষিণে আসীন পুত্র দাও দক্ষিণার ছলে ॥
গুরুকে এমন দক্ষিণা কে ক'রে দিল জানি না
তোমরা পরম গুরু কিনা বোঝা সহজ ধরাতলে ॥"

ঠুংরি—সিন্ধু খাম্বাজ—আদ্ধা

গুরুরূপে বহন কর পাপের গুরুভার।
তোমার চরণে সঁপি অগুরু চন্দন সম্ভার ॥
সৃষ্টিতে অগূঢ় তাই দৃষ্টি হয় প্রলুব্ধ
শিক্ষায় ত্যাগী কর দীক্ষায় সমৃদ্ধ
তুমি অক্ষয় অখণ্ড তোমার অখণ্ড দণ্ড
ব্রহ্মাণ্ডে রয় সর্ব্বত্র তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥

জরাসন্ধের সৈন্য নাশ

রাগমালা—তালমালা

শুদ্ধ কল্যাণ—ঝাঁপতাল

রামকৃষ্ণ ফিরে এল মথুরায় প্রণাম করিল পূজ্যদের প্রথায়
কিন্তু এই রাজ্যের যে সব সংবাদ পায় তাতে দু'টিভাই
চিন্তায় হয় মগন ॥
কংস বধ করার হয় এক পরিণাম কংসের দুই পত্নী অস্তিপ্রাপ্তিনাম
মথুরা ছাড়ে বিধি তাঁদের বাম— যায় পিতা জরাসন্ধের পাশ তখন ॥
এই জরাসন্ধের সাহার্য্যে কংস এতদিন ক'রে আসে অত্যাচার
দুই অসুর শুধু পরম বন্ধু নয় বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ আবার
জরাসন্ধ হয় মগধরাজ্যেশ্বর প্রবল পরাক্রম মহাবলধর
দুই কন্যা সদাই এই পিতার গোচর প্রাণের বেদনা করে নিবেদন ॥

জামাতা হত্যার প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ হয় বদ্ধ পরিকর
একেই পাপাত্মা অত্যাচারী সে তাতে রয় অন্য অসুর পরিকর
যে সব রাজারা না মানে তারে বন্দী হ'য়ে রয় তার কারাগারে
শিবযজ্ঞে সে বলি সবারে দেবে শ' সংখ্যা হ'লে পর পূরণ ॥
ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণীর এক সৈন্যদল নিয়ে জরাসন্ধ তাই
মথুরা নগর আক্রমণ করে— অত্যাচার করে দয়ামায়া নাই
কৃষ্ণের ভার প্রজাদের রক্ষা করা নবরাজ্য যে সমস্যায় ভরা
হয় নি এখনও সৈন্যদল গড়া তার উপর এমন শত্রুর আক্রমণ।

দুর্গা—একতাল

কৃষ্ণ বোঝে এরূপ সৈন্যদলই ভূভার
এরাই রাজ্যে রাজ্যে ক'রে যায় অত্যাচার
এরাই জরাসন্ধে সম্রাট ক'রে বন্দে
রাজ্যলোভ আনন্দে করে প্রাণী পীড়ন ॥
কৃষ্ণ মনে মনে করে অভিসন্ধি
এখন জরাসন্ধে করিবে না বন্দী
এখন বধিবে না আরও আনুক সেনা
কাঁটায় কাঁটা বিনা কে করে উত্তোলন ॥
মন্দ বিষ বৃক্ষের ন্যায় টানে জরাসন্ধ
পতঙ্গ সেনাদল ছড়ায়ে রস গন্ধ
ছত্রভঙ্গ হ'লে সৈন্যদের না মেলে
ঘটান না চলে তাই বিষবৃক্ষের পতন ॥

ভীমপলশ্রী—তেওড়া

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যে সৃজিয়াছে আপনি
সেই তার সৃজিত জরা— সন্ধের সৈন্য যায় গণি'
অস্ত্রে নিধনই হয় পথ তাই পুরাতে মনোরথ
পাঠায় অস্ত্র দিব্যরথ অলক্ষ্যে দেবতাগণ ॥

রামকৃষ্ণ এবার ওঠে দিব্য রথের উপরে
সংখ্যাল্প যাদব সেনা রথ অনুসরণ করে
বহুগুণ শত্রু সৈন্য ছল কৌশল করা ভিন্ন
উপায় আর নাহি অন্য কৃষ্ণ করে সেরূপ রণ ॥
ব্যূহ রচনা করি' কৃষ্ণ দেখায় সুকৌশল
অল্প সৈন্যে ঘিরিল বিশাল শত্রু সৈন্যদল
বাঁধিল যুদ্ধ তুমুল শত্রু সৈন্য হয় নির্মূল
প্রলয় সৃষ্টি স্থিতির মূল করে দুর্ব্বৃত্ত মূলন ॥
জরাসন্ধ পড়িল এবার কৃষ্ণের সমুখে
গালি দিয়ে কথা কয় এ পরাজয়ের মুখে—
"কৃষ্ণ তুই নিস্ গোপকুল প্রাণ ভয়ে হ'য়ে আকুল
ভব নদীর কোন কূল পাবি না—হবে মরণ ॥"
কৃষ্ণ ধমকানিতে কয়— "শুনে নে তুই নরাধম
আমার অস্ত্র তোর দেহে ধ্বনি তোলে ধমাধম্"
ক্রোধে কয় জরাসন্ধ— "তোর দেহে গোপীর গন্ধ
মল্ল যুদ্ধে তাই দ্বন্ধ করিতে না চায় এ মন ॥"
কৃষ্ণে না পেরে রামের ধার ঘেঁসে জরাসন্ধ
গদা প্রহারে রামে ক্রোধেতে হ'য়ে অন্ধ
হাসে রাম শক্তির আধার অস্ত্র হানে তীক্ষ্ণ ধার
জরাসন্ধের রক্তের ধার বহে—করে পলায়ন ॥

ভূপালি ত্রিতাল

জরাসন্ধ পলায়ে যায় নিহত হ'ল সব সৈন্য
রণক্ষেত্রে বাজে কৃষ্ণের তাই শঙ্খ পাঞ্চজন্য
শত্রুসৈন্য আর নেই হেরি' আনন্দে রামকৃষ্ণে ঘেরি'
যাদব সৈন্য বাজায় ভেরী জয়ধ্বনি দেয় ক্ষণে ক্ষণ ॥

কৃষ্ণ যাদবগণে বলে— "জরাসন্ধ এই মথুরায়
নূতন সেনাদল গড়িয়া নিশ্চয় আসিবে পুনরায়
প্রস্তুত থাক যুদ্ধের তরে এখন বিশ্রাম কর ঘরে
আসিবে যখনই পরে আমি করিব আবাহন" ॥
রাজনীতিজ্ঞ বিকদ্রু কয়— "জরাসন্ধের এই আক্রমণ
প্রতিরোধ করিতে শুধু সমর্থ তুমি সঙ্কর্ষণ
প্রতিশোধের লক্ষ্য তুমি তাই ছাড় মথুরাভূমি
অরণ্যে পর্ব্বতে ভ্রমি' রণস্থল কর নির্ব্বাচন ॥
এ দূর্গ জীর্ণ রয় এখন সংস্কার করার হয় দরকার
পরিখাও ক'রে পরিষ্কার বর্দ্ধিত করিব আকার
চারিদিকে দেব প্রাকার অস্ত্র শস্ত্র নানা প্রকার
গ'ড়ে ঘুচাব হাহাকার খাদ্যেরএই সুযোগে এখন ॥"

শঙ্করা—ত্রিতাল

কৃষ্ণ বলে—"রাজা জানে শত্রু দমন যোগ্য নীতি
কিন্তু অন্য দেশের সঙ্গে রাজার উচিত রাখা প্রীতি
রাজার যদি কেউ শত্রু হয় সে নেয়—আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়
সন্ধি, বিগ্রহ, যান—এই ছয় গুণ—যখন যেমন প্রয়োজন ॥
রাজ্য রক্ষায় রাজা যদি বোঝে অযথা প্রজা ক্ষয়
যে কোন ভাবে সে যুদ্ধ পরিহার করা উচিত হয়
সাম দান ভেদ দণ্ড এই চার রাজনীতিতে উপায় আবার
প্রজার রইবে না অনাহার শত্রু সংহার করার কারণ ॥
প্রজার তরে যাব আমি দাদার সঙ্গে স্থানান্তরে
নানা স্থানে ভ্রমে যাব গোমন্ত পর্ব্বতে পরে
অমি কংসে নিধন করি আমিই জরাসন্ধের অরি
তাই সে আমায় অনুসরি' সৈন্য নিয়ে করবে ভ্রমণ ॥"

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

শুভ দিনে যায় দক্ষিণে সৈন্যহীন রামকৃষ্ণ দু'ভাই।
করবীরপুর নগরীতে এসে এক অরণ্যে নেয় ঠাঁই॥
সহসা রামকৃষ্ণ হেরে বিশাল বটবৃক্ষতলে
কাম ধেনু এক সঙ্গে নিয়ে যোগী এক ব'সে বিরলে
কৃষ্ণ চিনে নিল হেরে মুনি পরশুরামেরে
কারণ এঁরই সঙ্গে ফেরে মহা আয়ুধ কুঠার সদাই॥
রামকৃষ্ণ চরণ বন্দনা ক'রে বলে ভক্তিভরে—
"পেলাম আপনার পরিচয় তেজদীপ্ত কলেবরে
মহা তাপস পরশুরাম কৃপায় নিন আমাদের প্রণাম
রাম আর কৃষ্ণ আমাদের নাম জরাসন্ধের ভয়ে পলাই।"
পরশুরাম কয় "বুঝেছি তোমরা কে আমার জানা রয়
উপদেশ দিতে তোমাদের হেথায় আমার আগমন হয়
এই করবীর পুরের ভূপাল অতি নিঠুর—নাম তার শৃগাল
ছেড়ে এখনই এ স্থান কাল চল যজ্ঞ গিরিতে যাই॥
ওখানে রত্রিবাস ক'রে যাব আমরা ক্রৌঞ্চপুর
সেখায় রাত কাটিয়ে যাব গোমন্ত গিরি—আরও দূর
ক্ষুধার্ত্ত হয়েছ নিশ্চয় আমার সঙ্গে কাম ধেনু রয়
পান কর যত ইচ্ছা হয় এর দুগ্ধ যার তুলনা নাই॥"

ধ্রুপদাঙ্গ—মালকোষ—তেওড়া

গোমন্ত গিরি 'পরে রামকৃষ্ণ বিশ্রাম করে
অরণ্যের দৃশ্য তরে রয় আনন্দ বিহ্বলে।
বেশ কিছুদিন কেটে যায় জরাসন্ধ সংবাদ পায়
সসৈন্যে আসে হেথায় গোমন্ত গিরিতলে॥

এবারের সৈন্য সংখ্যা ত্রিবিংশ অক্ষৌহিণী
গিরিকে বেষ্টন করে দিয়ে সৈন্য বন্ধনী
জরাসন্ধের সঙ্কল্প এবার ক'রে শ্রম অল্প
শত্রু যা' শমন কল্প বধিবে তাদের ছলে ॥
জরাসন্ধের আদেশে সৈন্যরা যত পারে
শুষ্ক কাষ্ঠ তৃণ সব রাখে গিরির সব ধারে
করিল অগ্নি সংযোগ অগ্নির শক্তিতে অমোঘ
পশুদের হয় প্রাণ বিয়োগ গিরি অরণ্য জ্বলে ॥
সুশীতল বৃক্ষ ছায়া পেয়ে গিরি গোমন্ত
অনন্ত কাল ধ'রে রয় শান্ত হ'য়ে ঘুমন্ত
কেটে গেল ঘুমঘোর আগ্নেয়গিরির জঠর—
মাঝে যা' দ্রব্য কঠোর উত্তপ্ত হ'য়ে গলে ॥
অন্তরের ধাতু নিচয় দ্রবীভূত হ'য়ে যায়
সব শিলাখণ্ডের সাথে শৃঙ্গ মুখে বাহিরায়
শিখরের অপভ্রংশ গিরির অন্যান্য অংশ
ধ'রে বয়—করে ধ্বংস অসংখ্য সৈন্যদলে ॥

—মেঘ—

সূক্ষ্ম দেহে রামকৃষ্ণ লম্ফ দেয় শৃঙ্গ হ'তে
হেরে সৈন্যদল ভাসে ফুটন্ত ধাতু স্রোতে
উত্তাপ হরণ কারণে রামকৃষ্ণ শ্রীচরণে
শিলা অপসারণে ঝর্ণা সৃজিল বলে ॥
অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় কিন্তু জরাসন্ধ রয়
সৈন্য নেই ক্রোধে রামের দিকে তাই অগ্রসর হয়
গদা যুদ্ধ হয় প্রবল জরাসন্ধ হয় দুর্ব্বল
পলায় ছেড়ে রণস্থল দেখে বলদেব বলে—

"বুঝিনা জরাসন্ধের কেন এত কঠিন প্রাণ
আমি গদাঘাত করি ওর অঙ্গে বজ্রের সমান"
তখন দৈববাণী হয় "জরাসন্ধের পরাজয়
হলেও রামের বধ্য নয় ভীম বধিবে কৌশলে" ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

জরাসন্ধের জন্ম কথা মহা বিস্ময়ে ভরা।
মহাযোগীর ধ্যান প্রসূত তাই সে কাঁপায় এ ধরা ॥
প্রজাবৎসল মগধরাজা বৃহদ্রথ রয় মূহ্যমান
কাশীরাজের দুই কন্যা তার পত্নী তবুও নিঃসন্তান
যাগ যজ্ঞ ক'রে যায় কত কিন্তু হ'ল আশাহত
স্থির করে তাই বৃহদ্রথ এবার তপস্যা করা ॥
তখন রাজা শোনে গৌতম— নন্দন চণ্ড কৌশিক নামে
মহাতাপস তারই রাজ্যের আম্রকুঞ্জে রয় বিশ্রামে
দুই রাণীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চরণে পড়ে গিয়ে
যোগীরাজ প্রসন্ন হ'য়ে ধ্যানে জেনে নেয় ত্বরা ॥
যে বৃক্ষতলে যোগীরাজ ধ্যানমগ্ন হ'য়ে রয়
সে বৃক্ষে ফলিল একটি আম্র অকালে এ সময়
খ'সে পড়ে যোগীর কোলে রুদ্র তাপস গেল ব'লে—
"অভিষ্টলাভ হয় তা' হ'লে দেখে বুঝি আম পড়া ॥"
চণ্ড কৌশিক আম্রটি দেয় রাণীকে খাওয়াবার তরে
দুই রাণীকে সমান দিতে রাজা কিন্তু দু'ভাগ করে
দুই মহিষীই যথা কালে প্রসবে আধখানা ছেলে
এক হাত পা এক খণ্ডে মেলে অর্দ্ধ মুখ বিধির গড়া ॥
লজ্জায় রাণীরা পুত্রকে রাজায় দেখাতে না পারে
দক্ষিণ বাম দু' খণ্ডই তারা গোপনে শ্মশানে ছাড়ে
এক রাক্ষসীর খেলার ছলে পাশাপাশি রাখার ফলে
এক পুত্র হয় খণ্ড মিলে রূপ সবার মনোহরা ॥

শিশু কাঁদে তাই রাক্ষসী ঐ রাজার কাছে গিয়ে কয়—
"আমার কোলে এ শিশুটি রাজার পুত্র হবে নিশ্চয়"
রাজা পুত্রে স্নেহে নিল 'জরাসন্ধ' নাম রাখিল
কারণ সন্ধি যে করিল সে রাক্ষসী 'জরা'॥

রাগপ্রধান—দেশ—ঝাঁপতাল

কংস নিধনের শোধ নিতে এসে ধ্বংস হ'ল সব সৈন্যদল শেষে
অংশ নেয় জরাসন্ধের আদেশে যদিও রণে অনেক রাজারা।
জরাসন্ধের এ ঘোর পরাজয়ে অন্য রাজারাও জীবনের ভয়ে
পলায়ে গেল আধোমুখ হ'য়ে তবে একমাত্র চেদীশ্বর ছাড়া॥
রামকৃষ্ণের কাছে গোপনে এসে কয় চেদীরাজ্যের বলী নৃপতি—
"আমি করেছি জরাসন্ধকে নিবারণ তোমার করিতে ক্ষতি
কিন্তু কথায় না করে কর্ণপাত তোমায় দিতে সে চাহিল আঘাত
মেলাব না আর তাই ওর হাতে হাত জরাসন্ধ হয় নীতিজ্ঞান হারা॥
আমি তোমাদের নিকট আত্মীয় বসুদেবের হই ভগিনীপতি
অনুশোচনায় নিলাম এবারে প্রেমানুগত্য তোমাদের প্রতি
চল আমরা তাই করবীরপুর যাই জরাসন্ধকে কোন বিশ্বাস নাই
অষ্টাদশ পরাজয়ের পরেও তাই যুদ্ধ করিবে ওর এরূপ ধারা॥"
কৃষ্ণ বিনয়ে উত্তর দিয়ে যায়— "ধর্মই যে আমার একমাত্র বল হয়
শাস্ত্র পুরাণে লেখা রয়েছে 'যেথা রয় ধর্ম্ম সেথা হবে জয়'
আপনি আমার গুরুজন যখন আদেশ অমান্য করব না তখন
করবীর পুরে করব তাই গমন সঙ্গী হোক্ আমার হেথা রয় যারা॥"

রাগপ্রধান—বসন্ত—একতাল

করবীর পুরে রাম— কৃষ্ণ করে গমন।
এখানের নৃপতি শৃগাল যেন শমন॥
বিদেশী এসেছে শৃগাল জানতে পারে
কৃষ্ণ বলরামে তাই আসে সংহারে
এলে কৃষ্ণের পাশে কৃষ্ণ অনায়াসে
তার চক্ষের নিমেষে বধে শত্রু অমন॥

শৃগালের অনুচর ছিল যারা সেথায়
তাদের হত্যা করে সবারে এক প্রথায়
কৃষ্ণ চরাচরে এরূপ ভূভার হরে
শিষ্টের পালন তরে করে দুষ্টের দমন ॥
নাবালক পুত্র এক এই শৃগাল রাজার রয়
কৃষ্ণের আদেশে তার রাজ্য অভিষেক হয়
রাম ও কৃষ্ণ ফেরে ল'য়ে চেদীশ্বরে
মথুরা নগরে দক্ষিণ ক'রে ভ্রমণ ॥

রাগপ্রধান—ভাঁয়রো—ঝাঁপতাল

রামকৃষ্ণ ফিরে এলে মথুরায় একদিন বলরাম কৃষ্ণে বলে যায়—
"জরাসন্ধের আর আসার নেই উপায় সৈন্যদল গড়ায় বেশ দেরী হবে।
মথুরা নগর হয় সুরক্ষিত দূর্গ পরিখা হয় সংস্কৃত
মায়ের চরণে হ'তে প্রণত এ সময় একবার ব্রজে যাই তবে" ॥
কৃষ্ণ উত্তর দেয়—"ভালই তো দাদা এতো আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম
পিতামাতাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যেক সন্তানের পবিত্র ধর্ম্ম
পিতামাতাদের মোর প্রণাম দিও সখাদের বোলো তারা মোর প্রিয়
সখীদের আমার কুশল বলিও আমি হেথায় রই তুমি যাও এবে ॥"
প্রাণের গোপালকে না দেখে নন্দ অশ্রুবর্ষণে হ'ল প্রায় অন্ধ
কারো সঙ্গে সে কথা বলে না গৃহে রয় সদা দ্বার ক'রে বন্ধ
বলরাম যখন দাঁড়ায় সমুখে নন্দ বোঝে না আসিয়াছে কে
উৎকণ্ঠা জাগে তাই নন্দের বুকে 'পিতা' ব'লে ডাক রাম দিল যবে

নন্দের দুই চরণ পরশ ক'রে রাম নতশির হ'য়ে করিল প্রণাম
পিতা পুত্রকে বুকে জড়ায়ে শুধু অশ্রুজল ফেলে অবিরাম
কম্প পুলক তার সর্ব্বাঙ্গ ভরে বলাইকে শুধায় ক্ষীণ
কণ্ঠস্বরে—
"বল্ দেখি বলাই আমাদের ঘরে আমার প্রাণ গোপাল
আসিবে কবে?"
বলরাম তখন বিনয়ে বলে— "তোমাদের গোপাল আছে
মথুরায়
কংসের আপন জন যখনই আসে যুদ্ধ ক'রে সে সবাইকে তাড়ায়"
ব্রজপতি কয়—"প্রাণ গোপাল বিনে আমার এ দেহ রাখতে
পারছি নে
একবারটি এলে সে বৃন্দাবনে কি ক্ষতি ক'রবে অসুররা সবে॥
নীলমণি আমার নয়নের মণি আমার এ দেহের শিরা ধমনী
কবে যে ফিরে আসিবে গোপাল আমি সে আশায় শুধু
দিন গণি"
'কৃষ্ণ চিন্তা আর কৃষ্ণরূপের ধ্যান' এই ক'রে নন্দের রয় উতলা
প্রাণ
কৃষ্ণ বলিলে ফেরে নন্দের জ্ঞান গোপাল ব'লে সে কাঁদে
নীরবে॥

রাগমালা তালমালা

আশাবরী—একতাল

নন্দ পেল ব্যথা আর না সঙ্গে কথা
বলরাম যায় সেথা যেথা দুই মাতা রয়।
বদলালো কি বিশ্ব নন্দালয় তাই নিঃস্ব
হেরে করুণ দৃশ্য রামের জাগে বিস্ময়॥

নন্দালয়ের অঙ্গন সম্পূর্ণ নিঃশব্দ
শেষ হয় নি সে কর্ম্ম যা' হ'ল আরব্ধ
বাতাস দীর্ঘশ্বাসে ভারী হ'য়ে আসে
যেন রামের পাশে ফিস্ ফাস্ কি কথা কয়॥
মা যশোদার ঘরে বলদেব প্রবেশে
ঝাপ্‌সা কুয়াসার জল অঙ্গে লাগে এসে
মেলে কমল লোচন রাম করে নিরীক্ষণ
সিক্ত হয় তার চরণ জল আছে মেঝেময়॥
যশোদা ভূশয্যায় রোহিণী রয় বসা
পাখা হাতে নিয়ে ক'রে যায় শুশ্রূষা
মধুপায়ী বলাই ভাবে চালে খড় নাই
বৃষ্টি পড়েছে তাই ঘর জলমগ্ন হয়॥

মিশ্রাকি তোড়ি—তেওড়া

অতি ক্রোধে বলরাম আপনার লাঙ্গল তুলে
উর্দ্ধে চেয়ে চীৎকারে কয় স্থান কাল পাত্র ভুলে—
"রে ইন্দ্র তোর লজ্জা নাই ব্রজ ছেড়েছি দু'ভাই
প্রবল বৃষ্টি দিয়ে তাই ভেজাস্ মাদের এ সময়॥
তোকে টেনে আনিব লাঙ্গল দিয়ে এখনি
ভুলে গেছিস কি এরা বলরামের জননী"
বলাইএর কণ্ঠধ্বনি বুঝে বলে রোহিণী—
"ও বলা একি শুনি এ তো বৃষ্টি বারি নয়।"
বলাই তুই কখন এলি? গোপালকে দেখছি না যে
তোদের না দেখে চোখের জলে মেঝে রয় ভিজে
ভুলে গেলি কি বলা তোর আমায় ছিল বলা
কানুকে রোজ এক বেলা নিয়ে আসিবি নিশ্চয়"॥

যোগিয়া—ত্রিতাল

যশোদা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে— "এতদিনে এলি বলাই
আমার গোপাল কোথায় আছে সে কি তোর সঙ্গে আসে
নাই"

তুই মাতাকে ক'রে প্রণাম বিনয়ে বলে বলরাম—
"কানুকে না নিয়ে এলাম ভালই আছে নাই
কোন ভয় ॥

এখন কানুর আসবার যো নেই অতবড় রাজ্য ফেলে
কংসের বন্ধুরা আক্রমণ করে রাজ্য সুযোগ পেলে
কানু প্রণাম আমায় দিয়ে তোমাদের দিল পাঠিয়ে
আসবে সে গুছিয়ে নিয়ে এখন রাজ্যের গুরুভার
বয় ॥"

যশোদা বলে—"গোপাল কি আমাদের ক'রে যায় স্মরণ ?"
রাম বলে—"সেকি বড় মা তোমাদের কথায় তো মগন
বলে 'মা পরাত চন্দন ননী খাওয়াত ক্ষণে ক্ষণ
তাই আমি যশোদানন্দন এই আমার হবে পরিচয়" ॥
যশোদা বলে—"গোপালকে ঐখানে বেঁধেছি একবার
এখন আমায় ছেড়ে গেল বাঁধিতে পারিলাম না আর
কত তৈরী করি ননী গোপাল আসিবে এখনি
আসে না আমার নীলমণি প্রাণে আর কত ব্যথা সয় ॥"

ভীমপলশ্রী—ঝাঁপতাল

এভাবে রামের সাথে তুই মাতা কৃষ্ণেরই কথায় উঠিল মেতে
এ সময় উপানন্দ এসে কয়— "বলাইকে কিছু দাও এবার
খেতে"

কে খেতে দেবে সবাই আনন্দ পায় কৃষ্ণ কথায় তাই ক্ষুধা মন্দ
ওদের কথায় যোগ দেয় উপানন্দ ভুলে যায় নিজের কথা সমুদয় ॥

বলরাম বলে—"মথুরা থেকে তোমাদের বিদায় দেওয়া হ'লে পর
যদিও কানু বড় হয়েছে তবু চোখে জল ঝ'রল ঝরঝর্"
উপানন্দ কয়—"এ হতেই পারে কানুকে বসুদেবটাই নাছাড়ে
বেশ হ'ত প'চতো ও কারাগারে কেন মথুরা কানু ক'রল জয় ॥"
কৃষ্ণ আসে নি বলাইকে দেখে নন্দের দুখের স্বাদ ঘোলে যায় পুরে
দেহে কিছুটা শক্তি পেয়ে সে উঠে আসিল তাই অন্তঃপুরে
নন্দকে দেখে ওঠে রোহিণী বলাইকে এনে দেয় ছানা ননী
মথুরায় পায় না—চার হাঁড়ি গণি' তাই বলাই ননী খায় হ'য়ে সদয় ॥

পল্লীগীতি—আহরী ভাঁয়রো—দাদ্‌রা

ব্রজে বলাই এল শুনে ছুটে এল রাখালগণ।
ভাবে কানুও আসিবে দাদার যখন হয় আগমন ॥
রাখালগণে এসেই শুধায় "দাদা কানু কেমন আছে ?
এত দিন যায় কেন কানু আসে না আমাদের কাছে ?
শুনেছি কানু হয় রাজা মথুরায় কাদের দেয় সাজা ?
নিশ্চয় ভালো ক'বে সাজা হয় না—হেথায় হ'ত যেমন ॥
কানু নেই তাই গোচারণে যেতে কারো মন না ওঠে
পথের ধারে তেমন ক'রে দেখি এখন ফুল না ফোটে"
বলাই বলে—"কই বাবা কম্ মধুপান তো করছি হরদম্
মথুরায় এমন মনোরম ফুল আমি করি না দর্শন" ॥
বলাইদার নেশা হয়েছে বুঝে চুপ ক'রে রয় সবাই
কি বলিতে কি বলিবে সবারই মনে ভয় হয় তাই
কিন্তু বলরামই বলে— "যাব চল্ কালিন্দীর জলে"
সবাই বোঝে অঙ্গ জ্বলে অধিক মধুপানের কারণ ॥

যমুনা তীরে যায় বলাই — কিন্তু জল দূরে রয় প'ড়ে
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে যমুনা — কৃশাঙ্গী এতদিন ধ'রে
যমুনায় বহে না উজান — নেই সে উল্লাস নেই কলতান
কোন প্রকারে আছে প্রাণ — করেনি ব'লে কেউ হরণ ॥

কাজরী—বৃন্দাবনী সারং—আদ্ধা

বলরাম আরাম ক'রে যায় — ব'সে যমুনা তটে।
যমুনার জল আনিতে চায় — আপনার হাতের নিকটে ॥
চীৎকারে বারে বারে তাই — আসিতে বলে যমুনায়
উন্মনা যমুনা ধরা — না দিল রামের কামনায়
ক্রোধে বলরাম হয় পাগল — আনিতে বলে তার লাঙ্গল
রাখালরা আনে তাই—আগল — দিতে নেই কেউ সঙ্কটে ॥
হলাগ্র যমুনার জলে — প্রবেশ করায়ে রাম টানে
আকর্ষণে মাটি কেটে — খাল পথে যমুনায় আনে
বলাই বলে—"সেই তো এলে — তবে কেন লোক হাসালে
যমুনা ভালবাসালে — নতুন ক'রে ঠিকই বটে ॥"
যমুনার শীতল জলে রাম — লম্ফ দিয়ে অঙ্গ জুড়ায়
শিরায় শিরায় সুড়সুড়ি আর — না দেয় ফুলরসের সুরায়
রাম বধেছে অনেক অসুর — শিঙাতে বাজায় প্রেমের সুর
যমুনার গর্ব্ব করে দূর — এই তিন নিয়ে প্রবাদ রটে ॥

শ্রীরাধার অন্তর বেদনা

রাগপ্রধান—যোগিয়া—ত্রিতাল

বলরাম ব্রজে ফিরেছে — এ বারতা গোপীরা পায়।
সখী পরিবৃতা হ'য়ে — রাই কিশোরী আসে সেথায় ॥
রামের মুখে শোনে কুব্জা — নামে এক কুৎসিতা নারী
কৃষ্ণের পরশে হয়েছে — সেরা সুন্দরী কুমারী
তার কিছুই নেই সংসার বন্ধন — কৃষ্ণকে মাখায় সে চন্দন
কুব্জার সেবায় নন্দনন্দন — পরম সুখে রয় মথুরায় ॥

কৃষ্ণ বিরহে কাতরা শ্রীরাধা তাই ঈর্ষায় জ্বলে
ক্ষোভে দুখে ভেঙে প'ড়ে সখীদের শুনায়ে বলে—
"শ্যাম কুব্জার পায় ভালবাসা মেটায় তার কামনা আশা
জাগে না প্রাণে তিয়াসা তাই ব্রজে আসিতে না চায় ॥
কালই আসিব বলি' কালা মথুরায় যায় চলি'
আমরা যেতে দিই সে কথা নিশ্চয় সত্য হবে বলি'
পারিতাম ধ'রে রাখিতে ছাড়িতাম না প্রাণ থাকিতে
এখন আর এ ভুল ঢাকিতে কোন কিছু করা না যায় ॥"

কীর্ত্তন

বৃন্দা কয় রাধিকার নিকট— "শ্যাম অতিশয় শঠ লম্পট
শ্যাম দেখায় যে প্রেম তা' কপট তাই শ্যামের চিন্তা করা ছাড় ।
বলে এক করে বিপরীত যেখানে যায় করে পিরীত
সব রমণীর করা উচিত তাই শ্যামের সঙ্গ পরিহার ॥"
রাই কয় মনের কথা তাহার— "শ্যাম চিন্তা দেয় মনের বাহার
কৃষ্ণ চিন্তায় ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগে না লাগে না আহার ॥
শ্যাম যদি রয় ফোটা ফুলে তবে কোন দিন না ভুলে
মালা গেঁথে সে ফুল তুলে আমি এ কণ্ঠে পরি হার ॥
কৃষ্ণ কথা যে না বলে মাড়াই না তার ছায়াতলে
শ্যামকে তাই কোন মনের বলে করিব আমি পরিহার" ॥
বৃন্দা কয় এ কথায় চটে "হায় নিঠুর শ্যাম ফুলই বটে ॥
শ্যামই যত নষ্টের গোড়া তাই আমাদের নিন্দা রটে ॥
শ্যাম শোনে সব—সবই জানে তবু কুলো বাঁধে কানে
কুল মজায় অকূলে টানে আকুল কান্নায় যায় না তটে ।
শ্যাম কেমন শোন তোদের বলি শ্যাম ফুল নয় ও পাষাণ অলি
মধু খেয়ে পায়ে দলি' যায়—আসে না আর নিকটে ॥
পাষাণ শিলা দিয়ে বিধি গড়েছে শ্যামের ঐ হৃদি
আমাদের এ অশ্রুনদী গড়িয়ে যায়—দাগ না কাটে ॥

এ শুনে কিশোরী কহে "শ্যামের হৃদয় কঠিন নহে ॥
আমারই হৃদি শিলাময় তাই সে এত আঘাত সহে ॥
শ্যামের হৃদয় কঠিন হ'লে মোর হৃদয় শ্যাম হৃদয়তলে
আছাড় খেয়ে যেত গ'লে তা' না হ'য়ে আজও রহে॥"
শ্যাম-হিয়ায় রইলে কাঠিন্য হ'ত হিয়া ছিন্ন ভিন্ন
তা' না হ'য়ে রয় সম্পূর্ণ সদাই মোর তনুমন দহে ॥
শ্যামের হৃদয় কঠিন হ'লে আমার হৃদয় যেত গ'লে ॥
মৃত্যু বরণ ক'রে নিতাম শেষ কথা গোবিন্দ ব'লে ॥
বিজয়িনী—প্রেমের খেলায় হ'য়ে আমি অবহেলায়
সুখের আলোয় বেলায় বেলায় চ'লে পড়তাম মরণ কোলে ॥
তোরা সকলে অবিরাম তখন শোনাতিস্ কৃষ্ণ নাম
কিন্তু বিধি হ'ল যে বাম তার আগেই শ্যাম গেল চ'লে।

তোকে বলি বৃন্দে তুই আমার গোবিন্দে
ঠিক না জেনে নিন্দে করিসনিরে অমন।
শ্যামকে পাষাণ ব'লে নিন্দা করতে হ'লে
আমাকেই সকলে বলবি নিন্দার বচন ॥

কঠিন হৃদয় আমার তাই আমি এত সই।
তা' না হ'লে এ প্রাণ রহিত নারে সই॥

শ্যামের কথা ক'য়ে শ্যামের স্মৃতি ল'য়ে
কেমন গেছি হ'য়ে শ্যামই যেন সই সই ॥
ভালবাসি কালো ভাল কাটে কাল ও
কালো দিনের আলো দেখি তাও করি সই ॥

কল্পনা ক'রে যে অনল্প কৃষ্ণে পাই ॥
কৃষ্ণের কথা গল্প ক'রে আয় বন কাঁপাই ॥

বিকল্প শ্যামের নাই কল্পতরু শ্যাম তাই
সঙ্কল্প সে সবাই তাই কৃষ্ণনাম জপাই ॥

নামই কৃষ্ণের দেহ নাম নেহাই এ স্নেহ
প্রেম রেখে প্রত্যহ মনোযোগ ভার চাপাই ॥

'আয় সকলে মিলি' আমার শ্যামের গুণ গাই।
এ ভাবে শ্যাম প্রাপ্তির সাধন পথে আগাই ॥

শ্যাম কৃপা সাগরে আছে ঘুম ঘোরে
শ্যাম বন্দনা করে আয় শ্যামকে তাই জাগাই
শ্যাম তৃণ তরুছায় তমাল নীল যমুনায়
আয় শ্যামের কামনায় আমরা অঙ্গ লাগাই ॥

মথুরায় কাকে শ্যাম চায় জানিতে না চাই
নাম না জ'পে বৃথা হয় শ্যাম নিয়ে নাচাই ॥

কে শ্যামকে করে গুণ কার রূপ আমার দ্বিগুণ
আমরা ও সব দোষগুণ করিব না যাচাই
আত্মগতা হ'য়ে কৃষ্ণের চিন্তা ল'য়ে
যে কৃষ্ণ হৃদয়ে তার পানে যেন চাই ॥"
এ ভাবে কাটে দিন কল্পনায় হয় রঙিন
রাই কিশোরীর হয় ক্ষীণ ও তনু বল্লরী।
আহার নিদ্রা ত্যজে মনে কৃষ্ণে ভজে
অধর মাঝে মাঝে বলে "কোথায় হরি ॥"
যে রাই রূপের ডালি। তার বরণ হয় কালি ॥
সারা অঙ্গে শুধু নিজের অশ্রু ঢালি' ॥
কয় সব গোপী বামা "ওরাই কান্না থামা
শ্যাম চিন্তার ভার নামা কর্ মাথাটা খালি ॥"
এ প্রবোধ না শোনে রাই গুমরি' মনে
বলে ক্ষণে ক্ষণে— "কোথা বনমালী ॥"
তমাল হেরি' আবার বুকে জড়ায় বার বার ॥
"এই শ্যামকে পেয়েছি" ব'লে করে চীৎকার ॥

হেরি' তৃণ শ্যামল রাধা মুখকমল
ঘ'ষে কয় অবিরল— "এই গোবিন্দ আমার ॥"
ময়ুর কণ্ঠ ধরি' কভু কয় কিশোরী—
"এইতো বংশীধারী পালাবে কোথা আর" ॥
কখনও সখীগণ। রাইকে করে স্পর্শন ॥
সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলায় না পায় প্রাণের স্পন্দন ॥
কভু অঙ্গ উষ্ণ দৃষ্টি দেয় সতৃষ্ণ
বলে "কোথা কৃষ্ণ দাও আমাকে দর্শন ॥"
কভু গভীর ব্যথা পেয়ে বলে কথা—
"বল তুমি কোথা আছ রাধারমণ ॥"
রাই ভূমি শয্যায় রয়। বাহ্যজ্ঞান পেয়ে কয়—
"কোথা শ্যামসুন্দর এস করুণাময় ॥"
রাই বাহু প্রসারি' কয় নয়ন বিস্ফারি'—
"এস হে মুরারি আর যে দেরী না সয় " ॥
ভুলে চরাচর সব কয় করি' উচ্চরব
"বুকে এস মাধব জুড়াও আমার হৃদয়" ॥

কভু বলে উঠে বসি' "ঐ আসে কাল শশি
তোরা আমায় যত খুশি সাজিয়ে দে সাজিয়ে দে।
দে মুছিয়ে এ অশ্রুধার ঐ আসে প্রাণেশ্বর আমার
সর্ব্বাঙ্গে পরা ফুলহার দে আমার কবরী বেঁধে ॥"
বুঝিতে পারে সখীগণ। এ সব উন্মাদিনীর লক্ষণ ॥
ব্যথা পেল প্রিয়সখীর এ দশা করি' নিরীক্ষণ ॥
ওরা বলে প্রবোধিয়া "শোন রাই কিশোরী মন দিয়া
শ্যাম অন্য রমণী নিয়া মথুরায় করে কাল যাপন ॥
ক'রে শ্যাম নামে হা হুতাশ মিছেই অশ্রু ঝরিয়ে যাস্"
এ শুনে সখীগণের পাশ রাই কিশোরী বলে তখন—

কাজরী—মিশ্রপাহাড়ি—দাদ্‌রা

"শ্যামের লাগিয়া ঝরাব অশ্রু করিস্ নি তোরা মানা।
কত ভালবাসি শ্যামকে আমার সে তো নয় তোদের জানা ॥
রাধা কান্তে হিয়ার একান্তে বেঁধেছি
মিলন বিরহে হেসেছি কেঁদেছি
আমিই সেধেছি আবার মান করেছি সারা নিশি একটানা ॥
রাধানাথ আমার রহে সাথে সাথ
অত্যাধিক আনন্দে আমার এ অশ্রুপাত
বিরহ অনলে যত প্রেম গলে শীতল স্মৃতি বাঁধায় দানা ॥
রাধারমণ আমার এ মন জুড়ে রয়
আধা রাধা আধা শ্যাম আমাতে হয়
কিছু নেই এ রাধার অশ্রুতে এ কাঁদার শ্যামেরই তো রয়
নিশানা ॥"

কীর্ত্তন

এ কথা শুনে রাই মুখে সখীরা কয় গভীর দুখে—
"কিন্তু কিশোরী তোর দিকে তাকাতে পারি না যে রে।
তোর অঙ্গের রঙ্ তপ্ত কাঞ্চন তাতে অশ্রু করিস্ সিঞ্চন
কৃষ্ণ পাওয়ার এ আকিঞ্চন অঙ্গে তোর কালি দেয় মেড়ে ॥
ভুলিস নি রাই তুই যে গোরি। ও রূপে তাই মজে হরি ॥
তোর অপরূপ রূপেই সদা বৃন্দাবন রয় আলো করি'।
তোরই রূপের আকর্ষণে আসিবে শ্যাম বৃন্দাবনে
রবে শ্যাম যুগল মিলনে হেরিব আমরা প্রাণ ভরি' ॥
অঙ্গে সোনা ঝরে কাঁচা ও রাই তোর ও অঙ্গ বাঁচা
শ্যাম পাখী ধরার ও খাঁচা" এ শুনে বলে কিশোরী—

ঠুংরি—কাফি—আদ্ধা

আমার কৃষ্ণ ছাড়া চিন্তা নেই অন্য।
কৃষ্ণ চিন্তায় যাক্ আমার দেহ লাবণ্য ॥

ঈপ্সিত বস্তুর সাথে যে যোগ অন্তর করে
সাধনার গুণ বিচারে সে যোগী নাম ধরে
বাহ্য দেহের কোন ভাগ টানিতে নারে অনুরাগ
ঈপ্সিত বস্তু পেলেই তার জীবন হয় ধন্য ॥

দূতী সংবাদ

দেশ—ঝাঁপতাল

আনিতে রাইএর মনে ভারসাম্য সখীদের উদ্যম রহে অদম্য
কিন্তু তার মনের ভাব বোধগম্য হয়না গোপীদের নিরীক্ষা শেষে।
রাইএর মস্তিস্কের বিকার আসন্ন শ্যামকে ফিরিয়ে তাই আনা ভিন্ন
উপায় খুঁজে আর পেল না অন্য ললিতা বলে তাই প্রেমাবেশে—
"বৃন্দা তুই চ'লে যা দূতী হ'য়ে মথুরায় আজই এখনই তবে
বুঝিয়ে না হয় মিনতি করেও শ্যাম এনে রাইকে বাঁচাতে হবে
ভাল ধার আছে বৃন্দা তোর কথায় বলিবি কথা তাই দূতী প্রথায়
এ শুনে রাধা উন্মাদিনীর প্রায় বলে নৈরাশ্যের হাসিটি হেসে—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

"আসবে না আসবে না শ্যাম বৃথাই তোদের যাওয়া লো।
বলছে যেন এ মন আমার বৃন্দাবন হবে না আলো ॥
কুব্জাকে নেয় লোক দেখানো আমাদের জানানোর তরে
যাতে আমার হিংসা আসে দু'নয়নে অশ্রু ঝরে
কুব্জা শ্যামে করেছে গুণ এ শুনে হেসে হচ্ছি খুন
কুব্জা অপেক্ষা বহুগুণ শ্যামের বুদ্ধি ধারালো ॥
অনেক জ্বালা পেয়েছে শ্যাম ছিলাম যখন মানে
সে জ্বালাই সে গুণমণি দেয় গুণে আমার প্রাণে
জ্বালা দেওয়া আরও বাকী তাই বলি ও বৃন্দা সখি
এখন গিয়ে ডাকাডাকি না করাটাই হয় ভালো ॥"

দেশ ঝাঁপতাল

অন্তরা

রাইএর·এ কথা শুনে বৃন্দা কয়— "আপ্ রুচি খানা পর্ রুচি পর্না
অধিক হিতৈষী যা' বলে সেরূপ করিতে হয়—তাই রাই তুই চুপ কর না
যাবৎ না আমি ফিরে আসি রাই তুই কান্নাকাটি করিবি না তাই"
বৃন্দাকে এবার বিদায় দেয় সবাই বৃন্দা চলিল মথুরা দেশে ॥

রাগমালা—তালমালা

গুর্জ্জরী তোড়ি—তেওড়া

বৃন্দা মথুরায় এসে রাজপুরীতে প্রবেশে
কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ উদ্দেশে অন্তঃপুরে চ'লে যায়।
হেরে নানা বয়সী ঘোরে ফেরে দাসদাসী
সহসা এক রূপসী হেরে তার নামটি শুধায় ॥
রমণী বলে—"আমি যুবরাজ কৃষ্ণের দাসী
আমার কৃষ্ণকে সাজাই তাই রাজ ভবনে আসি
আগে কুব্জা ছিলাম তাই আমায় কুব্জা কয় সবাই
আমি রোজ চন্দন মাখাই প্রভুর মুখে—রাঙা পায় ॥
তোমায় দেখেছি ব'লে পড়িতেছে না মনে"
বৃন্দা কয়—"আমি বৃন্দা বাস করি বৃন্দাবনে
য্যাব কৃষ্ণের সাক্ষাতে বল যাব কোন পথে"
কুব্জা কয়—"এস সাথে সাক্ষাতের হবে উপায় ॥"
বৃন্দা ভাবে 'যে কৃষ্ণ তারই খোসামোদ করে
তারই দেখা পেতে সে অন্য নারীকে ধরে'
প্রাসাদের কত কক্ষ কারুকার্য্য কি সূক্ষ্ম
কিছুতেই বৃন্দার লক্ষ্য পড়ে না উদ্বেজনায় ॥

মধুমাধবী সারং—একতাল

বৃন্দা হেরে কৃষ্ণ সিংহাসনে ব'সে
পড়েছে গগনের চন্দ্র যেন খ'সে
অঙ্গে জ্যোতি ঝরে চারি দেওয়াল' পরে
ঠিকরে আলো করে মধুর এক জোছোনায়
বাঁশী ছেড়ে হাতে নিয়েছে রাজদণ্ড
নেই গণ্ডে হাসির টোল গম্ভীর এক পাষণ্ড
ভণ্ড রাজার সাজে সব ব্রহ্মাণ্ডের রাজে
হেরে বৃন্দার লাজে সেই দণ্ডে হাসি পায় ॥
নেই সে মোহন চূড়া নেই সে শিখিপাখা
অলকা তিলকা নেই কপালে আঁকা
লেপিত চন্দনে শ্রীনন্দনন্দনে
মনে হয় বন্ধনে রেখেছে কেউ হেথায় ॥
নেই সে বনমালা গন্ধে আকুল করা
অমন শ্যামল অঙ্গে নেই সে পীতধড়া
কোমল চরণ' পরে সে নুপুর না ধরে
মর্ম্ম আঘাত করে এ চর্ম্ম পাদুকায় ॥
বৃন্দার সমুখ হ'তে কুব্জা স'রে গেলে
সহসা বৃন্দাকে শ্যাম দেখিতে পেলে
প্রথমেই শুধালো— "রাই আছে তো ভাল" ?
বৃন্দা উত্তর দিল এরূপ কথা শোনায়—

শঙ্করা—বসন্ত—সোহিনী—বাগেশ্রী—বাহার—ত্রিতাল

'তোমার লাজ নেই রাই নাম বলতে আমি শুনে লাজে মরি
ওঠে না অঙ্গ শিহরি' রাই নাম উচ্চারিতে হরি
পূত নাম বল সাহসে তোমার জিব পড়ল না খ'সে
আছ সিংহাসনে ব'সে ট'লে পড়লে না'ত ধূলায় ॥

বৃন্দাবনে ফুটেছিল কমলিনী রূপ অমলিন
মিলন লিপ্সায় শুধুমাত্র সে কমল বুলে যাও সেদিন
তার কোমলতা সৌন্দর্য্য সুগন্ধ রসমাধুর্য্য
পান ক'রে হ'য়ে অধৈর্য্য মধুচোর—সাধু মথুরায় ॥
লোক মুখে শুনি শত্রুগণ গোমন্তে আগুন দেয় জ্বালি'
তুমি গোপীযুবতীদের সীমন্তে আগুন দাও ঢালি'
সে আগুন পড়েছে মুখে এখন দাউ দাউ জ্বলে বুকে
তুমি আছ পরম সুখে অন্য নারী নিয়ে হেথায় ॥
শুদ্ধ প্রেমে মন ভরে না মুগ্ধ হও শুক্‌নো প্রাসাদে
যারা সাধে তাদের তুমি ধন্য কর না প্রসাদে
তাদের জীবন কর শ্মশান আবার বিষাণ দিতেছ শান
হে পাষাণ—হও মুস্কিল আসান প্রেমের নিশান ধর হিয়ায় ॥
কুব্জার কব্জা থেকে তোমার তাই উবচান চাই এসময়
হে কৃষ্ণাঙ্গ ব্রজে চল যেথা অঙ্গিনী সঙ্গী রয়
লজ্জাকর এই রাজোদ্যানে অসহ্য সজ্জা প্রদানে
বোবা কান্না নিয়ে প্রাণে ভ্রমর কোকিল পাপিয়া গায় ॥"

বাউল—মিশ্র ভূপ কল্যাণ—কার্ফা

বৃন্দা কৃষ্ণে কথায় আঘাত করে বুঝে কুব্জা কয়—
"সাবধানে কথা কও প্রভু এ দিক্ কারের রাজা হয়" ॥
বৃন্দা কয় "ধিক্‌কারের রাজা ঠিক বলেছ প্রভু তোমার"
কুব্জা কয় "রাজাকে নিন্দা করার তোমার নেই অধিকার
রাজার ধিক্কারে ব্যথা পাই আমি প্রজা—সহিতে নাই
দেখ শক্তি অধিক কার—তাই বাক্‌যুদ্ধে লভিব জয়" ॥
বৃন্দা বলে "তুমি কৃষ্ণের প্রজা—আমি রাই এর প্রজা
কার অধিক শক্তি আছে তা' তোমার প্রভুই বলুক সোজা"
কৃষ্ণ বলে—"রাণী তোমার সর্ব্ব শক্তি বুদ্ধির আধার
তাই অধিকার দাও শুধাবার তোমাকে—রাই কেমন রয়" ॥

বৃন্দা কয় "সুধা বার ক'রে তুমিই গরল দিচ্ছ মুখে
কথায় আঘাত দিচ্ছি তোমায় তাই তো আমি গভীর দুখে
তোমায় গড়ে প্রজাপতি রাই নলিনীর প্রজাপতি
এখন হ'লে প্রজা পতি বুঝি তোমার পরিচয় ॥

ঠুংরি—তিলং—আদ্ধা

হে শ্যাম সুন্দর তোমায় চিনিতে পারে কে।
তুমি ছল কৌশল জান বোঝা যায় না দেখে ॥
কথায় আঘাত দিতে গিয়ে দেখি যখন তোমার রূপ
কষ্ট পাই—আড়ষ্ট হ'য়ে জিহ্বা—হ'য়ে যায় নিশ্চুপ
তোমার আঁখি প্রেমে ভরা ভাষা শুধু মধু ঝরা
সুধাকর মুখে সদা রও করুণা মেখে ॥"

কীর্ত্তন

বৃন্দা আনে প্রেমের কেতন ব্রজে যেতে জানায় কেতন
শ্যাম যেতে চায় প্রেম নিকেতন রাজকেতন ভাল না লাগে।
পেল সুচির অনুরাগ বেঁধে সূচির অগ্রভাগ
প্রণয় সূচীরও কাটে দাগ অন্তরে তাই স্মৃতি জাগে ॥
কৃষ্ণ নীরবে তাই ভাবে। অধোমুখে সম্যকভাবে ॥
ব্রজের গোপীবল্লভ হ'য়ে সেই প্রেমিক সুলভ স্বভাবে॥
হয়ত এখন কুঞ্জ ঘিরে॥ অথবা যমুনার তীরে
গোপিনীরা অশ্রুনীরে ভেসে কাঁদে তার অভাবে ॥
নিশ্চয় বংশীবটতলে রাই ভেসে যায় আঁখিজলে
কৃষ্ণ এবার মুখে বলে বৃন্দাকে আপন প্রভাবে—
"রাইকে আমি স্মরি নিতি। রাই আগে পরে রাজনীতি ॥
এখানে কাল কাটাই আমি নিয়ে রাইএর মধুস্মৃতি ॥
ব'সে আছি সিংহাসনে না হেরি সভাসদ্গণে
সদা উদয় হয় নয়নে বৃন্দাবনের কুঞ্জ বীথি ॥

শুনি না সব যে যা' ব'লে
রাই শ্রীচরণ ফেলে চলে
আমি যেন বাঁশী হাতে।
প্রাচীন বংশীবটের তলে
শাখে শাখে শিখী নাচে
মৃগমৃগী এসে কাছে
আমি হেরি দুলে দুলে
উজান বয় যমুনা কূলে

শুনি যেন তমাল তলে
আর সখীরা শোনায় গীতি ॥
রই ঝুলনায় রাইএর সাথে ॥
শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতে ॥
পিকরবে ভরিয়াছে
যেন সে আনন্দে মাতে ॥
অলি গুঞ্জে ফুলে ফুলে
কি ধ্বনি তরঙ্গাঘাতে ॥"

মনে ল'য়ে বিষাদ
জানাতে আর্ত্তনাদ
"বুঝি শ্যাম এক্ষণে
কিন্তু বৃন্দাবনে

এ কথার প্রতিবাদ
ক'রে বৃন্দা বলে—
তোমার সব রয় মনে
ও কথা না চলে ॥

তোমার সঙ্গে বিদায় নিয়েছে আনন্দ।
ব্রজবাসীরা হয় কেঁদে কেঁদে অন্ধ ॥

এখন ফোটে না ফুল
মন হয় না প্রেমাকুল
তোমার না পায় দেখা
নেই তার কণ্ঠে কেকা

না গুঞ্জে অলিকুল
পবনে নেই গন্ধ ॥
ময়ূর তাই রয় একা
নেই তার নৃত্যে ছন্দ ॥

উন্মনা যমুনা
বহুদূরে রহে।
কল্লোল বিহীন স্রোতে উজান আর না বহে ॥

নেই যে গোপীকান্ত
ল'য়ে তাপ অনন্ত
শুকায় কমল কলী
মৃণাল খণ্ড তুলি'

তাই লুপ্ত বসন্ত
শুধু গ্রীষ্ম দহে ॥
মরালকে মরালী
না দেয় শ্যাম বিরহে ॥

রাই ভূমির উপরে দাঁড়াতে না পারে।
তৃণে অধর ঘ'ষে তাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ॥

রাই আছে মূর্চ্ছিতা যেন ছিন্নলতা
বিরহে তাপিতা ভাসে অশ্রুধারে ॥
সখীরা একস্বরে রাই কর্ণ কুহরে
তাই 'কৃষ্ণ' নাম করে রাইকে বাঁচাবারে ॥"

বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া

এবারে আর নহে ছল কৃষ্ণের আঁখি ছলছল
হৃদয় সাগর হয় উছল রাজসিংহাসনও টলে।
পদ্মাক্ষ পল্লব ছেয়ে ব্যথাশ্রু নামে ধেয়ে
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে যায় রাঙা চরণ তলে ॥
কুব্জা নতজানু হয় হাতে অঞ্জলি পাতে
কৃষ্ণের সেই অশ্রু ধরে বৃন্দাকে কয় সেই সাথে—
"দেখে নাও দৃষ্টি পাতে তোমার কথার আঘাতে
প্রভুর দুই আঁখিপাতে অশ্রু গড়ায়ে চলে ॥
একি এ ঘরে যে পাই পদ্ম গন্ধ চমৎকার
প্রভুকে কাঁদায়ে কি দেবে পদ্ম উপহার ?
এ ঘরে ঢোকার সময় লুকান রহে নিশ্চয়
এখন সবই বাহির হয় বুঝি তোমার আঁচলে ॥"
বৃন্দা বুঝে নিল শ্যাম হেথায় কাঁদে নি আগে
শ্যামের অশ্রুতে পদ্ম— গন্ধে তাই বিস্ময় জাগে
ওর ভুল ভাঙানোর তরে তাই বৃন্দা বিদ্রূপ করে
কুব্জাকে কৌতুক ভরে শ্যামকে শুনায়ে বলে—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

"এর আগে দেখনি তবে তোমরা শ্যামের আঁখিজল
শ্যাম কাঁদিলে পদ্ম গন্ধ বাহির হবে অবিরল ॥
যমুনা সেনানে না যাই চুলে জটা গেছে প'ড়ে
আমার মাথায় ও আঁখিজল পার যদি তাই দাও ধ'রে
পঞ্চমুখে বলি না রাম এক মুখে বলি শুধু শ্যাম
জটাতে অশ্রু ব্রজধাম নিয়ে যাই—হব শীতল ॥

শ্যাম ব্রজে গেলে দেখিবে আর একটা যমুনা নদী
অশ্রুতে সৃজিয়াছে রাই কেঁদে কেঁদে নিরবধি
সে অশ্রুনদীর তুলনায় শ্যামের অশ্রু যা' ঝ'রে যায়
গোখুরে জল যেন বর্ষায় মুঠিতে রহে কেবল ॥
শ্যামের রূপ খুলেছে দেখি ঢুকে এ ঘরের দরজায়
শ্যামল বরণ আরও উজল কুব্জার হাতের পরিচর্য্যায়
ব্রজে গিয়ে এস হেরি' রাইএর সোনার অঙ্গ ঘেরি'
কি কালি উঠেছে ভরি কাল নাগের খেয়ে ছোবল ॥"

রাগপ্রধান—বেহাগ—ঝাঁপতাল

নয়নাম্বুজে অম্ভোজের সুবাস শোনার পর কুব্জা ক'রে নেয় বিশ্বাস
কিন্তু পরিহাস শুনে কৃষ্ণের শ্বাস বন্ধ তাই বৃন্দায় কয় কণ্ঠ গম্ভীর—
"তোমাকে আমি আনিলাম হেথায় প্রভু যে এখন তোমারই কথায়
অশ্রু ঝরায়ে জ্ঞান হারায় ব্যথায় দেখছি খাল কেটে আনিলাম কুম্ভীর॥"
বৃন্দা কয়—"আমি মোটেই নই কুম্ভীর কুম্ভীর তোমার ঐ সামনে শ্যামসুন্দর
আমার এ কথা বুঝিবে যখন তোমায় ছেড়ে শ্যাম যাবে স্থানান্তর
অন্তরহীন শ্যামের যা' পাও আঁখিজল জেনে নাও সবই লোক দেখান ছল
ও অশ্রুজলকে জানে গোপীর দল নাম দিল ব্রজে কুম্ভীরাশ্রুনীর ॥"
সিংহাসনে শ্যাম পড়েছে ঢ'লে কুব্জা ধ'রে নেয় আপনার কোলে
বৃন্দা কয়—"কুব্জা শ্যাম চেতন পাবে শ্যামের কানে যাও কুব্জানাম ব'লে
তোমার রূপই শ্যাম এখন করে ধ্যান তোমার নামে তাই ফিরে যাবে জ্ঞান
বৃন্দাবনে নেই এখন শ্যামের টান রাধার তরেও শ্যাম হচ্ছে না অধীর ॥"
কিছুতেই কৃষ্ণের জ্ঞান ফেরে না তাই কুব্জা বৃন্দাকে কয় বিনয় করি'
"তুমি প্রভুর জ্ঞান ফিরিয়ে দাও ভাই আমি তোমার দুই চরণে পড়ি"
বৃন্দা এবার যায় শ্যামের শিয়রে শ্যামের শির কোলে যতনে ধরে
শোনায় সে শ্যামের কর্ণ কুহরে বন্দনা গান এক রাই কিশোরীর—

ভজন—বাহার—ত্রিতাল

"এ বসুধায় সুধা মাখা কে আনিল রাধা নাম ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যে নাম সদা ধ্যান করে 'ঘনশ্যাম ।
মূর্ত্তিমতী প্রেমপ্রীতি ক্ষান্তি ধৃতি যে শ্রীমতি'
সর্ব্বশুভা গুণবতী পরমা প্রকৃতি সতী
গ্রহ তারা দিয়ে জ্যোতি যারে নিতি জানায় নতি
প্রসন্না রাধা যার প্রতি সিদ্ধ হয় তার মনস্কাম ॥
কৃষ্ণ ভজন করে যে জন না ক'রে বন্দনা রাধার
হৃদয়ে কৃষ্ণপদ না পায় সম্মুখীন হয় বিপদ বাধার
রাধা চরণ কর ভিক্ষা কৃষ্ণ প্রেমের পাবে শিক্ষা
রাধিকা করিবে রক্ষা সাধন পথে অবিরাম ॥
রূপে ভুবন আলো করা তিমিরে তিমির হরা
সুবচনী মধুক্ষরা সারাৎসারা ত্বংহি পরা
যার চরণ পরশে ধরা চির আনন্দেতে ভরা
রাধার পদরজে গড়া .. পবিত্রতম ব্রজধাম ॥"

কীর্ত্তন

বৃন্দার মুখে রাই বন্দনা শুনে কৃষ্ণ পায় চেতনা
জুড়ায় বিরহ যাতনা পদ্ম পলাশ আঁখি খোলে ।
অশ্রু ঝরে ঝর ঝর অধর কাঁপে থর থর
রাধা প্রেমে জড় জড় হ'য়ে শ্যাম এবার যায় ব'লে-

ভজন—পিলু—কার্ফা

কে শুনালো রাধানাম আমার কর্ণ কুহরে ।
তনুতে প্রবেশিল আমার হৃদয় শিহরে ॥
মনে পড়ে এইক্ষণে আমার মোহন মুরলী
বৃন্দাবনে অনুক্ষণ বাজিত রাধা বলি
রাধা প্রেমের বন্ধনে ছন্দ দিত স্পন্দনে
রাধার চরণ বন্দনে ক্রন্দনে অশ্রু ঝরে

কোথা তুমি রাধিকা প্রাণাধিকা কিশোরী
শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণ সাধিকা কৃষ্ণের হৃদয়েশ্বরী
তোমারে করজোড়ে ডাকি মনপ্রাণ ভ'রে
দেখা দাও দয়া ক'রে এসে আমার শিয়রে ॥

কীর্ত্তন

শ্যামের মুখে শুনে কথা বৃন্দা মনে পেল ব্যথা
বোঝে প্রেমের গভীরতা কতটা রাধাশ্যামের হয়।
রাধা নামটি ক'রে শ্রবণ শ্যাম অঙ্গ হয় সোনার বরণ
রাধার ভাব শ্যাম করে ধারণ তাই বৃন্দা মধুর স্বরে কয়—
"সফল হ'ল হেথায় আসা। বুঝি তোমার ভালবাসা ॥
হেরিলাম তোমার অন্তরে ব্রজের রাই বেঁধেছে বাসা ॥
তোমাদের প্রেম এত গভীর তবে কেন না হও অধীর
দশম দশা হয় কিশোরীর বারেক গিয়ে মেটাও আশা ॥
তুমি সারা ব্রজের স্বামী জান নাকি অন্তরযামী
তোমায় কি বলিব আমি জ্ঞানহীনা জানি না ভাষা ॥"
কৃষ্ণ বলে শোনে সবাই— "আমারও মনে জাগে তাই।
ইচ্ছা হয় সব কাজ রেখে দিই—এখুনি ব্রজে ছুটে যাই ॥
কিন্তু আমি তা' পারি কই আমি যে একা ব্রজের নই
জনহিতের বন্ধনে রই আবার রাজকার্য্য রয় সদাই ॥
ধর্ম্মরাজ্য নূতন গড়া উচিত আগে রক্ষা করা"
বৃন্দা হ'য়ে ওপর পড়া বলে মনে কোন ভয় নাই—

প্রভাতীসুর—দাদ্‌রা

"(শ্যাম) চল ব্রজে, রও যে সাজে একটি দিনের মত।
হে ত্রিভঙ্গ হয় না ভঙ্গ এতে তোমার ব্রত ॥
(তোমার) পিতা নন্দ আছে অন্ধ গিয়ে বন্ধ আঁখি খোল
মা যশোদা ধূলায় সদা তুমি গিয়ে বুকে তোল
অমন স্নেহ পায় না কেহ ক্ষীর ননী দেবে কত ॥

ব্রজের রাখাল কেঁদে নাকাল 'কানু' 'কানু' ডাক ওঠে
দেখলে তোমায় প্রাণ ফিরে পায় আবার ধেনু চরায় গোঠে
রাখাল রাজায় আবার সাজায় বনফুল এনে যত ॥
তোমার স্পর্শে রাই যে হর্ষে ফিরে পাবে আবার চেতন
প্রাণ গোবিন্দে প্রেমানন্দে করবে কত আদর যতন
গোপী সবে ঘিরে রবে রবিশ্যামে সতত ॥

কীর্ত্তন

শুনে বৃন্দার বচন শ্যাম কমললোচন
করে অশ্রু মোচন আলোচন দেয় ব্যথা।
কিছু চিন্তার পরে কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়ে
বৃন্দার আঁখি' পরে তাই বলে এ কথা—

ধ্রুপদাঙ্গ—চন্দ্রকোষ—তেওড়া

"তোমার এ কথা মানি কিন্তু গেলে এখনি
অরক্ষিত রাজধানী থাকিবে হেথায় প'ড়ে।
আমি রহিলে দূরে এসে মথুরাপুরে
রাজ্য নেবে অসুরে সম্পত্তি নেবে হ'রে ॥
প্রথমে চাই করিতে আমার কর্ত্তব্য সাধন
ছিন্ন ক'রে এসেছি তাই এমন প্রেমের বাঁধন
বৃন্দা, ব্রজে যাও এখন করিবে না ক্ষুন্ন মন
আমি রব আমরণ সকল গোপীর অন্তরে ॥
আমার এ অক্ষমতা জানায়ো জনে জনে
সভক্তি প্রণাম দিও পিতামাতার চরণে
রাই কিশোরী জানত না আমি কি পাই যন্ত্রণা
বোলে তাকে—সান্ত্বনা দিও যেমন হোক ক'রে ॥
সুবল সুদাম বসুদাম আদি সব সখাগণে
বোল সবারে আমি সদাই রেখেছি মনে
দিও তাদের আলিঙ্গন আর তোমরা সব গোপীগণ
আমার প্রেম কোরো গ্রহণ তোমাদের হৃদয় ভ'রে ॥"

কীর্ত্তন

বিন্দু মাত্র বৃন্দার ত্রুটি নেই সাধিবার
শ্যাম সিন্ধু করুণার তবু না উছলে ॥
মেটে না মনের আশ বিফল হয় সব প্রয়াস
তাই বিদায় শ্যামের পাশ নিতে বৃন্দা বলে—

রাগপ্রধান—আহিরী ভাঁয়রো—দাদ্‌রা

"যাই তবে চলে যাই।
বিদায়ের ভাষা শ্যাম আমার জানা নাই ॥
অশ্রুজলে ভাসা রাইকে মনে হয়
তার চরম ব্যথা তাই প্রাণে না সয়
লজ্জা ভয় না মেনে পরম প্রিয় জেনে
তোমায় নিয়ে যাব এসেছিলাম তাই ॥
রাই এর দ্বিতীয়া নেই তাই হ'লাম তার দূতী
তোমার কাছে এসে হেরি তোমার দ্যুতি
ব্যথার এ বোঝাতে জানিনা বুঝাতে
পেরেছি কি তোমায়—সে জানিতেও না চাই ॥
তুমি এ মথুরায় থাক ল'য়ে রাজ্য
অপেক্ষায় রহিব আমরা ল'য়ে ধৈর্য্য
ল'য়ে এ রুচিরে বিচ্ছেদ প্রাচীর চিরে
এস তাই অচিরে এ মিনতি জানাই ॥"

কীর্ত্তন

বৃন্দার দু'হাত ধরি' বলে গিরিধারী—
"কিবা দিতে পারি বল বিদায় ক্ষণে"।
বৃন্দা বলে এবার "কি দিবে রতনহার
ব্যথার ভার উপহার নিয়ে যাই হার মেনে ॥
এখানে তোমার যে নেই ব্যবহার করা।
কটি বেড়া গুঞ্জ'বেড়া পীত ধড়া ॥

রইলে চেয়ে নিয়ে দিতাম রাইকে গিয়ে
শ্যামকুঞ্জে রাখিয়ে হ'ত মন্দির গড়া ॥
মেনে ধর্ম্ম নীতি পূজিতাম তা' নিতি
তোমার মধুর স্মৃতি সর্ব্ব দুখ হরা ॥

কিন্তু হেথায় তোমার অঙ্গে সবই রাজবেশ ।
চেয়ে চেয়ে আমি দেখেছি অনিমেষ ॥

আমরা সব গোপিনী দীনা কাঙ্গালিনী
ও রাজবেশ না চিনি ওতে ভয় পাই অশেষ ।
যে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বর তার শ্যামল কলেবর
ধরে সে পীতাম্বর আড়ম্বরের নেই লেশ ॥

যদি কিছু তুমি একান্তই দিতে চাও ।
হে গোপীকান্ত ঐ করতল শিরে দাও ॥

জানাও মোদের আশীষ যেন শ্যাম প্রেমবিষ
রয় মনে অহর্নিশ শ্যাম-স্মরণ হবে তাও ॥
যেন মরণ কালে জিহ্বা শ্যাম নাম বলে
এখন অশ্রুজলে আমার এই প্রণাম নাও ॥'

কৃষ্ণ পদে বৃন্দা লুটায় কৃষ্ণ তাই হাত ধ'রে উঠায়
দ্বার অবধি এসে বিদায় জানায় একটি বাহু তুলি ।'
বৃন্দা ভাসে আঁখিজলে মথুরারি পথে চলে
উদাসিনীর চরণ টলে মাঝে মাঝে পথ যায় ভুলি ॥
বৃন্দা বলে মনে মনে 'কেমনে যাই বৃন্দাবনে ॥
কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াইব রাইএর সমুখে এই ক্ষণে ॥
এলাম কি করিবার তরে কি কোরে ফিরে যাই ঘরে
কি তুলে দেব রাই-করে কি শোনাব রাই-শ্রবণে ॥
আমরা শ্যামে পেয়ে হারাই যারা চায় না পায় তাহারাই
আমার অভাগিনী হা রাই দুখই রবে তোর জীবনে ॥'

নৌকায় বৃন্দা চলে ভেসে। ভাবে মাঝ যমুনায় এসে—
'বৃন্দাবনে বিষাদ ছেয়ে মথুরা উঠিছে হেসে॥
মথুরার গগন উপরে রামধনু রঙ্ খেলা করে
বাদ্যধ্বনি ঘরে ঘরে উঠে মলয় বায়ে মেশে॥
সারি সারি বিহঙ্গ কুল ছেড়ে আসে ব্রজ গোকুল
কিসের নেশায় হ'য়ে আকুল যেন কারে ভালবেসে॥
সবে চায় মথুরায় যেতে। সকলেই চায় কৃষ্ণে পেতে॥
আপন স্বার্থে রহিতে চায় সবে কৃষ্ণ প্রেমে মেতে॥
কৃষ্ণের বিচারে প্রতিবাদ না করে—সবার মন সাধ
কি ক'রে পায় কৃষ্ণের প্রসাদ তাই ভিক্ষার আঁচল রয় পেতে॥
বিহঙ্গ ভৃঙ্গ সব সমান জুড়াইতে চায় কৃষ্ণের প্রাণ
শুনে এলাম ধরেছে গান তাই মথুরার পথে ক্ষেতে॥
সাগর হ'য়ে শ্যাম রয় চেয়ে। যায় প্রাণী নদী তাই ধেয়ে॥
যে যেমন পারে জীবনের পাথেয় কৃষ্ণ নাম গেয়ে॥
দুখ সুখ কৃষ্ণের সৃষ্টি দুখে করে অশ্রুবৃষ্টি
সুখে পড়ে শত্রুর দৃষ্টি ভাল নয় কেউ কারও চেয়ে॥
আমিও কেন রই দূরে ডেকে যাই সেই শ্যাম নিঠুরে
শ্যাম আসিবে ব্রজপুরে রাধাকৃষ্ণ যাব পেয়ে॥'

বিরহিণী রাই কিশোরী

রাগপ্রধান—পূরিয়া ধানেশ্রী—ঝাঁপতাল

রাধার জীবনে হয়েছে সাথী যেন শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতি
আলো আঁধারে ওঠে তাই মাতি' রাধা আনন্দে কিংবা ক্রন্দনে।
মেঘ ঘেরিলে বিষাদে মন ছায় বৃষ্টি ঝরিলে অশ্রুজল ঝরায়
চাঁদ উঠিলে তাই খুশী হয় আশায় বাঁধিবে শ্যাম চাঁদ বাহু বন্ধনে॥

প্রকৃতির ধর্ম্মে মধ্যাহ্নে ওঠে ঘূর্ণিত পবন কাননের মাঝে
শুষ্কপত্রদল স্থানচ্যুত হয় মর্ম্মর ধ্বনিতে তাই নূপুর বাজে
কিশোরী শুনে ওঠে শিহরি' ঐ বুঝি আসে সেথায় শ্রীহরি
শ্রীচরণধ্বনি তাই—কাল না হরি' সে ছন্দ মেশায় প্রাণের স্পন্দনে ॥
সবুজ গুল্মের দল কুঞ্জ ঘিরে রয় তার তলে ঝরা পাতা সব পড়ে
গোধূলি বেলার লাল রঙ পড়িলে সে পাতা পাতা—অলতার রঙ্ ধরে
উতলা রাধার সঙ্কল্প অতুল ভেবে যায় শ্যামের দুই চরণ রাতুল
কণ্টকে হাত দেয় পেতে চায় প্রতুল সে হাত লোহিত হয় রুধির স্যন্দনে ॥
সংসারের কর্ম্ম ছেড়ে কিশোরী আকাশে রচে বাসরেব হর্ম্ম
সুপ্ত আকিঞ্চন তপ্ত কাঞ্চন রঙ্— করা চর্ম্মে দেয় নিদাঘের ঘর্ম্ম
এর পরে সন্ধ্যায় শীতল অঙ্গনে না হেরি ব্রজের অঙ্গনা গণে
ভাবে রাধা রয় শ্যামালিঙ্গনে অঙ্গ জুড়ায় তাই শ্যামের চন্দনে ॥

কীর্ত্তন

নয়নে বয় অশ্রুবারি সমুখে বাহু প্রসারি'
প'ড়ে আছে রাই কিশোরী শ্রীমুখ ঢাকি' তৃণদলে।
রাধার এখন দশম দশা কভু ওঠা কভু বসা
উঠে বসে রাই সহসা সখীদের শুনায়ে বলে—
"ওই আমার গোবিন্দ আসে। পদ্ম গন্ধ পাই বাতাসে ॥
দেখ্ এবার তোরা শ্যাম আমায় কতখানি ভালবাসে ॥
আমি ভাসি আঁখিজলে কেউ তো শ্যামে এ না বলে
যেমন বৃন্দা সংবাদ দিলে ওমনি আসে আমার পাশে।
শ্যাম এসে পড়িবে এবার সময় হাতে নেই সাজিবার
কিন্তু আলিঙ্গন যে আমার সিক্ত করবে পীতবাসে ॥"
বৃন্দা রাই সমুখে দাঁড়ায়। অশ্রুতে রাই বাহু বাড়ায় ॥
শ্যামে না হেরিয়া ভূমে প'ড়ে আবার চেতন হারায়

সখীরা রাই অঙ্গ ধরে কেউ জল দেয় কেউ বাতাস করে
শ্যাম নাম দেয় কর্ণ কুহরে এভাবে রাইএর জ্ঞান ফেরায় ॥
রাধা যেন ছিন্নলতা ললিতার কোলে তার মাথা
রেখে এবার মৃদু কথা বৃন্দারই উদ্দেশে শোনায়—

কাজরী—মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা

"কি হ'ল রে বৃন্দা শ্যাম এল কই
আমার কথাটাই তো গেল মিলে।
প্রাণে আঘাত দিতে অমন নিঠুর আর
দু'টো নেই এই বিশ্ব নিখিলে ॥
দু'গণ্ড বাড়ায়ে দু'দণ্ড রহিলে
কপটের কাছে তো চপেটাঘাত মেলে
একে রয় জ্বালার পাট তার ওপর শঠের পাট
মুখের ওপর কপাট বন্ধ ক'রে দিলে ॥
বলিস্ নি তো আমি মরি কেঁদে কেঁদে
তোকে পাঠাই শ্যামে নিয়ে আস্‌তে সেধে
বিরহের নিয়ম এই ব্যথা পায় দুজনেই
কিন্তু সম্মান যায় এ কথাটা ভাঙিলে ॥
ব'লেছিস্ তো কাজে গিয়েছিস্ মথুরায়
ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে প'ড়েছিলি সেথায়
ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় প্রেমে দেয় মধুর গুড়
বুক করে না গুড় গুড় তাই শ্যামে ছলিলে ॥"

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

ললিতা হেসে কয়—"ও রাই সত্যিই তুই দেখালি।
কভু শ্যাম তোর নয়ন মণি কভু আবার চোখের বালি ॥
কৃষ্ণপ্রেম তোর হৃদয়েতে আছে অনেক গভীরে
আত্মসম্মান তাই রাখিতে ভেসে চলিস্ আঁখি নীরে
কৃষ্ণ জুড়ে আছে তোর প্রাণ পাওয়া না পাওয়া তাই সমান
পদ্ম গন্ধ যা' পায় তোর ঘ্রাণ শ্যাম ভেতর থেকে দেয় ঢালি' ॥"

কিশোরী কয় —"পদ্মগন্ধ পেয়েছি নয় এখনও পাই
বৃন্দা আমায় জড়িয়ে ধর আলিঙ্গনে এ প্রাণ জুড়াই
কৃষ্ণ অঙ্গের গন্ধ ভরা আঁচল দিয়ে আমায় জড়া
কৃষ্ণ প্রেম আঁচলে ধরা দিয়ে মনের ঘোচা কালি।"
অবাক বিস্ময়ে বৃন্দা কয়— "রাই তোর কথা ক'রে শ্রবণ
অশ্রুজলে ভেসে শ্যাম কেঁপে কেঁপে হারায় চেতন
শ্যামের মাথা কোলে ধরি আঁচল পড়ে শ্যামোপরি
এখন গন্ধ বুঝতে নারি তুই ই গন্ধ পাস্ খালি॥"

কীর্ত্তন

বোঝে গোপীরা রাই অন্তর তুষার ঢাকা গিরি শিখর
শ্যাম চিন্তার প্রথম রবিকর নানা রঙে দেয় ভরিয়ে।
কভু শ্যামে নিঠুর বলে সারা অঙ্গ ক্রোধে জ্বলে
কভু ভাসে আঁখি জলে তমালে ধরে জড়িয়ে॥
রাইকে যায় না বুঝতে পারা শ্যাম প্রেমে রাই আপন হারা॥
রাই মনে কৃষ্ণ প্রেম যেন পারাবর—নেই কূল কিনারা॥
কৃষ্ণ চিন্তায় চেতন হারায় কৃষ্ণ নামেই জ্ঞান ফিরে পায়
কৃষ্ণ কথায় সোজা দাঁড়ায় আবার দেহ লতা পারা॥
শ্যাম ভব সিন্ধুর কাণ্ডারী রাধা নাম পারানির কড়ি
শ্যাম না মেলে রাধায় ছাড়ি' রাধাশ্যাম নাম সুধা ধারা॥
ললিতা হেসে রাইকে কয়— "তোর কথায় রাই মানি বিস্ময়॥
কভু শ্যামকে নিঠুর বলিস্ কভু শ্যাম তোর হয় দয়াময়॥
বুঝিস্ শ্যামের অঙ্গের গন্ধ বুঝিস্ না শ্যাম করে মন্দ
কেন হ'বি কেঁদে অন্ধ দু'নৌকায় চলা ভাল নয়॥
তোর কি স্বভাব আমি চিনি হ'তে যাচ্ছিস্ উন্মাদিনী"
এ শুনে রাই কমলিনী বলে মন তোর রহে তন্ময়—

ঠুংরি—হাম্বীর—আদ্ধা

"যখন যে ভাবে রাখে শ্যাম সে ভাবে রহি।
আমার মাঝে যে কাজ করে সে আমি নহি॥
চিন্তামণি চিন্তা করায় তাই ভূমিতলে লুটি
কামনা কুসুম ঝরে প্রেমের বৃন্তে ফুটি'
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদনা কৃষ্ণে পাওয়ার এক সাধনা
সর্ব্ব ভাবুকের তাই চাবুক বুক পেতে সহি॥"

কীর্ত্তন

বুঝে নেয় সব ব্রজাঙ্গনা রাধার কি কৃষ্ণ চেতনা
যে কোন বিচ্ছেদ যাতনা রাই সইতে তাই প্রস্তুত আছে।
তাইতো হ'তে হবে সাবধান যাতে না রাই হারায় তার প্রাণ
শিথিল করিতে হবে টান তাই বৃন্দা কয় রাইএর কাছে—
"রাই তোকে বলি উপমায়। সেই হবে তোর বাঁচার উপায়॥
সাঁড়াশি দেখেছিস্ যাতে গরম ক্ষীরের কড়া নামায়?
যত চাপে হাতের মুঠো সামনের ফাঁক তত হয় ছোট
কিন্তু দেখিস্ মাথা দুটো একই গতি নিয়ে দাঁড়ায়॥
তোদের প্রেমের ক্ষীর নামাতে আগে মাথা চাস্ লাগাতে?
এক গতিতে শ্যামের সাথে এলে মিলিবি দু'জনায়॥
ঘোচা তোর এ নীরবতা। একা কিসের মাথা ব্যথা?
তোর প্রেমে 'প্রেমময়' হয় শ্যাম ও নাম পেত না অন্যথা॥
অধিক প্রেম দিস্ শ্যামের তরে তাতেই শ্যাম মহাবল ধরে
কিন্তু তোকে দুর্ব্বল করে লোটাস্ যেন ছিন্নলতা॥
শক্ত হ'য়ে যা' বুক বেঁধে শ্যাম তোর কাছে আস্‌বে সেধে
শ্যামকে রাখ বিলাম বিভেদে" এ শুনে রাই বলে কথা—

রাগপ্রধান—ভাঁয়রো—কার্ফা

"তোদের আজি বলি সই এই যে আমি কথা কই
যে বলে সে আমি নই শ্যামই বলে রহি জিহ্বায়।
এই যে আমি তোদের হেরি রাধা সে তো অন্ধা নারী
চোখের ভেতর থেকে হরি আমাকে এ ভুবন দেখায়॥
এই যে মনে হ'লে হরষ তোদের আমি করি পরশ
রাধা অঙ্গ সে তো অবশ শ্যামই আমার বাহু ওঠায়॥
শ্যামের ঘর্মাক্ত হয় শরীর সে ঘর্ম পদে করে ভীড়
সে ঘর্মই আমার অশ্রুনীর শ্যাম আমার অশ্রুপাত ঘটায়
নিজেই শ্যাম বাজায় মুরলী সবার চোখে দিয়ে ধূলি
শ্যাম আসে মোর কর্ণে চলি তাই রাধা সুর শুনিতে পায়॥
শ্যাম মোর কাছে দাঁড়ায় এসে আমার নাসিকায় প্রবেশে
পদ্মগন্ধ কি বোঝায় সে শ্যাম দানী গ্রহিতা ধরায়॥"

কীর্ত্তন

এ শুনে ললিতা বলে. "রাইকে কৃষ্ণ ধরা চলে
শ্যামলিমা তাই উজলে মাঝে মাঝে রাই এর অঙ্গে।
এমনকি আমরাও কৃষ্ণ হই নইলে আমরা তো পণ্ডিত নই
কি ক'রে এমন কথা কই" রাধা কয় এ কথার সঙ্গে—

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

"কৃষ্ণ সবার মাঝে থেকে দৃষ্টি দেয় সবার উপর।
কৃষ্ণের কাছে সবাই আপন কৃষ্ণের কাছে কেউনেই পর॥
যে জন কৃষ্ণে ভজে-কৃষ্ণ তার ওপর স্থির রাখে নয়ন
কৃষ্ণ অন্ত প্রান যার-কৃষ্ণ তার হৃদয়ে করে শয়ন
যে জন কৃষ্ণের শত্রু পক্ষ তারেও রাখে দিয়ে পক্ষ
সে সাধু হয়—শুক্লপক্ষ যেমন হয় অমাবস্যার পর॥
কৃষ্ণ সর্ব্ব জীবে রহে তরুলতাও যায় না বাদ
কৃষ্ণ রয় তাই ভাল লাগে গিরি নদী তারা চাঁদ

কৃষ্ণ কথা যে জন বলে কৃষ্ণ লীলা যে করে গান
কৃষ্ণ সূক্ষ্ম দেহ ধ'রে তার পাশে করে অবস্থান
কৃষ্ণ চায় তুলসী চন্দন ভালবাসে গীতি বন্দন
নৃত্যে তুষ্ট নন্দ নন্দন কৃষ্ণই ব্রহ্ম পরাৎপর ॥"

কীর্ত্তন

বুঝে নিল গোপিকাকুল রাধার কৃষ্ণ প্রেম রয় অতুল
প্রবেশে কৃষ্ণ তরুমূল রাই অন্তরের অন্তস্থলে।
রাই প্রেম হরষ পরশ মণি প্রেমের সাধ্য শিরোমণি
সাধন তত্ত্বে শ্রেষ্ঠা গণি' আনন্দে বৃন্দা তাই বলে—
"শুনেছি শ্যামের স্বরূপ হয়। সৎ চিৎ আবার আনন্দময় ॥
সৎ চিদাংশে কৃষ্ণ আছে আনন্দাংশে শ্রীরাধা রয় ॥
শ্যাম ভাবের মহাভাবিনি শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপিনী
বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা যাদের তাদের কি ভয় ?
আয় আমরা সকলে মিলি' রাইএর মাখি চরণ ধূলি
শ্যামের বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলি' রাই কিশোরীর গাহি জয় ॥"

কীর্ত্তন

গোপীদের মনান্তর আর হয় না—রাই অন্তর
বুঝে নিয়েছে সবাই।
মেনে প্রেমের নীতি সব সময়ে নিতি
রাইকে ঘিরে থাকে তাই ॥
ভবিষ্যৎ নয় উজ্জ্বল মুছে তাই আঁখি জল
রয় রাইএর পরিচর্য্যায়।
রাই ছেড়েছে নিলয় শ্যাম কুঞ্জে আশ্রয় লয়
শয়ন তার তৃণ শয্যায় ॥
শিশুর মত মতি পেয়েছে শ্রীমতি
খেতে দিলে খেতে চায়না।

আবার কর্ম সফল হয় নিজেই বনফল
অনেক খেতে ধরে বায়না ॥
রহে এক বসনে সখীরা রয় সনে
বদলায় অন্য বসন এনে ।
দেখে ভূষণ নানা প্রথমে কয় "না না"
শেষে রাই কথা নেয় মেনে ॥
রাইএর মনের বিকার বুঝে নানা প্রকার
রঙের বসন দেয় সরায়ে ।
রহে রাইএর পক্ষে তবে শুক্লপক্ষে
শুভ্র বসন দেয় পরায়ে ॥
কৃষ্ণপক্ষ এলে নীল রঙেতে মেলে
পরিয়ে দেয় নীলাম্বরি ।
রাই চাহে না সোনা ওদের উচিত শোনা
তাই গয়নার নেই আড়ম্বরই ॥
রাই এর যে প্রিয়জন সে জানে প্রয়োজন
কিসের হয় রাইকে সাজাতে ।
অন্য ফুল পরিহার ক'রে মালতীর হার
রাইকে দেয়—শ্যাম তুষ্ট যাতে ॥
রাই বোঝে নিজের হিত কৃষ্ণের চরণ লোহিত
তাই লাল সিঁদুর নেয় সিথিতে ।
রাই এর কৃচ্ছ সাধন যাতে হয়—প্রসাধন
সেরূপ করে সব তিথিতে ॥
গোপীরা করতল ভেজায় চন্দন শীতল
ল'য়ে—কারণ দরকার হবে ।
যেন ঝরা মিহির ঘর্ম্ম হ'লে বাহির
রাইকে মাখিয়ে দেয় তবে ॥

রাইএর প্রাণ শ্যাম অন্ত রাধাপ্রেম অনন্ত
এখন সব গোপীদের মাঝে।
শ্যাম নয় রাইকে প্রণাম ক'রে নেয় রাধা নাম
(তাতেই) হিয়ায় রাধাশ্যাম বিরাজে॥

রাগপ্রধান—যোগিয়া—ত্রিতাল

বিবিধ প্রয়াসে রাধার বেদনা সখীরা হরে।
অবধি নেই বিধির দেওয়া ব্যাধির—তারা তাই শিহরে॥
বরষা থাকা অবধি দেখে জলধরের ভাসা
কিশোরী অশ্রুতে ভাসে অধরে সরে না ভাষা
শ্রীঅঙ্গ ভ'রে যায় ঘর্ম্মে সখীরা ব্যথা পায় মর্ম্মে
ভাবে প্রকৃতির কোন ধর্ম্মে ঘর্ম্ম হয় প্রথম প্রহরে॥
বোধ শক্তি থাকে না রাধার আছাড়িয়া ভূমে লোটে
"কোথা শ্যাম দেখা দাও আমায়"— এই ব'লে তার মাথা কোটে
শিলাখণ্ড পেলে হাতে আঘাত করে নিজ মাথে
সেরূপ শিলা না পায় যাতে সখীরা আগেই আহরে॥
কখনও বা শিশুর মত হাত পা ছোড়ে মাথা নাড়ে
"আর পারি না বাঁচাও হে শ্যাম"— এই ব'লে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে
হাত পা শেষে মুড়তে নারে— মুস্কিল—হাত পায়ে খিল ধরে
সখীরা খিল ছাড়াইবারে 'শ্যাম' বলে কর্ণকুহরে॥

রাগপ্রধাম—জৌনপুরী—ভেওড়া

বিস্ফারি' নয়ন দু'টি করি' নিপুণ ভ্রূকুটি
কভু রাই বসে উঠি' অঞ্চল যায় ভূমে র'য়ে।
সুকঠিন মুষ্টি করি' উঠায়ে শিরোপরি
রুদ্রাণী মূর্ত্তি ধরি' সখীগণে যায় ক'য়ে—
"কি মনে করেছে শ্যাম আমার আদেশ না মানে
আমি তার মহারাণী সে কি তা' নাহি জানে

সে আমার হ'য়ে প্রজা আমাকেই দেবে সাজা
তোরা সব দেখছিস্ মজা প্রতিহারিণী হ'য়ে ॥
অপদার্থরা চোখের সামনে থেকে যা স'রে
সেদিন মুখ দেখাস্ যেদিন আনতে পারিবি ধ'রে
শ্যামকে পেলে মোর কাছে ঐ আঁচল প'ড়ে আছে
বাঁধিব আগে পিছে যাবে সে ব্যথা স'য়ে ॥
তা' না হ'লে বলিব আমাকে কাঁধে নিতে
হাত ধরিব যাতে না পারে সে পলাইতে
সেবার দিয়েছে ফাঁকি এবার কেমন দিক দেখি ?
ঘুচে যাবে চালাকি আমার দেহের ভার ব'য়ে" ॥

রাগপ্রধান—শিবরঞ্জনী—একতাল

রাইএর আস্ফালনে উন্মাদভাব দরশনে
মনে প্রমাদ গণে গোপিকারা সবাই।
আপনায় সম্বরি' না রয় বুক আবরি'
খ'সে যায় কবরী ক্ষিপ্তা রহে সদাই ॥
কাছে গিয়ে তারা রাইএর বাহু ধরে
রাধা তাদের দেখে বলে ক্রুদ্ধস্বরে—
"গেলি না তোরা সব আনতে আমার কেশব
আমি তার বংশীরব দূর থেকে শুনতে পাই" ॥
সহসা বলে রাই ভেঙে প'ড়ে কান্নায়—
"এনে দে আমার শ্যাম ধরি তোদের দু'পায়
আমি শ্যামের দাসী শ্যামকে ভালবাসি
শ্যামকে নিয়ে আসি' জুড়া আমার প্রাণ তাই" ॥
বিনয়ে রাই যখন চরণ ধরিতে যায়
বোঝে সবাই স'রে যাওয়াই ভাল উপায়
কুঞ্জের আড়ালে যায় পরে শুনিতে পায়
রাধা ব'সে গান গায় কেহ কোথাও নাই—

আধুনিক—দাদ্‌রা

"একে একে বন্ধু— দিন কেটে যায়
তবু কেন আছ স'রে।
তোমায় না হেরি' বিষাদ রহে ঘেরি'
মরমে রয়েছি ম'রে ॥
আমার কথা শুনে কতদিন বলেছ
আমায় তুমি প্রিয়ভাষিনী
শুধু কি কথাই আমি তোমার প্রেম
সাগরে কি প্রিয় ভাসি নি
তুমি ডাক দিলে আমি কি আসিনি
হাসিনি মধুর ক'রে ॥
আনন্দে নৃত্য করেছি তাই তুমি
আমারে বলেছ শিখিনী
তা' হ'লে তো জেনে গেছ অত দূরে
উড়ে যেতে আমি শিখি নি
ভুলে গেছি নৃত্য এখন তোমায় নিত্য
আমার মন শুধু যায় স্ম'রে ॥
মনে প'ড়ে যায় গান শুনে আমার
আমায় বল আরো পিকী
শুনিতে কই সাধ আমারে দিলে বাদ
অপরাধ আরোপি' কি ?
তোমায় হিয়া সঁপি' ব্যথার নিশি যাপি
আমার এ ব্যথা নাও হ'রে ॥

কীর্ত্তন

রাই কিশোরীর গান শেষ হ'লে অশ্রুতে সে পড়ে ঢ'লে
লুটিয়ে ধরণীর কোলে দেখে সখীরা ভীতা হয়।

কাল বিলম্ব আর না করে রাইএর কাছে এসে পড়ে
রাইএর মাথা তুলে ধরে— বৃন্দা প্রবোধ দান্ ক'রে কয়
"রাই তোর শ্যাম আসিবে এবার। কেন চিন্তা ক'রে যাস্ আর।
আকুলি বিকুলি ক'রে ক্ষতি করিস্ তোর দেহটার॥
ভাগ্যিস্ গেলাম শ্যামকে আন্‌তে তাইতো আমি পারলাম জান্‌তে
তোর শ্যামের হাত ধ'রে টান্‌তে শক্তি নেই কোন ললনার॥
দেখলাম আমি রাধাকান্ত তোর প্রেমে হ'য়ে উদ্‌ভ্রান্ত
এক প্রান্ত হ'তে আর প্রান্ত ঘোরে প্রাসাদে বারে বার"॥
কে যেন কি বলে কারে। রাই ভেসে যায় অশ্রুধারে॥
বৃন্দার এই সান্ত্বনার বাক্যে কোন ফল হয় না এবারে॥
রাই মনে জাগায়ে আশা জাগাতে চায় কাম লালসা
কিন্তু রাইএর ভালবাসা নিষ্কাম বৃন্দা বুঝতে পারে॥
রাই-প্রীতি অতি মহতী শ্যাম রাইকে করেছে সতী
বৃন্দা নেয় তাই এক পদ্ধতি কৃষ্ণনাম শোনায় রাধারে॥

ভজন—জংলা ভৈরবী—কাফা।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে যদি মন থাকে বিষাদে।
আনন্দময় নন্দনন্দন আনন্দ দিতে যে সাধে॥
এ আনন্দ দিতে কৃষ্ণ দেহ মনকে করে দু'ভাগ
দেহে গান নৃত্য ভঙ্গিমা মনেতে ভক্তি অনুরাগ
এ দুটিতে থাকিলে মিল তবেই আনন্দ অনাবিল
দিতে পারে বিশ্ব নিখিল হৃদয়মাঝে নির্ব্বিবাদে॥
কৃষ্ণপ্রেমে অন্ধ হ'লে কামগন্ধহীন আনন্দ রয়
হৃদি স্পন্দন শুদ্ধ প্রেম পায় বহির্দেহের দ্বার বন্ধ হয়।
দু'নয়নের উষ্ণ বারি কৃষ্ণকে টানিতে পারে
মনের তৃষ্ণা মিটবে ডুব দাও কৃষ্ণ নাম পারাবারে
কৃষ্ণনাম হিমালয় পর্ব্বত কৃষ্ণ আবার হয় পারাবত
দেখায়ে হিমালয়ের পথ দূর থেকে বাঁচায় প্রমাদে"॥

কীর্ত্তন

সেদিনে প্রভাতকাল রবি উঠেছে লাল
রাইএর আঁখির আড়াল হয় সখীরা কাজে।
মধুর সুর প্রবাহে গোপী সবে চাহে
কিশোরী গান গাহে ব'সে কুঞ্জ মাঝে—

আধুনিক—কাফ্ৰা

"সবাই গতি নিয়ে চলে রবি যায় উদয়াচলে
শিশির মুছিবারে আসে ভোর।
দুখ নিশি ভোর হবে তুমিও আসিবে কবে
ঘোচাতে আমার এ আঁখিলোর ॥
একা মেঘ নাহি থাকে আপনায় ঘষিয়া জ্বলে
বিজলিরে পেয়ে তখন অপরূপ শোভায় উজলে
মেঘহীন নীলাকাশে চাঁদও একা না হাসে
দূর থেকে প্রেম আশে চেয়ে রয় চকোর ॥
চাতকও একা না থাকে আবাহন করে বরষায়
আমিও তোমারে ডাকি পাব তোমায় এ ভরসায়
বহিতে অশ্রুবারি আমি যে আর না পারি
এস একথা বিচারি' প্রিয়তম মোর" ॥

কীর্ত্তন

সখীরা এ গানে ব্যথা গেল প্রাণে
রাইএর সন্নিধানে, আসে ত্বরা করি'।
গোপিনীরা বোঝে রাধা শ্যামে খোঁজে
তাই অশ্রু সহজে ওঠে নয়ন ভরি' ॥
সে অশ্রু মোছায়ে বলে গোপিকারা—
"রাই কি তুই থাকবি না তোর চোখের জল ছাড়া ?

এত ক'রে বোঝাই কাঁদবি না সদাই
সে কথায় তোর হুঁশ নাই থাকিস্ আপন হারা ॥
যে জন কাছে না রয় শুনিয়ে তায় কি হয় ?"
এ শুনে রাধা কয় চোখে অশ্রুধারা—

ঠুংরি—মিশ্র খাম্বাজ—আদ্ধা

"একই চিন্তায় এক শ্যাম নাম জপি আমি দিবানিশি ॥
একই শশি যেমন উজল ক'রে যায় দশদিশি ॥
একইরূপ দেখি কৃষ্ণ দাঁড়ায় ত্রিভঙ্গ ঠামে
শিরে মোহন চূড়া বাঁধা শিখি পাখা হেলা বামে
মুখে অলকা তিলকা রাঙা চরণ নূপুর ঢাকা
পীতবসন নয়ন বাঁকা হাতে রয় মোহন বাঁশী" ॥

কীর্ত্তন

হাতে অনেক কাজ রয় সখীদের নেই সময়
কিশোরীকে তাই কয় রইতে খুশী মনে।
সখারা চ'লে যায় রাই যৌবনের জ্বালায়
আপনার পানে চায় আর গান গায় সেই ক্ষণে—

ভজন—মিশ্র পিলু—কার্ফা

"দেবাদিদেব নহি আমি শোন হে মদন।
আমারে তাই না জ্বালায়ে যাও শঙ্করের সদন ॥
অরি ভেবে আমার ওপর তোমার প্রভাব বিস্তার কর
উল্লাসে কৈলাসে গিয়ে সেথায় তোমার অরি হর
আমি গোপী রাধা নামে প্রাণ দিতে চাই পেতে শ্যামে
দেখ তাই আমার না থামে প্রাণকৃষ্ণের তরে রোদন ॥
জানি তুমি পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষে বিষে জ্বরাও
তুমি অন্ধ—কর দ্বন্দ্ব— পুরুষ প্রকৃতি ভুলে যাও।

কালকূটে নীল নয় এ কণ্ঠ একণ্ঠে নীলমণি পরি
কৃষ্ণ চিন্তায় সময় না পাই তাই সিনান আমি না করি
তাই এ যোগিনীর বেশ আমার শিরে পড়েছে জটাভার
এ অঙ্গে ধূলি ভস্মাধার শুষ্ক রুক্ষ এ বদন" ॥

রাগমালা ঝাঁপতাল

আভোগা কানাড়া—

উর্ণনাভ জাল যেমন যায় বুনে তেমন সুরের জাল রাই নিজ গুণে
রচনা করে—সে গান যায় শুনে সহসা পৌর্ণমাসী এসে।
পৌর্ণমাসী রয় পিছু দাঁড়ায়ে গান শোনে আপন সত্তা হারায়ে
এ গান শেষ হ'লে বাহু বাড়ায়ে রাধিকায় বুকে নেয় ভালবেসে ॥
গৈরিকবসনা তপস্বিনীকে দূর থেকে দেখে যত গোপিনী
কিশোরীর কাছে ছুটে আসিয়া পৌর্ণমাসীকে সবে নেয় চিনি'
প্রণাম ক'রে যায় তার চরণতলে বৃন্দা দাঁড়ায়ে কাতরে বলে—
"দেখুন ব্রজের কি দূর্গতি চলে সোনার রাই ধূলায় যোগিনী বেশে॥"
পৌর্ণমাসী কয়—"সে-ই জানে যে এরূপ দুর্গতি এ ব্রজে আনে"
ললিতা বলে—"বলুন তো শ্যাম এমন বৃন্দাবন ছাড়ে কোন্ প্রাণে
মা যশোমতির বাৎসল্য এমন রাখালদের এরূপ আত্মসমর্পণ
আমরা সকলে দিলাম প্রাণমন তবুও শ্যাম যায় মথুরাদেশে ॥"
তপস্বিনী কয়—"ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছায় সব কার্য্য সম্পন্ন হবে
স্নেহ প্রেম বাধা দিতে পারে না তবে কৃষ্ণ নাম জ'পে যাও সবে
যে কর্ম্ম ক'রে যাই তুমি আমি— সকল প্রাণীরা এই দিনযামী
সে সবই করায় সেই অন্তরযামী সবারই ভাল করার উদ্দেশে ॥"

দেশ—

ললিতা বলে—"রাই একবার শ্যামের চিত্র আঁকিয়া শ্যামকে দেখালে
শ্যাম বলে 'আমায় অঙ্গহীন ক'রে আঁকিতে তোমায় কেবা শেখালে'
বৃন্দা কয়—'তুমি ত্রিভঙ্গ—তোমার কিবা প্রয়োজন শ্রীচরণ রাখার'
এ কথা শুনে অতি চমৎকার উত্তর দিল শ্যাম সুমধুর হেসে—

'আমি ত্রিভঙ্গ তোমাদের প্রেমে এ কথা প্রতি অক্ষরে মেলে'
বৃন্দা কয় 'তোমার পা আঁকে নি রাই সেও প্রেমে—যাতে না পালাও ফেলে'
কপট শ্যাম উত্তর দেয় তাড়াতাড়ি 'আমি কভু কি তোমাদের ছাড়ি'
অন্যত্র গমন করিতে পারি' এখন শ্যামের সেই রূপ ওঠে ভেসে ॥"
এ কথার পরে বৃন্দা ব'লে যায়— "তাও জান্‌তাম যদি শ্যাম আছে একা
কুব্জা নামে এক নারী রয় পাশে এ আমার নিজের দুই চক্ষে দেখা
ছিঃ ছিঃ আমরা তাই লজ্জাতে মরি রাই ছেড়ে কিনা কুব্জা সুন্দরী
দেখে না তো শ্যাম গুণ বিচার করি' এত থাক্‌তে শ্যাম কুব্জায় নেয় শেষে ॥"

বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া

পৌর্ণমাসী বৈষ্ণবী ধ্যানে জেনেছে সবই
কৃষ্ণ প্রেমে গরবি' তাই ব'লে যায় সবারে—
"কুৎসিত এবং সুন্দরে শ্যাম একই হাতে গড়ে
তাই সমান মনে করে সকলকে রূপ বিচারে ॥
কৃষ্ণ দেখে না কারো বাহিরের কি' আবরণ
লক্ষ্য রাখে তার প্রতি কার কেমন হয় আচরণ
ভক্তেরই যে ভগবান ভক্তিতেই নেয় তার প্রমাণ
রূপের কোন ব্যবধান শ্যামকে ভোলাতে নারে ॥
পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল কৃষ্ণ এ জন্মে ধরে
যেমন সুকর্ম্ম তেমন তার দয়া প্রকাশ করে
কুব্জার রয় কৃষ্ণপ্রাতি আর পূর্ব্বজন্মের আর্ত্তি
তাই শ্যাম দয়া তার প্রতি দেখালো এ সংসারে ॥

তোমরাও সবাই তোমাদের পূর্ব্বজন্মের সাধনে
বাঁধিলে এ জনমে কৃষ্ণে প্রেমের বাঁধনে
প্রেমের আছে দু'নয়ন বিরহ এবং মিলন
তোমরা ব্যথা পাও এখন এ রীতি অনুসারে ॥"

কীর্ত্তন

এ উপদেশ শ্রবণ করে গোপিনীগণ
তবুও তাদের প্রাণ দহে।
এবারে শ্রীমতি পৌর্ণমাসীর প্রতি
বিনয় আর আক্ষেপে কহে—
"তোমার কথা মত কাত্যায়ণীর ব্রত
ক'রে কৃষ্ণ পতি পাই।
না মেটে মনসাধ বিধাতা সাধে বাদ
ব্রজে এখন শ্যামচাঁদ নাই ॥
এখন বুঝি সবে কৃষ্ণে পেলাম যবে
উঠেছিলাম গর্ব্বে মেতে।
তখন অনাদরে দিই নি শ্যামের তরে
প্রেমে ভ'রে আঁচল পেতে ॥
আমার সুখের তরে শ্যাম না রহি ঘরে
কাটায়েছে রাতি বনে।
যখনই ডাক দিলাম এসেছে আমার শ্যাম
আমার কথা রেখে মনে ॥
কোন একটি রাতে অন্য গোপীর সাথে
দেখা হয় পথে আসিতে।
তার কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ তার কুঞ্জে যায়
সে বশ করে তার হাসিতে ॥
আসে যবে প্রাতে আমি শ্যামের সাথে
কথা নাহি বলি রোষে।

শ্যাম মিনতি করে আমার চরণ ধরে
কেবল অন্য গোপীর দোষে ॥
আমি ঘুরায়ে মুখ দিই শ্যামে গভীর দুখ
যার পর নাই অপমান করি।
শ্যাম আমার কি নিধি বুঝি নি—তাই বিধি
আমায় প্রতিফল দেয় ধরি' ॥
হয় অনুশোচনা এ অশ্রু মোছে না
তাই তোমারে বলি দেবি।
আমায় শ্যাম দাও এনে সর্ব্ব ধর্ম্ম মেনে
শ্যামে পূজি—চরণ সেবি ॥
এক মুহূর্ত্তের তরে আমার নেত্রোপরে
শ্যামকে ধর মরার আগে।
শ্যামের মুখে চেয়ে নেব ক্ষমা চেয়ে
চরণ চুম্বি অনুরাগে ॥
যদি না সম্ভব হয় এ দেহ যেন রয়
তমাল ডালে—মরণ হ'লে।
অঙ্গে লিখো শ্যাম নাম ফিরলে কভু শ্যাম
দিও দেহ শ্যামের কোলে ॥"

রাগপ্রধান—বাহার—ত্রিতাল

কিশোরীর প্রতিটি কথা তাপসী মন দিয়ে শোনে।
পৌর্ণমাসী এবারে কয় রাইএর দুখ বিনাশনে—
"কে বোঝে কৃষ্ণের মহিমা কে জানে কৃষ্ণের কি মায়া
তবে রাধা ছাড়া শ্যাম নয়— নিশ্চয় রাধা শ্যামের ছায়া
কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণে সাধা তাতে কিছু আছে বাধা
রাধাশ্যাম নাম আগে রাধা বলা চাই কৃষ্ণের তোষণে ॥

লক্ষ্মীনারায়ণ জগতে এল প্রচারিতে ধর্ম্ম
কৃষ্ণরূপী নারায়ণের তাই যে কথা সেরূপ কর্ম্ম
শ্যাম ব'লে রহিবে ব্রজে হেথায় শ্যাম পাবে সহজে
এস বাহির হই শ্যাম খোঁজে কি হবে উপবেশনে॥
মর্ত্তের বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবন মহাপবিত্র এর ধূলি
কৃষ্ণের পদরজে ভরা এস আমরা বুকে তুলি
ব্রজের প্রাণী তরুলতা সবাই বলে কৃষ্ণের কথা
গোবর্দ্ধন হেরিলে সেথা প্রাণ জুড়াবে শ্যাম দর্শনে॥"

কীর্ত্তন

তাপসীর অনুপ্রেরণায় রাধা তনু মনে বল পায়
চলে কৃষ্ণে অনুসন্ধান তরে।
বক্ষে শ্যাম-মিলনের আর্ত্তি চক্ষে শুদ্ধ প্রেমের স্ফূর্ত্তি
প্রাণ কৃষ্ণে ধ্যান ক'রে যায় অন্তরে॥
তাপসীকে ল'য়ে সাথে সখীরাও চলে প্রভাতে
প্রেমোন্মাদনায় রাধা যায় আগে।
প্রতি কুঞ্জ যমুনা তীর হেরে ঝরায় প্রেমাশ্রুনীর
কৃষ্ণের নানা লীলার স্মৃতি জাগে॥
শ্যাম দাঁড়ায়ে তমাল তলে রাই যেন দূর থেকে বলে
'বঁধূ তুমি কতক্ষণ দাঁড়ায়ে?
কত ব্যথা পেলে একা ক্ষমা কর প্রাণসখা
আসি নিং দ্রুত চরণ বাড়ায়ে'॥
বেত্রসকুঞ্জ কাননে সমবেতা সখীগণে
উদ্দেশ্য ক'রে কিশোরী বলে—
"মানের রাত মনে আছে তো? হেথা শ্যাম ছিল মূর্চ্ছিত
শ্যাম অশ্রু মিশে রয় তৃণদলে॥"

আর এক তরুতল এর পরে রাই হেরে কয় আবেগ ভরে—
"এখানে আমি রাস রজনীতে।
নির্জনে শ্যাম এলে চলি' আমায় নিয়ে—গর্ব্বে বলি
শ্যামকে আমায় তারই কাঁধে নিতে ॥
আমায় কাঁধে নেবার সময় শ্যাম ছলে অন্তর্হিত হয়
আমি শ্যামকে খুঁজে কত কাঁদি।
শ্যামকে কিছুক্ষণ পরে পাই এখন যে শ্যাম বহুদিন নাই
কেমন ক'রে আমি পরাণ বাঁধি ॥"
যমুনা পুলিনে ঘুরি' ধ'রে বংশীবটের ঝুরি
বুকে টেনে নিয়ে কয় কিশোরী—
"শ্রাবণী পূর্ণিমা রাতে আমি কত শ্যামের সাথে
ঝুলনে দুলি—সে কথা স্মরি ॥"
এবারে রাই এসে গোঠে উচ্ছ্বাস ভরে ব'লে ওঠে—
"হেথা শ্যামের সাথে খেলি হোলী।"
যমুনার এক ঘাটে আসে কদম্ব তরু রয় পাশে
সে দিকে চেয়ে রাই ওঠে বলি'—
"ঐ কদম্ব শাখে শাখে শ্যাম বসন লুকায়ে রাখে
কি বিপদেই—পড়ি-মনে করি।
ভয়ে প্রাণ ওঠে শিহরি' মূরলী বাজায় শ্রীহরি
আমাদের সকলের বসন হরি' ॥
তখন শ্যাম বিপদে তারে এখন তাই দেখা আমারে
কেন না দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচায়।"
এবার যায় গিরি গোবর্দ্ধন ভাবে রাই ক'রে নিরীক্ষণ
শ্যাম ধ'রে রয়—পড়ে তাই মূর্চ্ছায় ॥

অনেকক্ষণ যায় চ'লে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ব'লে
সখীরা রাইএর জ্ঞান ফেরায়।

রাই যায় আগাইয়া হামাগুড়ি দিয়া
যদিও রয় সবার ঘেরায় ॥
চরণ দু'টি তোলে শ্রীমুখে যায় বোলে—
"দেখ চরণ না যায় ঠেকে।
চরণ কৃষ্ণের অঙ্গে লাগার সঙ্গে সঙ্গে
কৃষ্ণ চ'লে যায়—না টেকে ॥"
কিশোরী এভাবে যায় শিশুর স্বভাবে
বক্ষ আঁচড়ায় শিলাখণ্ড।
ভক্তি দিল শক্তি হ'ল রক্তারক্তি
একি শ্যামের দেওয়া দণ্ড ॥
এ যে পূজার অঙ্গ রাই করে না ভঙ্গ
সে চায় সুরঙ্গ পথ পেতে।
গিরি ধ'রে একা শ্যাম রয়—হবে দেখা
আনন্দে তাই ওঠে মেতে ॥
লতা গুল্মের তলে আপন অশ্রুজলে
ভেজা মাটি নখে তোলে।
ভেবে পথ সেখানে খোঁজে ব্যাকুল প্রাণে
স্থান কাল পাত্র সবই ভোলে ॥
পৌর্ণমাসী সেথা রয়েছে—তাই ব্যথা
পায় হেরে কিশোরীর কর্ম্ম।
এ নয় উন্মাদনা— শ্যাম পাওয়ার সাধনা—
এ দৃশ্য পরশে মর্ম্ম ॥
সহসা এ সময় হ'ল মেঘের উদয়
মেঘেরও দামামা বাজে।
কিশোরী শিহরে চায় গিরি শিখরে
ভাবে কৃষ্ণ মেঘ মাঝে ॥
রাধা কয়—"ঐ শুনি রথচক্রের ধ্বনি
ঐ আমার শ্যাম রথোপরে।"

ভেসে অশ্রুজলে রাই কিশোরী টলে
মূর্চ্ছায় ভূমিতলে পড়ে ॥
তাপসী এর পরে কিশোরীকে ধরে
জ্ঞান ফেরায় কৃষ্ণনাম দিয়ে।
তাপসীর ইঙ্গিতে এবারে কুঞ্জেতে
সবাই ফেরে রাধায় নিয়ে ॥
তাপসা নেয় বিদায় তবুও ফিরে চায়
হেরে ধূলায় প'ড়ে হেম।
পূরে তার মনোরথ হেরে সাধনার পথ—
মূর্ত্তিমতী কৃষ্ণপ্রেম ॥

উদ্ধব সংবাদ

ধ্রুপদাঙ্গ—ভঁায়রো ঝঁাপতাল

কৃষ্ণ কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উদ্ধবকে ডেকে একদিন যায় ক'য়ে—
"শুদ্ধজ্ঞান তোমার চিত্তে যায় রয়ে তাই তোমায় ডাকি আমার
এ কাজে।
নন্দব্রজে রয় মোর পিতামাতা সখা সখীরাও রয়েছে সেথা
মোর অদর্শনে তারা পায় ব্যথা তাই প্রবোধ দিতে তুমি যাও নিজে ॥
কৃষ্ণের আদেশে বৃন্দাবনে যায় উদ্ধব পরদিন উঠে প্রভাতে
পথে চলিতে দেখা হ'য়ে যায় সুবল আদি সব রাখালদের সাথে
কৃষ্ণের যে বর্ণ অঙ্গের যে সৌষ্ঠব কৃষ্ণের এই সখা উদ্ধব পায় যে সব
রাখালেরা তাই করে কলরব দূর থেকে ভেবে সেই রাখাল রাজে ॥
মা যশোদা বয় কি দুখের বোঝা সুবলের বিশেষ আছে তা' বোঝা
তাই সে উদ্ধবের কাছে না এসে যশোদার কাছে ছুটে যায় সোজা।
মা যশোদাকে এভাবে জানায় "মা তোমার দুখ এতদিনে যায়
তোমারই গোপাল আসিছে হেথায় তবে মা নহে আগেকার সাজে ॥"

পুলকে কম্প জাগে যশোদার উঠিতে গিয়ে তাই ট'লে পড়ে
বহুদিন পরে আপনি ননী মন্থন ক'রে যায় গোপালের তরে
নন্দভবনে উদ্ধব প্রবেশে গোপাল নয় মাতা বুঝে নেয় শ্বাসে
হাত হ'তে মন্থন দণ্ড তাই খসে জ্ঞান হারায়—ব্যথা বুকে তার বাজে।

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

নন্দনন্দন ফিরে এল উপানন্দ ছুটে যায়।
কিন্তু সে আনন্দ মিলায় যখন গায়ের গন্ধ পায়॥
উপানন্দ দাপটে কয় "কে মশাই আপনি বটে
গোপালের মত রূপ ধ'রে ব্রজে এসেছেন কপটে
গোপাল এল খবর রটে ছুটে এলাম তাই দম ফাটে"
এ গোপের বুদ্ধি রয় ঘটে চটে এরূপ ছুটে আসায়॥
উদ্ধব বলে—"রূপ ধরিনি বিরূপ হবেন না মহাশয়
প্রভুর মত দেখ্‌তে আমায় আসি ল'য়ে মহান আশয়
আমার নেই ওরূপ গুণ সকল ভয়ে আমার অঙ্গ বিকল
আপনারা আসল নকল চিনেছেন ভালবাসায়"॥
উপানন্দ বলে হেসে— "আমরা তো তবুও মানুষ
গোধনের কাছে যান দেখি বুঝিবেন তাদেরও কি হুঁশ
কুঁতিয়ে তাই সাহস ধ'রে হাতিয়ে আসুন বশ ক'রে
গুঁতিয়ে দেবে ফস্ ক'রে মুতিয়ে ছাড়বে আপনায়॥"

কীর্ত্তন

উদ্ধব এবার আসে নন্দরাজার পাশে
কুশল সংবাদ আশে বলে করজোড়ে—
"কৃষ্ণ প্রভু আমার পাঠালো আপনার
নিতে সব সমাচার বলুন দয়া ক'রে॥"
কে যেন কাকে কি কথা ব'লে চলে।
ব্রজপতি ভাসে সদাই আঁখিজলে॥

নেই তার শ্রবণ শক্তি সংসারে আসক্তি
তাই সবাকার উক্তি সবই যায় বিফলে ॥
নেত্রে কৃষ্ণ প্রলেপ বৃথা হয় দৃষ্টিক্ষেপ
এবার ক'রে আক্ষেপ উপানন্দ বলে—

"আমাদের মহারাজ আর শুনিতে না পায়।
কেঁদে কেঁদে অন্ধ দেখারও নেই উপায় ॥

হাঁটিতে না পারে শুধু হাঁটু গাড়ে
দু'হাত পেতে ধরে কয় শুধু 'গোপাল আয়' ॥
আর কথা না ফোটে বোবা কান্নায় ওঠে
দ্রুত কম্পন ঠোঁটে কথা না বোঝা যায় ॥

গোপালকে বলিবেন সে বেটা পালালো।
আর অমনি এ ব্রজের নিভে গেল আলো ॥

মানুষগুলো তো ছার পশুরাও পেলে ছাড়
নর্দমায় খায় আছাড় চোখে দেখে কালো ॥
আমরা যে নীচু জাত তাই এমনই বজ্জাত
শোকেতেও হই না কাৎ সদাই থাকি ভালো ॥

আমরা যে ঘর কুনো—বুনো—চুনো পুঁটি।
পাছুটো খোঁড়ালেও উঠি ধ'রে খুঁটি ॥

সম্বল এই কোমরই ভেতরে গুমরি
তাই মরেও না মরি যম ধরে না টুঁটি ॥
আমরা সব গোয়ালা আমাদের প্রেম আলা(মেকী)
খেটেও হই না আলা ভুল দিই চালের ঘুঁটি ॥"

বিজ্ঞ উদ্ধব বোঝে এসে নন্দাগারে।
কেউ কেউ মনের ব্যথা এভাবে উদ্গারে ॥

তারা অন্ধ হবে কালা হ'য়ে রবে
কথাও আর না ক'বে যারা এ না পারে ॥
এত বড় ব্যথায় জগতে কে কোথায়
আছে—কারো কথায় শোনে নি সংসারে ॥

রূপদাঙ্গ—শুদ্ধ তোড়ি—তেওড়া

উপানন্দের সব কথা শুনে উদ্ধব পায় ব্যথা
গোপেদের দুঃখ কোথা বুঝে নিল গোপনে।
কেউ বেঁচে রয় জড়বৎ কারো ক্রন্দনই এক পথ
কেউ বা প্রকাশ করে মত যেমন আসে তার মনে ॥
উদ্ধব উপদেশ দিয়ে সবারে শুনায়ে কয়—
"নারায়ণকে বেশী দিন বেঁধে রাখা সম্ভব নয়
দুর্জ্জন নিধনের কারণ সজ্জন করিতে তারণ
কৃষ্ণরূপ করে ধারণ নারায়ণ এ ভুবনে ॥
অত্যাচারী রাজাদের আপন হাতে বধিয়া
ধার্মিক জনে সিংহাসন কৃষ্ণ তাই যাবে দিয়া
আপনারা ভাগ্যবান আপনাদের সরল প্রাণ
এসেছে তাই ভগবান আপনাদের জীবনে ॥
সকল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নারায়ণ করে মায়ায়
দণ্ড প্রেম যখন যেমন দেয় রেখে চরণ ছায়ায়
এ মায়ার আকর্ষণে মা পুত্রের অদর্শনে
কেবল অশ্রুবর্ষণে 'গোপাল গোপাল' কয় এমন" ॥

রাগপ্রধান—যোগিয়া—ত্রিতাল

গোপাল কথাটি প্রবেশে যশোদার কর্ণকুহরে।
ধীরে মাতা আঁখি মেলে পুলকে অঙ্গশিহরে ॥
মা যশোদা উঠে দাঁড়ায় দু'হাতে ধ'রে মৃত্তিকা
সমুখে উদ্ধব হেরে যায় মাতৃত্বের আলোকবর্ত্তিকা
প্রাণগোপালের মত বরণ কথা বলারও এক ধরণ
তাই গোপালকে ক'রে স্মরণ মাতা বলে স্নেহ ভরে—

"জানিনা কে এলে তুমি আমার গোপালের রূপ ধ'রে
যে হও সে হও তুমি সেবিব তোমায় আদরে
গোপাল নারায়ণ সেকথা নিয়ে রয় না মাথাব্যথা
অতিথি নারায়ণ হেথা এল বুঝি আমার ঘরে।।"
মা যশোদা তাই উদ্ধবকে সযতনে কোলে টেনে
নিজ হাতে খাওয়াইল ননী—ভাণ্ডার থেকে এনে
উদ্ধবের জাগিল বিস্ময় মানব জাতির মাতৃহৃদয়
কত বাৎসল্য স্নেহ বয় তাই এভাবে সেবা করে।।

কীর্ত্তন

কৃষ্ণের পিতামাতায় নমি' কৃষ্ণের আত্মলীলা ভূমি
উদ্ধব এবারে যায় ভ্রমি' নানা পথে কুঞ্জবনে।
যেথায় যেটি রইলে পরে পরম সুন্দরের মন ভরে
সেথায় সেটি থরে থরে সাজানো যেন যতনে॥
কুঞ্জপথে যথা তথা। রহে গুল্ম তরুলতা॥
কুসুমিতা হ'তে কলী চায় কৃষ্ণমিতার বারতা॥
কুসুমও নয় সুষমাময় যেন তাদের রয় অসময়
অলি নেই—যেন বিষময় মন তাদের—রসময় কোথা?
যে সমীরণ বহি' চলে তার পরশে অঙ্গজ্বলে'
মর্মর এক ধ্বনিতে বলে কৃষ্ণ বিরহেরই কথা॥
বিহঙ্গ রয় শাখে শাখে। কিন্তু তারা কেউ না ডাকে॥
'ফটিক জল' ব'লে কেবলই জল যেন যাচে চাতকে।।
ব'সে রয় যে তমাল শাখায় তাতেই ময়ূর ওষ্ঠ ঠেকায়
ময়ূরী গুল্মেতে লুকায় শ্যাম ছায়ায় তার ব্যথা ঢাকে॥
মৃগ আছে—আঁখি দীঘল মৃগীকে করে না আগল
দীঘি রয় তবু মৃগীদল মরীচিকার খোঁজে থাকে॥
কে নেয় পদ্মের পরাগ হরি'। অলি গায় না গুন্‌গুন্ করি'
মরাল দেখায় না অনুরাগ মৃণালখণ্ড মুখে ধরি'॥

বাজে না কৃষ্ণের মূরলী গোঠে 'রাধা' 'রাধা' বলি'
তাইতো শ্যামলী ধবলী ঊর্দ্ধে চায় নেত্রে জল ভরি' ॥
যমুনায় বহে না উজান হিল্লোলে কল্লোলের নেই তান
উদ্ধব শোনে বেদনার গান দূরে গেয়ে যায় কিশোরী—

আধুনিক—দাদ্‌রা

"তীর বেঁধা পাখী গেছ কি নিরখি'
না যাও তো হের এসে।
ব্যথার পাথর বাঁধায় অকূল পাথারে
দেখে যাও আছি ভেসে ॥
তুমি তো দেখেছ একটানা বারি
ঘন বরষাতে ঝরে
হয়ত দেখ নি বাঁধ ভাঙা স্রোত
নদী যবে কানায় ভরে
দেখ—না দেখিলে বাঁধ নয়ন কোলে
ভাঙে অশ্রু প্রেমাবেশে ॥
তোমার দেখা আছে অশোকে পলাশে
রঙ ধরায় বনে লালে
দেখনি কেমন ব্যথার গোধূলি
লাল করে আঁখি তমালে
প্রীতির সূত্রে গীতির এ মালা
শোন স্মৃতির উদ্দেশে ॥
দেখেছ কিছুদিন তীর ঘেঁষে থাকা
বরষায় কোন তরী—
রহিলে ব্রততীর অগ্রগতির পথে
সে লতা ওঠে ছুই ধরি'
দেখে যাও সে তরী সরে গেছে—লতা
কি দশায় রয় জলে শেষে ॥"

কীর্ত্তন

কৃষ্ণের কথা স্মরি' আর সময় না হরি'
সে সুর অনুসরি' উদ্ধব এবার চলে ।
কুঞ্জ দেখে সবই আর দেখে এক দেবী
সখীরা যায় সেবি' তারে তমাল তলে ॥
এ সৌন্দর্য্য উদ্ধব দেখেনি এর আগে ।
এক অঙ্গে সর্ব্বরূপ হেরে বিস্ময় জাগে ॥
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণা দ্বিভুজা অপর্ণা
ঝরায় সুরের ঝর্ণা প্রিয়ের অনুরাগে ॥
পদ্ম পলাশ লোচন করে অশ্রু সিঞ্চন
কেশদাম আকুঞ্চন ভূমিতলে লাগে ॥
মনে মনে উদ্ধব ধারণা ক'রে যায় ॥
'সমুখে সে হেরে নিশ্চয় কৃষ্ণ প্রিয়ায় ॥
ঐ প্রভুর প্রেয়সী তাই এত রূপসী'
উদ্ধব আগে আসি' করজোড়ে দাঁড়ায় ॥
কি সমস্যার উদ্ভব হ'ল বোঝে উদ্ধব
তাকে গোপীরা সব দেখে এবার শুধায়—
"কে আপনি বলুন কোথায় আপনার ঘর ।
শ্যামের মত দেখি আপনার কলেবর ॥
পীতবসন অঙ্গে ধড়া রয় সেই সঙ্গে
শোভা হয় ভ্রূ-ভঙ্গে চন্দন কপাল উপর ।
রাই রয় কৃষ্ণ ধ্যানে এ কথা যায় কানে
মুখ না তুলে গানে একথার দেয় উত্তর—

কাজরী—জংলা ভৈরবী—কার্ফা

"কৃষ্ণ যদি বিদ্যমান হয় জাগে অনবদ্য সাড়া ।
সদ্য ফোটা পদ্ম গন্ধে ভরিবে স্থানটি সারা ॥

মধুর গান গেয়ে বিহঙ্গ এসে যাবে সঙ্গে সঙ্গে
অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে ময়ূর ময়ূরী নাচিবে রঙ্গে
যমুনা তুলে তরঙ্গে পুনঃ সরবে তা' ভঙ্গে
প্রণাম করিবে ত্রিভঙ্গে— রবে তার উজান প্রসারা ॥
কৃষ্ণ অবস্থানের এক গুণ অলিরা গান করে গুন্ গুন্
টগর গোলাপ মল্লিকার দল ফোটায় তাদের রূপের আগুন
সুগন্ধ দেয় ভালবেসে মলয় বায়ে আসে ভেসে
মৃগ মৃগী দাঁড়ায় এসে নয়নে প্রেমের ইসারা ॥

কীর্ত্তন

উদ্ধব জানায় এবার— "উদ্ধব নাম হয় আমার
আমি লোক মথুরার কৃষ্ণের দাস হই পরে।
প্রভু পাঠায়েছে আপনাদের কাছে
সবাই কেমন আছে জেনে যাবার তরে" ॥

বাউল—মিশ্র ভৈরবী—কার্ফা

বৃন্দা চীৎকার ক'রে বলে কথায় যেন পড়ে বাজ।
"কৃষ্ণ যে কতদূর চতুর বুঝিতে পেরেছি আজ ॥
শ্যাম্ তোমায় দোসর করেছে তবে তুমি শ্যামের ফেউ
শ্যাম আহার করিলে তুমি ঢেকুর তোলো ক'রে হেউ হেউ
তুমি তোষ তোমার ভূপে ঘুরে বেড়াও প্রভুর রূপে
কে কি করে চুপে চুপে দেখে খবর দেওয়াই কাজ ॥
নিজের বেলায় আঁটিসাঁটি পরের বেলায় দাঁত কপাটি
সেই সূত্রে শ্যাম সুখের লাগি' অন্য নারীর পা যায় চাটি'
তাতেও শ্যামের মেটেনি সাধ আমাদের কান্নায় সাধে বাদ
লোক পাঠিয়ে নিচ্ছে সংবাদ শ্যামের নেই একবারেই লাজ" ॥

কীর্ত্তন

রাই বলে এ দ্বন্দ্বে— "একি বলছিস্ বৃন্দে
তুই শ্যামের সম্বন্ধে আসল কথা ঢাকি'।

শোন শোন উদ্ধব কৃষ্ণই আমাদের সব
কৃষ্ণকেই আশৈশব আমরা হিয়ায় রাখি ॥

কাজরী—মালগুঞ্জ—আদ্ধা

শ্যাম নিয়ে ঘর করি আমি মনের মণিময় কোঠায়
শ্যাম নিজরূপ এঁকে দিয়ে চোখের কোলে কালি ফোটায় ॥
হৃদি সিংহাসনে শ্যামে বসায়ে দিই চরণ ধুয়ে
চরণ ধোয়া সে জল বাহির হ'য়ে আসে অশ্রু হ'য়ে
গুরু শ্যাম ভার বহি তাই অঙ্গ ঘিরে ক্লান্তি সদাই
সেটা লক্ষ্য করে সবাই আমার এ বসা ওঠায় ॥
এ হৃদয় পালঙ্কে শ্যামে যতনে শয়ন করায়ে
বাতাস ক'রে ধীরে ধীরে রাখি শ্যামে ঘুম পাড়ায়ে
সে বাতাস আমার লোমকূপে বহিরায় যে চুপে চুপে
রোমাঞ্চ জাগে এরূপে তাই তনু তৃণে লোটায় ॥
ঘুম ভাঙিলে শ্যাম আমাকে টানে তার বাহু বন্ধনে
হৃদ্ পালঙ্ক কেঁপে ওঠে আমাদের এই ভার বহনে
সে কাঁপনে অঙ্গ কাঁপে সে শ্বাসে অঙ্গ রয় তাপে
রাই ম'ল রাই ম'ল ব'লে সখীরা তাই কান্না ছোটায় ॥"

কীর্ত্তন

রাই বাক্যের প্রতিটি ভাষা ব'লে দেয় রাইএর কি আশা—
শ্যামের প্রতি ভালবাসা কত গভীর অন্তর থেকে।
বৃন্দা রাইএর বিবাদ নিয়া ললিতা টিপ্পনি দিয়া
সদর্পে গেল বলিয়া দু'পক্ষেরই কথা রেখে—

পল্লীগীতি—দ্রুত দাদ্‌রা

"চলবে না চল্‌বে না শ্যামের মোদের ওপর বিগড়ান।
চল্‌বে না বিচ্ছেদের গামছায় বেঁধে এরূপ রগড়ান ॥

তিল ফুলের মত নাসিকা জানি শ্যামের আছে
পদ্ম পলাশ হার মেনে যায় শ্যামের চোখের কাছে
অলক খ'সে পড়ে ভালে হাসিলে টোল পড়ে গালে
অধর রাঙা বিম্বলালে কালো চুল খুব কোঁকড়ান ॥
তবুও আমাদের ওপর চলবে না শ্যামের বিগড়ান ॥
ঘর সংসার সব ছেড়ে আমরা ঘুরেছি শ্যামের পিছু
সর্ব্বস্ব সঁপেছি শ্যামকে রাখিনি নিজেদের কিছু
এখন আমরা হই পুরাতন তাই ব'লে ক'রে অযতন
অন্য নারী নিয়ে মোদের চলবে না আর উগরান ॥
এই যে প'ড়ে রাই কিশোরী এর আগের খবর জান কী
নিজের মাথায় তুলে রাইকে শ্যাম করেছে প্রাণসখী
বাঁকা শ্যামকে সোজা হ'য়ে উঠতে হবে রাইকে ব'য়ে
অন্য নারীকে নাক দিয়ে চল্‌বে নাতো ঠোক্‌রান ॥"

কীর্ত্তন

কথা শুনে সব গোপিকার উদ্ধব বুঝে নিল এবার
গোপীদের হৃদয়ে কৃষ্ণ জাগে।
প্রতিটি কৃষ্ণ সাধিকার কৃষ্ণে পাবার রয় অধিকার
শ্রীরাধিকার সবার চেয়ে আগে ॥
গোপীদের কি শুদ্ধ হৃদয় বুদ্ধিতে তার বিচার না হয়
বুদ্ধ উদ্ধব এদের কি জ্ঞান দেবে।
ব্রজবাসীর সরল স্বভাব মূর্খ হ'লেও—জ্ঞানের অভাব
পূর্ণ করে শুধু কৃষ্ণে সেবে ॥
তবুও কৃষ্ণের পায় আদেশ গোপীদের দিতে উপদেশ
কথা রাখিতে তাই উদ্ধব বলে—
"প্রভু বলেছেন এ কথা 'এক মুহূর্ত্তের তরে হেথা
গোপীদের ছাড়া আমার না চলে।

আমি হই আত্মা সবাকার গোপীদের সঙ্গে একাকার
হ'য়ে মিশে আছি বৃন্দাবনে।
আমি হেথায় আছি ব'লে বিরহে কাতরা হ'লে
তারা যেন খুঁজে দেখে মনে' ॥"
উদ্ধব বলে নিজের ভাষায় "দেখেছি কি ভালবাসায়
আমার প্রভু আপনাদের স্মরে।
তাই প্রায়ই থাকেন নীরবে সবিস্ময়ে দেখে সবে
কমলাক্ষি হ'তে অশ্রু ঝরে ॥
তাই আমি করি মিনতি দোষ দেবেন না প্রভুর প্রতি
তিনিও কাতর এ ব্রজের লাগি।
যদি কিছু হয় অপরাধ প্রভুর সেটা ছিল না সাধ
তবু প্রভুর হ'য়ে ক্ষমা মাগি ॥
আপনাদের রূপও যেমন সর্ব্ব গুণও রহে তেমন
আবার বিরহের আগুনে জ্ব'লে—
হলেন স্বর্ণ শুদ্ধতম আপনাদের চিত্ত সম
ঋষিরও চিত্ত নয়—এ যাই ব'লে ॥
হারাবার ভয় রয় মিলনে বিরহে প্রতিটি ক্ষণে
কৃষ্ণ চিন্তায় মধুর মিলন হয়।
তাই এরূপ সঁপে মনপ্রাণ করুণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ধ্যান"
এ শুনে বৃন্দা উদ্ধবে কয়—

রাগপ্রধান—বেহাগ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

তোমার মুখে এ প্রশংসা শুনে আমাদের কি হবে।
হৃদয়ে শ্যামকে ধরেছি উগরালে শান্তি পাই তবে ॥
শ্যাম অঘোরে ধ'রবে ব'লে এ গোপীর দল বনে ঘোরে
তারা কি এই প্রেমের ঘোরে প্রাণ দেবে বনে বেঘোরে ?
শ্যামকে আমরা খুঁজি শোকে তাই বল হে কৃষ্ণ সখে
আমাদের শ্যাম আবার সখে এসে দেখা দেবে কবে ?

হরি বুঝে কাল হরি না শ্যামকেই আমরা জানি শুধু
শ্যাম আমাদের হৃদি সখা শ্যাম আমাদের পরাণ বঁধু
প্রতি পদক্ষেপ গমনে হৃদপিণ্ডের প্রতি স্পন্দনে
শ্যামকে ডাকি মনে মনে শ্যাম জপি রইলে নীরবে ॥
কভু শ্যামে আদর করি ভাবি শ্যাম রয় হৃদয় জুড়ে
কভু শ্যামে কটু বাক্য বলি যেহেতু রয় দূরে
পুত্রে ডাকিতে শ্যাম বলি পতিকেও শ্যাম ব'লে ফেলি
পতিরা কয়—চীৎকার করি শ্যাম বোলে ঘুমাইও যবে ॥"

কীর্ত্তন

কৃষ্ণে পাওয়ার তরে কি আর্ত্তি অন্তরে
ব্রজে গোপিনীদের আছে।

অল্পকালে উদ্ধব বোঝে যথা সম্ভব
কথা বোলে এদের কাছে ॥

হ'ল অপরাহ্ণ আর উপায় নেই অন্য
উদ্ধবকে ফিরিতে হবে।

কৃষ্ণে নিয়ে সদাই ব্যাকুল ব্রজের সবাই
আমল দেবে কে উদ্ধবে ॥

উদ্ধব নিয়ে বিদায় চলে তাই মথুরায়
ব্যথায় ভারাক্রান্ত মন।

নূতন জগতের দ্বার খোলে তাই সে এবার
হেরে প্রেমের রাজ্য এমন ॥

নন্দ যশোমতি স্নেহ কৃষ্ণের প্রতি
যা' দেখায়—অতুলনীয়।

কৃষ্ণের সর্ব্বগুণে মধুর বাঁশী শুনে
কৃষ্ণ হয় রাখালদের প্রিয় ॥

ঐ প্রেম সুধা ক্ষরা যাবে ব্যাখ্যা করা
কিন্তু কি হয় গোপীর বেলায়।

তারা বিবাহিতা পতি সুতযুতা
কৃষ্ণ তরে ছাড়ে হেলায় ॥

দেহ ভোগে তৃপ্তা　　　না হ'য়ে নির্লিপ্তা
　　রয় মায়াভরা সংসারে।
এক সাথে রোদনে　　　দিনরাত কাটে বনে
　　ব্রহ্মাণ্ডে এ আর কে পারে ॥
অঙ্গ যৌবন ভরা　　　সুস্বাস্থ্য রয় ধরা
　　দীপ্তি পায় রূপ লাবণ্যে।
এ সব ভুলে থেকে　　　শুধু কৃষ্ণে ডেকে
　　নারী হ'য়ে রয় অরণ্যে ॥
এমন কি সব মৃগ　　　চায় না দেহ ভোগও
　　ময়ূরের দল রয় উন্মনা।
প্রকৃতি বিরুদ্ধ　　　এ প্রেম সবই শুদ্ধ
　　উদ্ধব গায় ব্রজ বন্দনা—

ভজন—পিলু—কার্ফা

রাধা কৃষ্ণের পদরজ　　পূত ব্রজধাম।
তোমারে জানাই অন্তরের　ভক্তি প্রণাম ॥
যতদিন রবি শশি　　আকাশে উদিত হবে
ততদিন ব্রজবাসীদের　　এ প্রেম স্মরিবে মানবে
গোপবর্গ প্রেম অর্পণে　　স্বর্গ রচিল ভুবনে
পরমানন্দ পায় মনে　　অশ্রুতে অবিরাম ॥
এখানের ধূলিকণা　　তৃণদল তরুলতা
শিখী মৃগ অলি সাথে　　ব'লে যায় কৃষ্ণ কথা
ব'লে দেয় পবন সুগন্ধ　　হেথা রয় যশোদা নন্দ
রাখালগণ কৃষ্ণ প্রেমান্ধ　　কত নাম সুবল সুদাম ॥
চোখে যেন আঁকা থাকে　　রাধারাণীর কৃষ্ণ প্রীতি
শ্রবণে সদা রয় যেন　　গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম গীতি
কৃষ্ণ কৃপা পাওয়ার তরে　　এ আর্ত্তি আমার অন্তরে
যেন জাগে—সকাতরে　　বলি রাধাশ্যাম ॥

—শুভম্ অস্তু—

কৃষ্ণলীলা প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥